রবীন্দ্র-কাব্যভাষা

শ্রীসুনন্দা দত্ত, এম্‌-এ, ডি-ফিল্‌

ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স
৪০-এ মহেন্দ্র গোস্বামী লেন
কলিকাতা ৬

নিবেদন

রবীন্দ্র কাব্যভাষার এই আলোচনা সন্ধ্যাসঙ্গীত হইতে শুরু করিয়াছি। তাহার আগেকার কবিতা প্রায় সবই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার রচনাবলীতে পরিবর্জন করিয়াছেন, তাই এখানে সেগুলির আলোচনা বাদ দিয়াছি। কৈশোরক রচনার মধ্যে শুধু 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'কে রবীন্দ্রনাথ একেবারে বাদ দিতে পারেন নাই। তদনুসারে আমি ভানুসিংহের পদাবলীর ভাষার আলোচনা করিয়াছি, তবে ভাষা ঠিক বাংলা নয় বলিয়া ভানুসিংহ-পদাবলীর আলোচনা প্রথম অধ্যায়ের শেষে করিয়াছি। এই অংশ কিছু সংক্ষিপ্ত আকারে 'যাত্রী' পত্রিকায় চারি বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল।

রবীন্দ্র-কাব্যভাষার বিশ্লেষণ দুই ভাগে ও ছয় অধ্যায়ে করিয়াছি। প্রথম পাঁচ অধ্যায় প্রথম ভাগ, ষষ্ঠ অধ্যায় দ্বিতীয় ভাগ। প্রথম ভাগে রবীন্দ্র-কাব্যভাষার ধারাবাহিক এবং সামগ্রিক আলোচনা আছে। দ্বিতীয় ভাগে একটিমাত্র অধ্যায়। তাহাতে রবীন্দ্র-শব্দকোষের (প্রায় দুই হাজার শব্দের) যে সংকলন দিয়াছি তাহা প্রথম ভাগের আলোচনার উদাহরণমালারও কাজ করিবে। এই "নির্বাচিত শব্দকোষ"কে অবলম্বন করিয়া বৃহৎ ও পূর্ণাঙ্গ রবীন্দ্র-অভিধান রচনায় আমি অবসর সময়ে ব্যাপৃত আছি।

সপ্তম অধ্যায়টি নূতন যোজনা। ইহাতে শুধু কবিতার ও কাব্যের নাম লইয়া ভাষা-বিশ্লেষণ আছে। কবিতার নামের ভাষা পদ্য নয় গদ্যও নয় আবার পদ্যও বটে গদ্যও বটে। তাই স্বতন্ত্র ভাবে আলোচনা করিলাম।

রবীন্দ্র-কাব্যভাষার এই গবেষণা আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণাবৃত্তি ভোগ করিবার কালে (১৯৫৬-৫৮) এবং তাহার পরে

"এ ভাষা আমার, এ ভাষার অনেকখানি
আমার নিজের হাতে গড়া"

৮ই এপ্রিল ১৯২৭

প্রথম অধ্যায়

কাব্যক্রমে ভাষাবিশ্লেষণ

১. কাব্যানুক্রম

রবীন্দ্রনাথ নিতান্ত অল্পবয়স হইতেই কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিলেও প্রকাশের উদ্দেশ্যে রচনা তিনি পনের বছর বয়সে শুরু করিয়াছিলেন। গান গল্প ও গদ্যপ্রবন্ধ লেখারও সূত্রপাত এই সময়ে হইতে। ১২৮৩-৮৪ সালে জ্ঞানাঙ্কুরে ও ভারতীর প্রথম বছরে (১২৮৪) তাঁহার প্রকাশিতব্য প্রথম রচনাগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল। বাক্‌-শিল্পের গতি ও প্রকৃতির দিক দিয়া বিচার করিলে, ১৮৭৬ হইতে ১৯৪১ পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ পয়ষট্টি বছর কালব্যাপী কাব্যসৃষ্টির অবিচ্ছিন্ন বহুধারাবাহী প্রবাহে, প্রধান প্রধান তরঙ্গভঙ্গের অর্থাৎ কাব্যের (কবিতাগুচ্ছগুলির) কয়েকটি বিভাগ পাওয়া যায়। কালানুক্রমে এই বিভাগগুলি সংখ্যায় এগারো।

১৮৭৫-১৮৮১ : বনফুল, কবিকাহিনী, ভগ্নহৃদয়, শৈশবসঙ্গীত[১] ও ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী[২]।

১৮৮১-১৮৮৬ : সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রভাতসঙ্গীত, ছবি ও গান, কড়ি ও কোমল।

১৮৮৬-১৮৯৬ : মানসী[৩], সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালী।

১. শৈশবসঙ্গীত পুস্তকাকারে ১২৯১ সালে সঙ্কলিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল কিন্তু কবিতাগুলি অনেক আগে লেখা এবং ভারতী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) তৃতীয় খণ্ড, (তৃতীয় সংস্করণ) পৃ ৪২-৪৩ দেখুন।

২. ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ১২৯১ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। অধিকাংশ গান ভারতীতে ১২৮৪ সালে প্রথম মুদ্রিত হইয়াছিল।

৩. পুস্তকাকারে প্রকাশ ১২৯৭ সালে। কবিতাগুলির রচনাকাল ১২৯৩ হইতে, ভারতীতে প্রকাশ ১২৯৪ হইতে।

১৮৯৭-১৯০০ : কল্পনা[১], কথা, কাহিনী, ক্ষণিকা।

১৯০১-১৯০৬ : নৈবেদ্য, স্মরণ, শিশু[২], উৎসর্গ, খেয়া।

১৯০৬-১৯১৪ : গীতাঞ্জলি[৩], গীতিমাল্য, গীতালি।

১৯১৪-১৯১৬ : বলাকা[৪]।

১৯১৮-১৯২২ : পলাতকা, শিশু ভোলানাথ।

১৯২৩-১৯২৫ : পূরবী[৫], প্রবাহিণী।

১৯২৮-১৯৩৭[৬] : (ক) মহুয়া, বনবাণী, পরিশেষ, বিচিত্রিতা, বীথিকা, ছড়ার ছবি।

(খ) পুনশ্চ, শেষ সপ্তক, পত্রপুট, শ্যামলী।

১৯৩৮-১৯৪১ : প্রান্তিক, সেঁজুতি, আকাশপ্রদীপ, নবজাতক, সানাই, রোগশয্যায়, আরোগ্য, জন্মদিনে।

১৮৭৩ হইতে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের "কৈশোরক" রচনাগুলি রবীন্দ্রনাথ পরিবর্জন করিয়াছিলেন। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ছাড়া এই সময়ে রচিত কোন বই দ্বিতীয়বার ছাপা হয় নাই। ইচ্ছাসত্ত্বেও ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী একেবারে পরিত্যাগ করা যায় নাই। গান রূপে এগুলির সমাদর বরাবর ছিল এবং এখনও আছে। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর ভাষা বাংলা নয়, ব্রজবুলি অথবা ব্রজবুলি-মেশানো বাংলা।

১. পুস্তকাকারে প্রকাশ ১৩০৭ সালে। অধিকাংশ কবিতা ১৩০৪ সালের প্রথম ছয় মাসে রচিত। বা. সা. ই. ৩ পৃ ১১৩ দেখুন।

২. শিশু ১৩১০ সালে প্রথম ছাপা হয়। অল্প কয়েকটি কবিতা অনেক আগেকার লেখা। এগুলি কড়ি ও কোমলের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে ছিল।

৩. গীতাঞ্জলি প্রথম বাহির হয় ১৩১৭ সালে। অনেকগুলি কবিতা ১৩১৬ সালে রচিত, কতকগুলি ১৩১৩ ও ১৩১৪ সালে।

৪. পুস্তকাকারে প্রকাশ ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে। কবিতাগুলি ১৩২১ সালে রচিত। অনেকগুলি ঐ সালেই সবুজপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

৫. পুস্তকাকারে প্রকাশ ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে। কয়েকটি কবিতা ১৩২৪, ১৩২৮ ও ১৩২৯ সালে রচিত। অধিকাংশ কবিতা ১৯২৩-২৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত ও প্রথম প্রকাশিত।

৬. এই সময়ে তাঁহার দুইটি কাব্যছন্দ চলিয়াছিল। (ক) ছন্দোময় সমিল কবিতা, (খ) গদ্য কবিতা। প্রথম সংস্করণ পরিশেষে (১৯৩২) কয়েকটি অমিল কবিতা ছিল, সেগুলি পরে পুনশ্চ বইটিতে সংযোজিত হইয়াছে।

সে কারণে পরিশিষ্টরূপে এই বইটির আলোচনা করিয়াছি। বনফুল প্রভৃতি অপর পূর্বরচিত কাব্যগুলির আলোচনা করি নাই।

২. সন্ধ্যাসঙ্গীত

প্রথমেই লক্ষ্য হয় তদ্‌ভব শব্দের বানানে সর্বত্র সমতা রক্ষিত হয় নাই। কথ্যভাষার ক্রিয়াপদে প্রথম অক্ষরে উচ্চারণ অনুসারে প্রায়ই অ-কার স্থানে ও-কার হইয়াছে। যেমন, কোরে, লোয়ে, হোতে। ব্যতিক্রমও আছে। যেমন, হ'তে। তদ্‌ভব পদের শেষ অক্ষরে উচ্চারিত ও-কার উপরে কমা চিহ্ন দিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। যেমন, পুরাণ', হারাণ', ছিলনাক'[১]। দৈবাৎ ও-কারও আছে। যেমন, শুখানো। ও-কারান্ত অন্য শব্দ দৈবাৎ অকারান্ত হইয়াছে। যেমন, আল (=আলো)।

সন্ধ্যাসঙ্গীতে কথ্যভাষার শব্দ পদ বাক্যাংশ ও ইডিয়ম যথেষ্ট আছে। যেমন, নিরিবিলি (ক্রি-বিণ.) সীঁদুর, সুমুখে, ছিনু, রোস্‌, এয়েছিলে,[২] এঁকেছিনু, দেখেছিনু, আসিসনি, পারিনে, উঠেনি, দেখেনাক, ছিলনাক, দেছেন, জানিতামনাক[৩], অমনধারা, ওইখানে, অবাক মতন, উন্মাদের পারা, পাগলের হেন, মুখ বাগে ; "ওইগুলি কোলে কোরে নিয়ে" ('সন্ধ্যা'), "নিশি যবে পোহায় পোহায়" ('আবার'), "কাঁদো কাঁদো মুখ" ('দুদিন')।

কতকগুলি বাক্যাংশে সাধু ও কথ্য ভাষার পদের সহযোগ হইয়াছে। যেমন, "উঠেনি মুকুলিয়া", "পারিনি শুনিতে", "করেছে প্রয়াণ", "হাসিহীন দু অধর", "ফেলে আসিয়াছে", "উঠিতে হল"।

সন্ধ্যাসঙ্গীতে অপেক্ষাকৃত অপরিচিত তৎসম শব্দ কমই আছে। দুরূহ তৎসম শব্দের প্রয়োগ সযত্নে পরিহার করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তৎসম শব্দের মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য। যেমন, অচল (=পর্বত), অরুণের রাগ, অসীম, ঋণপাশ, কপোল, কুবলয়, কেশপাশ,

১. ইলেকবিহীন, "দেখেনাক"। ২. মিল : "চেয়েছিলে" ('উপহার')।
৩. "জানিতাম"—সাধুভাবার পদ।

চক্রবাকী, জলদ, নীহার, নীহারজাল, নভস্তল, নভস্থল, পারাবার, প্রক্ষালন, বাতায়ন, বাস (=বস্ত্র), মৃদুল (—কিরণে,—নিঃশ্বাসে), শিখাহীন, সমীর, সরসী, স্রোতোমুখে, হসিত (—কপোলে,—নয়নে)। "ম্রিয়মাণ" অনেকবার আছে। সংস্কৃত ব্যাকরণসম্মত সম্বোধন পদ একবার পাওয়া গিয়াছে, তবে কবিতার ছত্রের বাহিরে—"অয়ি সন্ধ্যে"। কবিতাছত্রে কিন্তু "অয়ি সন্ধ্যা স্নেহময়ী" ('উপহার', প্রথম কবিতা)।

পূর্বপ্রচলিত কাব্যভাষার শব্দও কম নাই। যেমন, অনিমিখ[১], আছিল, আঁখি, কহে, গরব, গড়িছে, জনম[২], টুটি, তরাস, তায়, তিয়াস, তুয়া, তেয়াগ, তেয়াগিল, -ধার (=ধারা), নয়ান, নারিনু, নিতি, নিরখে, নিরঝর, নেহারি, পরশ, পরবাসী, পরাণ, পশিয়া, পসারিয়া, পিয়াস, পুরব (=পূর্ব), ফেলহ, বরষ, বরষা, বয়ন, বারতা, বায়, বাহিরিবে, বঁধু, ভায়, মগন, মরম, মরমরে, মরিবারে, মূরতি, মোরে, যবে, যেথা, যেথায়, সেথা, স্বজনি, লো, হতে, হরষ, হাসিছ, হিয়া, হেন (=মত)। "বয়ান : বয়ন, নয়ান : নয়ন"—ছন্দের প্রয়োজন মত ব্যবহার হইয়াছে। যেমন,

> ওকি দৃষ্টি হান' এ বয়ানে
> চেয়ে চেয়ে কৌতুক নয়ানে
> ফের' ফের'—ও নয়ন
> ভাবহীন ও বয়ন ('আবার')।

ক্রিয়াপদের ব্যবহারে বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য খুব বেশি। সাধু গদ্য-ভাষার ও কাব্য ভাষার এবং কথ্য ও উপভাষার পদ অনির্বিচারে ব্যবহৃত হইয়াছে। কাব্যভাষার রীতিসিদ্ধ ধাতু ও পদের ব্যবহারও কম নয়। সেই সঙ্গে নামধাতুও ধর্তব্য। যেমন, আইনু[৩], আইলে, আছিল, আরম্ভিছে, উচ্ছ্বাসিল, উজলিয়া, উদিবে, গ্রাসিছে, জনমি, টুটে, তোজেছে, তেয়াগিল, দহিত, নারিনু, নিমীলিয়া, নিরখিনু, নেহারি, পশে, প্রবেশিবি, পিয়া (=পান করিয়া), বাহিরিতে, বিকশিয়া[৪],

১. ব্রজবুলি পদ। তবে রবীন্দ্রনাথের আগেই এটি বাংলা কাব্যের ভাষায় গৃহীত হইয়াছিল। ২. ক্রিয়ারূপেও ব্যবহৃত হইয়াছে। ৩. "এনু"ও আছে। ৪. ণিজন্ত পদ। অণিজন্ত "বিকাশিয়া"।

বিগলিছে, বিপ্লাবিয়া, ভ্রমিয়া, মূরছি, যুঝিবারে, হান'। অতীতকালের ক্রিয়াপদের উত্তমপুরুষে "-নু" বিভক্তির ব্যবহার খুব বেশি। এ বিভক্তি প্রাচীন কাব্যের ভাষায় বেশ পাওয়া যায়। এই বিভক্তি আধুনিক দক্ষিণ-রাঢ়ীয় উপভাষারও বিশিষ্টতা। রবীন্দ্রনাথ এখানে প্রাচীন কাব্যধারারই অনুসরণ করিয়াছেন। যেমন, আসিনু, করিনু, চলিনু, ছিনু, নারিনু, পাইনু, ফিরানু, রহিনু, শিখিয়াছিনু, শুধাইনু। এই সঙ্গে "-লাম" বিভক্তির প্রয়োগও দেখা যায়। যেমন, খেলিলাম, ছিলাম। অতীত ও নিত্যবৃত্ত কালে উত্তমপুরুষের পদে "-এম" বিভক্তির ব্যবহার মাঝে মাঝে দেখা যায়। যেমন, বসালেম, যেতেম।

"-ইয়া" প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা পদের ব্যবহারে, ছন্দের প্রয়োজনে প্রায়ই সাধু ও কথ্য রূপের মিলনের চেষ্টা প্রকট। এখানে অধিকাংশ উদাহরণেই পদমধ্যবর্তী ই-কারের লোপ এবং অথবা, শেষে, স্বরসঙ্গতি দেখা যায়। যেমন, এলায়ে (এলাইয়া+এলিয়ে) ; ঘুমায়ে (ঘুমাইয়া +ঘুমিয়ে) ; জড়ায়ে (জড়াইয়া+জড়িয়ে) ; ঝাঁপায়ে (ঝাঁপাইয়া +ঝাঁপিয়ে) ; তাড়ায়ে (তাড়াইয়া+তাড়িয়ে) ; থামায়ে (থামাইয়া +থামিয়ে) ; দাঁড়ায়ে (দাঁড়াইয়া+দাঁড়িয়ে) ; নামায়ে (নামাইয়া +নামিয়ে) ; ফুরায়ে (ফুরাইয়া+ফুরিয়ে) ; মুচকিয়ে (মুচকাইয়া +মুচকে) ; লয়ে (=লইয়া) ; লয়েছে (=লইয়াছে) ; শুধায়ে (শুধাইয়া+শুধিয়ে) ; হারায়ে (হারাইয়া+হারিয়ে)।

প্রয়োজন অনুসারে সাধুভাষার পদকে মধ্যবর্তী ই-কার বাদ দিয়া ছোট করা হইয়াছে। -আই- >আ হইয়াছে। যেমন, গাবে, ঘুমাস, নিভাতে[১], পুড়াত, ফুরালে, বেড়াতেছি, র'বি (=রহিবি), শুধালে, শুনাবারে। দৈবাৎ -আই > -আ হয় নাই। যেমন, সরাইয়ে।

সাধু গদ্যের দুই-একটি পদও পাওয়া যায়। যেমন, আসিবেক, উঠিবেক, পড়িবেক, ফেলহ, দিতেছেন।

সাধুভাষা হইতে নির্মিত কথ্যভাষার পদ দুই-একটি আছে।

১. এবং "নিভাবে"। "নিভাইয়া"ও আছে।

যেমন, দেছেন (কথ্য ভাষাতেও সম্ভব), নিয়া (=লয়ে), পেতেছি, যেতেছে, র'চে (=রচিয়া), দে (=দিয়া), "র'চে দিস্" ।

সাধু ও কাব্য ভাষার পদের ব্যবহারের উদাহরণ : কাঁদিতেছে, কাঁদিয়া, বসিয়া, বসি, লাগিছে, লাগি, শুনিছে ।

কথ্যভাষার যুক্ত ও আম্রেড়িত ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন, কেড়ে নেব, কেঁদে কেঁদে, গেয়ে গেয়ে, চলে গেল (=চলিয়া গেল), দ'লে গেল, পেয়ে, ফিরে নেব, রেখে দিস, লুটে ।

সন্ধ্যাসঙ্গীতে খেল-ধাতু আ-কারান্ত রূপে পাওয়া যায় : খেলাবারে, খেলায়। আ-কারান্তই প্রাচীনতর রূপ এবং পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমপ্রান্তীয় কথ্যভাষায় এখনো প্রচলিত। তবে সাধু ও চলিত ভাষায় ইহা আ-কার ত্যাগ করিয়াছে। যেমন, প্রাচীন "পেলা" (=ফেলা) এখন "ফেল" ধাতু হইয়াছে। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে দাসদাসীদের কাছে আকারান্ত ধাতুর পদপ্রয়োগ শুনিয়াছিলেন। ক্রিয়াটির প্রাচীন ও অর্বাচীন উভয় পদের ব্যবহারের উদাহরণ,

প্রাচীন (খেলা-) : খেলাব, খেলাইত, খেলাতে, খেলাবার ।

অর্বাচীন (খেল-) : খেলি, খেলিস্, খেলিব, খেলিত, খেলিলাম, খেলিয়া ।

কাব্যভাষার ক্রিয়া এইগুলি পাওয়া যায় : √নার (নারিনু), √নিবার (নিবারিয়া), √নেহার (নেহারি), √পশ (পশিয়া), √মুদ (মুদিয়া), √যুঝ (যুঝিবারে), √রচ (রচিস)।

ক্রিয়াপদের আম্রেড়ন : কেঁদে কেঁদে, গেয়ে গেয়ে, চুমিয়া চুমিয়া।

ইংরেজী অনির্দেশক সর্বনাম (indefinite article) a-এর মতো "এক", "একটি", "একখানা" ইত্যাদি শব্দের আর নির্দেশক (definite article) the-এর মত "-টি" ও "-খানা", "-খানি" এবং "-গুলি" ইত্যাদি প্রত্যয়ের ব্যবহার বেশ আছে। যেমন, "ছোট এক নির্ঝরের ধার", "একটি আধেক বাণী, একটি আধেক হাসি", "একটি মুমূর্ষু বায়ু", "একখানা মেঘের মতন", "অমনি হাসিটি জাগে", "উষা

মেয়েটির মত", "উষাটি যেমন করে নামে", "বধূটি আমার", "ফুলবধূটির পাশে", "প্রদীপটি", "মেঘটির মত", "শিশিরের মরণটি", "হৃদয় বাঁশিটি", "দেহখানি", "গাছের ছায়াগুলি"।

বিশেষণে স্ত্রীপ্রত্যয়ের ব্যবহার খুব কম। একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ—"উন্মাদিনী চপলার" ('গান সমাপন')।

সমাসের প্রথম পদ কিংবা বিশেষণ যেভাবেই ধরি, "আধ" শব্দের ব্যবহার সন্ধ্যাসঙ্গীতের ভাষার লক্ষণীয় বিশেষত্ব। যেমন, "আধ বাণী", "আধ মৃদু ভাষ", "আধ হাসি"। বিশেষণ রূপেই হউক অথবা সমাসের প্রথম পদ রূপেই হউক "মহা" শব্দের ব্যবহার রবীন্দ্র-কাব্যভাষায় অনেক কাল অবধি একটি বড় বিশেষত্ব ছিল। সন্ধ্যাসঙ্গীতে ইহার ব্যবহার বেশি না হইলেও আছে। যেমন, "মহা অনুগ্রহ", "মহা পারাবার"।

"-ময়"-প্রত্যয়ান্ত তৎসম ও তদ্ভব শব্দের ব্যবহার প্রচুর আছে। সংস্কৃতে ময়ট্-প্রত্যয়ান্ত শব্দ বিশেষণ। কথ্য বাংলায় এ প্রত্যয় ব্যাপ্ত্যর্থে ব্যবহৃত হয়। রবীন্দ্রনাথ বিশেষণে ও ব্যাপ্ত্যর্থে—দুই ভাবেই ইহার ব্যবহার করিয়াছেন। ব্যাপ্ত্যর্থ হইতে সহজে অধিকরণের অর্থ আসিয়া গিয়াছে। যেমন, অনলময় (—শ্বাস), অস্থিদন্তময়, গীতময়, জ্যোৎস্নাময় (—অমৃত), "নানা শব্দময়," বসন্তহিল্লোলময়, মহাশক্তিময়, মৃত্যুময় (—জীবন), মেঘময় (—পুরে), বিরামময় (—সন্ধ্যা), স্নেহময় (—আঁখিগুলি), স্বপন-গোধূলিময়, শতছিদ্রময়, হাসিময়।

সম্বোধক অব্যয় "রে" ক্রিয়াপদের ও সম্বোধন পদের পরে প্রায় যেন প্রত্যয়ের মতই ব্যবহৃত হইয়াছে। এইভাবে "লো" শব্দের[১] ব্যবহারও এক আধবার পাওয়া যায়। যেমন, আয়রে, কবিতা রে, হা রে, ওঠ রে, আয় লো।

দুইটি অনুসর্গস্থানীয় অব্যয়ে আদিস্বরলোপ দেখা যায়। "উপর" হইতে "পর": "জলদের পর" ('সন্ধ্যা'), "জীবনের 'পর"। এ শব্দটি তৃতীয় স্তর হইতে খুব বেশি করিয়া পাওয়া যায়।

---

১. "লো" মেয়েলী ভাষার শব্দ।

"উপরে, উপরি" হইতে "'পরে,' পরি" : "আঁধার সমাধি 'পরে", "শিখর 'পরি"।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যভাষার শক্তি সমাসে বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে তাহার আলোচনা করিতেছি। এখানে শুধু কয়েকটি উদাহরণ দিয়া দেখাইব যে সমাসগঠনে রবীন্দ্রনাথের নিজস্বতা সন্ধ্যাসঙ্গীতে দেখা দিতে শুরু করিয়াছে।

অনুগ্রহ-কথা, অশ্রুবারি, আকাশ-গরাসী, আগ্রহ-কাতর (—আঁখি), আগ্নেয়-পর্বত-ভরা (—ব্যথা), আদর-পিপাসা, আনত (—নয়নে), গীতোচ্ছ্বাস, চির-নির্বাপিত-ভাতি, জগততেয়াগী (—ভালবাসা), জগতব্যাপী (—গান), জোছনা-মগন (—নীরবতা), তারাপূর্ণ (—বিজন), তারাহীন (—বিজনের), দয়ালুকৃপণ, দুঃখহারা (—দুখ), নয়নসলিলধার, নক্ষত্র-অম্বর, পাষাণ-মমতা, বসন্তবাতাস, বুকফাটা প্রাণফাটা (——মোর ভালবাসা), হৃদিহীন (—হৃদয়ের), হৃদয়-নিভৃতে, হৃদয়নাশা, হৃদয়-বাঁশিটি, হাসিরাশি, শ্যামল-যৌবনা (—পৃথিবীর), শিশু-সমীরণ, সঙ্গীহারা, সন্ধ্যা-বাতাসের, স্নেহ-হস্ত, স্ফটিক-কঠিন, স্বপনমালিকা।

বাল্যকালের রচনার সময় হইতে "সু-" উপসর্গের যোগে নিষ্পন্ন কয়েকটি সমাস-শব্দ রবীন্দ্রনাথের খুব প্রিয় ছিল। যেমন, সুকোমল, সুগম্ভীর, সুদূর, সুধীর, সুনীল, সুবিশাল ইত্যাদি। "সুধীর" শব্দটির ক্রিয়াবিশেষণ রূপে ব্যবহার ("সুধীরে") তাঁহার বাল্যরচনারই বিশেষত্ব। তবে সন্ধ্যাসঙ্গীতেও পদটির ব্যবহার আছে।[১]

পদপ্রয়োগে সাদৃশ্য (analogy)। "ধীরে"র সাদৃশ্যে "মধুরে" শব্দ সৃষ্ট হইয়াছে।

খাঁটি তৎসম (সংস্কৃত) পদ ও শব্দ। যেমন, তব, মম, সন্ধ্যাসম ইত্যাদি।

একই শব্দের বিভিন্ন রূপের ব্যবহার। যেমন, কাঁদিছে—কাঁদিতেছে, ছিল—আছিল, বসি—বসিয়া, মাঝ—মাঝার—মাঝারে।

১. "অশ্রুবিন্দু সুধীরে শুধায়" ('আবার')।

সমার্থক শব্দের সমপদ ব্যবহার। যেমন, আবাসে—আলয়ে—নিকেতনে।

সৃষ্ট তৎসম শব্দ : উপছায়া, নিরালয়।

সৃষ্ট তদ্‌ভব শব্দ : খেলাখেলি।

নামধাতুর পদ[১] : আরম্ভিছে (আরম্ভ), উচ্ছ্বসিবে (উচ্ছ্বাস), গ্রাসিছে (গ্রাস), গ্রাসিতে, চূর্ণিয়া (চূর্ণ), ঝঙ্কারিয়া (ঝঙ্কার), নিবারিয়া (নিবারণ), নিমীলিয়া (নিমীলন), বিপ্লাবিয়া (বি+প্লাবন), মুকুলিয়া (মুকুল), বাহিরিতে (বাহির)।

সমসাময়িক কাব্যভাষা হইতে গৃহীত শব্দ : উন্মাদিনী, কুবলয়আঁখি, কুসুম-আসার, জোছনা-লহরী, দৈত্যবালা, নন্দন-বালিকা ইত্যাদি।

কাব্যভাষা হইতে গৃহীত তদ্‌ভব নামধাতুর পদ[১] : উজলিয়া (উজল), চুমিয়া (চুম), পসারিয়া (পসার), সামালিয়া (সামাল) ইত্যাদি।

উপভাষার শব্দ : মুখ-বাগে (=মুখের দিকে), সাথে।

উপভাষার ক্রিয়াপদ : খেলাতে, খেলাইতে, খেলায়, খেলাবার ; পারিনে ; শিখিলিনে।

অলঙ্কারের ব্যবহারে সন্ধ্যাসঙ্গীতে সমসাময়িক কাব্যরীতির প্রভাব লুপ্ত হইয়াছে। দুই-একবার "যথা" শব্দ দিয়া উপমা-যোগ হইয়াছে। যেমন, "নীরবতা ছায় যথা সন্ধ্যার গগন"।

সন্ধ্যাসঙ্গীতে বাল্যরচনার অভ্যাস প্রায় লুপ্ত হইয়া আসিয়াছে এবং নিজস্ব অলঙ্করণ ও প্রতিমান রীতির পূর্বাভাস পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। আগেকার অভ্যাস বলিতে ভাববাচক শব্দকে ব্যক্তি ও বস্তুরূপে কল্পনা করা। যেমন, "স্তব্ধতা কাঁদিয়া মরে", "বিষণ্ণ সুর", "প্রাণের নিভৃত নীরবতা", "দুদিনের পদচিহ্ন চিরদিন তরে,/অঙ্কিত রহিবে শত বরষের শিরে"।

সম্বন্ধ পদের দ্বারা রূপক দ্যোতনা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব রীতি। সে রীতির সূত্রপাত সন্ধ্যাসঙ্গীতে আছে। যেমন, "হাসির হাটের মাঝে"

---

১. বন্ধনীমধ্যে মূল শব্দ দেওয়া হইল।

('তারকার আত্মহত্যা'), "হৃদয়ের সুর-পুরে" ('পাষাণী'), "প্রাণের প্রান্তরে", "পশ্চিমের সুবর্ণ প্রাঙ্গণে" ।

নিজস্ব প্রতিমান। যেমন, "ঝিল্লিরা ধরিবে একতান" ('সন্ধ্যা'), "তোর তীব্র কণ্ঠস্বর ছুরীর মতন" ('শান্তিগীত') ।

প্রতিমার পর প্রতিমা (image) জুড়িয়া চিত্র-প্রতিমান নির্মাণ রবীন্দ্র-কাব্যশিল্পের এক প্রধান বিশেষত্ব। সন্ধ্যাসঙ্গীতে সে বিশেষত্ব বিদ্যমান। যেমন, 'সন্ধ্যা' কবিতায় ।

আয় সন্ধ্যা ধীরে ধীরে আয়,
হাতে লয়ে স্বপনের ডালা
গুন্‌গুন্‌ মন্ত্র পড়ি পড়ি…
স্নেহ-হস্ত বুলায়ে দে গায় ।
স্রোতস্বিনী ঘুম ঘোরে, গাবে কুলুকুলু কোরে…
ঝিল্লিরা ধরিবে একতান,
দিন-শ্রমে শ্রান্ত বায়ু গৃহমুখে যেতে যেতে
গান গাবে অতি মৃদুস্বরে,
পদ-শব্দ শুনি তার তন্দ্রা ভাঙ্গি লতা পাতা
ভর্ৎসনা করিবে মরমরে ।

এখানে চিত্র-প্রতিমানটি গঠিত হইয়াছে এই প্রতিমাগুলির অঙ্গাঙ্গি-সংযোগে—(১) সন্ধ্যা যেন ঘুমপাড়ানী মাসী, (২) কলনাদিনী জলধারা যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন ঘুমপাড়ানী পিসী, (৩) ঝিল্লিরা যেন স্বপ্নপুরের তোরণদ্বারে নহবতের তান (পোঁ) ধরিয়াছে, (৪) বায়ু যেন সারাদিন মাঠে কাজ করিয়া গান গাহিয়া ধীরে গৃহমুখে চলিয়াছে, (৫) বায়ুর পদশব্দে (অর্থাৎ স্পর্শে) ঘুমন্ত গাছের পাতারা যেন তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে মর্মর ধ্বনি তুলিয়া বিরক্তি জানাইতেছে ।

৩. প্রভাতসঙ্গীত

পদের বানানে এখনো সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আসে নাই। ও-কার কখনো লেখা হইয়াছে, কখনো বা উপরে কমাচিহ্ন দেওয়া হইয়াছে। আবার কখনো তাহাও নাই। যেমন, হৃদয়-খুলানো, পরাণ-মাতান', মাখান, আধ', আধ, কোরে, ক'রে, চলে, চোলে, ধোরে।

নিশ্চয়াত্মক "-ই" প্রায়ই বিভক্তির মত পূর্ব পদে সংযুক্ত হইয়াছে। যেমন, আমারি, কেবলি, নিজেরি, যখনি, যাহারি।

ক্রিয়াপদের পরে নিষেধাত্মক ন-কার ("না, নি, নে") প্রত্যয়ের মত সংশ্লিষ্ট হইয়াছে। এ প্রয়োগ কথ্যভাষার। যেমন, পারিনে, পেলিনে, ফলিবেনা, ফুটিবেনা, মেশেনি। "না" অনেক সময় বিশ্লিষ্ট আছে: ফুরাবে না, পারবে না। তবে দ্বিতীয় সংস্করণে "না" সর্বদা বিশ্লিষ্ট।

সম্বোধক অব্যয় "রে" ও "হে" প্রায়ই প্রত্যয়ের মত পূর্ব পদের সহিত সংযুক্ত। যেমন, ওরে, করিনিরে, করিবিরে, কেনরে, দেখরে, শোন্‌রে।

"একটি", "-টি" ইত্যাদি অনির্দেশক ও নির্দেশক বিশেষণ ও প্রত্যয়ের ব্যবহার কমিয়াছে। যেমন, "একটি পাখীর আধখানি গান", "একটি রোগের মত", "নিদ্রাহীন স্বপ্নটির মত", "সুবাসটুক"।

প্রয়োজন না হইলে রবীন্দ্রনাথ কখনই অপরিচিত অথবা অল্প পরিচিত তৎসম শব্দ ব্যবহার করেন নাই। প্রভাতসঙ্গীতে যেসব তৎসম শব্দ আছে তাহার মধ্যে সাধারণ পাঠকের পক্ষে কিছু কঠিন মনে হইতে পারে এইগুলি: অন্ধতম, অশরীরী, আগ্নেয়, আলয়, কিশলয়, কুন্তল, কুহেলিকা, গঙ্গোত্রী, চন্দ্রমা, জটিল (—বট), জনক, জলবিম্ববৎ, তপন, ত্রিবলী-বলিত, ধূমল (—বাস), নিদাঘ, নিভৃত, নিশীথিনী, পতঙ্গ, পরিমল, পিণাক[১], পৃথ্বী, প্রদোষ, বলিত (=বলি-যুক্ত), বহ্নি, বিপদ, ভূধর, মদির, মন্দাকিনী, মরীচিকা, মহীয়সী, যমকহ্রদে, রক্তিম (—নয়নে), রবিকর, হিমানী।

মিলের জন্য শব্দের শেষ স্বর পরিবর্তিত হইয়াছে। যেমন, "ধারা" হইয়াছে "ধার"। এই পরিবর্তন সন্ধ্যাসঙ্গীতে ছিল।[২] এইটি প্রভাতসঙ্গীতে আছে: "গীতধার"। আরও একটি আছে: যাতন (মিলঃ "বিসর্জন")।

প্রাচীন ও সমসাময়িক কাব্যরীতির শব্দ ও পদ কম নাই। এগুলিকে চারি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে পড়ে ছন্দের

১. বিষাণ অর্থে। ২. "নির্ঝরের ধার", "স্বরধার"।

জন্য দীর্ঘায়িত[১] শব্দগুলি : গরজ-[২], গরজন, জনম- ("জনমেছি"), তরাস[৩], নগন, নগনা, পূরণিমা, পুরব, বরষ[৪], বরষা, বরিষণ, বারতা, মগন, মূরছ-[৫], শবদ[৬], স্তবধ, স্বপন, স্বরগ, হরষ। দ্বিতীয় ভাগে পড়ে বৈষ্ণব কবিতার শব্দ (প্রথম ভাগের অনেকগুলি পদ এইভাগেও পড়িবে): অনিমিখে[৭], আইল, উঠিছে, করিলা, কৈলা, গঠিলা, চারিভিত, দিশে দিশে, দিঠ[৮], নয়ান, পিয়াও, বাহুনি, বায়, ভুখ, মুখানি, লয়ে, হইনু, হিয়া, হেন, হেরিয়ে। তৃতীয় ভাগে পাই অল্প কয়েকটি সমসাময়িক কাব্যরীতির অব্যয় পদ : অয়ি, আমরি, আহা, মরি, মরি মরি, যথা, হেথায়, হোথায়।

চতুর্থ ভাগে পড়ে নামধাতু ও সংস্কৃত ধাতু : আবরণ ("আবরিয়া"), আলাপ ("আলাপিয়া"), আঁধার ("আঁধারিয়া"), উঘাট ("উঘাটিয়া"), উছল ("উছলি"), উথুল ("উথুলি"), গঠন ("গঠিলা"), তরঙ্গ ("তরঙ্গিয়া''), তেয়াগ ("তেয়াগিয়া"), ধ্বনি ("ধ্বনিয়া"), প্রবেশ ("প্রবেশি"), প্লাবন ("প্লাবিয়া"), বাহির ("বাহিরিল", "বাহিরিতে"), বিকাশ ("বিকাশিছে"), বিসর্জন ("বিসর্জিয়া), ভাতি ("ভাতিল"), ভেদন ("ভেদি"), ভ্রম, মুদ ("মুদিয়া"), রচ, রুধ, সমাপন ("সমাপিয়া")।

সাধু গদ্য ভাষার ক্রিয়াপদ : উঠিবেক, ফেলিবেক, মিলিবেক।

কথ্যভাষার ক্রিয়াপদ : এয়েছে[৯], এল[১০], এসে, গা', পেতে (মিল : "-রেতে", কথ্যভাষার সপ্তমী পদ), পেলিনে।

উপভাষার ক্রিয়াপদ : খেতেছে, খেলায় (=খেলা করে), খেলাতে, হতেছিল।

ক্রিয়াপদের বিকৃতি ("-ইয়া" হইতে "-ইএ" অথবা "-ইয়ে"

১. স্বরভক্তি অ-কার ও ই-কার যুক্ত। ২. ক্রিয়া—"গরজি"।
৩. "ত্রাস"ও আছে। ৪. ক্রিয়া—"বরষিছে", "বরষিনু"।
৫. ক্রিয়া—"মুরছিয়া"। ৬. দ্বি-স "শব্দ"।
৭. এইটিই একমাত্র বিশিষ্ট ব্রজবুলি শব্দ। ৮. "কাঁট"এর সঙ্গে মিল।
৯. মিল : "গেয়েছে"। ১০. "আইল"ও আছে।

হইতে "-এ") : আসিয়ে, গেছিনু, দাঁড়ায়ে, দোলায়ে, মিলে[১] (=মিলিয়ে)।

বিভিন্ন অতীতকালে উত্তমপুরুষে "-তাম : -তেম" এবং "-লাম : -লেম : -নু" বিভক্তি পাওয়া যায়। যেমন, কাটালেম, খেলাতেম, খেলিতাম, গেছিনু, গেলেম, বরষিনু, ভ্রমিলাম, যেতেম, হাসিতাম।

একই সঙ্গে সাধু ও কথ্য ক্রিয়াপদের ব্যবহার আছে : "ভাঙ্গিয়া (=ভেঙ্গে) যেতে চায়"।

নামপদে অ-ব্যক্তিবাচক শব্দে বহুবচনে "-রা" বিভক্তির ব্যবহার আছে। যেমন, গাছেরা, তাহারা (=ভাবের দল), ফুলেরা ("ফুলের সৌরভগুলি")।

স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণ খুবই কম। "অগ্নিময়ী বীণা", "প্রাণের বাসনা আকুলা হইয়া", "মহীয়সী মহিমার",[২] "সুধামুখী চাঁদ[২] শত শত"—লক্ষণীয়।

অন্য বিশেষণের মধ্যে "আধ, আধেক, আধখানি", খুব বেশি আছে। "আধ" ক্রিয়াবিশেষণরূপেও ব্যবহৃত হইয়াছে। "আধ' আধ' জাগিছে শ্রবণে", "প্রাণে আধ' বেড়াইছে ভাসি"।

কর্মব্যতীহারে ও ক্রিয়াব্যতীহারে আম্রেড়িত শব্দের প্রয়োগ কম নয়।[৩] কানাকানি, কিলিবিলি, কোলাকুলি, গলাগলি, চোখোচোখী, ছুটাছুটি, দোলাদুলি, মুখোমুখী। এমন শব্দ প্রায়ই ক্রিয়াবিশেষণ। "বসিয়া চোখোচোখী দাঁড়ায়ে মুখোমুখী করিছে দোলাদুলি", "হাসিছ গলাগলি", "ছুটাছুটি···এসেছি"।

-ময়-প্রত্যয়ান্ত শব্দের ব্যবহারে বিচিত্রতা বাড়িয়াছে। বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণ—তিন পদরূপেই এইগুলির ব্যবহার হইয়াছে।

বিশেষ্য : আশাময়ী, ছায়াময়ী।

১. মাঝবয়সের কবিতায়ও এই পদের প্রয়োগ আছে :

> সেইগান মিলে যায় দূর হতে দূরে,
> শরতের আকাশেতে সোনা রোদ্দুরে।

২. সংস্কৃতে "মহিমা" ও "চাঁদ" পুংলিঙ্গ।

৩. সন্ধ্যাসঙ্গীতে দুই-একটি ছিল—খেলাখেলি, হেলাহেলি।

বিশেষণ ঃ অগ্নিময়, অরুণময়ী (—উষা), আলোকময়, কিরণময়, কুসুমময় (কুসুমে—), গীতময়, ছটাময় (—মাথা), ছায়াময়ী, তুষার-মরুময়, প্রতিধ্বনিময়, প্রাণময়, ফুলময় (—অলঙ্কার), ব্যাকুলতাময়, মোহময় (—গান), রহস্যময়, লতা-শ্মশ্রুময় (—মাথা), শিলাময় (—কারা), স্বপ্নময়ী (—ছায়া)।

ক্রিয়াবিশেষণ ঃ "চরাচরময়…বহিয়া যাই", "বিশ্বময় তোরে খুঁজিয়াছি", "বস হে প্রাণময়"।

"মহা" বিশেষণরূপে ও সমাসের পূর্বপদরূপে আছে। সেইসঙ্গে "মহান্" বিশেষণও আছে।

"মহা" বিশেষণ ঃ "মহা এক স্বপন-সঙ্গীত", "সেই মহা স্বপ্ন-ভাঙ্গা দিন", "মহা অগ্নি", "মহা অনুপ্রাস", "মহা অন্ধকার", "মহা আঁধার নিশায়"।

"মহা" সমাসের পূর্বপদ ঃ মহা-অন্ধ (—অন্ধকার), মহাক্ষেত্র ("আকাশের মহাক্ষেত্রে"), মহাছন্দে, মহাধ্যানে, মহা-বেদব্যাস (জগতের—), মহাশূন্য, মহাসিন্ধু, মহাস্রোত, মহাহ্রদ ("মহাহ্রদে")।

"মহান্" বিশেষণ ঃ মহান্ আকাশ, মহান্ কথা, মহান্ কলরব, মহান্ ললাট, মহান্ স্বপন।

সমাসের গঠনবৈচিত্র্য বাড়িতেছে। যেমন,

তৎপুরুষ ঃ আশাহারা, উদ্বেগ-অধীর, ঘুমঘোর, চরণতল, জগত-অতীত (—আকাশ, —গান), জোছনা-বিভোর (—চকোর), জোছনা-মগনা, তারা-সহোদর, দেহমুক্ত (—গান), নক্ষত্রগ্রথিত (—হার), পথহারা, শরম-বিভলা, স্বপনসৃষ্ট, স্রোতোভরে।

কর্মধারয় ঃ কল-কলবর, চির-কবি, বজ্রগীত-স্বর, বিশ্বচরাচর, বিশ্বগীতি, বিশ্বমালা, "মদির-নয়নে বিশদ-বসনে"।

রূপক কর্মধারয় ঃ অরণ্য-বীণা, নিখিল-উপন্যাস, নিয়ম-পাঠশালা, পর্বত-দৈত্য, বাল্য-কোলাহল, মরীচিকা-সুরা।

উপপদ তৎপুরুষ ঃ "জগতের বিষাদ-পাসরা", "সাগর-পথ-গামি", "হৃদয়-খুলানো আপনা-ভুলানো পরাণ-মাতান' বাস"।

বহুব্রীহি ঃ অশ্রু-আঁখি (—কবি), "আকাশ গানে মগন-মনা", "দিবা হয়েছে আঁধার-মুখী", নিলাজ (—বসন্ত), নিস্তরঙ্গ, বিমল-গগনা (—নিশি), শিশির-মালা (—শরতবালা), শ্বেত-বেশ (—শীত)।

দ্বন্দ্ব ঃ আলোক-ছায়ার (—সিংহাসনে)।

বিবিধ ঃ "আধ'-অচেতন আবরণ,"[১] "আধফুটো ঠোঁটে রাঙা রাঙা", আধ-শোনা (—গান), আধ'-সত্য, আধ'-সুরে, "এই যে যা'-কিছু চেয়ে দেখি", "তিনকাল ত্রিনয়ন মেলি", "প্রতি-কটাক্ষটি"।

কারকের মধ্যে সম্বন্ধ পদের ব্যবহারে দুই ব্যাপারে বিশেষত্ব আছে। (১) সন্ধ্যাসঙ্গীতে যেমন এখানেও তেমনি অভেদে (অর্থাৎ রূপকে) ঃ "নিরাশার হাসিটির প্রায়", "শাসনের গদা"। (২) কাল-ব্যাপ্ত্যর্থে ঃ "দুদণ্ডের গান", "দুদণ্ডের মেঘগুলি"।

অলঙ্কারের ব্যবহারে সন্ধ্যাসঙ্গীতের ধারা চলিলেও চিত্র-পরিস্ফুটন স্পষ্টতর হইয়াছে। চিত্রাঙ্কনে সাহসের পরিচয় প্রকট হইয়াছে। পরিণত বয়সের রচনায় পাওয়া যায় এমন বিরাট প্রতিমানের সূত্রপাতও প্রভাতসঙ্গীতে হইয়াছে। যেমন,

> চেতনার কোলাহলে দিবস পুরিছে দশ দিশি,
> ঝিল্লি-রবে একমন্ত্র জপিতেছে তাপসিনী নিশি, ('মহাস্বপ্ন')
>
> আলোকের পদধ্বনি মহা অন্ধকারে
> ব্যাপ্ত করি বিশ্ব চরাচর ('প্রতিধ্বনি')
>
> পর্ব্বত দৈত্যের যেন ঘনীভূত ঘোর অট্টহাস[২] ('মহাস্বপ্ন')

এক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতিকে অপর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি রূপে প্রকাশ করা কাব্যকলায় নিতান্ত আধুনিক রীতি। প্রভাতসঙ্গীতে এক জায়গায় ইহার উদাহরণ আছে।

> মাঝে মাঝে কারো মুখে সহসা দেখে সে যেন
> অতুল রূপের প্রতিধ্বনি ('প্রতিধ্বনি')

১. তুলনীয় "আধ আধ বুলি"। ২. এই উপমার মূল কালিদাসের মেঘদূতে আছে ঃ "রাশীভূতঃ প্রতিদিশমিব ত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ"।

ভাবকে বস্তুকল্পনা ও অমূর্তকে মূর্তকল্পনার উদাহরণ : "অশরীরী আশাগুলি", "আপনারে সদা কোলেতে তুলিয়া সোহাগ করিস কত", "একমুঠা মরণেরে জীবন বলে কি তবে", "গানগুলি ছুটে বাহু তুলি", "ঘুমের কুটীরে···স্বপনের পাখা", "ভালবাসা ভাসিতেছে নয়নের কাছে", "ভেদিয়া নিশীথরাশি", "শাসনের গদা হাতে লয়ে", "সখারা এল ছুটে নয়নে তারাফুটে", "সূর্য্যহীন আঁধার মরণে", "সে গানের বিম্বগুলি", "স্তব্ধতার পাষাণ হৃদয়"।

বিপর্যস্ত বিশেষণ : "পল্লবের শ্যামল হিল্লোল"।

জলধারার উপর বৃষ্টিবিন্দুপাতে রোমাঞ্চ কল্পনা অভিনব। "হয়ত বরষা কাল—ঝর ঝর বারি ঝরে / পুলক রোমাঞ্চ ফুটে জাহ্নবীর কলেরবে" ('পুনর্মিলন')। আকাশ-পারাবারে অরুণতরীতে রবিদেবের পাড়ি দেওয়াও নূতন কল্পনা।

ওঠ হে ওঠ রবি, আমারে তুলে লও ;
অরুণ-তরী তব পূরবে ছেড়ে দাও ,
আকাশ পারাবারে বুঝি হে পার হবে—('প্রভাত-উৎসব')

পৌরাণিক উপমা একটিমাত্র আছে। রবীন্দ্রকাব্যে এরকম উপমা অত্যন্ত দুর্লভ। "বরষা হইয়া বৃদ্ধ শ্বেতবেশ শীত হয়ে যায় / যযাতির মত পুন বসন্ত-যৌবন ফিরে পায়।" ('মহাস্বপ্ন')

প্রতিমানে বৃহৎ চিত্র-কল্পনা প্রভাতসঙ্গীতে বেশি নাই। একটি উদাহরণ,

যেনরে বিবশা হয়েছে গোধূলি
পূরবে আঁধার বেণী পড়ে খুলি,
পশ্চিমেতে পড়ে খসিয়া খসিয়া
সোনার আঁচল তার। ('নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ')

একই পদের অথবা একই বাক্যাংশের পুনরাবৃত্তি আধুনিক কাব্য-কলার একটা ভাষাগত কৌশল মনে করা হয়। প্রভাতসঙ্গীতে এ ব্যাপারের উদাহরণ যথেষ্ট আছে। "ভাবিয়া, হাসিব মৃদু হাসি / ভাবিয়া, ফেলিব অশ্রুরাশি !" ('অনন্ত মরণ'), "না জানি কেমনে খুঁজে পায় ! / না জানি কোথায় খুঁজে পায় ! / না জানি কি গুহার

মাঝারে" ('প্রতিধ্বনি')। একই বিভক্তিযুক্ত পদের পর পর প্রয়োগও উল্লেখযোগ্য।

অরণ্যের, পর্ব্বতের, সমুদ্রের গান,
ঝটিকার বজ্রগীত স্বর,
দিবসের, প্রদোষের, রজনীর গীত,
চেতনার, নিদ্রার, মর্ম্মর,
বসন্তের, বরষার, শরতের গান,
জীবনের, মরণের, স্বর ('প্রতিধ্বনি')

প্রভাতসঙ্গীতের উৎসর্গ কবিতা ('স্নেহ-উপহার') আগাগোড়া কথ্যভাষায় ও ছড়ার ছন্দে রচিত। প্রভাতসঙ্গীতের আর সব কবিতায় এবং আগেকার সব কবিতায় রবীন্দ্রনাথ আবশ্যকমত কথ্যশব্দ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু কোন কবিতায় আদ্যোপান্ত পুরাপুরি কথ্যভাষা ব্যবহার করেন নাই। কথ্যভাষার এই ব্যবহার যাহা 'স্নেহ-উপহার' হইতে শুরু হইল তাহা অব্যবহিত পরবর্তী কালেও কোন কোন কবিতায় চলিয়াছে। কড়ি ও কোমলের প্রসঙ্গে সে কথা বলিব। স্নেহ-উপহারের মধ্যবর্তী অংশের খানিকটা উদ্ধৃত করিতেছি।

চাঁদনি রাতে বেড়াই ছাতে মুখখানি তোর মনে পড়ে,
তোর কথাটাই কিলিবিলি মনের মধ্যে নড়ে চড়ে।
হাসি হাসি মুখখানি তোর ভেসে ভেসে বেড়ায় কাছে
হাসি যেন এগিয়ে এল, মুখটি যেন পিছিয়ে আছে।

এখানে আদি অক্ষর ছাড়া অন্যত্র অ-কারান্ত অক্ষর হলন্ত পড়িতে হইবে। যেমন,

চাঁদ্‌নি রাতে / বেড়াই ছাতে / মুখ্‌খানি তোর / মনে পড়ে,

৪. ছবি ও গান

ছবি ও গানে রবীন্দ্রনাথের ভাষা প্রাচীন কাব্যের ভাষা হইতে অনেকখানি সরিয়া আসিয়া সহজ রূপ ধারণ করিয়াছে। কথ্যভাষার পদ ও প্রবচনের (ইডিয়ম) প্রয়োগ প্রচুর আছে।

নির্দেশক-প্রত্যয়যোগে অমূর্ত বিষয়বস্তু-ভাবকে মূর্তরূপ দেওয়ায় প্রকাশভঙ্গীর নূতনত্ব দেখিতে পাই।

বানানে নূতনত্ব এইগুলি। (১) কখনো কখনো ক্রিয়াপদের অন্তে "ছে" স্থানে "চে" : গড়চে, বইচে, হাসচে।[১] (২) মাঝখানে ছন্দের যতি পড়িলে "গাছি", "টুকু" ইত্যাদি নির্দেশক-প্রত্যয় আলাদা শব্দের মত লেখা হইয়াছে : "মালা গাছি", "বাতাস টুকুর", কিন্তু "প্রাণটুকু তার", "অন্ধকারখানি"। অন্য প্রত্যয়ে ও সমাসেও এই রকম হইয়াছে। "খেলা ধূলি", "সমস্ত ধরণীময়"।

কোন কোন কথ্যভাষার শব্দে উচ্চারণ অনুযায়ী বানান হইয়াছে : এক্লাটি[২]. ওঠে, সন্ধে, লুকিয়ে, লুকোচুরি, যেখেন দিয়ে।

কথ্যভাষার শব্দ অল্পস্বল্প আছে। ঘুমন্ত, জোনাই (=জোনাকি), নিষুতি।

উপভাষার ক্রিয়াপদ বেশির ভাগ "খেল" ধাতুর। খেলাতে, খেলাতেছিল, খেলাবার। অপর উদাহরণ : থুয়ে।

নিষেধার্থক "না" উপভাষার কথ্যরূপ "নে" হইয়াছে। জানিনে ইত্যাদি।

ঈষদর্থ বিশেষণরূপে আম্রেড়িত বিশেষ্যের ব্যবহার কথ্যভাষা অনুযায়ী। ইহা ছবি ও গানের ভাষার একটি প্রধান বিশেষত্ব। "ঘুম্‌ঘুম্‌ আঁখি", "ছায়াছায়া গাছগুলি", "ফোটে ফোটে হয়েছে",[৩] "নিভ'-নিভ' "।

কথ্যভাষার অপর ইডিযমের উদাহরণ : "খুঁজিছে কারে তনু তনু"[৪], "ঝিকিমিকি বেলা", "ভাঙা-চোরা পথের", "সোনায় সোনাময়"।

কাব্যভাষার শব্দ সংখ্যায় কমিয়াছে। ব্রজবুলির "অনিমেখ" আছে. মিলের প্রয়োজনে। অন্যত্র "অনিমেষ"। অপর উদাহরণ : আগুসরি, আঁখিয়া[৫], আঁধা, একভিতে, কল্পনা, জনম, নিঝর, নিমগন, পরমাদ, পিয়াসা, পূরব, বয়ান, বরিষণ, বায়, মগন, যথা।

---

১. এখানে 'চে' দ্বি-অক্ষর পদের শেষ অক্ষর, সুতরাং এখানে ঝোঁক নাই। যেখানে ঝোঁক আছে সেখানে হয় নাই। নেমে / ছে, রয়ে / ছে।
২. ছন্দের প্রয়োজনে "একেলাটি"। ৩. এখানে "ফোটে ফোটে" ক্রিয়াপদ নয়। "ফোটো ফোটো" লেখা উচিত ছিল।
৪. এখানে "তনু তনু" ক্রিয়াবিশেষণ। ৫. ব্রজবুলির প্রভাব।

কাব্যভাষার ক্রিয়াপদের ব্যবহার কমিয়াছে। উদাসিয়া, প'ল (=পড়িল), পশ-[১], বধিছে, বাহিরিতে, শ্বসিয়া।

অসমাপিকার "-ইয়া" অনেক সময় "-ইয়ে" হইয়াছে। উড়িয়ে, ঘুরিয়ে, চুমিয়ে, ফেলিয়ে, বসিয়ে, হইয়ে।

মিলের জন্য দৈবাৎ পদের আদি অথবা অন্ত্য স্বরধ্বনির পরিবর্তন হইয়াছে। "খেলাধূলি" (মিল : "গুলি"), "ধীরি ধীরি" (মিল : "ফিরি"), "সখীতে মেলি" (=মিলি, মিল : "খেলি")।

আদি স্বরলোপের ফলে "উপরি" হইয়াছে "পরি"। "অনন্ত আকাশ পরি", "সে মহাসাগর পরি"।

কথ্য ও সাধু ভাষার পদের একসঙ্গে ব্যবহার খুব কম। "এলিয়ে দেহ" ('বিদায়'), "পুলকিত গা" ('পাগল'), "ভাঙা বাদ্য" ('রাহুর প্রেম')।

স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণপদের ব্যবহার আগের তুলনায় কিছু বেশি। "উলঙ্গিনী উন্মাদিনী ঝটিকার", "ছায়াময়ী মেয়েগুলি", "তামসী তাপসী নিশি", "বসুন্ধরা অচেতনা"[২], "মদিরহিল্লোলময়ী হাসি", "মধুময়ী দুরাশা", "মরুময়ী নিশা"[৩], "স্বপ্নমুখী ছায়াগুলি", "সুধাময়ী শান্তি"। -ময়-প্রত্যয়ান্ত শব্দের ব্যবহার প্রায় আগের মতই আছে। ব্যবহার অনুযায়ী উদাহরণ দেওয়া হইতেছে।

বিশেষ্য : "অয়ি স্বপ্ন মোহময়ী" ('নিশীথ চেতনা'), "করুণা-ময়ি!", "কে তুমি গো উষাময়ি", "শৈশবের স্মৃতিময়ী" ('স্মৃতি প্রতিমা')।

বিশেষণ : ঘুমঘোরময়, ছায়াময়ী, মদিরহিল্লোলময়ী, মধুময়, মধুময়ী, রহস্যময়, স্বপ্নবাসনাময় ইত্যাদি।

ক্রিয়াবিশেষণ : "ঘুমের সাগরময়", "পশ্চিমে সোনায় সোনাময়", "সমস্ত ধরণীময়"।

নির্দেশক-প্রত্যয়ের ব্যবহার খুব আছে। তাহাতে কথ্যভাষার প্রভাবই সূচিত। উদাহরণ :

---

১. "পশিতেছে", "পশিবে", "পশিয়া", "পশে"। ২. মিলের জন্য।
৩. কিন্তু "স্বর্ণময় মালা"।

-টা : "সারাটা দিন"।

-টি : "গভীর রাতে বাতাসটি নেই" ('বিদায়'), "বসিয়া গাহিছে একেলাটি" ('মধ্যাহ্নে'), "বাতাসটি বহে গিয়ে গায়" ('সুখের স্মৃতি'), "মধুর বাঁশিটি", "মুখের হাসিটি", "সারাদিন এক্‌লাটি তাই" ('আদরিণী')।

-টুকু : "বাতাসটুকুর মত" ('কে')।

-খানি : "কচি হাতে ফুল দুখানি ছিল" ('অভিমানিনী'), "শূন্য অন্ধকারখানি"।

সম্বোধনের অব্যয় "রে" পাদপূরণে স্বার্থিক প্রত্যয়ের মত ছবি ও গানেও ব্যবহৃত হইয়াছে।

সমাসের পূর্বপদরূপে "মহা" আছে। বিশেষণরূপেও আছে। যেমন,

পূর্বপদ : "স্বপনের মহা-মেলা"।

বিশেষণ : "মহা আঁধারের তলে", "মহা স্তব্ধ সব ঠাঁই"।

এই সব স্থানে "মহা" সমাস-পূর্বপদ অথবা বিশেষণ দুই রকমেই নেওয়া যাইতে পারে। "মহা রহস্যময়", "সে মহা সমুদ্র পরি।"

সমাসের পূর্বপদ রূপে "সু-" আছে এই শব্দগুলিতে : "সুদূর", "সুধীরে" (ক্রি-বিণ.), "সুনীলে"।

বিবিধ সমাসের উদাহরণ :

কর্মধারয় : অগ্নি-হাসি, উল্কা-অভিশাপ-শিখা, চির-ভিক্ষা, চির-যামিনী, "তারাজন্মের কাহিনী" ('আদরিণী'), বিশ্বচরাচর।

তৎপুরুষ : "ঘুমঘোর ছায়ায় ছায়ায়", ঘোমটা-পরা, "চারিদিক আঁধার-করা", নিমেষহারা, "মেঘের ঘটা আকাশভরা", স্মৃতি-আশা-মাখা।

বহুব্রীহি : তীক্ষ্ণশিখা (—বিদ্যুৎ), দুয়ার-দেওয়া[১] (—পাষাণ মনে), বিশীর্ণ-কঙ্কাল (—চিরভিক্ষা), শ্রান্তকায় (—নীরবতা), স্খলিত-চরণা (—হাসি)।

১. ছাপায় পদ দুটি সমাসবদ্ধ নাই

শব্দরূপে লক্ষণীয় বিশেষত্ব হইতেছে অচেতন বস্তুতে ও ভাবে বহুবচনের বিভক্তি "-রা" ও "-গুলি" বিভক্তির এবং অমনুষ্যবাচক প্রাণীতে "-রা" বিভক্তির ব্যবহার। ছায়াগুলি[১], জাগরণ-স্বপনেরা, পাখীরা, ফুলেরা, বিদ্যুতেরা, মেঘেরা, হাসিগুলি[২], শৃগালেরা, স্বপ্নগুলি।

ক্রিয়ারূপে লক্ষণীয় —নিত্যবৃত্তকালে প্রথমপুরুষে '-তাম' বিভক্তির প্রায় সর্বদা ব্যবহার।

'নিশীথ চেতনা' কবিতাটিতে "-তেম" প্রায় তিন ভাগ কম ব্যবহৃত। "-তেম" আছে চারিবার ঃ খেলাতেম, দিতেম, বেড়াতেম, হতেম ; "-তাম" আছে প্রায় বারোবার ঃ আসিতাম, গাহিতাম, দিতাম, ধরিতাম, ভ্রমিতাম (তিনবার), যাইতাম (দুইবার), রচিতাম, হইতাম।

একই ক্রিয়াপদের সাধু ও কথ্য রূপের এবং একই ক্রিয়ার একাধিক কথ্যরূপের ব্যবহার দেখা যায়। ভাবিতেছি ঃ ভাব্‌তেছি ; রহিত ঃ রৈত ঃ র'ত[৩]।

প্রকাশভঙ্গির বিশিষ্টতা-রূপে পদের ও বাক্যাংশের আম্রেড়ন (repetition) প্রভাতসঙ্গীতে পাইয়াছি। ছবি ও গানে তাহা নাই। তাহার স্থানে একবার মাত্র বাক্যের আম্রেড়ন পাইতেছি। "আকাশ ভরিয়া পূর্ণ স্বপ্ন করে আনাগোনা।[৪] / স্বপ্ন করে আনাগোনা / কোথা দিয়ে যায়।" ('নিশীথ চেতনা')।

প্রতিমানে পৌরাণিক নামের ব্যবহার দুইবার পাইয়াছি।[৫] "আন্‌মনে যেন গাহিয়া বেড়াই সরযূর কলকলে" ('জাগ্রত স্বপ্ন'), "কুম্ভকর্ণ অন্ধকার নিদ্রা টুটি বারবার / উঠিতেছে করিয়া গর্জন!" ('আর্তস্বর')।

বিশুদ্ধ রূপক ঃ "অগ্নি-হাসি উপহাসি উল্কা-অভিশাপ-শিখা / পড়িছে খসিয়া।" ('নিশীথ জগৎ')।

১. "ছায়াগুলি এলিয়ে দেহ" (বিদায়)। ২. "হাসিগুলি সারারাত জাগে" (সুখের স্মৃতি), "হাসিগুলি চোখে মুখে লুকোচুরি খেলা করে" (খেলা)।
৩. "র'ত" প্রথম সংস্করণেই আছে। ৪. প্রথম সংস্করণে এই ছত্রে স্তবক শেষ।
৫. প্রভাতসঙ্গীতে একটি মাত্র আছে।

বিচিত্র প্রতিমান ঃ “বনের হৃদয় বাজাইছে যেন / মরমের অভিলাষ।” (‘জাগ্রত স্বপ্ন’), “শূন্য অন্ধকারখানি মলিন মুখশ্রী নিয়ে / দাঁড়ায়ে রহিল একভিতে” (‘বিদায়’), “অধরেতে স্খলিতচরণা মদিরহিল্লোলময়ী হাসি” (‘সুখের স্মৃতি’), “পশ্চাতে ব্যাপিয়া দিশি / তামসী তাপসী নিশি/ধ্যান করে মুদিয়া নয়ন।” (‘যোগী’), “স্বপ্নগুলি ঘুরে ফিরে গাঁথে যেন আলোকের কুয়াশা” (‘আচ্ছন্ন’), “কোমল ও হাতখানি প্রাণের গায়েতে যেন লাগে” (‘স্নেহময়ী’), “বিশীর্ণ-কঙ্কাল৷ চিরভিক্ষা সম” (‘রাহুর প্রেম’), “মেঘের কাছে ছুটি পেয়ে বিদ্যুতেরা এল ধেয়ে” (‘খেলা’)।

৫. কড়ি ও কোমল

বানানে তদ্‌ভব পদের শেষে অ-কারের উপর কমা চিহ্ন দিয়া ও-কার নির্দিষ্ট হইয়াছে। হারাণ’, মুক্ত’ (=মুক্তা)। অভিশ্রুতির ফলে ও-কার হইলে কখনো কখনো ও-কারই লেখা হইয়াছে। মিশালো (=মিশাইল)। আ-কারান্ত অনুজ্ঞা পদেও কমা চিহ্ন আছে। ওঠা’ (=ওঠাও), ফোটা’ (=ফোটাও)।

সম্বোধক “রে” পদের প্রত্যয়ের মত ব্যবহার কমিয়াছে তবে লুপ্ত হয় নাই। আয়রে, ও কিরে, এসেছিরে, যদিরে।

কঠিন তৎসম শব্দ বলিতে কড়ি ও কোমলে এইগুলি ঃ অশনি,[১] উন্মুখী (=বাসনা), উর্ম্মি, তুরঙ্গম, দুকূল, নিভৃত নিলয়, পিকগণ, বাণী, বিকচ, বিধু, বিভাবরী, বিলীনা, বিহগ-বিহগী, বিহঙ্গগণ, বিস্ফারিত, মধুরিমা, -রক্তিম, স্তিমিত (=দীপ)।

কাব্যভাষার উল্লেখযোগ্য শব্দ ঃ অথির, অনিমিখে (মিল ঃ “দিকে”), অমরা, আখরে, আশ (=আশা, মিল ঃ “বাস”), উদাসী, কাঁদনি, গরজন-, জনম, ঝিয়ারি, দরশন, দরশ-, নয়ান পরশ, পারা। পিরীত, বয়ান, বরণ, বায়, বারতা, বাঁশরী, মাঝারে, হরষ, শবদে, শাখে (=শাখায়, মিল ঃ “ডাকে”), স্বরগ ; “সহস্র শবদে মিলি বাঁধে তব নিঃশব্দের ঘর” (‘চিরদিন ২’)।

---

১. কাব্যগ্রন্থাবলীতেও ভুল বানান “অশণি”।

কাব্যভাষার ধাতু ও নামধাতু : আছাড়ি, আহরিয়া, উচ্ছ্বসিবে, উতারিয়া[১], উদাসে, উদিতে, কুহরিছে, গুঞ্জরিয়া, গুঞ্জরে, গুণগুণিয়ে, চিক্‌চিকিয়ে, চূর্ণিতে, টুটে, নিরখিয়া, নেহারিনু, পরশিয়া, পশে, পশিতেছে, পাকালিয়া[২], পাসরি, বঞ্চিয়া, বাখানে, বাহিরিয়া, বিকাশিয়া (=বিকশিত হইয়া), বিকাশিয়া (=বিকাশ করিয়া), বিদীরিল, বিহরিছে, ভ্রমিতেছি, ভায়, মুঞ্জরে, মূরছি, রচিতে, সঞ্চিয়া, সিঞ্চিয়া, সোঙরি।

নূতন শব্দ : উপকথা, উপছায়া, কাঙালিনী, খেলাধূলি[৩], নীলিমে (=নীলিমায়), পিপাসী, প্রতিপ্রাণ[৪], বিবসনে (=বিবসন অবস্থায়), মুকুলিত (—দশদিশি), রাঙিমা।

কথ্যভাষার শব্দ : কাঁদনি, দস্যিছেলে, নতুন, লুকোচুরী, বিষ্টি, সন্ধে-বেলা[৫], সূর্য্যি।

উল্লেখযোগ্য বহুবচন নামপদ : "নব ফুলচয়", পাখীরা, ফুলগুলি, হাসিগুলি।

কথ্যভাষার ক্রিয়া : "চলে এনু", "নিবে এল", রয়েছিল।

সাধুভাষার ক্রিয়া : আসিবেক, উরিয়া, ফেলাইছ[৬]।

সাধুভাষার পরিবর্তিত ক্রিয়াপদ : কাস্তেছে, বলিয়ে, বেঁধেছিলেম, শুনেছিলেম।

কথ্যভাষার ইডিয়ম : "আঁধার করে", "ঘরটি আলো", "নাহি মানে মানা", "মেঘ করেছে", "সূর্য্যি ডোবে ডোবে"।

অব্যয় ও অনুসর্গ : "এ জনম বহি", "জগতের পরে" (=উপরে), "জলের পানেতে চেয়ে", "পাতার মতন", "মেঘের মত", "শিশুর প্রায়", পারা।

ক্রিয়াবিশেষণ : অবহেলে, এমনিতর, সলাজে, "নিস্তেজে ভিজিবে তরুলতা"।

১. হিন্দীর প্রভাবজাত হইতে পারে। ২. মিলের জন্য। ৩. মিলের জন্য। "খেলাধূলা"ও আছে। ৪. "প্রাণ খুঁজে মরে প্রতিপ্রাণ" (চিরদিন)। ৫. অনেকবার। ৬. কথ্যভাষার আধারে গঠিত।

বিশেষ্যের স্থানে বিশেষণ : "অসীমেতে না পায় কিনারা", "অসীম আপন", "উদাসী···বাজায় বাঁশী", "জীবন্ত নিখিলে", "নিখিলেরে ডেকে লও", "পশ্চিমেতে ঝিকিমিকি", "বিশ্বের উঠিছে গান", "মহা সে বিজন মাঝে"।

ভাববাচক বিশেষ্যের অন্যথা প্রয়োগ : "অসীম নীলিমা মাঝে", "চতুর্দশ বসন্তের একগাছি মালা"।

বিপর্যস্ত বিশেষণ : "অলস মায়া", "নিদ্রাহীন আকুলতা", "প্রাণের নিরাশ আশা", "বনের শ্যামল স্নেহ", "লাজহীন পবিত্রতা"।

সম্বন্ধপদের বিশিষ্ট প্রয়োগ :

সমানাধিকরণে (appositional) : "কূল দাও নিদ্রার পাথারে", "বিশ্বের অধর"।

বিশেষণস্থানীয় : "আকাশের বাণী", "উৎসবের বাঁশী", "সহস্র পথের দেশে"।

কালব্যাপ্ত্যর্থে : "চির দিবসের বাণী", "চির দিবসের রবি", "দুদিনের খেলা"।

একই বিভক্তিযুক্ত পদের সমুচ্চয় : "জীবনের যৌবনের লাবণ্যের মেলা"[১]।

-ইমন্-প্রত্যয়ান্ত শব্দের ব্যবহার এইখান হইতে শুরু। নীলিমা, নীলিম-, মধুরিমা, রক্তিম, রাঙিমা।

-ময় প্রত্যয় : আনন্দময়ী, "আরেক প্রভাতময়", চরাচরময়, চিরচ্ছায়াময়, ছায়াময়, ছায়াময়ী, জীবনময়, তারাময়ী, পাষাণময়, বিশ্বময়[৩], মরুময় (—ব্যোম), মধুময়ী, (—মায়া), লাজময়ী[২], "হাসি অশ্রুময়", সরমময়ী[২], সন্ধ্যা-স্বপ্নময়, স্বর্গময়ী (—করুণার), সুধাময়ী, সৌরভময়ী।

"সু-" উপসর্গ দিয়া সমাস : সুগভীর, সুগম্ভীর, সুদূর, সুনীল।

১. বিবসনা। ২. বিশেষ্য। ৩. অব্যয়, ব্যাপ্ত্যর্থে।

"চির" পূর্বপদ দিয়া সমাস : চির-দিবসের, "চির-বিরহীর মত চির-রাত্রি"[১]।

"মহা" পূর্বপদ দিয়া সমাস বেশি নাই : "মহা চরাচর স্রোতে"[২], "মহা পারাবার"[২], মহা-রঙ্গভূমি।

সমাসের বিচিত্রতা বাড়িয়াছে। উদাহরণ :

বিবিধ তৎপুরুষ : অহিফেন-জড়-সুখ, আকাশ-প্রান্তরে, আধ-ভাষে, কাল-তুরঙ্গম, "চরণের পরশ-রাঙিমা", ছায়া-খেলা, ছায়া-দ্বীপে, জগত-কমল-বনে, জাগ্রত-হৃদে, জ্যোতির্বিদ্ধ (—আঁধারেতে), ঝড়হীন, তিমিরস্নিগ্ধ (—শান্তির), দাবদগ্ধ, নিমেষ-স্বপনে, বসন্ত-বাতাস, বিরহবিজন, মধুনিশি, মধুরাতি, মধু-সমীরণে, যামিনী-নাগিনী, হাসিমুখ, সন্ধ্যা-সাগরের (—কূলে), "সংসার-সংশয়-রাত্রি রহিব নির্ভয়", "সুখ-রৌদ্র-মরীচিকা", স্নেহস্ফুট (—স্তনের)।

বহুব্রীহি : অকলঙ্কমূর্ত্তি (—মধুরিমা), আর্দ্রপাখা (—পাখী-গুলি), কমল-আসনা, "রাঙা-বসন পারুল দিদি", লঘুকায়া, শীর্ণ-বাহু (—আলিঙ্গনে), শূন্যমনা (—মেয়ে), সলাজ (—হৃদয়)।

সুপ্‌সুপা : নীরবে-বিদায়-চাওয়া (—চোখে)[৩]।

প্রতিমানের বিশিষ্টতা স্ফুটতর হইয়াছে। যেমন,

উপমা : "যেমন দুটি বাল্মীকির শ্লোক", "ফুলগুলি গায়ে এসে পড়ে রূপসীর পরশের মত", "মদিরা উথলে নাক মদির আঁখিতে", "মায়ের চুমোখানি যেন মুক্ত' হয়ে দোলে"।

রূপক : "অন্ধ কাল-তুরঙ্গম রাশ নাহি মানে / বেগে ধায় অদৃষ্টের চাকা" ('বিরহীর পত্র')।

উৎপ্রেক্ষা : "চারিদিক হতে তারে ছোট ছোট হাসিগুলি মারে",

১. "চির তরঙ্গিত", "চির আশীর্ব্বাদ সম", "চির পূর্ণিমারাত্রি", "চির পিপাসিত যৌবনের", "চির ব্যাকুলতা"—এগুলিকেও সমাস বলা যায়। সমাস ও অসমাসের মধ্যে পার্থক্য বোঝা যায় এমন উদাহরণে—"চিরদিন জেগে রবে…… চির দিন দেখাইবে আঁধারের পার" (সত্য ২)। ২. হাইফেন চিহ্ন না থাকিলেও এখানে সমাস হইয়াছে। ৩. সন্ধ্যার বিদায়।

"কোথা সে ফুলের মাঝে এলোচুলে হাসিগুলি", "পুরাতন হাসিগুলি", "ছোট ছোট দুঃখগুলি রচি দিবে আনন্দের কারা", "দুরাশার সুখের স্বপন", "রাগ-রাগিণীর জাল বুনতে", "চারিদিকে নৃশংসতা করে হানা-হানি", "নিশীথিনী রহিল জাগিয়া বদন ঢাকিয়া এলোচুলে", "বধিরতা বসি সিংহাসনে", "কল্পনা কাঁদিয়া ফিরে তারি পাছে পাছে", "অশ্রুটি কাঁপে নয়নের পাতে", "যেন কোন উর্বশীর আঁখি চেয়ে আছে আকাশের পানে", "দক্ষিণা বাতাস···বিরহিণী সকলের কুড়ায়ে নিশ্বাস", "ভালবাসা কাঁদে, হাসে, মোছে অশ্রুজল / চায়, পায় হারায় আবার" ('বিরহীর পত্র'), "আকুল অঙ্গুলিগুলি করি কোলাকুলি, / গাঁথিছে সর্বাঙ্গে মোর পরশের ফাঁদ" ('বন্দী'), "দৃষ্টি তার ফিরে এল—কোথা সে নয়ন / চুম্বন এসেছে তার—কোথা সে অধর" ('গীতোচ্ছ্বাস'), "নিরুদ্দেশ দুটি ভালবাসা / তীর্থযাত্রা করিয়াছে অধর-সঙ্গমে" ('চুম্বন')।

> আমার এ গান যদি নাহি মানে মানা,
> উদার বাতাস হ'য়ে এলাইয়া ডানা
> সৌরভের মত তোরে নিয়ে যায় চুরি কোরে
> খুঁজিয়া দেখাতে চায় স্বর্গের সীমানা। ('মঙ্গল গান')

পুরাপূরি কথ্যভাষায় ও প্রধানত ছড়ার রীতিতে লেখা কবিতা কড়ি ও কোমলে রীতিমত দেখা দিল। এইগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট কবিতা চারিটি—'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান', 'সাত ভাই চম্পা', 'পুরোণো বট' এবং 'হাসিরাশি'—প্রথমে বালক পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল (১২৯২)। এইগুলির মধ্যে ব্যবহৃত কথ্যভাষার উল্লেখযোগ্য শব্দ পদ ও ইডিয়ম নীচে নির্দেশ করিতেছি।

শব্দ। (ক) তদ্ভব: অশথ, আঁকাবাঁকা, খোপে খাপে, হাসি-খুসি[১], গুটিসুটি, জোনাই, ডাইনে, দাপাদাপি, নতুন, লুকোচুরী[১], নিঝুম, পুটপুটে, ফুটফুটে, বাদ্‌লা, বের (=বাহির), বাগে (=দিকে)[২], মিটিমিটি, মেঘ্‌লা, রাতারাতি, লেখাজোকা, শুক্‌নো, সোনা (বিণ.)[৩]।

১. প্রথম সংস্করণের পাঠ। ২. "সাতটি চাঁপার বাগে"।
৩. "সাতটি সোনা চাঁপার মধ্যে / সাতটি সোনা মুখ"।

(খ) অর্ধ-তৎসম : একরত্তি, কন্মে, গপ্প, গরবিনী, দস্যি, দুষ্টু, দৌরাত্মি, বিষ্টি, সন্ধে, সূর্যি।

(গ) সমাস : অবাক্ ("বাতায়নে রইত চেয়ে অবাক্ দুনয়নে"), ঘুমপাড়ানি (—মাসিপিসির), নিশি-দিসি, প্রাণমন, মহাকায়া (তুলাও—), রাঙ্গা-বসন (—পারুলদিদি), সোনামাখা (—মায়া)।

পদ। (ক) নাম : ক'খানি, গাছটি, ঘরটি, ঘুমটি, ছায়াটি[১], বিছানাটির, সাতভায়েতে, মুখটি, রাতটি[২], সাতটি (—চাঁপা)।

(খ) ক্রিয়া (অপরিবর্তিত) : আস্‌বে, এল, করচে, কাঁদচে, খেলায়, খেলাত[৩], ঘুমিয়ে, দেখ্‌চে, নাইচে, নাইতে, পেত, রইত, রাখব, রৈল, শুন্‌চে ইত্যাদি।

(গ) ক্রিয়া (পরিবর্তিত) : ক'লে[৪] (=কইলে), কর্তেছে, প'ল (=পড়্‌ল), হতেম, হলেম, শুনেছিলেম।

(ঘ) ক্রিয়া (নামধাতু) : গুন্‌গুনিয়ে, চিক্‌চিকিয়ে।

(ঙ) পদ (ধ্বন্যাত্মক) : কুটিকুটি (হেসেই—), কুলুকুলু, চুপে চাপে, ঝরঝর ("পাতার ঝরঝরে"), ঝাঁ ঝাঁ (—করে), ঝিকিমিকি, ঝিমিঝিমি (—গীত), ঝিঁঝিঁ (—করে), ঝুরুঝুরু (পাতার—), টলমল, টুক্‌টুক, দুরুদুরু (বুকের—), পুট্‌পুটে,[৫] ফুট্‌ফুটে।

ইডিয়ম : "আকুল করে"[৬], "আঁধার করে"[৭], "করচে কা কা দুটো একটা কাক", "কর্তেছে টুক্‌টুক্"[৮], "দিতেছিল হানা", "মানা করে"[৯], "মেঘ করেছে", "ভিড় করেছে", "রাতারাতি পালিয়ে যাবে", কোথেকে (=কোথা থেকে), "গোলাপ ফোটে ফোটে", ডালেপালায়, "থেকে থেকে উদাস হল বায়", "প্রহর বাজে", "মেঘের ঘটাখানা", "মায়ের

১. "গাছটি কাঁপে নদীর ধারে ছায়াটি কাঁপে জলে"।

২. "ঘুমটি ভাঙ্গে পাখির ডাকে রাতটি যে পোহালো"।

৩. এবং "খেল্‌ত"। ৪. "মুখ নেড়ে কেউ কথা ক'লে হেসেই কুটি কুটি"।

৫. "ফুটফুটে তার দাঁত ক'খানি পুট্‌পুটে তার ঠোঁট"। ৬. "মায়ের কথা মনে পড়ে আকুল করে মন"। ৭. "পূবে আঁধার করে"।

৮. "পারুল দিদির কচি মুখটি কর্তেছে টুক্‌টুক্"। ৯. "কেউ করে না মানা"।

তরে", "রঙের উপর রঙ". "হেথাহোথায়", "সন্ধ্যা টুটি", "সারা সকাল ধ'রে"

কথ্যভাষায় লেখা কড়ি ও কোমলের যে কয়টি কবিতা দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে পরিবর্জিত হইয়াছে[১] সেগুলিতে রবীন্দ্রনাথের ঘরোয়া কথ্যভাষার নমুনা পাওয়া যায়। এইগুলি নিতান্ত ব্যক্তিগত চিঠির মত রচনা। এগুলি হইতে বিশিষ্ট শব্দ পদ ও ইডিয়ম নীচে নির্দেশ করিতেছি।

শব্দ : আলিস্যি, আড়ি, আষাঢ়ে (শাস্ত্র—), কাগজওয়ালা, খচমচ, খল-পনা[২], খবুরে (=খবরখোর), ক্ষুদে, চাষাড়ে (স্বভাব—), চিৎ, ছত্তর, ছিষ্টি, জিনিষ-পত্তর, জিগেস (=জিজ্ঞাসা), জিৎ, ঝগড়াটে, ট্যাঁকশালে, ট্যাঁকে, টীকে (=টীকা), তুষ্টুমি, নানান্, না (=নয়),[৩] নাচার, নাতুস্ নুতুস্, ফাঁকিফুঁকি, ফ্যাকাসে, বরা' (=বরাহ), বর্ণিমে, বক্তিমে, বড্ড, বাক্যি, বাহ্যি, বাপু[৪], ব্যাজার, বিছেনা (=বিছানা), বিদ্যে, ভ্যাজানো, মনিষ্যি, মিথ্যেবাদী, মিষ্টি, মেলা (=অনেক), রক্তিমে, রাক্কুসী, রা[৫], হিঁদু, হীরে, সন্দ (=সন্দেহ), সুদ্ধ[৬]।

নাম পদ : এইটে, এইখেনেতেই, এখেনে, কোন খেনে, চারটে (—পিঠ-ই), ছোঁড়াগুলো, টাকাকড়িগুলো, ছত্তরগুলো, সেইটে, সিটি (=সেটি ; মিল : "originality")।

ক্রিয়া পদ : এগোই, ক'য়ে, কোকিয়ে, খাচ্চি (খাবি—), ছিটোয়, ছুটোলে, ঝাঁপিয়ে, লুকিয়ে, নে (=নিয়ে), পিটিয়ে, ফোঁস্-ফোঁসিয়ে, র'লে, বেনিয়েছে (=বানিয়েছে), বেড়াইনিকো, হচ্চি, হাঁপিয়ে, শিখ্লেনাক, সাঁৎরে, সুড়সুড়িয়ে।

১. যেমন 'পত্র' (পৃঃ ১০৩-১০৬), 'পত্র' (পৃঃ ১০৭-১১০) ; 'জন্মতিথির উপহার' (পৃঃ ১১১-১১৩), 'চিঠি' (পৃঃ ১১৪-১২১), 'পত্র' (পৃঃ ১২২-১৩০), 'পত্র' (পৃঃ ১৩১-১৩৭)।

২. মিল : "গল্পন", "অল্প না"।

৩. "অল্প না", "আর কথা না"।

৪. সম্বোধন-সূচক।

৫. "মুখে নেইক রা"।

৬. যেমন "বিশ্বসুদ্ধ"।

সমাস : কাঠখড়[১], চুড়ি-পরা (—হাত দুখানি), ধার-করা (—নাম), পোড়ারমুখী[২], শান্তি-ঢালা।

ইডিয়ম : "মেঘ করেচে", "ঠেক্‌চে কেমন ফাঁকা ফাঁকা", "নইলে দেখ্‌তে কারখানা", "ফেটে হয়ে যেত চারখানা", "কাকা ফাকা সব ধুয়ে মুছে ফেলে দিবি একেবারে চুকিয়ে", "ফাঁকিফুঁকি দিয়ে", "বালাই নিয়ে ম'রে যাই", "জিগেস কর", "তার কোথায় দেব দাঁড়ি", "হপ্তাখানেক বকাবকি ঝগড়াঝাঁটির পালা", "প্রাণটা ঝালাপালা", "মুখে নেইক রা", "গোঁফে দিচ্চি তা", "খোঁড়ার পা যেন খানায় পড়ে", "তবু ভয়ে মরি", "তুই পাছে নিস্ গায়ে পেতে", "বলে হলুম খালাস্", "গলা জাহির করে", "যত রাজ্যের গলিঘুজি", "টান মেরেচ", "খাবি খাচ্চি", "চামু তথৈবচ", "বাজার হুলুস্থুল", "তুলো ধুন্‌তে", "গাল পাড়্‌চে", "মুখে ফুট্‌চে খই"।

এই কবিতাগুলিতে যত ফারসী শব্দ পাওয়া যায় তাহা অনুরূপ পরিমাণে আর কোন রবীন্দ্র-রচনায় নাই। শব্দগুলি এই : আস্তে, আস্কারা, কদম, কলম, কাজিয়ে[৩], কারখানা, কাগজ, খবর[৪], খালাস, খানা, খালি, খুবি[৫], খুসি, খেয়ালি, জবাব, জমি, জহরাৎ, জহরী, জমিদার, জমা, জাহির, জিনিষ, জোয়ার, তক্ত, তর[৬], তরিবৎ, দুনিয়া, দেমাক, নবাবী, না-হক[৭], নেহাৎ, পাপোষ, বাগান, বাতাস, বাস্তে, বালাই, বাজি, বাজারে[৮], বিদায়, বেকার, মস্কারা, মজ্‌লিষ, মেওয়া, হদ্দ, হপ্তা, হাওয়া, হিঁদুয়ানি, সহর, সবুর, সর্‌গরম।

ফারসী শব্দে রবীন্দ্রনাথ তখন তালব্য শ-স্থানে "ষ" অথবা "স" লিখিতেন। পরে "ষ"র পরিবর্তে "শ" ব্যবহার করেন।

ইংরেজী শব্দ এইগুলি আছে : long ago, ফিলজফি, ব্যাঙ্ক, বাক্স, originality, ইষ্টিম্, এডিটোরিয়াল।

১. "মেলাই কাঠখড় চাই"। ২. একবার "পোড়ার মুখী"। ৩. =কাজিয়া, অর্থাৎ ঝগড়া। ৪. এবং "খবুরে" অর্থাৎ খবরওয়ালা। ৫. অর্থাৎ খুবই। ৬. "কেমনতর"। ৭. "লোকের সঙ্গে না-হক কেবল ঝগড়া করার ঝোঁকটা"। ৮. =খেলো।

এই পরিবর্জিত কবিতাগুলির মধ্যে বর্ণনার, অলঙ্কারের ও প্রতিমানেরও বৈচিত্র্য আছে। যেমন, "পক্ষীটি সেই ঝুপ্‌সি হয়ে / ঝিমচ্চেরে খাঁচাতে, / ভুলে গেছে নেচে নেচে / পুচ্ছটি তার নাচাতে"[১], "মস্ত একটা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ / কে রেখেছে সাজিয়ে"[২], "থাক্‌গে তোমার পাটের হাটে / মথুর কুণ্ডু শিবু সা"[৩], "ভদ্রলোকের গায়ে প'ড়ে / কলম নেড়ে কালি ছিটোয়"[৪], "দুনিয়ার এ মজলিষেতে / এসেছিলেম গান শুন্‌তে ; / আপন মনে গুন্‌গুনিয়ে / রাগ রাগিণীর জাল বুন্‌তে"[৫], "জিব নাচিয়ে বেড়ায় যত / জিহ্বা-ওয়ালা সঙের দল"[৬], "বাক্য-বন্যা-ফেনিয়ে আসে / ভাসিয়ে নে যায় তোড়ে"[৭]।

গঙ্গার উপর বোটে থাকিয়া কবি তাঁহার নৈসর্গিক পরিমণ্ডলের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা একটি পরিপূর্ণ রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শময় ছবি।

হেথায় কিবা শান্তি-ঢালা
কুলুকুলু তান।
সাগর পানে বয়ে নে যায়
গিরিরাজের গান।
ধীরি ধীরি বাতাসটি, দেয়
জলের গায়ে কাঁটা।
আকাশেতে আলো আঁধার
খেলে জোয়ার ভাঁটা।
তীরে তীরে গাছের সারি
পল্লবেরি ঢেউ।[৮]

৬. মানসী

মানসীর কবিতাগুলির ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য গাঢ়তা অর্থাৎ মিতভাষিতা। প্রধানত সমাসগঠনে এবং শব্দপ্রয়োগে অভ্যস্ত রীতি

১. 'পত্র' পৃঃ ১০৪। ২. 'পত্র' পৃঃ ১০৯। ৩. 'চিঠি' পৃঃ ১১৫। বাংলা কাব্যে ব্যক্তিনামের অব্যক্তিবাচক আলঙ্কারিক প্রয়োগ এই প্রথম পাইতেছি।
৪. 'পত্র' পৃঃ ১২২। ৫. ঐ পৃঃ ১২৩। গীতাঞ্জলিতে আছে—"রাগ-রাগিণীর জাল ফেলাতে"। ৬. ঐ পৃঃ ১২৬। ৭. ঐ পৃঃ ১২৭। ৮. 'পত্র' পৃঃ ১২৭।

উল্লঙ্ঘন করিয়া এবং শব্দগঠনে ও পদপ্রয়োগে স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া তবে রবীন্দ্রনাথ এই মিতভাষী ভাষাপ্রসার শক্তির আবিষ্কার করিয়াছেন। এক কথায় বলা যায় ব্যাকরণ আর অলঙ্কারের ব্যবধান ঘুচাইয়া দিয়া রবীন্দ্রনাথ শব্দশক্তির প্রকাশক্ষেত্রের সীমারেখা বহুদূর-বিসারিত করিয়াছেন। মানসীর কবিতায় গাঢ়বন্ধের অল্প যে কয়টি উদাহরণ দিব তাহাতেই আমার বক্তব্য পরিস্ফুট হইবে।

ফেলিছে বিরহছায়া শ্রাবণতিমির[১]

কথনো বা হিংসাদীপ্ত উন্মাদনয়ন / নিমেষনিহত[২]

তারায় তারায় তার ব্যথা গিয়ে বাজে[৩]

সভা-কাঁপানো করতালিতে কাতর হয়ে রই।[৪]

নয়নকোণের চাহনিছুরিতে মর্মতন্তু টুটে।[৫]

বিরহবিধুর নয়নসলিলে মিলনমধুর লাজে
পুরাতন প্রেম নিত্যনূতন সাজে।[৬]

বৃষ্টিক্লান্ত বহুদীর্ঘ লুপ্ততারাশশী[৭]
আষাঢ়সন্ধ্যায়[৮],

নিমেষে নিমেষে যেথা ঝ'রে পড়ে যায়
দিবসের তাপে শুষ্ক ফুল, দগ্ধ তারা,
জীর্ণ কীর্তি, শ্রান্ত সুখ, দুঃখ দাহহারা।[৯]

মানসীর কবিতায় শব্দব্যবহারে স্বচ্ছন্দতা বাড়িয়াছে। ব্রজবুলি ও পুরানো কাব্যভাষার শব্দ বেশি নাই, তবে একেবারে পরিবর্জিতও হয় নাই। প্রথম সংস্করণের দুই একটি পুরানো শব্দ পরে পরিবর্তিত হইয়াছে।[১০]

পুরানো কাব্যভাষার যে শব্দগুলি মানসীতে আছে তাহা দেখাইতেছি।

১. একাল ও সেকাল। ২. প্রকৃতির প্রতি। ৩. শূন্য গৃহে।
৪. দেশের উন্নতি। ৫. নিন্দুকের প্রতি নিবেদন। ৬. অনন্ত প্রেম।
৭. প্রথম সংস্করণে পাঠ "লুপ্ততারাশশি"। ৮. মেঘদূত। ৯. অহল্যার প্রতি।
১০. যেমন "বয়নব্যাপী" (নিষ্ফল কামনা), পরে "বদনব্যাপী"।

(ক) নামপদ ঃ অনিমিষ, অনিমিখে, অমিয়মুখ, অনুখন, অবহেলে, অমি্য়, আঁচোর, উতরোল, উভরায়, উলস (=উল্লসিত), একদিঠি, কভু, কেলি, গরজন, চৌদিকে, তরজন, তরাস, তিয়াষ[১], তিয়াসে[১], দরশ, দোঁহায়, দোঁহে, হুঁহু, নয়ান[১], নিতি, নিঁদয়, নিগমন, নিমগনা, নিশি, পরশ, পিয়াসে[১], পিরিতি, পূরব, বরণ, বরষ, বরিষণ, বরিষায়, বরিষা, বয়ান[১], বায় (=বায়ুতে), বারতা, মম, মাঝার, মোদের, মুখানি[২], যথা, শবদ, সাথে, হরষ, হিয়া, হরিষে, হেথায়, হেন।

(খ) ক্রিয়াপদ (প্রধানত নামধাতুর) ঃ অন্বেষিয়া (অন্বেষণ), আইল, আছিল, আকুলিয়া (আকুল), আগলিছে (আগল), আবরি (আবরণ), আকুলিছে (আকুল), আরভিনু (আরম্ভ), আশীসিলা[৩] (আশিস্), আক্রমিছে (আক্রমণ), উথলিয়া (উথল), উদিয়া, উদিলে (উদয়), উত্তরিতে (উত্তরণ), উতরিলা[৪], উছাসি (উচ্ছ্বাস), উদাসিয়া (উদাস), উজলিয়া (উজ্জ্বল), কুহরে (কুহর), গ্রাসি (গ্রাস), চমকে (চমক), চুম্বি, চূর্ণি (চূর্ণ), জরিছে[৫], ঝরঝরে (ঝরঝর), ঝরিছে, টলমলি (টলমল), টুটিয়া, (টুটা[৪]), তরঙ্গিয়া (তরঙ্গ), ত্যেজে (ত্যজ্), তেয়াগি, তেয়াগিয়া (ত্যাগ), ত্রাসি (ত্রাস), থরথরে (থরথর), দাপটিয়া (দাপট), দহিতেছে (দহ), দাপিয়া (দাপ), ধ্বনিছে, ধ্বনিতেছে (ধ্বনি), ধাই, নমিল, নিরখি (নিরখ), নিবেশিলা[৬] (নিবেশ), নিবসে (নিবাস, নি+বস), নিশ্বসিছে, নিশ্বসিয়া, নিশাসি (নিশ্বাস), নেহারি, পশিতেছে, পিয়ে, পসারিয়া (প্রসার), পরকাশে,[৭] প্রকাশিতে (প্রকাশ), প্রবাহিয়া (প্রবাহ), ফেনায়ে (ফেন, ফেনা), ফুকারিয়া, ফুকারে,[৮] ফুঁসিছে, ব্যথিছে (ব্যথা), বাহির, বাহিরায়, বাহিরিতেছিল (বাহির), ব্যাকুলিয়া (ব্যাকুল), বরিষে

১. মিলের জন্য। ২. মিল : "দুখানি"।
৩. প্রথম সংস্করণের পাঠ, পরে "আশিসিলা"।
৪. হিন্দী প্রভাবজাত হইতে পারে। ৫. "কঠিন বচন জরিছে অধরে" (নিন্দুকের প্রতি নিবেদন)। ৬. "নিবেশিলা আঁখি"। ৭. অর্ধতৎসম নামধাতু। ৮. কথ্যভাষার মারফৎ হিন্দী হইতে গৃহীত।

(বর্ষণ), বিবশে (বিবশ), বরষিয়া (বর্ষণ), বিরাজে, ভাষিতে (ভাষা), ভাগিয়া[১], ভেদিয়া (ভেদ), ভ্রমিয়াছে (ভ্রমণ), মুদিয়া (মুদ), যাপিতেছে (যাপন), রুধিয়া (রুধ, রোধ), রচিতেছে (রচ, রচনা), লভিছে, লভিতেছে, লভিয়াছে (লভ), লাথিয়ে (লাথি), স্বনিছে (স্বন), সন্তরিয়া (সন্তরণ), সম্বরি (সংবরণ) ।

অপেক্ষাকৃত অপরিচিত তৎসম শব্দ বেশি নাই। যেমন, বহুত্ববাচক "চয়", অটবী, অভিভব, অনলশ্বসনা, কুলায়, গহন, তামসী, তিমির, নিলয়, পাদপ, পাণ্ডুকিশলয়, পিক[২], বিকচ, মাধবী (—রাতি), লেলিহা (—রসনা), সৌরভসদনে, সহস্রৈক, স্তিমিত (—প্রদীপ) ।

মেঘদূত কবিতায় তৎসম শব্দের সংখ্যার আধিক্য স্বাভাবিক। এই কবিতায় অপরিচিত তৎসম শব্দের মধ্যে—কালিদাসের প্রয়োগ বাদ দিয়া—এইগুলি উল্লেখযোগ্য। অন্তর্গূঢ়, অম্বর, আর্দ্র, উদ্যতবাহু, উন্মনা, ইন্দ্রনীল, কর্ণোৎপল, কপোল, কন্দর, কেতকী, জনপদবধূ, তটিনী, ধূর্জটি, নির্ঘোষ, পবন, পারাবত, ফুল্ল, বনস্পতি, বনাঙ্গনা, বাতায়ন, বিপিন, বিহঙ্গ, ভূতল, মণিহর্ম্য, মন্দ্র, মেদুর, সরসী, সোপান, স্ফীত, স্বমহিমচ্ছায়া।

মানসীর কবিতায় তৎসম ও তদ্ভব শব্দর মিশ্রণ অত্যন্ত সুষম। তাহার বিশেষ প্রমাণ সমাসে রহিয়াছে। যেমন, আঁখিপুট, আঁখিতারা, আশ্রয়-ঠাঁই, এলোকেশ[৩], কুয়াশা-আকুল, ডাগরনয়ন, বিরহতিয়াষ, সংশয়ডোর, সন্ধ্যারঙিন ইত্যাদি।

এই শব্দগুলি রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি : কাঁচল[৪], চঞ্চলিত, নিঠুরতা, প্রচ্ছায় (—তমসাতীরে), বিচিত্রিত, মরুনির্জনতা, সরণে[৫] ।

মানসীতে ফারসী শব্দের সংখ্যা কিছু বাড়িয়াছে। বিশেষত

১. কথ্যভাষার মারফৎ হিন্দী হইতে গৃহীত। ২. প্রথম সংস্করণে "কোকিল"। ৩. "এলো-চুল"ও আছে। ৪. "আঁচল"এর ধ্বনিসাম্যে। "কাঁচল পরি আঁচল টানি" (অপেক্ষা)। ৫. অর্থ, সরণিতে (= কথ্য "সরাণে")। মিল : "মরণে" (ভৈরবী গান)।

হালকা কবিতায়। এ শব্দ সবগুলিই কথ্যভাষায় প্রচলিত। যেমন,[১] আক্কেল, আরাম, কাহিল, কেতাব, গোলামি, তর্জমা, তক্তপোশ, তামাশা, দাবি, নকল (—নক্ষত্র), ফানুস, বহর, বরশা, বেহুয়িন, বিলকুল, ভরসা, মগজ, মেজ, মুর্গি-জবাই, রকম, শরম[২]।

কতগুলি ইংরেজি শব্দ আছে। সেগুলি সরস ও ব্যঙ্গ কবিতা-গুলিতেই নিবদ্ধ।[৩] যেমন, আপিস, এজিটেট[৪], কমা, কলেজ, কেরাসিন, কোর্ট, ক্রুস, গবর্মেণ্ট, গ্রোন্[৫], চ্যাপটার, পিটিশান[৬], পোষ্টাপিস, পোর্টম্যাণ্টো, পোলিটিক্যাল্, ফিলজাফি, ফিনিশ[৭], বুট (—জুতো), মরাল্[৮], লাইব্রেরি, হিস্ট্রি, হোটেল, সর্বিস। কেদারা, গ্রাবু, পাদ্রি, বোতাম,—পোর্তুগীস শব্দ। ডেপুটিত্ব, ডেপুটিপনা —রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট সঙ্কর শব্দ।

পূর্ব হইতেই রবীন্দ্রনাথের ভাষায় মেয়েলি ছাঁদের প্রকাশ কিছু কিছু ছিল। মানসীতে তাহা অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে তবে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয় নাই। এই প্রভাব শেষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল -পনা প্রত্যয়ের ব্যবহারে। মানসীতে নারীর ভাষার প্রভাবের উদাহরণ কয়েকটি শব্দের ব্যবহারেও পাই। যেমন,

নিন্দাসূচক বিশেষণ "পোড়া": "এ পোড়া দেহ সবে দেখে যায়।"[৯] "কিছু নেই পোড়া ধরণী মাঝারে বোঝাতে মর্ম্মজ্বালা।"[১০]

ক্রিয়াপদের বিশিষ্ট ইডিয়ম: "মিছে মরি ব'কে"[১১], "বচন এত শত"[১২], "কেঁদে হল খুনোখুনি" ('ধর্মপ্রচার')।

বিশিষ্ট সমাস-শব্দ: জনপ্রাণী (একা আমি—অখণ্ড আকাশে[১৩]), লজ্জাবস্ত্র (—জীর্ণ শতঠাঁই[১৪]), ম্লেচ্ছসংসার[১৫]।

১. বিদায়, কাগজ, হাওয়া, বাতাস, খুশি, তারিখ, খবর, খাতা, কম, বেশি, খুন ইত্যাদি অত্যন্ত চলিত ফারসী শব্দ এই তালিকায় বাদ দিয়াছি।

২. "সরম" প্রথম সংস্করণ। ৩. 'পত্র', 'শ্রাবণের পত্র', 'দুরন্ত আশা', 'দেশের উন্নতি', 'বঙ্গবীর' ও 'ধর্ম-প্রচার'। ৪. প্রঃ সঃ agitate। ৫. ঐ groan। ৬. ঐ "পিটিষান"। ৭. ঐ Finish। ৮. ঐ moral।

৯. গুপ্ত প্রেম। ১০. প্রকাশ বেদনা। ১১. আমার সুখ। ১২. দেশের উন্নতি। ১৩. মরণস্বপ্ন। ১৪. জীবনমধ্যাহ্ন। ১৫. দেশের উন্নতি।

-ময় প্রত্যয়ান্ত শব্দের ব্যবহারও বেশ আছে। যেমন,

বিশেষণ ঃ "আলোকময় রহস্য," "আম্রবন আম্রফলময়," "গ্রহ-তারাময় রথ," "গ্রহতারাময়ী নিশি," "জড়ময় সৃজনের," "নৃত্যময় চিত্ত," "প্রাণময়ী জননী," ভাঙ্গাগড়াময়, "যৌবনময় প্রাণে" ইত্যাদি।

ক্রিয়াবিশেষণ অথবা অধিকরণ অর্থে ঃ "উঠিছে জগৎময়", "চারিদিকময়···মেঘ জড়ো হয়", "সারা দেহময়" ইত্যাদি।

কোন কোন বিশেষ শব্দের সঙ্গে সমাসের উদাহরণ :

আধা-, আধো-, অর্ধ- ঃ আধা-আলো (—আঁধারে, উষার—), আধোজাগা (—মন), আধোচোখে (—দেখা), আধোঢাকা, আধো-খোলা, আধোভাষা[১], অর্ধজাগরণে, অর্ধপলকের, অর্ধরজনীতে, অর্ধরাত্রি[২]।

চির ঃ চির-একাকিনী, চিরকলতান (—উদার গঙ্গা), চিরক্রন্দিত, চিরচঞ্চলতা, চিরনিশিদিন[৩], চিরনীরবতা, চিরমনোব্যাকুলতা, চিরমৌন-ব্রতা, চিররৌদ্রদগ্ধ, চিরস্বপ্রকাশ।

মনো- (মনস্-)ঃ মনো-আশা, মনোচর[৫], মনোজ্বালা, মনোব্যথা, মনোভার ইত্যাদি।

মহা- ঃ মহা-অন্ধকার, মহাজননীর, মহাজ্যোতি, মহারূপরাশি, মহাশান্তি, মহাসুন্দর।

-মূলে[৬] ঃ গগনমূলে, জীবনমূলে।

স- ঃ সকরুণ (—কর), সকাতর, সকাতরে, সচেতন, সজল, সযতন (—নীরবতা), সসঙ্কোচ (—লাজে)।

সু-ঃ সুকঠিন, সুকোমল, সুগভীর, সুগম্ভীর, সুধীর (—স্রোতে), সুনীল, সুমধুরতর, সুমহান, সুবিজন।

১. "শুধু কম্পিত সুরে আধো-ভাষা পুরে কেন বসে গান গাও" (ভালো করে বলে যাও)। ২. "ভাবিতেছি অর্ধরাত্রি অনিদ্রনয়ান" (মেঘদূত)। ৩. একাধিকবার। ৪. বিশেষণরূপেও ব্যবহার আছে ঃ "মহা ঝড়" (মেঘদূত)। এখানে মিল : "জড়সড়", সুতরাং "ঝড়" অকারান্ত পড়িতে হইবে। ৫. সংস্কৃত মতে ভুল সন্ধি। ৬. প্রান্ত অর্থে "মূল" শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। সমাসের বাহিরে স্বতন্ত্র ব্যবহারও আছে ঃ "পূর্ব গগনের মূলে"।

-তল[১] : অঞ্চলতল, কপোলতল, গগনতল, চরণতল, ছায়াতল, তিমিরতল, পাষাণতল, ভূমিতল, শিলাতল, সলিলতল, সভাতল ইত্যাদি।

-ভরা : অশ্রুবাষ্পভরা, অসীম-ভরা, কলরব-ভরা, ছলভরা, জলভরা, দম্ভভরা[২], বেদনাভরা।

-হত, -নিহত : জীবনহত, নিমেষনিহত, মূর্চ্ছাহত, বাক্যহত।

-হারা : আত্মহারাবৎ, আলোকহারা, ক্লান্তিহারা, ক্রন্দনহারা (—তুখে), চিন্তাহারা, দিশাহারা, নির্ভরহারা, ব্যাপ্তিহারা, যৌবনহারা ইত্যাদি।

-হীন : আলোহীনা[৩], আশাহীন[৪], কায়াহীন, ভাষাহীন[৫], শরমহীন।

-হেন : দানব-হেন, ম্লান-হেন।

নঞর্থ-সমাস :

অ- : অনিমিখে[৫], অনিমেষে[৫], অনিবার[৫], অনিমেষ[৬], অবাধে[৫]।

নি- : নির্নিমেষ[৭]।

বহুব্রীহি সমাস :

তিনপদের : উপলব্যথিতগতি, তামসঘনবরণী[৮], নির্বাপিত-হোম-অগ্নি, লুপ্ততারাশশী[৯], স্নুবর্ণসরোজফুল্ল।

তুই পদের : অসহন (—বহ্নিদহন), অনলশ্বসনা[৮], অরুণ-অধরা, "আঁখি রাঙা পাখাভাঙা পাখিটি"[১০], উদ্যতবাহু (অরণ্য—), চিরস্রোত (—ধারা), উদাসমূরতি, তরুমর্মর (—পবনে), নত-আঁখি (সন্ধ্যা—), নিঃস্বপ্ন (—অতলে), নিবিষ্টনয়ান (ইতিহাস—),

১. সমাসের বাহিরে স্বতন্ত্র ব্যবহারও আছে : "এই অরণ্যের তলে" (মৌনভাষা)। ২. "দম্ভভরা কাগজগুলো করিয়া দাও দূর", "দম্ভভরা দেহ"। ৩. "দিবা যেন আলোহীনা"। ৪. একাধিকবার। ৫. ক্রিয়াবিশেষণ (অব্যয়ীভাব)। ৬. বহুব্রীহি : "অনিমেষ আকর্ষণে", "অনিমেষ আঁখি" (বিদায়)। ৭. বহুব্রীহি অথবা অব্যয়ীভাব : "তুমি চেয়ে নির্নিমেষ"। ৮. স্ত্রীলিঙ্গ। ৯. আষাঢ়সন্ধ্যার বিশেষণ। ১০. বিরহানন্দ।

নিবিড়তিমির (—কেশে), মুগ্ধহিয়া (—পথিকের), মেঘাবনত (সায়াহ্ন—), রৌদ্র-বসন (—ফুলে), লোমাঞ্চিতকেশ।

উপপদ সমাস :

তিন পদের : দূরান্তরশায়ী, যূথীবনবিহারিণী, স্বাধীন-গগনচারী।

দুই পদের : জগৎ-জাগা (—জাগরণ), জীবনবাহিনী, পোষমানা (—প্রাণ), বিশ্ববিলোপ (—আঁধার), মর্মদাহিনী, শৃঙ্খলছেঁড়া (—বাধা), সভা-কাঁপানো (—করতালিতে), সর্বগ্রাসী।

উপমান সমাস[১] :

ঘনস্নিগ্ধ, তড়িৎ-চকিত (—দৃষ্টি), নবনী-সুকুমার, নিশীথনিবিড় (—চুলে), পাষাণকঠিন, মাতৃধৈর্যে, মায়ানিশ্বাসে, হিমস্নিগ্ধ, সৌরভ-সদনে।

উপমিত সমাস :

আকাঙ্ক্ষাপারাবারে, আঁধার-সাগর, চাহনিছুরি[২], নয়নপল্লব, বাসনা-ছুরি, বাসনা-সংগীত, বিস্মৃতিসাগর ("বিস্মৃতিসাগর-নীলনীরে"), মানব-সাগর, স্বপ্নপাখি[৩], স্বপ্নপুরে।

কারক-তৎপুরুষ[৪] সমাস :

অভাবকঠিন (—মর্ত্য), অশ্রুকোমল (—শিকলি), অশ্রুসজল, আনন্দ-উজ্জ্বল, আলোক-আঁকা, কুয়াশা-আকুল, কুহুকুহরিত, তরুলতাগহনে, দিবাদগ্ধ, ধূলিম্লান, ধূলিধৌত, নিদ্রাতুর (—আঁখি), নিদ্রালস, নিরাশাকাতর, পিপাসাকাতর (—ভাষা), বিচ্ছেদক্রন্দন, বিদায়বিষাদশ্রান্ত (—সন্ধ্যার বাতাস), বিরহবিধুর, বোতাম-আঁটা (—জামার), বৃষ্টিক্লান্ত (—আষাঢ়সন্ধ্যায়), ভ্রুকুটিকুটিল[৫], মিলনমধুর, মিলনমুদিত (—বুকে), মুকুল-আকুল (—বকুলকুঞ্জবনে), সন্ধ্যারঙিন, স্বপ্ন-চঞ্চলিত, স্বপ্নাতুর।

---

১. যে সমাসে পূর্বপদ উপমান।

২. "নয়নকোণে চাহনিছুরিতে মর্মতন্তু টুটে" (নিন্দুকের প্রতি নিবেদন)।

৩. "সারা দেহ যেন মুদিয়া আসিছে স্বপ্নপাখির পালকে" (ভৈরবী গান)।

৪. যে সমাসে পূর্বপদ করণ হেতু উদ্দেশ্য অথবা অধিকরণ বাচক কোন কারকের অর্থ বহন করে। ৫. একাধিকবার।

মধ্যপদলোপী তৎপুরুষ সমাস ঃ

আনন্দপূর্ণিমা, কনক-আলোক, কৌতুক-নয়নে, ছায়াগিরি, ছায়াপথ, তমালবিপিনে, তিমিররজনী, দুয়োতালি[১], নিদ্রা-নয়ানে[২], নিশীথতিমির, পথপাদপ-, বসন্তবাতাস, বিজন-বেদন, বিশ্রামশিয়রে[৩], বিরহতিয়াব, ভাবনাভ্রুকুটিহীন, মায়াপথ, মায়াকারা, মিলনব্যাকুলতা, লৌহবক্ষে, লজ্জাকাহিনী, শ্রাবণতিমির, সংশয়ডোরে, সুখযৌবন, সুধা-স্রোত, স্নেহস্বর, স্নেহমুখ, স্মৃতিকণ্ঠস্বর, স্বপনছাওয়া।

ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস ঃ

আঁখিপাতে, পাখি-গানে, সরসীজল ইত্যাদি।

অব্যয়ের সঙ্গে সমাস ঃ

নিত্যনিশ্বসিত (—বায়ু), নিত্যহাসি (—প্রকৃতিবধূর)।

পুনরুক্ত প্রথমপদ সমাস ঃ

দিশ-দিশান্তের, দূর-দূরান্তর, দেশ-দেশান্তর।

অসমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে অলুক- (অর্থাৎ বাক্যাংশ) সমাস বেশি নাই। যেমন, "ওই তব আঁখি-তুলে-চাওয়া" ('নারীর উক্তি'), "চেয়ে-থাকা আঁখি" ('শেষ উপহার')।

স্ত্রী-প্রত্যয়ের ব্যবহারে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত ঃ

অনলশ্বসনা[৪] (বাষ্পশিখা—), আলোহীনা (দিবা—), উদাসিনী (—স্মৃতি), তরুণা[৫] (ধরণী হবে—), তামস-ঘনবরণী[৬], নিষ্ঠুরা (—প্রকৃতি)।

মানসীর কবিতার ভাষায় পদের গঠনে ও ব্যবহারে অল্পস্বল্প বিশেষত্ব দেখা যায়। বিশেষভাবে চোখে পড়ে বিভক্তিহীন বিশেষ্যের (অথবা বিশেষণের) ক্রিয়াবিশেষণ রূপে ব্যবহার। যেমন,

১. এই উদাহরণটিকে বাক্যাংশ-সমাসও বলা যাইতে পারে। অর্থ—"দুয়ো" বলিয়া হাততালি। ২. প্রথম সংস্করণে আছে ঃ "রবে দূর আলোপানে নিদ্রা-নয়ানে চাহিয়া" (ভৈরবী গান), বর্তমান সংস্করণে হইয়াছে "আবিষ্টপ্রাণে"। ৩. "সারা রাত্রি ধ'রে / তোমার সে জনহীন বিশ্রাম শিয়রে / একাকী জাগিয়া রবে" (বিদায়)। ৪. মিল : "রসনা"। ৫. "তরুণী" স্থানে (মিল : "করুণা)"। ৬. ="বরণা" (বর্ণা স্থানে)। মিল : "ধরণী"।

অনিবার[১], অবিচ্ছেদ[২], গুণ্ গুণ্[৩], ত্বরিত[৪], নির্জন[৫], ব্যাকুল[৬] ইত্যাদি।

সমার্থক ধাতুজ কর্মপদের[৭] দুই-একটি উদাহরণ আছে। যেমন, "করে কানাকানি মর্মর তরুলতা"[৮], "ফুঁসিছ সবেগে উপেক্ষা রাশি রাশি"[৯], "বনের তিমির দহিতেছে অগ্নিদীপ্তি"[১০]।

"দূর" শব্দটি বিশেষণের মত ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন, "না জানি সে কবেকার দূর বৃন্দাবনে", "দূর আশা পানে"[১১], "দূর বাতায়নে"। সমাসেও আছে তবে বিশেষণরূপে নহে: "দূরস্মৃত"।

বিশেষ্যের পরিবর্তে বিশেষণ: "অসীমের সিংহাসন", "এ নিভৃতে, এ নিস্তব্ধে, এ মহত্ত্ব-মাঝে"[১২], "নিখিলের সুখ, নিখিলের দুখ, নিখিল প্রাণের প্রীতি"[১৩]।

সম্বন্ধপদের অধিকরণ অর্থে ব্যবহার: "দেখেছিলা দিগন্তের তমাল বিপিনে শ্যামচ্ছায়া"[১৪]।

ক্রিয়াযোগে ষষ্ঠী: "আমি তাহাদের নই"[১৫]।

বিশেষণ ষষ্ঠী: "উত্তরের তীরে"[১৬]।

ভাববস্তু-বাচক শব্দের জীববৎ ভাবনা এবং সেইমত বিশেষণ ব্যবহার মানসীতে বেশ পাওয়া যায়।

(ক) বিশেষণ যোগে: "ছলভরা সুগভীর চুরির মতন",

---

১. "তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি···যুগে যুগে অনিবার" (অনন্ত প্রেম)।
২. "গেঁথে গেছে অবিচ্ছেদ পরিচ্ছেদে পরিচ্ছেদ" (পত্রের প্রত্যাশা)।
৩. "ফিরিতেছিল কি গুণ্ গুণ্ কেঁদে" (সুরদাসের প্রার্থনা)। ৪. "ত্বরিত (প্রথম সংস্করণে "ত্বরিৎ") যেন গিয়েছি দোঁহে জগৎ-পরপার" (অপেক্ষা)।
৫. "বর্ণন-অতীত যত অস্ফুট বচন—/ নির্জন ফেলিত ছেয়ে মেঘের মতন" (আকাঙ্ক্ষা)। ৬. "ব্যাকুল ছুটে যাই দুয়ার খুলি" (বধূ)।
৭. সমার্থক ধাতুজ কর্মপদ ইংরেজিতে non-etymological cognate accusative। ৮. ভালো করে বলে যাও। ৯. নিন্দুকের প্রতি নিবেদন। ১০. বিচ্ছেদ। ১১. সেকাল ও একাল। ১২. ভৈরবী গান। ১৩. আকাঙ্ক্ষা। ১৪. অনন্ত প্রেম। ১৫. মেঘদূত। ১৬. উচ্ছৃঙ্খল।

"গৃহহীন স্রোতে"[১], "জীর্ণ কীর্তি, শ্রান্ত সুখ, দুঃখ দাহহারা"[২], "তীরের মতন পিপাসিত বেগে", "তীক্ষ্ণ শ্বেত রুদ্র হাসি জড়-প্রকৃতির"[৩], "নির্জন নিশা"[৪], "প্রলুব্ধ প্রভাত"[৫], "বিরহী ভাবনা", "মৌন দৃষ্টি"[৬], "মৃত বরষের মাঝে", "শঙ্কিত আলো"[৬], "সঙ্গীহারা সৌন্দর্যের বেশে", "সযতন নীরবতা"[৭]।

(খ) পরিমাণবাচক শব্দযোগে : "কত হাসি, কত প্রীতি, কত তুলোভরা"[৮], "কত দেখাশোনা, কত আনাগোনা, চারিদিকে অবিরত"[৯], "জীবনরাশি যাইব রেখে ভবের উপকূলে"[১০], "দরশ-পরশ-রাশি"।

(গ) ক্রিয়াপদের কর্তারূপে ব্যবহার : "আমি রহি একধারে / তুমি যাও পরপারে / মাঝখানে বহুক বিস্মৃতি"[১১], "উড়িয়া বেড়াক সদা হৃদয়ের কাতরতা"[১৬], "কাঁদিতেছে একাকিনী বিরহবেদনা"[১২], "কেন ঊর্ধ্বে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ/কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ"[১২], "কোনো ছোট ফুল আজিকার কথা কালিকার কানে কবে"[১৩], "চলা যেন বাঁধা আছে অচল শিকলে"[১৪], "দিবস চলিয়া গেছে দিবসের পিছু"[১৫], "বনের ছায়া ধরার চোখে দিয়েছে পাতা টানি"[১৬], "বিদ্যুৎ দিতেছে উঁকি ছিঁড়ি মেঘভার / খরতর বক্র হাসি শূন্যে বরষিয়া"[১২], "মোহ আনে বিদায়ের বাণী"[১৭]।

(ঘ) অন্য উপায়ে : "তারায় তারায় তার ব্যথা গিয়ে বাজে"[১৮], "নিশীথের কণ্ঠ দিয়ে কথা হবে দুজনার"[৬], "শাসন ছুটে আসে ঝটিকা তুলি"[১৯]।

১. আমার সুখ। ২. অহল্যার প্রতি। ৩. সিন্ধু-তরঙ্গ। ৪. মেঘদূত। ৫. শেষ উপহার। ৬. মৌন ভাষা। ৭. শেষ উপহার।
৮. শ্রাবণের পত্র। ৯. মায়া। ১০. দেশের উন্নতি। ১১. বিচ্ছেদের শান্তি। বিস্মৃতি এখানে নদীর সঙ্গে উপমিত। ১২. মেঘদূত। ১৩. নিন্দুকের প্রতি নিবেদন। ১৪. নিষ্ফল উপহার। ১৫. আকাঙ্ক্ষা। ১৬. অপেক্ষা। ঘুমপাড়ানীর মত। ১৭. বিচ্ছেদের শান্তি। ১৮. শূন্য গৃহে। এখানে বীণার তারের ধ্বনির ব্যঞ্জনা আছে। ১৯. বধূ।

উপমান-গর্ভিত উৎপ্রেক্ষা : "আঁকিত প্রাণের আশা জলদের স্তরে"[১] —আশ্বাসলিপির উৎপ্রেক্ষা। "দিবস ক্রমে মুদিয়া আসে"[২]— —চোখের উৎপ্রেক্ষা, তুলনীয় : "আকাশের আঁখি করিছে খিন্ন প্রলয়-বহ্নিধূমে"[৩]। "মেঘেতে দিন জড়ায়ে থাকে"[২]—বস্ত্রের উৎপ্রেক্ষা। "মর্মে মর্মে হানিতেছে লাজ"[৪]—বজ্রের উৎপ্রেক্ষা, "লাজ"এর দ্বারা ("বাজ") প্রতিধ্বনিত। "পেখম তুলি গগন-পানে সবাই মাতে আপন মানে"[৫]—মত্ত ময়ূরের উৎপ্রেক্ষা।

উপমেয়ের স্থানে উপমান : "বেলকুঁড়ি দুটি করে ফুটি ফুটি"[৬] —উপমেয় ওষ্ঠাধর, তুলনীয় : "ফুটন্ত অধরপ্রান্তে হাসির বিলাস"[৭]। "আঁখির বাঁশিতে যে-কথা ভাষিতে সে-কথা বুঝায়ে দাও"[৮]। —উপমেয় বাণী। "আপনার ধূলিলিপ্ত পদচিহ্নরেখা / পদে পদে চিনে চিনে"[৯]—উপমেয় স্মৃতি।

উপমানের স্থানে উপমেয় : "কালের কাননে নিমেষ লুটিয়া"[১০]— উপমানের স্থানে উপমেয়, ফুল অথবা ফল।

৭. সোনার তরী

মানসীর তুলনায় সোনার তরীর কবিতাগুলির ভাষা অনেক হাল্‌কা। মানসীর কবিতাগুলির ভাষা গাঢ়তর, তাহার এক কারণ বাক্যবন্ধের সংক্ষিপ্ততা, আর এক কারণ ছন্দবৈচিত্র্যহেতু ও অন্যকারণে পদে ব্যঞ্জনধ্বনির বাহুল্য।

সোনার তরীর ছন্দ সরল ও পয়ারপ্রধান এবং মিলের ঝোঁক নাই। ভাষা তদ্‌ভববহুল, ক্রিয়াপদবহুল এবং স্বরধ্বনিবহুল। নীচের উদাহরণ হইতে আমার বক্তব্য পরিস্ফুট হইবে।

মানসী ('অহল্যার প্রতি'[১১])

যে-গোপন অন্তঃপুরে জননী বিরাজে,
বিচিত্রিত যবনিকা পত্রপুষ্পজালে

১. সেকাল ও একাল। ২. অপেক্ষা। ৩. গুরু-গোবিন্দ। ৪. ভুলভাঙা। ৫. দেশের উন্নতি। ৬. ভুলে। ৭. নিষ্ফল প্রয়াস। ৮. ভালো করে বলে যাও ৯. অহল্যার প্রতি। ১০. উচ্ছৃঙ্খল। ১১. রচনাকাল ১২ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭।

বিবিধ বর্ণের লেখা, নিত্য চুপে চুপে
ভরিছে সন্তানগৃহ ধনধান্যরূপে
জীবনে যৌবনে ;

সোনার তরী ('বসুন্ধরা'[১])

সেই সর্ব মাঝে, যেথা হতে অহরহ
অঙ্কুরিছে মুকুলিছে মঞ্জরিছে প্রাণ
শতেক সহস্ররূপে—গুঞ্জরিছে গান
শতলক্ষ সুরে, উচ্ছ্বসি উঠিছে নৃত্য
অসংখ্য ভঙ্গীতে, প্রবাহি যেতেছে চিত্ত
ভাবস্রোতে ; ছিদ্রে ছিদ্রে বাজিতেছে বেণু ;—
দাঁড়ায়ে রয়েছ তুমি শ্যাম কল্পধেনু,

সোনার তরীর কবিতার ছন্দে স্বরধ্বনিবহুলতার জন্যই দীর্ঘ ক্রিয়াপদের বেশি ব্যবহার হইয়াছে। যেমন, "পারশে যেন বসিয়াছিল / ধরিয়াছিল কর"[২], "গাঁথিতেছিলাম জাল বসিয়া তীরে"[৩], "ত্রাসে উল্লাসে আমার পরাণ / ব্যাকুলিয়াছে / বুকের কাছে"[৪]।

হিল্লোলিয়া, মর্মরিয়া,
কম্পিয়া, স্খলিয়া, বিকিরিয়া, বিচ্ছুরিয়া,
শিহরিয়া, সচকিয়া আলোকে পুলকে
প্রবাহিয়া চলে যাই সমস্ত ভূলোকে
প্রান্ত হতে প্রান্তভাগে[৫],

"আসিবেক[৬] শীত, বিহঙ্গগীত / যাইবে থামি"[৭]।

কয়েকটি স্বল্প-পরিচিত তৎসম শব্দ সোনার তরীতে পাওয়া যায় : অম্বুধি, অম্বুনিধি, অয়ি[৮], অলক, অশনি, উরস (=বক্ষ), উষর, উষ্ণীষ, ঊর্মি, ঔদাস্য, কম্পায়মান, কিণাঙ্ক, কুরঙ্গ, কেতকী, গেহিনী, চন্দ্রমা, তরুরাজি, তূর্ণ, দুকূল, নিঃস্বন, নিষুপ্ত, প্রদোষ, বল্লরী, বসুধা, ব্যাঘ্রাজিন, বিভাবরী, বিহগ, বিহঙ্গ, বৈতানিক, ভূধর, মধুপ, মাধবীমাস, মুকুর, হৃদাসন, শতধা, শর্বরী, শাদ্বল, শৈবাল, সীমন্তিনী।

---

১. রচনাকাল ২৬ কার্তিক ১৩০০। ২. সুপ্তোত্থিতা। ৩. অনাদৃত। ৪. ঝুলন। ৫. বসুন্ধরা। ৬. প্রথম সংস্করণের পাঠ। পরে "আসিবে তো"। ৭. কণ্টকের কথা। ৮. সম্বোধনসূচক।

কাব্যের প্রাচীন ধারার যে শব্দগুলি সোনার তরীতে পাওয়া তাহার তালিকা দিতেছি :

স্বরভক্তিযুক্ত : অযতন, গরব, তরাস, পরাণী, পরশ, পারশ, পূরব, বরণ, বরষা, বরিষণ, বারতা, বি-বরণ (=বিবর্ণ), মগন[১], হরষ, শকতি, শবদ, স্বপন, সুলগন।

বৈষ্ণব-পদাবলীর শব্দ : অনিমিখে, আঁখি, দোঁহে, নয়ান[২], বঁধু, বাদর, বিথান, মুখানি, হিয়া, শিথান[৩]।

বিবিধ : মোর, মোদের, যথা[৪], সতত ইত্যাদি।

কথ্যভাষার (কলিকাতার) শব্দ ও পদ : আলা (=ক্লান্ত), ইটি সিটি (=এটি সেটি), দিশী (=দেশী), দিখি[৫] (=দেখি), প'ল[৬] (=পড়ল), বিভুঁই (—বিদেশে), ভাবখানা[৭], মেলা (=অনেক), শোলোক[৮] (=শ্লোক)।

সোনার তরীতে "-টি" এই নির্দেশক প্রত্যয়ের ব্যবহার নাই বলিলেই হয়। তাহার স্থানে পাইতেছি "-খানি", "-খানা"। "হাসিখানি স্থির", "একখানি অন্ধকার", "শুধু একখানি ভয় / একখানি আশা / একখানি অশ্রুভরে নম্র-ভালবাসা", "আপনারে আধখানি[৮] ঢাকিতে", "হাসিজালখানি"[৯], "মর্মখানি", "আধ প্রেম আধখানা মন"।

পুরাণো ও সমসাময়িক কাব্যের ভাষা হইতে গৃহীত এবং নূতন ব্যবহৃত বহু নামধাতুর ও অন্যধাতুর ব্যবহার সোনার তরীর কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। এখানে শব্দ-তালিকা দিতেছি।

(ক) পুরানো কাব্যের ধাতু : অপহরি, আছিলে, আবরি, উছলি, আহরি, উচ্ছসি, উদিয়া, উদ্‌ভাসিয়া, কুহরিছে, কুজে, গঠিতেছে, গরজে, গ্রাসিছে, গুঞ্জরিয়া, চিন্তিছে, ছেদিয়া, টুটে, দগধি, ধ্বনিয়া, নাশিতে,

---

১. স্ত্রীলিঙ্গে "নিমগনা"ও আছে। ২. মিল : "গান"। ৩. কথ্যভাষাতেও আছে, তবে অপ্রচলিত। ৪. উপমাদ্যোতক। ৫. "দাও দিখি"। ৬. "বাঁধা প'ল"। ৭. লঘু কবিতায়। ৮. ক্রিয়াবিশেষণ। পরে আরও উদাহরণ দ্রষ্টব্য। ৯. "-টুক্"এর ব্যবহারও আছে : হাসিটুক্।

নিরখে, নেহারি, পশেছিল, পুছে, ফুকারি, বরণিতে, বরষে, বিছায়ে, বিদারিয়া, মঞ্জরিছে, লখিতে, লভিনু, হেরিয়া, শিহরি।

(খ) নামধাতু ঃ অঙ্কুরি, উল্লাসি, কম্পিয়া, কলকলিয়া, কুসুমি, কুহুকুহুরিছে (=কুহুকুহু ডাকিতেছে), স্খলিয়া, চিকিমিকে (চিকমিক), চীৎকারি, ঝিকিমিকে (ঝিকিমিকি), ঝিকিয়া (=ঝিকঝিক করিয়া), ঝলকি চলকি, পরিহাসে, প্রকাশে, প্রকাশো (অনুজ্ঞা), পীড়িয়া (পীড়া), ব্যাকুলিয়াছে, বাহিরিনু, বিস্তারিয়া, বিচ্ছুরিয়া, প্রবাহিয়া, ব্যথিছে, বিকিরিয়া, মর্মরিয়া, মন্থিতে, মুকুলিছে, হিল্লোলিয়া, সচকিয়া (=সচকিত করিয়া), সন্তরিব।

(গ) কথ্যভাষার ধাতু ঃ কচালিয়া, পাকালিয়া, "পা টিপিয়া", ভালবাসাবাসি, রসিয়া, শুধরিয়া ইত্যাদি।

(ঘ) তৎসম "অট্টহাস্য" ও অর্ধতৎসম "অট্টহাসি" হইতে "অট্ট" পৃথক্ করিয়া লইয়া রবীন্দ্রনাথ একটি নূতন শব্দ ("অট্টরোল"[১]) এবং দুইটি যৌগিক ধাতু সৃষ্টি করিয়াছেন—"অট্ট+হাস" ও "অট্ট+গর্জ"। যেমন, "ঝঞ্ঝা আসিয়া অট্ট হাসিয়া মারিবে ঠেলা"[১], "অট্ট গরজে অম্বর ভরি"[২]।

স্ত্রীলিঙ্গ পদের বিশেষণে স্ত্রী-প্রত্যয়ের ব্যবহার অল্পস্বল্প—প্রয়োজন-মত—ব্যবহার রবীন্দ্রকাব্যে অন্যত্র যেমন সোনার তরীতেও তেমনি আছে। যেমন,

বিশুদ্ধ তৎসম ঃ ঊর্ধ্বমুখী (—শিখারা), গীতিময়ী (—ভাষা), ভীষণা (—শাস্তি), সর্বময়ী (—আপনারে)।

মিশ্র তৎসম ঃ "(ভরা নদী) ক্ষুরধারা খরপরশা", "ঘনঘোরা নিশি", "রৌদ্রময়ী রাতি", "ভাষাহারা দিশাহারা সেই আশা"।

অনেকগুলি পদে শব্দের শেষ স্বরধ্বনির পরিবর্তন দেখা যায়। সাধারণত আকারান্ত শব্দ অকারান্ত হইয়াছে। যেমন, আশ[৩] (আশা), ছায়[৪] (ছায়া), ধার[৫] (ধারা), ভাষ[৬] (ভাষা), মাল[৭] (মালা), সুত[৮]

---

১. ঝুলন। ২. পুরস্কার। ৩. "কাহার আশে"। ৪. বহু উদাহরণ আছে। ৫. "বারিধারে"। ৬. "মধুভাষে"। ৭. "কিরণমালে"। ৮. "কনক-সুতে গাঁথি", "সোনার সুতে"।

(সূতা)। দুইবার ইকারান্ত শব্দ অকারান্ত হইয়াছে। যেমন, সরণ[১] (সরণি), কাঁচল[২] (কাঁচলি)। "নভস্" হইয়াছে "নভ"[৩]।

তেমনি ছন্দের অনুরোধে কয়েকটি অকারান্ত শব্দ আকারান্ত হইয়াছে। যেমন, রোদনা[৪], যাপনা[৫]।

মনুষ্যেতর ব্যক্তিবাচক বহুবচনের বিভক্তির মনুষ্যেতরবাচক শব্দে ব্যবহারের উদাহরণ অল্পই আছে। একটি যেমন, পাখীরা[৫]।

বিশেষ্য ও বিশেষণ শব্দকে ক্রিয়াবিশেষণরূপে ব্যবহার সোনার তরীর ভাষার একটি অসাধারণ বিশেষত্ব। যেমন, "শুয়ে পড়ো চিত"[৬], "বহু ভালবেসে"[৭], "উন্মত্ত হইয়া যাই উদ্দাম চলিয়া",[৮] "আসিবে তূর্ণ চলিয়া"[৯], "বহু মানি"[১০], "সমীরণ ছুটেছে অবাধ"[১১], "বহে খরবেগ / শরতের ভরা গঙ্গা"[১২], "ক্ষণিক হেসে"[১৩]।

বিশেষণকে বিশেষ্যের মত ব্যবহারও আছে। যেমন, "চাহিয়া দেখিতেছিল মৌন নির্নিমেষ"[১৪], "জন্ম-পূর্বের (=জন্মের পূর্বকালের) অরণ্য গভীরে", "অনাদি অসীমে", "উত্তুঙ্গ নির্জনে", "নিঃশব্দ নিভৃতে", "ভিতর আর বাহিরে কোলাকুলি"[১৫]।

ভাববাচক বিশেষ্যকে বস্তুবাচক বিশেষ্যের মত ব্যবহার বেশ আছে। যেমন, "শুধু একখানি ভয়, একখানি আশা / একখানি অশ্রুভরে নম্র ভালবাসা"[৮], "হাসিখানি স্থির", "কহিল ললনা আধখানি বেঁকে"[১০], "আধখানা দেখে"[১০], "বনে পাঠালে তারে কঠিন বাঁধিয়া"[১৬], "তৃষিত চেয়ে রয়"[৭], "শান্তদৃষ্টি চাহে তোমা পানে"[৮], "প্রকাণ্ড হাসিয়ে"।

১. "বন্ধুর শিলা-সরণে"। এই পরিবর্তন মিলের অনুরোধে। তাহা ছাড়া কথ্য-ভাষায় "সরান" শব্দ আছে। ২. "আঁচল" শব্দের অনুপ্রাস ও মিলের জন্য। ৩. "ধূসর নভে", "অনন্ত নভে"। ৪. প্রত্যাখ্যান। ৫. একাধিকবার আছে। ৬. হিং টিং ছট্। ৭. প্রতীক্ষা। ৮. মানসসুন্দরী। ৯. বিশ্বনৃত্য। ১০. পুরস্কার। সংস্কৃত প্রয়োগের অনুসরণ। ১১. পরশ পাথর। ১২. যেতে নাহি দিব। ১৩. সোনার তরী। ১৪. প্রতীক্ষা। ১৫. দেউল। ১৬. বিম্ববতী। ১৭. সুপ্তোত্থিতা। ১৮. সমুদ্রের প্রতি।

সংস্কৃতের অনুকরণে সম্বোধন পদ ঃ গরবিনি[১]।

সংস্কৃত সম্বোধন পদের ব্যবহার ঃ "হে বসুধে"[২]।

ক্রিয়াপদের ব্যবহারে সাধুভাষার দিকে ঝোঁক থাকিলেও কথ্য ভাষার পদ বিবর্জিত নয়, একসঙ্গে দুইই ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন,

বৃন্ত হতে সযতনে আনিতাম তুলে,
পরায়ে দিতেম কালো চুলে।[৩]

ক্রিয়াপদে বিকৃতি খুব কমই আছে।[৪] "প'ল"[৯] আগে উল্লেখ করিয়াছি। ইহা কথ্যভাষায় "মোলো" পদের সাদৃশ্যে গড়া, লোকের মুখে শোনাও যায়। দুইটি উদাহরণে পদমধ্যবর্তী -আই- হইয়াছে -ই। অর্থাৎ ণিজন্ত রূপের পদ অণিজন্ত হইয়াছে। যেমন, তাকিয়া (=তাকাইয়া), রাঙিছ (=রাঙাইছ)।

প্রথম সংস্করণের অল্প কয়েকটি সাধুভাষার ক্রিয়াপদ পরবর্তী সংস্করণে কথ্যভাষার রূপ অথবা বানান পাইয়াছে।[৫] বন্ধনী মধ্যে প্রথম সংস্করণের পাঠ দেওয়া হইল। ঘুমোয় (ঘুমায়), ভাঙে নি (ভাঙ্গেনি), হোলো (হল)।

প্রথম সংস্করণে একবার সাধু গদ্যের একটি পদ ছিল ঃ আসিবেক। পরে বদলাইয়া "আসিবে তো" হইয়াছে।[৬]

সাধারণতঃ বিশেষণ এবং কখনও কখনও সমাসের পূর্বপদরূপে "মহা" বহুবার ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন,

বিশেষণ ঃ "প্রথম গর্ভের মহা রহস্য বিপুল / না বুঝিয়া"[৭], "মহা আশা"[৭], "মহা ভবিষ্যৎ"[৭], "আছে এক মহা উপকূল"[৮], "কী মহা খেলায়"[৯] ইত্যাদি।

পূর্বপদ ঃ "মহা-সন্তানের জন্মদিন"[৭], মহাপ্রাণের, "বসে আছে এক মহানির্বাণ"[৯], "মহাতটস্থ"[১০]।

১. যেতে নাহি দিব। তুলনীয় "অয়ি নিরভিমানিনী" ইত্যাদি। ২. বসুন্ধরা। ৩. দুর্বোধ। ৪. শব্দেও কিছু কিছু হইয়াছে। যেমন, "গৃহমুখে (=গৃহমুখী) বালক", সন্ধ্যা (=সন্ধ্যে) বেলা", বাঙালির (=বাঙ্গালীর)। ৬. কণ্টকের কথা। ৭. সমুদ্রের প্রতি। ৮. মানসসুন্দরী। ৯. বিশ্বনৃত্য। ১০. পুরস্কার।

সমাসের বিবিধ ও বিচিত্র প্রয়োগের উদাহরণ দিতেছি।

(ক) প্রথম পদ বিশেষণ-স্থানীয় বিশেষ্য (অর্থাৎ মধ্যপদলোপী কর্মধারয়): অস্তরবি, অশ্রু-আঁখি, কলকথা, গন্ধবাষ্পে, গর্বকথা, গর্ববাণী, ছায়াপুরী, তিমিরগগনে, প্রসাদহাসি।

বনগান[১], বন-সভা, বসন্তনিশীথে, বিদায়-বিনয়ে[২], বিরহশয়ন, বিশ্বতট, মাতৃহৃদয়[৩], মাতৃপাণি[৩], হিরণ্য-অঞ্চল, শরৎ-প্রত্যুষে, শিলা-সরণে, সন্ধ্যা-কিরণ, সন্মুখ-ঊর্মিরে, সুখকোণ[৪], সুখসন্ধ্যাসমীরণে, সুখ-হাস, সুখহাসি, স্নেহখেলা, স্মৃতি-সাগরের।

(খ) দুই পদ অভেদাত্মক (অর্থাৎ রূপক কর্মধারয়): অরণ্যমেঘের তলে[৫], তিমিরমন্দিরে, পরাণপক্ষীরে, প্রাণঝড়ে, বাসনা-বিরহ, ভুবন-ভ্রূণ, মানবহৃদয়-সিন্ধুতলে, মনতরী, যৌবননদী, সন্ধ্যাসখী।

(গ) দ্বিতীয় পদ উপমাদ্যোতক: "অশ্রু-মুকুতার রাশি"।

(ঘ) প্রথম পদে করণ হেতু উদ্দেশ্য অথবা অধিকরণের অর্থ: অশ্রুবৃষ্টিভরা, অশ্রুমগন, "কুন্তল-আকুল মুখ", খেলাক্ষেত্র, গগনলীন, "গন্ধ-ব্যাকুল বাতাসে", "চিন্তাতপ্ত ভালে", "চিরপরিচয়-ভরা", নয়ন-ভরা, "নিশীথ-অগাধ আকাশে", নিদ্রাতন্দ্রাহত, বালুকাধূসর, বাসর-সেবা, "বুকভরা স্নেহ", "প্রশ্নভরা করুণ নয়ানে", "পুষ্পফুল্ল পথে", "বনমালা বায়ুচঞ্চল", "মরণ-স্নিগ্ধ শুভ্র বিস্মৃতি", "মাতৃদুগ্ধ-পরিতৃপ্ত সুখ-নিদ্রারত", যুগযুগান্তরাক্রান্ত, রহস্যমধুরা, লজ্জামুকুলিত, হিংসা-তীব্র, "শোণিত-রাঙা বেদনা", স্নেহক্ষুধায় ইত্যাদি।

(ঙ) প্রথম পদে নির্ধারণ অর্থ: "সকল-বাড়া"[৬]।

(চ) প্রথম পদ উপমাদ্যোতক: "রৌদ্রপীত হিরণ্য-অঞ্চল"[৭]। "রৌদ্র পাণ্ডু নীলাম্বরে"[৮], "সুধা-করুণ সুরে", পান্থপাখীদের।

(ছ) প্রথম পদে কর্মকারকের অর্থ: প্রলয়সমুদ্র-বাহী, বাসন্তী-বাস-পরা, বাসনা-বাসিনী, বিশ্বমর্মভেদী, "বিহ্বতরণ চরণভঙ্গে",

---

১. "কেমনে বন-গান গাই" (দুই পাখী) ২. পুরস্কার। ৩. এখানে ষষ্ঠীতৎপুরুষ না ধরাই ভাল। ৪. "নিরালা সুখকোণে" (দুই পাখী)। ৫. বসুন্ধরা। ৬. "এমন সকল বাড়া···বিশ্বে কিছু আছে আর" (যেতে নাহি দিব)। ৭. যেতে নাহি দিব। ৮. প্রতীক্ষা।

"ভাষাহারা দিশাহারা সেই আশা", জগৎ-মাতানো, নীরবভাষিণী, মর্মবিদার, দ্রাক্ষাপায়ী, সুখ-বুভুক্ষের, সর্বসহা, সর্বভুক, "তারকা-আলোকজ্বলা স্তব্ধ রজনীতে" ইত্যাদি।

(জ) বহুব্রীহি : অন্যমনা[১], অন্যমন[২], "অনাদ্যন্ত রবে"[২], "আয়ুক্ষীণ দীপমুখে"[২], "আলোকবসনা হৃতগর্ব নতশির"[২], "মর্মান্ত হরষে"[৩], "সহস্রশির নাগিনী" ইত্যাদি।

(ঝ) প্রথম পদের সঙ্গে দ্বিতীয় পদের নিত্য। অথবা আবশ্যিক সম্বন্ধ : কন্যা-কণ্ঠস্বরে, "জন্ম-পূর্বের স্মরণ", তরু-মর্মর, "নদী-কলতান", "নভোনীলিমার মাঝে"[৩], বসন্তকায়া[৪], মনো-আশা,[৫] যমুনাপারে, হৃদয়েশ্বরী ইত্যাদি।

(ঞ) প্রথম পদ ক্রিয়াবিশেষণ অথবা অব্যয় : "অর্ধ-নিমীলিত আঁখি"[৬], "অর্ধ-অচেতন ভাবে", আনত, আনম্র, "আলুলিত কেশে", নিত্য-বিগলিত, "নিত্য-চাওয়া নিত্য-পাওয়া হেম"[৭], "নিঃসহ যৌবনে", প্রতিদিবস[৮]।

(ট) বাক্যাংশ-সমাস : গুমরি-ক্রন্দন তব"[৯], শিরা-বাহির-করা শীর্ণ করে"[১০]।

বিশেষণের দ্বারা অথবা বিভক্তির দ্বারা ভাবে বস্তুত্ব, অচেতনে চেতনত্ব কিংবা অব্যক্তিতে ব্যক্তিত্ব আরোপ সোনার তরীতে কিছু কিছু পাওয়া যায়। বিভক্তির দ্বারা এমন উৎপ্রেক্ষার উদাহরণ আগে কিছু দিয়াছি।

বিশেষণ যোগে : "অরুগ্ন বলিষ্ঠ হিংস্র নগ্ন বর্বরতা", "অবোধ বাহু", "উন্মত্ত স্নেহক্ষুধায়", "চকিত চরণে চলে যাও", "নিষ্কলঙ্ক নীহারের উত্তুঙ্গ

---

১. গানভঙ্গ। ২. যেতে নাহি দিব ৩. মানসসুন্দরী।
৪. পুরস্কার। ৫. সংস্কৃতমতে ভুল সন্ধি। ৬. "অর্ধরজনীতে"—এখানে কর্মধারয় সমাস। ৭. দুর্বোধ। ৮. "প্রতিদিবসেরে করিছে মধুর প্রতিদিবসের কাজে" (আকাশের চাঁদ)। প্রথম সংস্করণের পাঠ ভালো, "প্রতি দিবসের...করিছে ...প্রতিদিবসের কাজে"। এখানে "প্রতি" বিশেষণরূপেও পাইতেছি। এই কবিতায় একটু পরেই আছে "প্রতি নিমেষের ভালবাসাগুলি"।
৯. সমুদ্রের প্রতি। ১০. গানভঙ্গ।

নির্জনে / নিঃশব্দে নিভৃতে", "নিশ্চল নিষেধ", "বহিয়া বিফল ব্যাকুলতা", "রাশি রাশি শুভ্র হাস"[১], "লজ্জাহীন প্রদীপ কেন নিভেনি সেইক্ষণ", "প্রফুল্ল শ্যাম-লেখা" ইত্যাদি।

বিভক্তি যোগেঃ আকাঙ্ক্ষারাশি, আনন্দগুলি, আবরণরাশি, কলরবরাশি, ভালবাসাগুলি, মহিমারাশি, মর্মখানি, "ম্লান হয়ে গেছে কত উৎসুক উন্মুখ ভালবাসা", যৌবনরাশি, সরমখানি, "সহস্র-বিস্মৃতরাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি" ইত্যাদি।

ক্রিয়ার দ্বারা উৎপ্রেক্ষার উদাহরণঃ "শঙ্কা মোর চলিল আগে আগে", "শিশির-ঝরা কুন্দফুলে হাসিয়া কাঁদে দিশা"[২]।—এখানে কুন্দ ফুলের শাদা রঙ হাসির সঙ্গে, শিশিরবিন্দু কান্নার সঙ্গে উৎপ্রেক্ষিত। দিগ্‌বধূর কান্নাহাসির প্রতিমান। "এত মধুরতা দ্বারের সম্মুখ দিয়া / বহে যায়"[৩],—এখানে স্বাদুজল নদীর প্রতিমান। "আশাহীন শ্রান্ত আশা / টানিয়া রেখেছে এক বিষাদ কুয়াশা / বিশ্বময়"[৪],—এখানে নিরাশ বিধবার নিজেকে বস্ত্রাবৃত রাখার প্রতিমান। "মহা অরণ্য আঁধার আননে নীরবে রহিল চাহি"[৫]। "বন্দী নিশি গেল সে ভাগি / আঁধার পাখা তুলি"[৬]—এখানে কাল-পেচার প্রতিমান। "বিশ্ব রহিল নিশ্বাস রুধি"[৭]—উদ্বিগ্ন প্রতীক্ষা-পরায়ণতার প্রতিমান। "দিনগুলি প্রতি প্রাতে খুলিতেছে জীবনের / নূতন অধ্যায়"[৭],—এখানে প্রতিমান জীবনগ্রন্থ, দিন-পাতা।

এক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়কে অন্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়রূপে প্রকাশঃ "দূরতম জ্যোতিষ্কের ক্ষীণতম পদধ্বনি তিল নাহি পশে"[৭]।—এখানে চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য আলোকের শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য ধ্বনিরূপে প্রতিমান। "অন্তর কেবল / অঙ্গের সীমান্ত প্রান্তে উদ্‌ভাসিয়া উঠে"[৮]।—এখানে অন্তরের কোমল করুণতার অঙ্গের লাবণ্যরূপে প্রতিমান। "সে যে মাতৃপাণি / স্তন হতে স্তনান্তরে লইতেছে টানি"[৯]।

---

১. কালিদাসের কাব্য হইতে লওয়া। হিমালয়ের হিমস্তূপের বর্ণনায় কালিদাস মেঘদূতে বলিয়াছেন, "রাশীভূতঃ প্রতিদিশমিব ত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ"।

২. সুপ্তোত্থিতা। ৩. বৈষ্ণব-কবিতা। ৪. যেতে নাহি দিব। ৫. পুরস্কার। ৬. দেউল। ৭. প্রতীক্ষা। ৮. মানসসুন্দরী। ৯. বন্ধন।

মানসীতে পরিপূর্ণ আলেখ্যের মত বৃহৎ প্রতিমান পাওয়া যায় নাই। তাহার আগেকার কবিতায় কিছু কিছু ছিল। সোনার তরীতে এমন প্রতিমান যথেষ্ট আছে। যেমন,

"সকাল বিকাল দুই ভাই আসে / ঘরের ছেলের মত / রজনী সবারে কোলেতে লইছে / নয়ন করিয়া নত"[১]। "বসুন্ধরা বসিয়া আছেন এলোচুলে / দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে জাহ্নবীর কূলে / একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য-অঞ্চল / বক্ষে টানি দিয়া"[২]।

অদূরে পদ্মা, উচ্চতটতলে
শ্রান্ত রূপসীর মত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে
প্রসারিয়া তনুখানি, সায়াহ্ন-আলোকে
শুয়ে আছে; অন্ধকার নেমে আসে চোখে
চোখের পাতার মত, সন্ধ্যাতারা ধীরে
সন্তর্পণে করে পদার্পণ, নদীতীরে
অরণ্যশিয়রে, যামিনী শয়ন তার
দেয় বিছাইয়া একখানি অন্ধকার
ভুবনে।

মানসসুন্দরী কবিতায় তিনটি প্রতিমান সংস্কৃত সাহিত্য হইতে ঈষৎ উপলব্ধ।

নদী হছে লতা হতে আনি তব গতি / অঙ্গে অঙ্গে নানা ভঙ্গে দিবে হিল্লোলিয়া"[৩]। "কচি কেশগুলি শুভ্র গ্রীবাপরে / শিরীষ কুসুমসম সমীরণভরে / কাঁপিবে কেমন"[৪]। "মিলনে আছিলে বাঁধা / শুধু এক ঠাই, বিরহে টুটিয়া বাধা / আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে গেছ প্রিয়ে, / তোমারে দেখিতে পাই সর্বত্র চাহিয়ে"[৫]।

'বসুন্ধরা'র একটি প্রতিমানে কালিদাসের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি শোনা যায়ঃ "যেন নিশ্চল নিষেধ / উঠিয়াছে সারি সারি স্বর্গ করি ভেদ"[৬]।

১. আকাশের চাঁদ। ২. যেতে নাহি দিব। ৩. তুলনা করুন মেঘদূত: "শ্যামা-স্বঙ্গং চকিতহরিণীপ্রেক্ষণে...."। ৪. পেলবতার জন্য শিরীষ কুসুমের উপমা সংস্কৃত সাহিত্যে প্রসিদ্ধ। ৫. তুলনা করুন: "ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে"। ৬. তুলনীয়: কুমারসম্ভব ৩'৪১।

একই পদের একই প্রত্যয়ের অথবা একই বিভক্তির পর পর পুনরাবৃত্তি রীদ্‌মের দ্বারা (ছন্দের) স্পন্দন তুলিয়া শব্দালঙ্কাররূপে বৈচিত্র্য আনিয়াছে। যেমন,

"এত বিষাদের এত বিরহের / এত সাধনার ধন"[১]। "অঙ্কুরিছে মুকুলিছে মঞ্জরিছে প্রাণ / শতেক সহস্ররূপে"[২]।

নীচের উদাহরণে ধ্বনিতরঙ্গ ভাবকে রূপ দিয়াছে। দিনের কর্ম-চাঞ্চল্যের ঢেউ যেন দ্বিতীয় ছত্রে স্তিমিত হইয়া খর্ব হইয়া আসিয়া তৃতীয় ছত্রে শান্ত হইয়াগিয়াছে।

"ধীরে ধীরে বিস্তারিছে ঘেরি' চারিধার / শ্রান্তি, আর শান্তি।আর সন্ধ্যা-অন্ধকার / মায়ের অঞ্চলসম"[৩]।

৮. চিত্রা

সোনার তরীর ও চিত্রার কবিতাগুলির রচনাকালের ব্যবধান বেশি নয়। দুই দুই কাব্যের কতকগুলি কবিতা প্রায় সমকালেই লেখা। প্রধানত এই জন্যই দুইটি কাব্যের মধ্যে ভাষারীতিগত পার্থক্য নাই। তবে এইটুকু লক্ষ্য করা যায় যে স্বল্পপরিচিত তৎসম শব্দের সংখ্যা সোনার তরীতে কম না হইলেও চিত্রাতে ভাষাবন্ধ একটু বেশি গাঢ়। রবীন্দ্র কাব্যধারার অনুসরণ করিলে দেখা যায় যে ভাষাবন্ধের গাঢ়তা ক্রমানুসারে কম-বেশি হইয়া চলিয়াছে। রবীন্দ্র-কাব্য ইতিহাসের প্রথম অর্ধে এ ব্যাপার বেশি করিয়া নজরে পড়ে। একই ছন্দে এবং কতকটা পরস্পর-পরিপূরক ভাবপ্রেরণায় রচিত সোনার তরীর 'বিশ্বনৃত্য' এবং চিত্রার 'নগর-সংগীত' তুলনা করিলে বোঝা যাইবে।

বিশ্বনৃত্য	নগর-সংগীত
হাহা করি সবে উচ্ছল রবে	নরনারী সবে আসিয়া তূর্ণ
চঞ্চল কলকলিয়া,	প্রাণের পাত্র করিয়া চূর্ণ
চৌদিক হতে উন্মাদ স্রোতে	বহ্নির মুখে দিতেছে পূর্ণ
আসিবে তূর্ণ চলিয়া।	জীবন আহুতি-ঢালিয়া।

১. পুরস্কার। ২. বসুন্ধরা। ৩. শৈশবসন্ধ্যা।

ছুটিবে সঙ্গে মহা তরঙ্গে
ঘিরিয়া তাঁহারে হরষরঙ্গে
বিস্মতরণ চরণ ভঙ্গে
পথ-কণ্টক দলিয়া।

চারিদিকে ঘিরে যতেক ভক্ত
—স্বর্ণবরণ-মরণাসক্ত—
দিতেছে অস্থি, দিতেছে রক্ত,
সকল শক্তি-সাধনা।

চিত্রায় পুরানো কাব্যরীতির শব্দ ও পদের সংখ্যা বেশ কমিয়া গিয়াছে। যাহা আছে তাহার মধ্যে যেগুলি উল্লেখযোগ্য সেগুলি নির্দেশ করিতেছি।

শব্দ: আলাপন, আশ[১], আঁখে[২], জনমে, তমস্বিনী, দরশন, তুরগম, দেউটি, দেউল, পন্থ[৩], পরাণপণ, পরশ, পরশনে, বরষ, বারতা, ভাষে (= ভাষায়), মগন, মঞ্জুল, মুখানি, মূরতি, শঙ্কিল[৩], শতেকধার (= ধারা), হিয়া, হেন, হৃদি ইত্যাদি।

ক্রিয়া: অপসরি, অবগাহি, অপিয়াছে, আকুলে, আকুলি, আছিলে, আলোড়ি, আঁধারিল, উদাসে, উত্তরিব, উলসিছ, গুঞ্জরিছে, চিত্রি, চুম্বিছে, ছলছলি, ঝলসিছ, তরঙ্গিয়া, ত্যজিল, দহিয়া, দীপিছে, দেখিবারে, ধ্বনিছে, নিঃশ্বসিয়া, পরকাশি, পশিতেছে, পহুঁছিনু, প্রণমো[৪], পূজিয়াছে, ফুঁসিছে, বরষি, বর্জিতে, ব্যাপিয়া, বাহিরিনু, বিকাশে, বিকশিয়া, বিচরে, বিমরি[৫], বিলসি, বিলসিছ, বিস্ফারিয়া, বিস্তারিয়া, মর্মরিয়া, লক্ষি, লঙ্ঘি, লতাইবে, লুটিয়া, শিহরি, সমাপিয়া ইত্যাদি।

যৌগিক কালের দীর্ঘ পদ বেশি না হইলেও আছে। যেমন, উঠিতেছি, করিতেছিল, করিয়াছিল, পড়িতেছিলাম, ফিরিতেছিলাম, বকিতেছিল, বলিতেছিলাম, ভ্রমিতেছিনু, রচিতেছিল, শুনাতেছিলাম ইত্যাদি।

কথ্যভাষায় ক্রিয়াপদের ব্যবহার কম। যেমন, গেনু, ভাবিনি।

পদের ব্যবহারে উল্লেখযোগ্য এইগুলি: "বিঁধিয়াছে পদতলে /

১. মিল: "বাতাস", "প্রবাস"। ২. মিল: "বাঁকে"। ৩. বৈষ্ণব-পদাবলী হইতে নেওয়া। ৪. অনুজ্ঞা। তুলনীয় "প্রকাশো" (সো.)। ৫. "শুধু আমার নূপুর আমারি চরণে বিমরি বিমরি বাজে" (গৃহ-শত্রু)। পদটি রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট। সম্ভবত "বিসরি" ও "গুমরি" এই দুই পদ মিলাইয়া তৈয়ারী।

প্রত্যহের কুশাঙ্কুর"[১]—এখানে অব্যয়-সমাস পদ বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং তাহাতে বিশেষণবাচক ষষ্ঠী বিভক্তি যুক্ত হইয়াছে। তেমনি, "প্রত্যহের আয়োজন", "প্রতিদিবসের কর্ম"।

বিশেষণকে ক্রিয়াবিশেষণরূপে ব্যবহার চিত্রায় বেশ কমিয়া গিয়াছে। যেমন, "আসিয়া তূর্ণ"[২], অশ্রান্ত গাহিতেছিল"[৩], "মন্দ হেসে"[৪], "করুণ হাসিয়া"।

বিশেষণরূপে বিশেষ্যের প্রয়োগ : পুঞ্জপুচ্ছ[৫]।

স্ত্রী-প্রত্যয়ের ব্যবহার চিত্রায় কিছু বাড়িয়াছে। "নিস্তব্ধতটিনী / স্বপ্নালসা! / হেরো আজি নিদ্রিতা মেদিনী"[৬]। "সন্ধ্যা আসে শান্তিময়ী"[৭]। "হে অমরী[৮] অমর করিয়া দাও মোরে"[১]। "পাটলা হরিণী", "উদাসিনী প্রতিধ্বনি", "বিশ্বব্যাপিনী দাহনা"[১], "কালনদী ধায় অধীরা", "বিশ্ববিজয়িনী পরিপূর্ণা প্রেমমূর্তিখানি"[১০], "যৌবনে গঠিতা"[১১] ইত্যাদি।

স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের সম্বোধনে রবীন্দ্রনাথ প্রয়োজনমত সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুশাসন মানিয়াছেন। যেমন, সংস্কৃতের মত : "অয়ি অসম্বৃতে", "অয়ি অবন্ধনে"[১১], "হে অপ্সরি"[১২], "হে কল্পনে রঙ্গময়ী" ইত্যাদি। পুংলিঙ্গে : "হে রাজন্"। বিভক্তিহীন : "অয়ি মহীয়সী মহারাণী"[১৩], "হে স্বপ্নসঙ্গিনী", "হে মহিমাময়ী" ইত্যাদি।

অপরিচিত কিংবা স্বল্পপরিচিত তৎসম শব্দের মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য : অলিন্দ, অলোকপ্লাব, উষসী, কিশলয়, তন্ত্রীরাজি, তমস্বিনী, তূর্ণ, নীলাভ্র, নীহারিকা, পরিকীর্ণ, পরিসীমা, পিককুল,

---

১. এবার ফিরাও মোরে। ২. তৎসম শব্দ। সোনার তরীতে আছে। ৩. বিজয়িনী। ৪. এখানে "মন্দ-হাসা" যুক্ত ক্রিয়া ধরা হইয়াছে। ৫. "পুঞ্জ-পুচ্ছ বিস্ফারিয়া" (আবেদন)। ৬. জ্যোৎস্নারাত্রে। ৭. সন্ধ্যা। ৮. সংস্কৃত ব্যাকরণের মতে পদটি অশুদ্ধ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছা করিয়াই ব্যবহার করিয়াছেন। সংস্কৃত মতে শুদ্ধ "অমরা"। রবীন্দ্রনাথ গোড়া থেকেই শব্দটি "অমরাবতী" অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। বিহারীলাল চক্রবর্তীও তাহাই করিয়াছিলেন। ৯. নগরসংগীত। ১০. এবার ফিরাও মোরে। ১১. উর্বশী। ১২. "অপ্সরী" সংস্কৃত মতে শুদ্ধ নয়। ১৩. প্রেমের অভিষেক।

পৃথ্বী, বল্লরীবিতান, বলাকা, বাতায়ন, বিপণি, বিপুল, বিমলিনা, বিহঙ্গ, বীথিকা, ভূমানন্দে, মহাম্বুধি, মুকুলিকা, শ্বসন, সরিৎ, সেবকবৃন্দ ইত্যাদি।

সোনার তরীতে রবীন্দ্রনাথ কিছু নূতন শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন। যেমন, বাঙ্গনা[১] (বাঞ্ছা ও বাসনা যোগ করিয়া), বণ্টক[২] (মিল: "কণ্টক"), আণব[৩] (অণু হইতে বিশেষণ)। চিত্রায় সৃষ্ট শব্দের সংখ্যা কিছু বেশি। যেমন, অমরী, আলস-লালস[৪], ইন্দুমল্লী[৫], ক্রন্দসী[৬], কম্প্র[৮], গুঞ্জর-গান, তনিমা[৮], দাহনা, ধূম্রকেতু[৭], পরিক্ষীণ, বিলোল, বিমরি (আগেই উল্লিখিত), যাপনা, রটিত[৮], শোণিমা[৮], "শিশিরিত পুষ্পসম"।

চিত্রার কবিতার ভাষায় উল্লেখযোগ্য সমাসের উদাহরণ দিতেছি।

প্রথম পদ বিশেষণস্থানীয় বিশেষ্য। "অরণ্যের বিষাদ-মর্মরে", অশ্রু-আঁখি, কলনৃত্যে, কলহাস্যে, কুমুদসরসীকূলে, খেলাগেহ, গৌরব-মুকুট, গৌরবশশী, ছায়াচ্ছবি, জীবনকণ্টকপথে, তিমিরশয়ন, দুঃখনিশা, "পথ-কুকুরের মত", বনগন্ধ, বন-বীথিকা, বন-শয়নে, বসন্তগান, মধ্যাহ্নসমীরে, মহিমালক্ষ্মী, মানবযাত্রী, মায়ামন্ত্র, মায়ারথে, যৌবনসুধা, লিপি-বণিকের, শৈশব-বিশ্বাসে, শ্রীঅঙ্গ, সন্ধ্যাসূর্য, স্বর্ণ-ঝলকে, স্বর্ণতরী, স্নেহ-জ্বালাতন ইত্যাদি।

প্রথম পদে কর্তা ও কর্ম ছাড়া অন্য কারকের অর্থ:

(ক) করণ হেতু অথবা উদ্দেশ্য: আনন্দ-উজ্জ্বল, চঞ্চু-চুম্বনের,

---

১. পরশ পাথর। ২. হিং টিং ছট্। ৩. "পূর্ণ ছিল বনচ্ছায়া আলসে লালসে" (বিজয়িনী)। প্রচলিত শব্দে কোনরকন বাহ্য পরিবর্তন না করিয়া নূতন শব্দ নির্মাণের ইহা একটি ভালো উদাহরণ। ৪. ইন্দুমল্লী = চন্দ্রমল্লী। চন্দ্রের স্থানে প্রতিশব্দ ইন্দু ব্যবহৃত হইয়াছে। "মঞ্জরিত ইন্দুমল্লী বল্লরী-বিতানে" (আবেদন)। ৫. উর্বশী। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন প্রণীত ভাষার ইতিবৃত্ত (ঘ. স) পৃঃ ৩৬। ৬. "ধরিব ধুম্রকেতুর পুচ্ছ" (নগরসংগীত)। ছন্দের প্রয়োজনে আদি অক্ষর দীর্ঘ করিবার জন্য "ধুমকেতু" (বাংলা উচ্চারণে "ধুম্‌কেতু") "ধূম্রকেতু" করিতে হইয়াছে। তুলনীয় "ধূম্রবরণ বাষ্পসমান" (সিন্ধুপারে)। ৭. "কত সংগীতে রটিত" (চিত্রা)। ৮. উর্বশী।

ছায়া-সুশীতল, ঝিল্লি-মুখর, তরঙ্গ-কুটিল, তৃণাঙ্কিত, নিশ্বাসবীজনে, পরশ-বিভোল, পুলকচঞ্চল, বাসনা-বিভোল, মন্ত্রশান্ত, মাধুরী-মন্থর, লজ্জারুণ, সংকট-ছায়া-শঙ্কিল, স্বপ্নালসা, সাহসবিস্তৃত, সান্ত্বনা-সিঞ্চিত, স্বেচ্ছাবন্দী, স্নেহ-সুকোমল, "হাসি-মুকুলিত-মুখে" ইত্যাদি।

(খ) অধিকরণ : কর্মনিষ্ঠা, কর্মভীরু, তটান্ত-শয়ন, তপস্যা-মগনা, দিকভ্রান্ত, স্বপ্নসঙ্গিনী, সুখসিক্ত।

(গ) অপাদান : পাঠশালা-পলায়ন, "বেণীমুক্ত কেশজাল"।

উভয় পদ বিশেষণ : স্নিগ্ধশ্যাম (—অন্নপূর্ণালয়ে), ধূসরপ্রসর (—রাজপথে), সত্বর-চঞ্চল, মৌনশান্ত, মৃদুমন্দ।

প্রথম পদ ক্রিয়াবিশেষণ : অর্ধমগ্ন, অসীমবিস্তৃত, আকণ্ঠ-মগন, ঘনপঙ্কিল, চিরপরিচিত, দীর্ঘ-নিশ্বসিত, নিত্য-গান[১], নিত্য-নূতন, সুচির-সঞ্চিত।

প্রথম পদ উপমান : কুসুমকপোল, "ঘূর্ণচক্র-জনতাসংঘ", "নিশীথ-শীতলস্নেহ", "বিদ্যুৎ-চঞ্চলা"।

দ্বিতীয় পদ উপমান : অন্তর-অন্তঃপুরে, কলঙ্ক-তিলক, নয়নপল্লব, মর্ত্যজন্মশিখা।

প্রথম পদ কর্মস্থানীয় (অর্থাৎ উপপদ) : অন্তরজয়ী, অন্তরব্যাপিনী, অন্তরবাসিনী[২], অন্তর-বিদারণ, অসংখ্য-প্রদীপ-জ্বালা[৩] (—এ বিশ্ব-মন্দিরে), অস্তাচলবাসিনী, ক্ষুধাহরা (—সুধারাশি), চঞ্চলগামিনী[৪], জীবন-পোড়ানো, ঝুঁটি-বাঁধা[৩] (—উড়ে), ত্রিভুবনবিপ্লাবিনী, ত্রিলোক-নন্দন, প্রশান্তহাসিনী[৪], ব্যাকুল-করা, বিশ্বব্যাপিনী, শ্রান্তিহরা ইত্যাদি।

বহুব্রীহি : স্ফীতকায় (—অপমান), ম্লানচ্ছবি, নিশ্চেতন, নিরাশ্বাস (—উদাস বাতাসে), ছিন্নতন্ত্রী (—বীণা), বিলোল-হিল্লোল (—উর্বশী), হতজ্যোতি (—নক্ষত্রের), অনিমেষ (—তারা), অবনতমুখী (—সন্ধ্যা), রিক্তপুষ্প (—দীনবেশে), গলিত-নীহার (—কৈলাসের), বিমুগ্ধনয়ন

---

১. "নিত্য-গানের"—এখানে বাংলা মতে কর্মধারয় সমাস।

২. এখানে বাংলা মতে প্রথম পদে অধিকরণের অর্থ। ৩. বহুব্রীহি সমাসও বলা যায়। ৪. এখানে প্রথম পদ ক্রিয়াবিশেষণ।

(—মৃগ), নিরলস (—স্নেহভরে), নিঃসঙ্গিনী (—ধরণী), একমনা ইত্যাদি।

প্রথম পদ উপসর্গ ঃ

আ- ঃ আকণ্ঠ, আজন্ম[১], আতপ্ত, আনত, আনমিত, আলুলিত।

স- ঃ সচকিতে, সত্রাসে, সলজ্জিত, সশরীরে ইত্যাদি।

নিঃ- ঃ নিষ্কারণে[২], নির্বিচারে[৩] (=অনির্বিচারে)।

সু- ঃ সুগভীরে, সুদূরে, সুধীরে, সুমধুর ইত্যাদি।

সমাসের পূর্বপদরূপেই হউক বা বিশ্লিষ্ট বিশেষণরূপেই হউক "মহা" শব্দের ব্যবহার অনেক কমিয়াছে।

বিশেষণ ঃ "মহা বিশ্বজীবনের", "মহা মন্দিরতলে" ইত্যাদি।

পূর্বপদ ঃ মহা-আসক্ত[৪], মহাকাণ্ড[৮], মহামৌন[৬], মহারাগে[৭]।

নঞ্ সমাস ঃ অকৃতকার্য, অকথিতবাণী, অগীত (—গান), অজানিত (—বধূ) ইত্যাদি।

বাক্যাংশ-সমাস বেশি নাই। যেমন, ঘরে-ফেরা (—শ্রান্ত গাভী), "পথখানি ছায়া করা…ঝরে-পড়া বকুলে", বেড়া-দেওয়া (—উপবন), অসহ ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পদ অব্যয় ঃ সুপ্তপ্রায় (—গ্রাম), স্তব্ধপ্রায়, যমদূতপ্রায়।

"মত" ("মতো") কয়েকবার উপমাদ্যোতক -বৎ প্রত্যয়ের মত ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন, মন্ত্র-চালিতমত[১], "স্বপ্নরচিত মত", "চেনা চেনা মত"।

চিত্রায় অনেকগুলি ভালো সরল প্রতিমান আছে। যেমন, "প্রসন্ন আকাশ / হাসিছে বন্ধুর মতো"[৮], "বক্রশীর্ণ পথখানি দূর গ্রাম হতে / শস্যক্ষেত্র পার হয়ে নামিয়াছে স্রোতে / তৃষার্ত জিহ্বার মতো",[৮]

---

১. বিশেষ্যের মত ব্যবহৃত ঃ "আজন্মের রুদ্ধ অশ্রুজলে" (এবার ফিরাও মোরে)। ২. স্বর্গ হইতে বিদায়। ৩. ধূলি। ৪. সরস কবিতায়। ৫. প্রথম সংস্করণের পাঠ, দ্বিতীয় সংস্করণে পরিবর্তিত ("মৌনশান্ত")। ৬. "রাগ" বাংলা অর্থে। সরস কবিতায় ব্যবহৃত। ৭. সিন্ধুপারে। তুলনীয় "চিত্রিতবৎ" (ঐ) ৮. সুখ।

"ছায়াখানি রক্ত পদতলে / চ্যুত বসনের মতো রহিল পড়িয়া / অরণ্য রহিল স্তব্ধ বিস্ময়ে মরিয়া।"

অপেক্ষাকৃত জটিল প্রতিমানের উদাহরণ: "সমস্ত প্রহরগুলি / ছিন্ন পুষ্পদলসম গড়ে যাক খুলি / তব চারিদিকে,—বিদীর্ণ নিশীথ-খানি / বসে যাক নীচে"। "বক্ষ হতে লহ টানি / অঞ্চল তোমার"[২] (—এখানে দিন=ফুলের মালা, রাত্রি= নীলাম্বর। দিনরাত্রির ব্যবধান ঘুচিয়া গেলে, বসনভূষণ পরিত্যাগ করিলে, লজ্জার= বুকের আঁচল টানিবার আবশ্যক নাই।) "প্রহরের আনাগোনা / যেন রাত্রে যায় শোনা / আকাশের পর"[৩] (তুলনীয়—"আলোকের পদধ্বনি মহা অন্ধকারে"[৪])। "আমি গৃহকোণে / তর্কজালবিজড়িত ঘন বাক্যবনে / শুষ্কপত্র পরিকীর্ণ অক্ষরের পথে / একাকী ভ্রমিতেছিনু"[৫]।

নীচের উদ্ধৃতিতে পর পর তিনটি ষষ্ঠ্যন্ত পদের ব্যবহারে কবির অন্তরের আনন্দ যেন সঙ্কোচের দ্বিধা-বিজড়িত বলিয়া মনে হইতেছে।

"আজি নব বসন্তের প্রভাতের আনন্দের লেশমাত্র ভাগ"[৬]। "কলকণ্ঠে সন্ধ্যা আসি দিবা অবসানে / নির্জন প্রান্তর পারে দিগন্তের পানে / চলে যেতে উদাসিনী, নিস্তব্ধ নিশীথ / ঝিল্লীমন্ত্রে শুনাইত বৈরাগ্য সংগীত / নক্ষত্রসভায়"[৭]। "অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের তরঙ্গ উচ্ছল / লাবণ্যের মায়ামন্ত্রে স্থির অচঞ্চল / বন্দী হয়ে আছে,— তারি শিখরে শিখরে / পড়িল মধ্যাহ্নরৌদ্র"[৮]।

সরল অথচ মহৎ আলেখ্য-প্রতিমানের একটি অপূর্ব উদাহরণ: "অমনি নিস্তব্ধ প্রাণে / বসুন্ধরা, দিবসের কর্ম অবসানে / দিনান্তের বেড়াটি ধরিয়া আছে চাহি / দিনান্তের পানে"[৯]।

ভাববাচক বিশেষ্য অথবা বিশেষণ বস্তুবাচক রূপে ব্যবহার[১০]: "স্বচ্ছতম নীলাভ্রের নির্মল বিস্তার", "এ বিশ্রব্ধ রজনীতে নিস্তব্ধ বিরলে", "স্ফীতকায় অপমান", "স্বার্থোদ্ধত অবিচার", "সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে", "বুকভরা আলিঙ্গনরাশি", "আলস্যের সহস্র

---

১. বিজয়িনী। ২. জ্যোৎস্নারাতে। ৩. মৃত্যুর পরে। ৪. পূর্বে দ্রষ্টব্য। ৫. পূর্ণিমা। ৬. ১৪০০ সাল। ৭. স্বর্গ হইতে বিদায়। ৮. বিজয়িনী ৯. সন্ধ্যা। ১০. Synecdoche, Mytonymy, Hypallage ইত্যাদি অলঙ্কার।

সঞ্চয়", "তপ্ত নিদ্রালসখানি", "করুণ রোদন, কঠিন হাস্য / প্রভূত দম্ভ, বিনীত দাস্য / ব্যাকুল প্রয়াস, নিঠুর ভাষ্য / চলিছে কাতারে কাতারে"[১]।

নীচের উদ্ধৃতিতে পর পর সপ্তমী-তৃতীয়ান্ত পদের ব্যবহারে যেন প্রতিমানে স্পন্দন জাগিয়াছে।

সুন্দর কাহিনী
কে যেন রচিতেছিল ছায়ারৌদ্র করে
অরণ্যের সুপ্তি আর পাতার মর্মরে
বসন্তদিনের কত স্পন্দনে কম্পনে
নিঃশ্বাসে উচ্ছ্বাসে ভাষে আভাষে গুঞ্জনে
ঝলকে ঝলকে।[২]

৯. কল্পনা

কল্পনার অনেকগুলি বিশিষ্ট কবিতার ভাব প্রাচীন সাহিত্যের পথ-চারী এবং ছন্দ মাত্রামূলক, সুতরাং এগুলির রচনারীতি গাঢ়বন্ধ। এগুলিতে তৎসম শব্দের ব্যবহার বেশি আছে, কিন্তু অপরিচিত তৎসম শব্দ প্রায় নাই বলিলেই হয়। যেগুলি আছে তাহা রবীন্দ্রকাব্যে ইতি-পূর্বেই ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন, অবগুণ্ঠিত, অম্বর, অলক, কেতকী, তমিস্রা (তমিস্র), তড়িৎ, তামসী, তিমির, তুকূল, পুলিন, পুলক, বাতায়ন, বিপুল, বিভাবরী, বিহঙ্গ, বীথিকা, শর্বরী, শশাঙ্ক, স্তিমিত, সুপ্তি, সোপান ইত্যাদি।

নূতন অথবা স্বল্পব্যবহৃত শব্দের মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য: উৎসর্জন, কলাপী, কেকা, কুরুবক, কুৎসা, ক্ষিতি, চম্পক, জবনিকা,[৩] জ্বলদচি, ত্রিযামা, নীপ, নীবীবন্ধ, নৈশ, পণ্যবীথী, পত্রলেখা, পাংশুল, পিণাক, ফেননিভ, ভয়াল, মকরকেতু, মন্দার, মলয়ানিল, মুরজ, রভস, লতা-বিতান, ললনা, লোধ্র, সহকার, সায়ক, হর্ম্য, হুতাশ, হৈমন্তিক, ইত্যাদি।

কল্পনায় অনেকগুলি গান আছে। শেষের একটি গানে[৪] রবীন্দ্র-

১. নগর-সঙ্গীত। ২. বিজয়িনী। ৩. বা "যবনিকা" ৪. জন্মদিনের গান।

নাথের শব্দশক্তিবোধের সূক্ষ্মতার বিস্ময়াবহ পরিচয় পাওয়া যায়। গানটি সমগ্র উদ্ধৃত করিয়া আমার বক্তব্য পরিস্ফুট করিতেছি।

ভয় হতে তব অভয় মাঝে
নূতন জনম দাও হে।
দীনতা হইতে অক্ষয় ধনে,
সংশয় হতে সত্যসদনে,
জড়তা হইতে নবীন জীবনে
নূতন জনম দাও হে।
আমার ইচ্ছা হইতে, হে প্রভু,
তোমার ইচ্ছা মাঝে,
আমার স্বার্থ হইতে, হে প্রভু,
তব মঙ্গল কাজে,
অনেক হইতে একের ডোরে,
সুখদুখ হতে শান্তি-ক্রোড়ে,
আমা হতে নাথ তোমাতে মোরে
নূতন জনম দাও হে॥

এখানে জীবনের দ্বন্দ্ব ও অশান্তি নির্দেশ করিয়া সেই দ্বন্দ্বের ও অশান্তির অবসান কামনা করা হইয়াছে। দ্বন্দ্বের নির্দেশে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি শব্দের মৌলিক অর্থ বিশ্লিষ্ট ও নিষ্কাশিত করিয়া আমাদের দেখাইয়াছেন।

একদিকে	অপরদিকে
ভয়	অভয় (=ভয়হীনতা)
দীনতা (=দীনবৃত্তি, যাচকতা)	অক্ষয় ধন (=চিরকালের মত যাচ্ঞাহীনতা)
সংশয় (=সম্+"শী" ধাতু হইতে, অর্থ "সঙ্কট অবস্থা")	সত্য সদন (=যথার্থ বাসস্থান, স্থির নীড়)
জড়তা (=প্রাণহীনতা, অচলাবস্থা, নিশ্চেস্টতা)	নবীন জীবন (=নব প্রাণোৎসাহ, অপূর্ব সঞ্জীবতা)
অনেক (=বহু, বিরোধ, অনৈক্য, অপরের সঙ্গে বিচ্ছেদ)	একের ডোর (=বিচ্ছিন্ন বহুকে বাঁধিবার বন্ধনসূত্র, মৈত্রী)।
সুখদুখ (যেমন শিশুর হাসিকান্না)	শান্তি ক্রোড় (যেমন মায়ের কোল)

শব্দের ব্যবহারে রবীন্দ্রনাথের স্বাভাবিক সৌষ্ঠববোধের আর একটি স্পষ্ট উদাহরণ 'অশেষ' কবিতায় পাই। সংস্কৃত "বালুকা" শব্দের কথ্যভাষায় দুইটি তদ্‌ভব রূপ আছে "বালু" ও "বালি" (এ শব্দটি বালুকার সম্ভাব্য রূপান্তর "বালিকা" হইতে আসিয়াছে)। "বালু" পূর্ববঙ্গে চলে, "বালি" পশ্চিমবঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ দুইই ব্যবহার করিয়াছেন, তবে পক্ষপাতিত্ব বালুর দিকে। 'অশেষ' কবিতায় দুইই আছে। "তপ্তবালু অগ্নিবাণ হানে", "দগ্ধপথে উড়ে তপ্তবালি"। শেষ উদাহরণে মিলের জন্যে "বালু" চলে নাই। প্রথম উদাহরণে "বালি" লেখা যাইত, কিন্তু "বালু অগ্নি"—এখানে "উ অ" এই দুই স্বর যে ধ্বনির চাল দিয়াছে তাহা "বালি অগ্নি"—"ইঅ"—এ স্বরপরম্পরা দিতে পারিত না।

ব্যঞ্জনধ্বনির দ্বারা ভাবের অনুরূপ তরঙ্গ তোলার ভালো উদাহরণ কল্পনায় যথেষ্ট আছে। যেমন, "প্রিয়ার ভবন, / বঙ্কিম সঙ্কীর্ণ পথে দুর্গম নির্জন"[১], "দাঁড়াইল প্রতিমার প্রায় / নগরগুঞ্জনক্ষান্ত নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়"।

পুরানো কাব্যরীতির শব্দ সংখ্যায় কমিয়াছে। যেমন, আইল (আসিল), আধা, গরজ[২], গরজিয়া[৩], গরজিত, গাগরী, নয়নলোর, নয়ান[৪], পন্থ, পরশ, পশিবে, বয়ন[৫], বরষা, বারতা, বিজুলি-উজল, মুদে (=বন্ধ হয়ে), শাখ (শাখা), হউক, হরষা[৬], হিয়া ইত্যাদি।

ঈষৎ-পরিবর্তিত, অর্থ-পরিবর্তিত অথবা নূতন সৃষ্ট শব্দ: উপকণ্ঠ[৭] (=কণ্ঠ পর্যন্ত, আকণ্ঠ), কালিমা, কাঁচল[৮], কুমুদী[৯], "গরবী করবী" তরুলতিকা, ধন্যধ্বনি[১০], নিমীল (=নিমীলিত), পসারিণী, পিয়াসী,

১. স্বপ্ন। ২. "অজগর-গরজে" (তুলনীয় "বায়ুগর্জে")। ৩. "গর্জ"-ধাতু হইতে। ৪. আদ্যমিল: "শয়ান আছে তব নয়ান-সমুখে" (পরিণাম)। ৫. মিল: "শয়ন"। ৬. "নিখিল-চিত্ত-হরষা"। ৭. "মুহূর্তে করিব পান মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততা / উপকণ্ঠ ভরি" (বর্ষশেষ)। ৮. সোনার তরীতে এবং চিত্রায় আছে। ৯. বৈষ্ণব-পদাবলীতে ব্যবহৃত। ১০. "ধন্যবাদ"এর বদলে, ছন্দের জন্য।

বন্যমালা[১], ভুখারী[২], মনোহারিকা[৩], সাহসিকা ইত্যাদি।

সংস্কৃত সম্বোধন পদ : মাতঃ[৪]।

উল্লেখযোগ্য ক্রিয়াপদ : অঞ্জলিয়া[৫], আকুলি, আবরিয়া, আবর্তিয়া, উচ্ছলি, কনকনিয়া[৬], ক্রন্দিয়া, ঘর্ঘরিয়া, চমকে, দূষিয়া, ধ্বনিয়া, নমিয়া, প্রণমি, বন্দিয়া, বাহিরায়, বিতরিছ, বিস্তারিয়া, মর্মচ্ছেদি, রঞ্জি, রুষিয়া, লঙ্ঘিতে, সন্তরি, সম্বরি ইত্যাদি।

কথ্যভাষায় বিশিষ্ট ক্রিয়ার প্রয়োগ কিছু কিছু আছে। যেমন, নয়কো, বলনাক ইত্যাদি।

স্ত্রী-প্রত্যয়ের ব্যবহার : "অয়ি ভাবাকুললোচনা", "উন্মাদিনী কালবৈশাখীর", "গরবী কবরী", "গোপনব্যথাকাতরা বালা", "নবযৌবনা বরষা", "নবীনা বরষা", "রে মোহিনী, রে নিষ্ঠুরা", "সুগভীরা" ইত্যাদি।

অর্থবিস্তারের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ : "বিরচিব তাহাদের গীতা"[৭], "মোর মালবিকা"[৮]।

বিশেষ্য স্থলে বিশেষণ : "যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে"।

বিশেষণকে ক্রিয়াবিশেষণরূপে ব্যবহার : "যাব নিরুপায় ভাসিয়া"[৯], "প্রভাতে যে বায়ুদল ফিরেছিল সচঞ্চল"[১০], "ঝরিয়া পড়ুক প্রবল প্রচুর"[১১]।

---

১. মদনভস্মের পূর্বে। দীর্ঘ আদি অক্ষরের প্রয়োজনে "বনমালা" হইয়াছে "বন্যমালা"। চিত্রায় "ধূম্রকেতু" দ্রষ্টব্য। এইরকম "মালাগাছি"র পরিবর্তে "মাল্যগাছি" (আশা)। ২. "চির-উপবাস-ভুখারী" (ভগ্ন মন্দির)। মিল : "পূজারী"। ভুখা ও ভিখারী মিলাইয়া গঠিত। ৩. মিল : "অভিসারিকা"। ৪. বঙ্গলক্ষ্মী ও শরৎ। ৫. "বৎসরের শেষ গান সাঙ্গ করি দিনু অঞ্জলিয়া/নিশীথগগনে" (বর্ষশেষ)। ৬. "তালে তালে দুটি কঙ্কণ কনকনিয়া" (বর্ষামঙ্গল)। ৭. রাত্রি। অর্থ, "মহান্ পবিত্র স্তব"। ৮. সংস্কৃত সাহিত্যে পরিচিত নায়িকা-নাম। মৌলিক অর্থ, "মালব দেশের মেয়ে"। রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করিয়াছেন "প্রিয়া" অর্থে (স্বপ্ন)। ৯. মার্জনা। ১০. বিদায়। ১১. বর্ষশেষ।

সমাসের উদাহরণ :

(ক) বহুব্রীহি : "মহা নভ-অঙ্গন / উষা-দিশাহারা"[১], "তড়িৎ-চকিৎ-নয়না", "স্তিমিতশিখাপ্রদীপ-আলোকে", "অসহায়া", "নগর-গুঞ্জনক্ষান্ত নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়"[২], "নবীন-নবনী-নিন্দিত-করে"[৩], "আমরা সুখের স্ফীতবুকের ছায়ার তলে নাহি চরি"[৪], "অম্বর-চুম্বিতভাল", "নবাঙ্কুর ইক্ষুবনে", "দগ্ধতৃণ দিগন্তের", "নীরব ঘর্ঘর মহারথে"[৫], "নিখিল-লুপ্ত অন্ধকার", "দগ্ধকায় দিগন্তের", "মিনতি-বেদনা-আঁকা" ইত্যাদি।

(খ) প্রথম পদ দ্বিতীয় পদের কর্ম বা অন্য কারক স্থানীয় : "প্রিয়সুখভাগিনী", "কুলায়প্রত্যাশী"[৬], বিরহ-বাহিনী", "গগন-বিহারী", "ভুবনমনোমোহিনী", "পুণ্যপীযূষস্তন্যবাহিনী", "বিশ্বজোড়া অন্ধকার", "উপাধি-ধরা বৈজ্ঞানিক-ভৃত্য" ইত্যাদি।

(গ) দুই পদই বিশেষণ : "ঘনগূঢ়ভ্রূকুটির", "চলচঞ্চল", "ধূসর-পাংশুল", "মত্তমদির", "মদিরমত্ত", "শ্যামগম্ভীর", "ঘনগম্ভীর" (—মেঘের মত গম্ভীর বুঝাইলে তৎপুরুষ হইবে)।

(ঘ) প্রথম পদ করণ হেতু উদ্দেশ্য অথবা অধিকরণ বাচক : "অনিলবিকম্পিত", "করুণা-কাতর", "খেলাশ্রান্তি"[৭], "ক্ষয়ক্ষীণ", "তৃষাদীর্ণ-মাঠে", "দোহন-মুখর গোষ্ঠে", "ধ্যানমৌন", "ফুল-পল্লব-পুঞ্জিত", "বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ শূন্যে", "বিজুলি-উজল আলোকে", "মিনতি-মাখা", "শাখা-ঢাকা বাঁধা বটতল", "সযত্ন-সেচন-সিক্ত" ইত্যাদি।

(ঙ) প্রথম পদ বিশেষণস্থানীয় বিশেষ্য : অগ্নিবাণ, চৈত্র-নিশীথ-শশী, চৈত্র-সন্ধ্যাকাল, ছায়াবটমূলে, নিশীথগগন, প্রসাদ-অরুণ, শ্রীঅঙ্গ, শিশির-সমীর, সন্ধ্যা-গগনে ইত্যাদি।

(চ) দ্বিতীয় পদ উপমান : অজাগর-গরজে, আলোক-দোলায়, আশা-হুতাশে, ছন্দ-পিঞ্জরে, সুপ্তি-সিংহাসনে, সোহাগ-লতিকা ইত্যাদি।

১. দুঃসময়। ২. স্বপ্ন। ৩. পিয়াসী। ৪. হতভাগ্যের গান। ৫. রাত্রি।
৬. কুলায়ের প্রত্যাশী—এই ভাবে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসও বলা যাইতে পারে।
৭. "খেলা হতে খেলাশ্রান্তি" (বিদায়)।

(ছ) প্রথম পদ উপমান : "ঘনগম্ভীর[১] মায়া", ইত্যাদি।

"মহা" শব্দের ব্যবহার খুব কম।

বিশেষণরূপে প্রয়োগ : "মহা আশঙ্কা", "মহা নভ-অঙ্গন", "মহা পুলকে"[২] ইত্যাদি।

কল্পনার কবিতায় চিত্র-প্রতিমানের উদাহরণ দিতেছি। "বিশ্বজগৎ নিশ্বাসবায়ু সম্বরি / স্তব্ধ আসনে প্রহর গণিছে বিরলে"[৩] (—শঙ্কিত ও উৎসুক প্রহরী যেন স্থিরভাবে নিজস্থানে থাকিয়া পর্যবেক্ষণরত)। "সুকোমল হাতখানি লুকাইল আসি / আমার দক্ষিণ করে,—কুলায়-প্রত্যাশী / সন্ধ্যার পাখীর মত"[৪]। "নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা, সোনার আঁচলখসা[৫] / হাতে দীপশিখা / দিনের কল্লোল পর টানি দিল ঝিল্লিস্বর ঘন যবনিকা"[৬] (—ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বালা হইয়াছে, সদর দরজা বন্ধ হইল—এই প্রতিমানের মর্ম)। "তারাগুলি হর্ম্যশিরে উঠে না কি ধীরে ধীরে নিঃশব্দ পাখায়"[৬] (—পাখীর সঙ্গে তারার উপমা)। "পশ্চিমে বিচ্ছিন্ন মেঘে সায়াহ্নের পিঙ্গল আভাস / রাঙাইছে আঁখি"[৭]।

ভাব ও অবস্তুবাচক শব্দ বস্তু অথবা ব্যক্তিবাচকরূপে ব্যবহারের উদাহরণ : "বিবশ প্রহর অচল অলস আবেশে"[৭], "জনহীন পথ কাঁদিছে ক্ষুব্ধ পবনে"[৭], "নির্ঝরিণী বহিছে কোন পিপাসা"[৮], "আমরা সুখের স্ফীতবুকের / ছায়ার তলে নাহি চরি[৯]", "পলায় ছুটে পুচ্ছ[১০] তুলে মিথ্যা চাটু মক্কা কাশি"[৯], "তোমার প্রশান্তি যেন সুপ্ত শ্যাম ব্যাপ্ত সুগভীর / স্তব্ধ রাত্রি আনে"[১১], "মেঘের অনন্ত পথে অন্ধকার হতে অন্ধকারে / চলে গেল দিন" ইত্যাদি।

প্রতিমানের সাহায্যে শব্দের ব্যঞ্জনা ও অর্থ কতটা প্রসারিত হইতে পারে তাহার একটি চমৎকার উদাহরণ কল্পনার একটি কবিতা হইতে

১. "ঘন" মেঘ বুঝাইলে তবে এই সমাস হইবে। ২. মদনভস্মের পর। ৩. দুঃসময়। ৪. স্বপ্ন। ৫. "সোনার আঁচলখসা"—বাক্যাংশ-সমাস। ৬. অশেষ। ৭. বর্ষামঙ্গল। ৮. মদনভস্মের পর। ৯. হতভাগ্যের গান। ১০. এই শব্দটির দ্বারা কুকুরের উপমা ধ্বনিত হইয়াছে। ১১. বর্ষশেষ।

উদ্ধৃত করিতেছি। "ঊর্ধ্বমুখে সূর্যমুখী স্মরিছে কোন বল্লভে'/ নির্ঝরিণী বহিছে কোন পিপাসা"[১] । (—সূর্যমুখী তাহার সৌন্দর্য বিকশিত করিয়া তাহার প্রতীক্ষিত প্রিয়ের প্রতীক্ষারত; আর নির্ঝরিণী তাহার শীতল নীর তাহার প্রতীক্ষিত প্রিয়ের পিপাসা তৃপ্তির জন্য বহন করিতেছে।)

১০. ক্ষণিকা

রচনারীতির দিক দিয়া ক্ষণিকা পূর্ববর্তী সমস্ত কাব্যগ্রন্থ হইতে স্বতন্ত্র। ভাব যতই গভীর হোক, প্রকাশভঙ্গি পরিহাসবিজড়িত। তাই ভাষাও অত্যন্ত সহজ, একেবারে যেন মুখের কথা। সেই কারণে আরবী-ফারসী শব্দেরও পরিমাণ এই কাব্যে সবচেয়ে বেশি। যেমন, অন্দর, আইন, কানুন, কামান, কিনারা, কেল্লা, খবর, খিলাৎ, খুব, খুশি, খেয়াল, জখম, জবাব, জারি, তক্‌মা, তাবিজ, তুফান, দখল, দলিল, দাবী, দারোগা, দিল, দোকান, দোকানী,[২] নজর, ফৌজ, বন্দর, বাকি, বাতাস, বিলাত, বেজার, মকদ্দমা, মস্ত, মহল, মামলা, সঙীন, সরম, হিসাব ইত্যাদি।

পুরানো কাব্যরীতির শব্দ ধাতু ও পদ বর্জিত হয় নাই। উদাহরণ :

শব্দ ও নামপদ : ইথে, ছায়ে (=ছায়ায়), ঝারি, দাতুরী, দিশে দিশে (=দিকে দিকে), দোঁহার, ধারে (=ধারায়), নায় (=নৌকায়), নিমিখে, পরশ, পরসাদ, বরষা, বরষণ, বায় (=বায়ুতে), বিহান, ভাল (=কপাল), ভুমে, শাঙন (=শ্রাবণ), শাখে (=শাখায়) ইত্যাদি।

ক্রিয়াপদ : গরজে, গুমরি, গোঙালেম, জিনি (=জয় করিয়া), পশিনু, বিছুরি (=বিস্মৃত হইয়া), বুলে[৩] (=ভ্রমণ করাইয়া), যুঝিতে ইত্যাদি।

নামধাতুর পদ বেশ আছে। যেমন, উচ্ছলি, উজ্জ্বলি, উচ্ছ্বসিয়া, ক্ষম (=ক্ষমা কর), গুঞ্জরিয়া, চঞ্চলি, চমকে (=চমক দেয়), চমকিয়া,

---

১. মদনভস্মের পর। ২. "হে দোকানী চাও মূল্য তোমার" (কৃতার্থ)।
৩. "যে গান বায়ু বেড়ায় বুলে" (অতিবাদ)—এখানে সরল ধাতু নিজন্তরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

চেতিয়া[১] (= চেতনা পাইয়া), ঝঙ্কারিত, ঝঙ্কারে, ঝলকি, তরঙ্গিয়া, নষ্টে[২] (= নষ্ট হইয়া), নিশ্বসিয়া, নিশ্বাসিয়া, নিঃশেষিয়া, ভ্রমিতেছি, মর্মরিয়া ইত্যাদি।

কথ্যভাষার শব্দ ও নামপদ: আবাঁধা ("—চুল"), আড়াল, কাঁদনি, -জাগানে[৩] (= যে জাগায়), টল্‌মলানি, টেরে ("রৈতাম একটি—"), ঠার ("নূতন আঁখির—"), ডাগর, দুরন্তপনা, ধুঁয়া, নাচন, নিদেন, পঁইঠা, পাতাগুলিন ("—ছেঁড়াখোঁড়া শিশুর অত্যাচারে"), ফাঁদা[৪], -বয়সী[৫], বসন্তী-রং, বাঁচন, বাঁধনি, বেজার, ভাঙন, মানা, লুভী[৬] ইত্যাদি।

কথ্যভাষার ও উপভাষার ক্রিয়াপদ: আস্‌তেছিল, উঠ্‌তেছিল, উড়তেছিল, এলেন, ওঁচায়, ক'র্তে, কৈত (= কহিত), খোয়ালেম, গেছিস্‌, চলেছিলেম, ছুটোনাক, ডাক্‌তেছিল, ঢের, দিতাম, দিতেম, দেখুন, নিতাম, নিতেম, পেয়েছিলেম, ফিরতেছিল, বল্‌ব, ভাবতেছিলাম, যাচ্চে, যেতেছে, শুন্‌তেছ, শুনেছিনু, হেসো (= হাসিও) ইত্যাদি।

কথ্যভাষার ইডিয়ম: "আগ্‌ বাড়িয়ে দিতে", "গোল হতেছে", "ঝিলিক মারে মেঘে", "টুপ্‌ করিয়া ডুবে যেয়ো", "তিল ঠাঁই আর নাহিরে", "নজর পড়ে", "না-জানি কোন্‌ নিত্য-কাজে", "বেঁটে-খাটো", "মান্‌বে না মোর মানা", "মাপ করিতেই হবে" ইত্যাদি।

কঠিন তৎসম শব্দ ও পদের মধ্যে এই কয়টি উল্লেখযোগ্য: অজস্রত্ব, আশিব, কলাপ, কপোত, কুলায়, কেতকী, কৃপাণ, তিমির, ধরিত্রী, ধ্বান্ত[৭], নিচোল, নির্মলে[৮] ("হে—"), নিলীন, নীপ, ফুল্ল, বিকচ, বিহঙ্গ, বিপুল, বেণুবন, মালিকা, রুচিরোচন, শ্রান্তকায়া[৯], সারসী ইত্যাদি।

নূতন সৃষ্ট অথবা রূপান্তরিত শব্দ: অনুশোচন (= অনুশোচনা),

---

১. "মাতাল বাতাস আজো থাকি থাকি / চেতিয়া চেতিয়া উঠে ডাকি ডাকি" (দুর্দিন)। ২. "ভাগ্যে যদি একটি কেহ নষ্টে যায়" (তথাপি)। ৩. সমাসের অন্ত্যপদ রূপে: "মনের-কথা-জাগানে"। ৪. সমাসে দ্বিতীয় পদ রূপে: "ঘোম্‌টা-ফাঁদা"। ৫. সমাসে দ্বিতীয় পদ রূপে: "একবয়সী", "সমান-বয়সী"। ৬. সমাসে দ্বিতীয় পদ রূপে: "মরণ-লুভী"। ৭. "মোহধ্বান্ত-নাশন"। ৮. সম্বোধন পদ। ৯. "ধেনু শ্রান্তকায়া"।

কাঁচল[১], গুণ্ঠন[২] (=অবগুণ্ঠন), প্রতিবচন[৩], বিচঞ্চল[৪], মধুমাছি[৫] (=মৌমাছি)।

ক্ষণিকায় সমাসের ব্যবহারে অনেক বিশেষত্ব আছে। প্রথমেই চোখে পড়ে ব্যতীহার সমাস পদগুলি। যেমন,

আনাগোনা, এলোমেলো[৬], কথা-বলাবলি[৭], কাছাকাছি, কানাকানি (কাণাকাণি), কাড়াকাড়ি, খোঁজাখুঁজি, গলাগলি, ঘেঁষা-ঘেঁষি, ছুটাছুটি, ছোঁড়াছুড়ি, জানাজানি, টানাটানি, ঠেলাঠেলি, ডাকাডাকি, ঢাকাঢাকি, তাড়াতাড়ি, দেখাদেখি, বকাবকি, বোঝাবুঝি, মাতামাতি, মিথ্যামিথ্যি[৮], মেশামেশি, যোঝাযুঝি, রাতারাতি, লেখালেখি, শেষাশেষি, সোজাসুজি।

বাক্যাংশ সমাসের ব্যবহার বাড়িয়াছে। যেমন, একলা-থাকার ("—সার্থকতা"), চির-বিরাজ ("—করে"), নদীজলে-পড়া ("—আলোর মতন"), বাতাস-বওয়া ("—এমনিতর-সকালে"), বেঁকে-পড়া ("—খেজুর শাখা হতে"), মন-দেয়া-নেয়া, হঠাৎখুশি ("—ঘনিয়ে আসে চিতে")।

সাধারণ সমাসের ব্যবহারেও বৈচিত্র্য আছে। যেমন,

(ক) তৎপুরুষ

দ্বিতীয় পদ উপমান : নিন্দা-পঙ্কে, পুষ্প-পাগল[৯], বাদল-রাগিণী, বাসনা-মুঠিতে[১০], মনো-গৃহের, সুপ্তিসাগর।

প্রথম পদ উপমান : তিমির-নিবিড় ("—ঘন ঘোর ঘুমে"), হরিণ-চোখ ("দেখেছি তার কালো—")।

---

১. সোনার তরীতে ও চিত্রায় পাওয়া গিয়াছিল। ২. "ঘোর ঘন নীল গুণ্ঠন তব" (আবির্ভাব)। ৩. "প্রতিবাদের প্রতিবচন" (কর্মফল)।
৪. "যদি না উড়ে নীলাঞ্চল / মধুর বাতাসে বিচঞ্চল" (প্রতিজ্ঞা)।
৫. "তাঁদের গাঁয়ে অনেক মধুমাছি" (এক গাঁয়ে)। ৬. "সেইখানেতে ছেঁড়া-ছড়া এলোমেলার মেলা" (যথাস্থান)। ৭. "কথা-বলাবলি নাহি চলে আর" (মেঘমুক্ত)। ৮. "কয় কি তারা মিথ্যামিথ্যি" (কবি)।
৯. "কৃষ্ণচূড়ার পুষ্পপাগল শাখে" (সম্বরণ)। ১০. "সবলে কারেও ধরিনে বাসনা-মুঠিতে" (উদাসীন)।

প্রথম পদ তৃতীয়া বিভক্তির : কাজল-আঁকা, ঘোমটা-কাঁদা ("—আঁধার মাঝে"), ছায়া-ঘেরা, পাতাঢাকা, বিরাম-সুধা-মাখা ("সন্ধ্যাপ্রদীপ আলোক ঢালে—"), হাস্য-শুচি ("—তোমার লোচন") ইত্যাদি।

প্রথম পদ চতুর্থী বিভক্তির : পুণ্যশীতল, মধু-পিয়াসী, রুচিরোচন[১], সঞ্চয়প্রয়াসী, সুধা-ঢালা, সুধাস্নিগ্ধ ("—হৃদয়খানি") ইত্যাদি।

প্রথম পদ ষষ্ঠী বিভক্তির : আশাতীত, গোখুর-রেণু, ঘোম্‌টা-আড়ে, তপন-আতপে, বর্ষা-শেষের ("—বাঁশি বাজে সন্ধ্যাবেলা"), ভাষাতীত ইত্যাদি।

প্রথম পদ বিশেষণস্থানীয় বিশেষ্য : অশ্রু-চোখে ("অলখ—পড়ত খসে' খসে'"), আষাঢ়-মেঘের, কনকাঞ্চল, চৈত্র-জ্যোৎস্নারাতে, ছায়া-বটের, তটতরুর, তীরতৃণদলে, নীপ-নিকুঞ্জে, বসন্তদিন, বিপথ-ব্রত, মিলন-রাতে, নীলাঞ্চল ("যদি না উড়ে—"), শরৎ-মেঘের, শ্রাবণ-নিশি, সন্ধ্যাসাজ, সাগর-বিহঙ্গেরা, সোনামেঘের ("—ঘাটে") ইত্যাদি।

প্রথম পদ বিশেষণ : শুক্লসন্ধ্যা।

দুই পদ অভেদ (রূপক-সমাস) : বাসনা-মুঠি ("সবলে কারেও ধরিনে বাসনা-মুঠিতে")।

উভয়-পদ-বিশেষণ : ঘনঘোর, ঘনশ্যামল, নবনবীন ("—ফাগুন-রাতে"), নিত্যানিত্য, মূঢ়মত্ত, স্বচ্ছগভীর।

দ্বন্দ্ব : ছেঁড়া-ছড়া, তকমা-তাবিজ, "ফেলাছড়া-ভাঙাছেড়ার বোঝা", স্বাদগন্ধ।

উপপদ : অসাধ্য-সাধনি, আকাশ-ভাঙা ("—বিপুল বরষায়"), দুকূল-হারা ("—পাড়ি"), দিবালোকহারা ("—সংসারে"), নিমেষহারা ("—চেয়ে আছে নয়ন অরুণ"), পরাণহরণী ("বাদল-রাগিণী গাহিছে—"), ভাঙন-ধরা ("—কূলে"), ভুবন-ভুলানো ("—হাসি"), ভুবন-ভরা ("—হাসি"), মনের-কথা-জাগানে, সোনা-করা ("—দুটি চরণ"), স্মৃতি-বাহিনী ইত্যাদি।

১. "তারপরে যা লেখালেখি হবে না সে রুচিরোচন" (কর্মফল)।

বহুব্রীহি : অন্যমনা, আবাঁধা, ("—চুল"), এক-বয়সী, কৃপাণ-খেলা ("—শিশুর"), নিবিড়-ছায়া ("—বটের শাখে"), বিকচ-কেতকী ("—তটভূমি পরে"), শ্রান্তকায়া ("ধেনু—"), শিথিল-বাঁধন ("—প্রাণ"), সমান-বয়সী, হরিণ-আঁখি[১] ইত্যাদি।

প্রথম পদ অব্যয় অথবা ক্রিয়াবিশেষণ : অতিবর্ষা, আতপ্ত, আধ্-ঘুমো, আধ্-জাগা, চির-আপন, নতুন-ছাওয়া ("—ঘর"), নিত্য-কাজে।

প্রথম পদ নিষেধাত্মক : অজানিতের ("—গানে"), "অস্বাদিত মধু যেমন যূথী অনাঘ্রাতা" ইত্যাদি।

পদের প্রয়োগে দুইটি ব্যাপার লক্ষণীয়। প্রথমতঃ ক্রিয়াবিশেষণের অর্থে সমধাতুজ কর্ম কারকের (cognate accusative) ব্যবহার :

"কটু বল্‌ব", "ঝলক ঝলে"[২], "দোদুল দুলিছে", "বিকল বাজে"[৩], "মান্‌বে না মোর মানা", "মিলাও মিল"।

দ্বিতীয়তঃ অভেদে ষষ্ঠী বিভক্তির ব্যবহার : "এবং আমার কবির গানে"।

ক্ষণিকের ভাষা পূর্ববর্তী সকল কাব্যের তুলনায় নির্ভূষণ। কলমের মুখে অনুপ্রাসের তরঙ্গ রবীন্দ্রকাব্যে আপনিই আসিয়া যায়। ক্ষণিকায়ও তাহার ব্যতিক্রম নাই। যেমন, "চল চপলার চকিত চমকে / করিছে চরণ বিচরণ"[৪]। "বাতায়নে বসে বিহ্বল বীণা / বিজনে বাজাই হাসিয়া"[৫]। যমকের ঝঙ্কারও কখনো কখনো বাজিয়াছে। যেমন, "এ কুলায়ে কুলায় নাক মম"[৬], "এবার ঘুমো কূলের কোলে"[৭], "কালাগুরুর গুরু গন্ধ / লেগে থাকৃত সাজে[৮]", "ধূসর ধূ ধূ করে"[৯]।

ভাবকে বস্তু ও ব্যক্তিরূপে, বস্তুকে ব্যক্তিরূপে অথবা নির্জীবকে

---

১. "খ্যাতির ক্ষতিপূরণ প্রতি দৃষ্টি রাখি / হরিণ-আঁখি" (ক্ষতিপূরণ)।
২. "দীঘির জলে ঝলক্ ঝলে / মাণিক হীরা" (পথে)। ৩. "আমার যন্ত্রে একটি তন্ত্রী / একটু যেন বিকল বাজে" (বিদায়)। ৪. আবির্ভাব। ৫. অন্তরতম। ৬. যুগল। তুলনীয় : "সিন্ধু-শকুন উড়ে গেল কূলে আপন কুলায় পানে" ('সমুদ্রে', খেয়া)। ৭. পরামর্শ। ৮. সেকাল। ৯. পথে।

জীবরূপে কিংবা অন্ধকে চক্ষুষ্মান্‌রূপে কল্পনা : "সন্ধ্যাতারা ছিলে কে কে / সে সব কথা যাব ঢেকে"[১], "শুনেছিনু প্রেমের মধ্যে / অনেক ক্ষুধা অনেক তৃষা"[২], "দুটি আঁখির পরে দুইটি আঁখি / মিলিতে চায় দুরন্ত সঙ্গীতে"[৩], "আষাঢ় মাসের মেঘের মতন / মন্থরতায় ভরা"[৪], "মধুর হাসি খেলে তোমার / চতুর রাঙা ঠোঁটে", "হায়রে মিছে প্রবোধ দেওয়া, / অবোধ তরী মম / আবার যাবে ভেসে"[৬], "তপ্ত আকাশ এলিয়ে ছিল / শুভ্র অলস মেঘে"[৭], "সুপ্তি দিল বনের শিরে / হস্ত বুলায়ে"[৮], "বিজুলি···/ বাতায়নে তব দ্রুত কৌতুকে / মারিছে উঁকি"[৯], "সজল পবন দিশে দিশে ভুলে / বাদল গাথা", "নাই এখানে হাস্যে গানে/পাগল গণ্ডগোল"[১০], "কাঁচা রোদখানি পড়েছে বনের/ভিজে পাতায়"[১১], "রক্ত নাচে দ্রুত ছন্দে / চক্ষে তড়িৎ ভায় / চুম্বনেরে কেড়ে নিতে অধর ধেয়ে যায়"[১২], "আকুল করেছে শ্যাম সমারোহে হৃদয়-সাগর উপকূল"[১৩], "ক্ষমা কর তবে ক্ষমা কর মোর আয়োজনহীন পরমাদ"[১৪], "এই বেতসের বাঁশিতে পড়ুক / তব নয়নের পরসাদ", "আরো তোমার অনেক কুসুম ফুটবে যথা তথা", "অনেক পথ, অনেক মধু, অনেক কোমলতা", "সুখের বক্ষ চেপে ধরে, করিনে কেউ যোঝাযুঝি"।

সিম্বলিক প্রতিমান (রূপক ও উৎপ্রেক্ষা) : "আমার গোলাপ গেছে, কেবল আছে বুকের ব্যথা"[১৫]। এই প্রতিমানে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয় শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়রূপে উপস্থাপিত : "দুটি চক্ষে বাজবে তোমার নব রাগের বাঁশি"[১৬]।

গর্ভিত প্রতিমান : "এমন চরণ পড়বে নায়ে নৌকা হবে সোনা[১৭]",—এখানে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে বর্ণিত ঈশ্বরী পাটনীর প্রতি অন্নপূর্ণার অনুগ্রহ কাহিনীর ইঙ্গিত আছে। দেবীর পদস্পর্শে নৌকা সোনা হইয়া গিয়াছিল।

১. অতিবাদ। ২. সোজাসুজি। ৩. কবির বয়স। ৪. সেকাল। ৫. অপটু। ৬. পরামর্শ। ৭. বিরহ। ৮. অকালে। ৯. অবিনয়। ১০. বিলম্বিত। ১১. মেঘমুক্ত। ১২. শেষ। ১৩. আবির্ভাব। ১৪. স্থায়ী-অস্থায়ী। ১৫। সোজাসুজি। ১৬. অসাবধান। ১৭. যৌবন-বিদায়।

দৃষ্টান্তের একটি ভালো উদাহরণ : "কে যাবে ভাই মনের মধ্যে মনের কথা ধর্তে ? / কীটের খোঁজে কে দেবে হাত কেউটে সাপের গর্তে"[১] ?

সরল উপমার কয়েকটি ভাল উদাহরণ আছে : "বসন্তী-রং বসনখানি/নেশার মত চক্ষে ধরে", "ছুটল বেগে ঘন মেঘের শ্রেণী/ভগ্ন রণে ছিন্ন কেতুর প্রায়"[২], "ভীত পাখী সম এলে মোর বুকে"[৩], "নূপুরের মত বেজেছি চরণে চরণে"[৪]।

রূপকের উদাহরণ : "ফুলের আগুন লাগা", "সোনার জন্ম", "সোনা মেঘের ঘাটে" ইত্যাদি।

উৎপ্রেক্ষা : "কাঁপিছে কানন ঝিল্লির রবে",

তোমার দুটি আঁখি।
ঘোম্‌টা-ফাঁদা আঁধার মাঝে
ত্রস্ত দুটি পাখি।[৫]

প্রতিমান-পরম্পরায় ক্ষণিকার নববর্ষা কবিতাটি চিত্রশালার মত। চারিদিকে নববর্ষার সমস্ত আয়োজন-সম্ভার, তাহার মধ্যে কবি-কল্পনা যেন প্রকৃতিকে লীলাময়ীরূপে ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্যে প্রত্যক্ষ করিতেছে।

প্রথম স্তবকে, প্রাসাদশিখরে বিশ্বপ্রকৃতি ক্রীড়ারতা তরুণী।

ওগো প্রাসাদের শিখরে আজিকে
কে দিয়েছে কেশ এলায়ে
কবরী এলায়ে ?
ওগো নবঘন-নীলবাসখানি
বুকের উপরে কে লয়েছে টানি ?
তড়িৎশিখার চকিত আলোকে
ওগো কে ফিরিছে খেলায়ে ?

এখানে—প্রাসাদ, উর্দ্ধাকাশ, আলুলায়িত কবরী, দিগন্তবিস্তৃত মেঘজাল, বক্ষোবাস, নিম্নাকাশে জলভারনম্র মেঘ, "ফিরিছে খেলায়ে" —বাদল হাওয়ার ঝাপট ও মেঘের বিচরণ।

১. অচেনা। ২. ভর্ৎসনা। ৩. কৃতার্থ। ৪. উদাসীন। ৫. ক্ষণেক দেখা।

দ্বিতীয় স্তবকে, প্রাসাদশিখর হইতে নামিয়া আসিয়া নদীকূলে ঘাটের ধারে গিয়া বিশ্বপ্রকৃতি যেন আনমনা হইয়া বসিয়া আছে।

ওগো নদীকূলে তীর-তৃণদলে
কে বসে অমল বসনে
শ্যামল বসনে?
সুদূর গগনে কাহারে সে চায়?
ঘাট ছেড়ে ঘট কোথা ভেসে যায়?
নবমালতীর কচিদলগুলি
আনমনে কাটে দশনে।

এখানে—শ্যামলবসন মানে শষ্পশ্যাম বৃক্ষলতাকীর্ণ তটভূমি, "কাহারে সে চায়" মানে ক্রীড়াচঞ্চলতা কাটিয়া গিয়া তুমনা ভাবের আবির্ভাব। "ঘাট হতে ঘট কোথা ভেসে যায়" মানে দুকূলপ্লাবী স্রোতে প্রয়োজনের বস্তুও ভাসিয়া যাইতেছে, বধূ জল ভরিতে আসিয়া যেন কলসী ভাসাইয়া দিয়াছে—ঘরে আর সে ফিরিতে চাহে না। "নব মালতীর কচি দলগুলি আনমনে কাটে দশনে" মানে বাদল হাওয়ার ঝাপটায় বৃক্ষলতার কোমল পল্লবদল ছিঁড়িয়া পড়িতেছে, ঘাটে প্রতীক্ষরতা বধূ যেন অধৈর্য হইয়া দাঁতে কচিপাতা কুটিতেছে।

তৃতীয় স্তবকে, তুমনা ভাব কাটিয়া গিয়া প্রফুল্লতার সঞ্চার হইয়াছে। প্রয়োজনের ঘট ভাসাইয়া দিয়া বিশ্বপ্রকৃতি-বধূ যেন ঝুলন খেলিতেছে।

ওগো নির্জনে বকুল শাখায়
দোলায় কে আজি দুলিছে
দোদুল দুলিছে?
ঝরকে ঝরকে ঝরিছে বকুল,
আঁচল আকাশে হয়েছে আকুল,
উড়িয়া অলক ঢাকিছে পলক,
কবরী খসিয়া খুলিছে।

এখানে—শ্যামল কাননভূমিতে বাদলের দোল যেন কাজরী-খেলায় রত বধূর রূপে চিত্রাঙ্কিত।

১১. নৈবেদ্য

কবিতাগুলির বিষয়বস্তু ও কবির ভাবনা অনুযায়ী নৈবেদ্যের ভাষা যেন ক্ষণিকার বিপরীত মুখে অর্থাৎ গাম্ভীর্যের এবং সমুজ্জ্বলতার দিকে ঝুঁকিয়াছে। সুতরাং তৎসম শব্দ ও পদ সংখ্যায় অনেক বাড়িয়াছে। যেমন,

তৎসম শব্দ : কানন, কান্তার, কৈশোর, খর্ব, ক্ষীর, ক্ষেম, গঙ্গোত্রী, চৌর্য, জাহ্নবী, তরঙ্গিণী, নর্তন, পান্থ, পিচ্ছিল, পুত্তল, পুলিন, প্রাসাদপুঞ্জ, প্রাচী, বর্তিকা, বাতায়ন, বিকচ, বিকীর্ণ, বিস্ফুলিঙ্গ, বিহঙ্গ, ভুজ, ললাটিকা[১], শতধা, শর্বরী, সমীর, সুপ্তি, স্তন্য, হিমাদ্রি ইত্যাদি।

তৎসম পদ : অচলা শান্তি, ইন্দ্রজালবৎ, উপরি, তব, মম, মহান্, মহীয়ান্, হে বিশ্বরাজন্ ইত্যাদি।

তৎসমজাত নামধাতুর পদ : অর্পিব, আকুলি, আবরিয়া, উজ্জ্বলি, উপেক্ষিতে, ক্ষমিতে, গ্রাসি, চীৎকারিছে, ঝঙ্কারে, তরঙ্গিয়া, ত্যজিতে, নমিয়া, নিঃশেষিয়া, পরিহরি, পশেছিলে, পুলকিয়া, প্রণমি, প্রবেশি, প্রবেশিবে, বাহিরিব, ব্যাপিয়া, বিরাজিছ, বিকাশে, ভ্রমিব, মর্মরিয়া, রচিতেছে, রটাইবে, রাজে, রুধে, লভিয়া, শিহরিয়া, সঞ্চারে, সম্বরিয়া, সমাপিব, বিস্মরিব, সংহারিতে ইত্যাদি।

অন্য নামধাতুর পদ : ছলছলি ("আঁখি—"), তেয়াগিয়া, দাগিয়া (=দাগ আঁকিয়া), নিরখি, বরষে, মুদিয়া, রাঙায়ে, লাজে (=লজ্জিত হয়) ইত্যাদি।

অর্ধতৎসম শব্দ : জনম, দরশন, পরশ, বরষ, বারতা, ভকতি, মূরতি, শকতি, হরষ, হরষিত ইত্যাদি।

পুরাতন কাব্যভাষার অপর শব্দ ও পদ : আছিল, আছাড়ি, উতরোল, কেমনে, নিরখি, নিরখিব, বায়ে (=বায়ুতে), মেলিনু, মোর, হিয়া, হেরি ইত্যাদি।

রূপান্তরিত ক্রিয়াপদ : দাঁড়ায়ো (=দাঁড়াইয়ো), রাঙায়ে (=রাঙাইয়া) ইত্যাদি।

---

১. "এসো শান্তি বিধাতার কন্যা ললাটিকা" (৬৮)। বিহারীলাল চক্রবর্তী লিখিয়াছিলেন—"ধ্যানের ধন ললাটিকা মেয়ে" (সারদামঙ্গল)।

নৈবেদ্যে তৎসম শব্দের সমাস খুব বেশি পাওয়া যায়। যেমন,

তৎপুরুষ: কলমুখরতা, কাশফুল্ল, গুঞ্জনমুখর, জীবনস্বামী, তিমির-আঁধার ("—রজনী"), তৃণ-বিস্তীর্ণ, ধারণা-অতীত, নন্দনগন্ধ-মোদিত, নিখিলশরণ ("—চরণে"), ফেনাঙ্কিত ("—তরঙ্গের"), বসুধেশ্বর, ভাবোন্মাদমত্ততায়, মাতৃস্নেহবিগলিত, রাজরাজ (=রাজার রাজা), শুভাশিস্-বরিষণ, হৃদয়রাজ ইত্যাদি।

প্রথম পদ বিশেষণস্থানীয় বিশেষ্য: ছায়াকুঞ্জবনে, জ্যোৎস্নাসুপ্ত-নিশীথের, তিমিরপথে, নিশীথশয়নে, পাষাণপ্রাচীর, বজ্রবেদনে, মিলন-শয্যা, শ্রীহস্ত ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পদ উপমান: আত্মাতটিনীর, আলস্যশয্যার, কর্মতট, কর্মবন্যা, কাড়াকাড়ি-গীতি, চিত্তবাতায়নে, জন্মমৃত্যু-সমুদ্রদোলায়, জীবনকুঞ্জে, জীবনফুৎকারে, নিশীথবিরামসাগর, প্রভাতশর্বরী—সন্ধ্যা-বধূ, ভবসংসারবাতায়নতলে, মাহাত্ম্যমন্দির, সভ্যতানাগিনী, হৃদয়দুয়ার, হৃদয়পদ্মে ইত্যাদি।

দুই পদই বিশেষণ: অগমরুদ্ধ, দীপ্তভৃপ্তমুখে, বিচিত্রকান্ত, মৌন-মূক, স্বর্ণশ্যাম ইত্যাদি।

উপপদ-জাতীয়: দণ্ডবিধাতা ("—রাজা"), নিখিলপ্লাবী ইত্যাদি।

বহুব্রীহি: উচ্ছলফেন ("—ভক্তিরসধারা"), তৃপ্ত-সুপ্ত-হিয়া, দিগন্তপ্রসার[১], নিমগ্নচিত, নির্বাণপ্রদীপ ("—রিক্তনাট্যশালা সম"), নিরর্থ ("—আচারে"), নিঃসহ ("—নৈরাশ্যতারা"), রক্তচ্ছবি ("—রবির"), লালনললিতচিত্ত ("—শিশুসম"), শুভ্রশীর্ষ, স্বাক্ষর-আঁকা ইত্যাদি।

প্রথম পদ ক্রিয়াবিশেষণ অথবা অব্যয়: চিরনাট্যশালা, চির-পরিহার, চিরপ্রতীক্ষিতে, চিরপোষণার যন্ত্রণা, চিরবিচিত্র, চির-সম্ভবের, সুমন্দ, সুরঞ্জিত ইত্যাদি।

ধ্বনিসাম্যে লব্ধ ছন্দ-তরঙ্গের কিছু কিছু উদাহরণ আছে। যেমন,

১. "রয়েছে পড়িয়া শ্রান্ত দিগন্তপ্রসার স্বর্ণশ্যাম ডানা মেলি।" (২৩)

বিদীর্ণ বিকীর্ণ করি চূর্ণ করে তারে
কালঝঞ্ঝা ঝংকারিত দুর্যোগ আঁধারে।

ভাব ও অবস্তুবাচক শব্দকে বস্তু অথবা ব্যক্তিবাচকরূপে প্রকাশের নূতনভঙ্গীর উদাহরণ নৈবেদ্যে প্রচুর আছে। যেমন, "ঈর্ষা চিত্তকোণে / বসি বসি ছিদ্র করে তোমারি আসনে / তপ্তশূলে"[১], "আবার আমার হাতে বীণা দাও তুলি, / আবার আসুক ফিরে হারা গানগুলি"[২], "তোমার স্বাক্ষর-আঁকা সেই ক্ষণগুলি"[৩], "দিবসরজনী / বাজিতেছে বিরাট সংসার-শঙ্খধ্বনি / লক্ষ লক্ষ জীবনফুৎকারে"[৪], "নগরের নাড়ী/ উঠে স্ফীত তপ্ত হয়ে"[৫], "প্রভুত্বের তর্জনীসংকেতে" "শব্দহীন গতিহীন স্তব্ধতা উদার / রয়েছে পড়িয়া শ্রান্ত দিগন্ত প্রসার / স্বর্ণশ্যাম ডানা মেলি", "সহসা কঠিন শীতে মানসের জলে / পদ্মবন মরে যায়"[৬], "সর্বরিক্ত অশ্রুসিক্ত দৈন্যের দীক্ষায়", "সীমাশূন্য নির্জনের অপূর্ব্ব বারতা" ইত্যাদি।

অনুপ্রাসগর্ভ রূপকের উদাহরণ : "অন্তরের অন্তরালে"।

জীবত্ব-আরোপিত ভাব লইয়া চিত্র-প্রতিমান অনেক আছে। যেমন,

ছুটিয়াছে জাতিপ্রেম মৃত্যুর সন্ধানে
বহি স্বার্থতরী, গুপ্ত পর্বতের পানে।[৭]

এখানে বিজয়গর্বিত অত্যাচারী জলদস্যুর অবশ্যম্ভাবী, অচিন্তিত, অপমৃত্যুর ইঙ্গিত।

১. ৩৪। এখানে কাষ্ঠকীটের কাজের সঙ্গে কামারের কাজের মিশ্রিত প্রতিমান পাইতেছি। ২. এখানে রাখালের ডাকে যূথভ্রষ্ট গাভীদের ফিরাইবার ব্যঞ্জনা। "গানগুলি" বলিতে কবির একদা উপলব্ধ বিশিষ্ট ভাবনা বুঝাইতেছে। ৩. স্বাক্ষর আঁকা বলিতে আবির্ভাবের বা অস্তিত্বের অকাট্য আশ্বাস বিজড়িত। ৪. ৩৬। ফুৎকারের মত ক্ষণস্থায়ী মানবজীবনে যেন সংস্কার-সংগ্রামক্ষেত্রে শঙ্খধ্বনি করিয়া চলিয়াছে। ৫. ২৩। এখানে দিবারাত্রির আকাশকে সোনারঙের ও কালোরঙের ডানাওয়ালা পাখীর মত কল্পনা। ৬. "কঠিন শীত" অর্থে প্রচণ্ড শীতে জলের কাঠিন্যপ্রাপ্তি, বরফ হওয়া। ৭. পরেও আছে। ৮. ৬৫। তুলনীয় : "জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়"...(৬৪)।

প্রভাত-শর্বরী—সন্ধ্যাবধূ
নানা পাত্রে আনি দিত নানাবর্ণ মধু
পুষ্পগন্ধে মাখা।[১]

এখানে প্রকৃতি-মাতার শিশুর লালন ও পরিচর্যাকারিণী বিচিত্ররূপিণী বধূরূপে প্রভাত সন্ধ্যা ও রাত্রির কল্পনা।

দয়াহীন সভ্যতানাগিনী
তুলিছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমেষে
গুপ্ত বিষদন্ত তাঁর ভরি তীব্র বিষে।[২]

পাশ্চাত্য সভ্যতারূপ নাগকন্যা আমাদের ভুলাইয়া বশ করিয়া এখন তাহার হিংস্র স্বরূপ বাহির করিতেছে।

প্রলয়মন্থনক্ষোভে
ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি।
পঙ্কশয্যা হতে[২]।
যেথা উষা ডান হাতে ধরি স্বর্ণথালা
নিয়ে আসে একখানি মাধুর্য্যের মালা
নীরবে পরায়ে দিতে ধরার ললাটে ;
সন্ধ্যা আসে নম্রমুখে ধেনুশূন্য মাঠে
চিহ্নহীন পথ দিয়ে লয়ে স্বর্ণঝারি
পশ্চিম সমুদ্র হতে ভরি শান্তিবারি।[৩]

এখানে মানসী সোনার তরী ও চিত্রার বৃহৎপ্রতিমান-ছবির রীতি দেখা দিয়াছে। উষা আবাহনের বরণমালা পরাইয়া দেয়। প্রভাতের শান্ত সৌন্দর্যই সেই মালা। সন্ধ্যাবধূ যেন বিসর্জনের বরণের পর শান্তিজল ছিটাইয়া দেয়। দিবসের শেষ সূর্যরশ্মি যেন সোনার ঝারি। অস্তগমন যেন সমুদ্র। শান্তিবারি রজনীর সুপ্তি।

রবীন্দ্রনাথ প্রভাত ও সন্ধ্যা লইয়া যে বিচিত্রভাবে কল্পনার রঙ ফলাইয়াছেন তাহার কিছু কিছু উদাহরণ আগে পাইয়াছি।[৪] একটি বিশিষ্ট উদাহরণ রহিয়াছে পরবর্তী কালে লেখা একটি গানে।

---

১. ৪৬। ২. ৬৪। ৩. ৮১।

৪. তুলনীয় ক্ষণিকা 'কল্যাণী' : "প্রভাত আসে তোমার দ্বারে পূজার সাজি ভরি, / সন্ধ্যা আসে সন্ধ্যারতির বরণডালা ধরি"।

"যায় না সে কি সাধে", "মৌন থাকে সাধে ?" "এমন দশা সাধে" "ধরা সে দিল সাধে"[১]।

সাধুভাষার ক্রিয়াপদের সমান ব্যবহার আছে। কাব্যের ভাষার ক্রিয়াপদও কিছু কিছু আছে। যেমন, চমকে, চুমিলে, চুরায়ে[২] (=চুরি করিয়া), জনমি ছিল, নারি (=পারি না), পশিয়া, প্রস্ফুটিয়া, বরষে, বিলসি, বাজে, মুরছি, রাজে, রাঙিয়া[৩] (=রাঙাইয়া), লুটি, শুধায়, হরিষে, হেরিয়ে ইত্যাদি।

শিশুর কবিতায় ক্রিয়াপদের ব্যবহারে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কতকগুলি ধ্বন্যাত্মক নামধাতুর ব্যবহার। যেমন, খিল্‌খিলিয়ে ("—হাসে"), "ঝনঝনিয়ে ঢোল তলোয়ার বাজে", ঝুপ্‌ঝুপিয়ে ("—বৃষ্টি যখন বাঁশের বনে পড়ে"), টগ্‌বগিয়ে ("আমি যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ার পরে—"), টুপটুপিয়ে ("মুক্তোগুলি—পড়ে ঘাসের কোলে"), থর্‌থরিয়ে ("—কেঁপে"), মিট্‌মিটিয়ে ("গ্যাসের আলো—জ্বলে")।

বিষয়বস্তুতে কিছু ভাবের মিল থাকার জন্য শিশুর কবিতায় বৈষ্ণব-পদাবলীর বিশিষ্ট শব্দ কিছু কিছু ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন, আঙিয়া, গোঠ, ধটি, পাঁচনি, বাছনি, বিহান ইত্যাদি।

পুরানো কাব্যে ব্যবহৃত শব্দ আরও দুই-চারটি আছে: কাঁকণ, ছায় (=ছায়া), জনম, পরশ, পরান, বরষ, মুকতি, যবে, যেথা, হরষ, হিয়া ইত্যাদি।

তৎসম শব্দের ব্যবহার কম থাকায় এবং কথ্য ভাষার রীতি প্রধানভাবে অবলম্বিত হওয়ায় শিশুর কবিতায় সমাসের ব্যবহার বেশি নাই। তবে যে কয়টি উদাহরণ পাওয়া যায় সেগুলি প্রায়ই বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য। উদাহরণ দিতেছি।

সাধারণ তৎপুরুষ: অমিয়মাখা, আশাতীত, জগৎ-পিতা[৪], জগৎ-মাতা[৪], নদীপার, ভূগোল-ছাড়া, মলয়শ্বাস, সর্ব-ইতিহাস-হীন, হাসিরুচি ইত্যাদি।

---

১. চাতুরী। ২. অর্থাৎ চোরায়ে (<চোরাইয়া), "পুরায়ে" মিলের জন্য। এইটি রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট পদ। ৩. "আঙিয়া" —এই মিলের জন্য।

৪. জগতের পিতা, মাতা অথবা জগৎরূপ পিতা, মাতা।

উপপদ : নয়ন-ঢুলানী, পরশ-বুলানী, বাঁধন-বাধা-হারা, ভুবন-ভুলানী, মেঘে-ওড়া ("—ঘোড়া"), সকল-তাপ-নাশা ইত্যাদি।

বিবিধ তৎপুরুষ : ভুবন-দোলা, মধুমুখ[১], মায়াফাঁদ[২], মুখচাঁদ[৩], শিশুশশী ইত্যাদি।

বহুব্রীহি : এক-বয়সী, তরুণতনু ("এই যে খোকা—"), শিশির-শুচি, সহাস ("—মুখে"), হিরণ্ময়-কিরণ-ঝোলা ("—যাঁহার এই ভুবন-দোলা") ইত্যাদি।

বাক্যাংশ-সমাস : জোনাকি-জ্বলা ("—বনের ছায়ে"), সাত-রাজার-ধন-মানিক-গাঁথা ("—গলায় মালাখানি") ইত্যাদি।

শিশুর বিরলভূষণ কবিতাগুলিতে খুব অল্প যে কিছু প্রতিমান আছে তাহা সরল হইলেও অন্তর্গূঢ়। যেমন, "ওরে রে লোভী, ভুবনখানি / গগন হতে উপাড়ি আনি / ভরিয়া দুটি ললিত মুঠি/দিব কি তুলিয়া"[৪]। শিশুর আকর্ষণে যে বক্ষ হইতে হৃৎপিণ্ড উৎপাটন করাও সহজসাধ্য সেই ভাবের ইঙ্গিত এখানে রহিয়াছে। আবার ভুবনখানি বলিতে চন্দ্র-লোকও ধরিতে পারি।

> ঘুমায় যবে মায়ের বুকে
> আকাশ চেয়ে রহে ও মুখে,
> জাগিলে পরে প্রভাত করে
> নয়ন-মাজনা।[৪]

রাত্রির অন্ধকার আকাশ যেন নিদ্রামগ্ন শিশুর ঘুমভাঙার প্রতীক্ষায় থাকে। ঘুম ভাঙিয়া চোখ কচলাইয়া সে রাত্রি প্রভাত হয়। প্রভাতের আলো যেন শিশুরই শান্ত দৃষ্টিপাত।

১৩. উৎসর্গ

উৎসর্গের অনেকগুলি কবিতা শিশু-কবিতাগুচ্ছের সমকালে কিংবা একটু অল্পকাল আগে লেখা। বাকি কবিতাগুলি অব্যবহিত পরে রচিত। উৎসর্গের কবিতাগুলি মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থা-

১. "মধুমুখের হাসিটি"। ২. "মায়ের মায়াফাঁদে"। ৩. "বোবার মত তাকায় তাই মায়ের মুখচাঁদে"। ৪. খেলা।

বলীর বিভিন্ন খণ্ড ও ভাগের ভূমিকারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, কতকগুলি কবিতা সেই উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছিল। অনেকগুলি কবিতা ১৩০৯-১০ সালের মধ্যে নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে এবং সমালোচনীতে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। অনেক পরে, ১৩২১ সালে উৎসর্গ বই হইয়া বাহির হইয়াছিল।

উৎসর্গের কবিতাগুলি এক মেজাজে লেখা নয় বলিয়া ভাষায় সহজ ও কঠিন দুইরকম রীতিই পাইতেছি এবং সহজ ও কঠিনের মধ্যবর্তী রীতিও আছে। তবে দেখা যাইতেছে যে সহজ ছাঁদের কবিতায়ও শিশুর নিরাভরণতা নাই। সোনার তরী হইতে নৈবেদ্য পর্যন্ত কাব্য-শিল্পের যে রূপ দেখিয়াছি উৎসর্গে তাহারই অনুসরণ।

কঠিন তৎসম শব্দ ও পদ অল্পই আছে। যেমন, আলবাল, প্রগল্ভ, পামর, ফণী, মনোরথ, রোমাঞ্চিত, শতদল, শব্দরাজি, হেম, হে রাজন্ ইত্যাদি।

কাব্যের ভাষার শব্দ : আশ (=আশা), গরব, ছায় (=ছায়া), জনম, ঝারি, তরাস, দরশ, দিশ (=দিশা), দিসি ("নিশিদিসি"=নিশায় দিবসে), নিঝর, নিতি, পরশ, পরবাসী (=প্রবাসী), পরমাদ, বরণ, বরিষণ, বারতা, ভাষ (=ভাষা), মগন, মূরতি, শাখ (=শাখা), সিনান, হরষ, হিয়া, হৃদি ইত্যাদি।

কাব্যের ভাষার ক্রিয়াপদ ও নামধাতু : আইল, আকুলি, আছিল, আভাসি, আঁধারিয়া, উৎসারিয়া, উথলে, উদ্ঘাটিয়া, এনু, কহিলা, গরজে, গুঞ্জরিয়া, জ্বলি', ঝলকিয়া, তরঙ্গিয়া, তরজে, দাহিয়া, দীপিতেছে, নমি, নিবারি', নিবেদিতে, নিশ্বসে, নেহারি, পশিত, পরশি, পাশরি, পুছি, পুলকিছে, পূজে, প্রবেশিতে, প্রসারিয়া, ফুরে, ফেনিয়ে, বরষিছে, বাহিরিতে, বিকাশে, বিতরিছে, বিরাজে, বিস্তারিয়া, ভেদিতে, ভ্রূকুঞ্চিয়া,[১] মর্মরিছে, মুচুকি, মুদিয়া, যুঝিয়া, রচি', লখিতে, শুধাই, সমর্পিলে, সাঁতারিয়া, স্থাপিয়াছ, হরষে ইত্যাদি।

১. এখানে "ভ্রূ কুঞ্চিয়া" পড়া যাইতে পারে। যেমন ছাপা আছে তাহাতে "ভ্রূকুঞ্চ" হইতে নামধাতুর পদ ধরিতে হইবে।

সমাসের ব্যবহারে কিছু বৈচিত্র্য আছে।

সাধারণ তৎপুরুষ: অশ্বত্থবিদীর্ণ ("—জীর্ণ মন্দির"), গীত-মুখরিত, চন্দন-ভিজা ("—বায়ে"), জিজ্ঞাসারত, নানা-আনাগোনা-আঁকা[১] ("—দিনের মতন"), নিদ্রাভাঙা,[২] পথশ্রান্ত, পরশ-চকিত ("তুমি—"), ফুল-সুগন্ধ, বেদনাবিধুর, ভস্মমলিন, ভূমানন্দ, মদবিহ্বল ("—শোভাতে"), রৌদ্রমাখানো ইত্যাদি।

উপপদ তৎপুরুষ: অজ্ঞাতচারী, অর্থ-হারা, কর্মহারা, গোপনচারী, ঘাস-দোলানো, ঘুমপাড়ানি, ঘুমবোলানো, জুঁইফোটানো, জোনাক-জ্বালা ("—বনের"), নিদ্রাভাঙা,[৩] নীলাকাশশায়ী, মনহারানি, মনো-হরণ, মনোহরা ("সিঁথিটি—"), শাস্ত্র-অভিমানী,[৪] স্বপনবিহারী, স্বভাষী,[৫] স্মৃতি-অবগাহিনী, হৃদি-শতদলশায়িনী ইত্যাদি।

বিবিধ তৎপুরুষ: (ক) দ্বিতীয় পদ উপমান: অমরতা-কূপ, আনন্দ-আলোক, আনন্দবর্ষণকাব্য, উদয়-দেবী, গন্ধরেখা,[৬] চেতনা-বাহিনী, তৃণ-রোমাঞ্চ, বদন-ইন্দু, ভুবন-তরণী, সন্ধ্যানদী ইত্যাদি।

(খ) প্রথমপদ বিশেষণস্থানীয় বিশেষ্য: আনন্দ-নিশ্বাস, উদয়-গগন, কৌতুক-বেশে ("আজি আসিয়াছে—"), গ্রীষ্মনিশা, জ্যোৎস্না-সন্ধ্যা, নিশীথ-আকাশ, রাজদম্ভ, স্বপনমূরতি, হৃদয়বায়ু ইত্যাদি।

(গ) দুইটি পদ বিশেষণ (কর্মধারয় সমাস): ধ্রুবসুন্দর, মহান-দরিদ্র, সৌম্যসুন্দর ইত্যাদি।

(ঘ) প্রথম পদ ক্রিয়াবিশেষণ অথবা অব্যয়: অকস্মাৎ-বিকশিত ("—পুষ্পের"), চির-চরম, চির-পুরানো, দরদর-উচ্ছলিত ইত্যাদি।

বহুব্রীহি: অবাক্ ("অধরে—হাসি"), উন্মনা, একমনা, চাঁপা-বরণ ("—লঘুবসনখানি"), মৃদুগতি-চরণ ("ওগো—"), স্বর্ণশীর্ষ, হিরণ-বরণী ("তারকা—") ইত্যাদি।

---

১. বহুব্রীহি সমাসও বলা যায়—নানা আনাগোনা আঁকা আছে যাহাতে। ২. "নিদ্রাভাঙা (=নিদ্রা হইতে ভাঙা) আঁখির পাতায়"। ৩. "নিদ্রাভাঙা (=নিদ্রা ভাঙায় যাহা) নবীন গানে"। ৪. তৎপুরুষও বলা যায়। ৫. নিজের ভাষা বলে যে। ৬. তুলনীয়: "গন্ধটুকু সন্ধ্যাবায়ে রেখার মত রাখি" ('অপেক্ষা', মানসী)।

বাক্যাংশ সমাস : (ক) উপপদ : কুড়িয়ে-নেওয়া ইত্যাদি।

(খ) তৎপুরুষ : শত-চাঁদে-গড়া ("—শুভ্র শঙ্খ") ইত্যাদি।

(গ) অব্যয়ীভাব : সকল বাঁধন-খোলা[১] ("যাব—") ইত্যাদি।

উৎসর্গের কবিতায় অলঙ্করণ ও প্রতিমানকর্ম পরিত্যক্ত হয় নাই। কোন কোন ছত্রে অনুপ্রাসের আমেজ আছে। যেমন, "অনির্বচনীয় অব্যক্তের আনন্দ আবেগ", "বিস্তারিল বিশ্বের বিশ্বাস"।

"পলক" ও "পুলক" শব্দ দুইটির ব্যবহারে শব্দসাম্যের সঙ্গে অর্থ-দ্বন্দ্বের সুন্দর নিদর্শন পাই।

পলকে যদি গো পাই দেখিবারে,
পুলকে তখনি লব তারে চিনি,
চাহি তার মুখ পানে ;[২]

পুলকে র'ব হয়ে পলক-হারা।[৩]

শব্দকে তাহার স্বক্ষেত্র হইতে লইয়া গিয়া অন্যক্ষেত্রে, এমন কি বিরুদ্ধ অর্থে, ব্যবহার করার কয়েকটি নিপুণ দৃষ্টান্ত আছে। যেমন, "এলোচুলের আঘাত ক'রে/আসিলে আজ হঠাৎ অকারণে",[৪] "কালো আলোয় সর্বহৃদয় ভরি",[৪] "নানা জনতার ফাঁকা" ইত্যাদি।

বিপর্যস্ত বিশেষণের উদাহরণ : "দুর্গম দুঃসহ মৌন", "দুর্লভ দুরাশার মত", "নিঃশঙ্ক কুটীরগুলি", "রৌদ্রমাখানো অলস বেলায়", "সুপ্ত গৃহদুয়ার", "হাসিমাখা নিপুণ শাসনে"।

ক্রিয়াগম্য প্রতিমানের উদাহরণ :

হৃদয় তোমার আঁখির পাতায়
থেকে থেকে পড়ে ঠিকরি।[৫]

এখানে হীরামাণিকের উপমার ইঙ্গিত রহিয়াছে।

দখিন পবন দ্বারে দিয়া কান
জেনেছে রে তোর কামনা।[৬]

এখানে আড়ি-পাতা সখীর আড়িপাতার ইঙ্গিত।

১. বহুব্রীহি সমাসও বলা যায়। তাহা হইলে "যাব" ক্রিয়ার উহ্য কর্তার বিশেষণ হইবে। ২. ১০। ৩. ১১। ৪. ৩৯। ৫. ৩৯। ৬. ৯।

তারায় তারায় যে আলো কাঁপিছে
সে আলোকে দোঁহে দুলেছি।[১]

এখানে সেতারের তারের ঝঙ্কার ব্যঞ্জিত।

যে গন্ধ কাঁপে ফুলের বুকের কাছে,[২]

এখানে কম্পনের দ্বারা লজ্জা ও সুখের আবেগ বুঝাইতেছে।

তটের পায়ে মাথা কুটে'
তরঙ্গদল ফেনিয়ে উঠে
গিরির পদমূলে,[৩]

মাথা কোটার ব্যঞ্জনা হইতেছে সকাতর নিবেদন—তাহাদের সঙ্গে মিলিবার জন্য।

"ঐ রাগিণী পথ হারাত তারি ঘুমের মাঝে"[৪],—পথ হারানোর দ্বারা নিরুদ্দিষ্ট ভাবনা অভিব্যক্ত। সরল বর্ণনার সাহায্যে রাত্রি-অন্ধকারে কৃষ্ণসর্প প্রতিমান চমৎকারভাবে আরোপিত হইয়াছে উৎসর্গের প্রথম কবিতার প্রথমেই।

এখনো যে আঁধার নিশি
জড়িয়ে আছে সকল দিশি
কালীবরণ পুচ্ছডোরের
হাজার লক্ষ পাকে।

অপেক্ষাকৃত সাদাসিধা প্রতিমানেও বিশেষত্ব আছে। যেমন,

হে নিস্তব্ধ গিরিরাজ, অভ্রভেদী তোমার সঙ্গীত
তরঙ্গিয়া চলিয়াছে অনুদাত্ত উদাত্ত স্বরিত।[৫]

হিমালয়ের উঁচুনীচু পর্বতমালা যেন সঙ্গীতের উঁচুনীচু সুরের খেলা এবং সঙ্গীতের স্বরচিত্রে যেন তরঙ্গিত রেখা।

বনস্পতি শত বরষার
আনন্দবর্ষণকাব্য লিখিতেছে পত্রপুঞ্জে তার
বল্কলে শৈবালে জটে;[৬]

---

১. ১৩। ২. ২১। ৩. ৩৬। ৪. ৪৭। ৫. ২৪। ৬. ২৫।

গরুড়সম ঐ যেথানে
উর্ধ্বশিরে গগন-পানে
শৈলমালা তুলেছে নীল পাখা,[১]

পুরানো কাব্যধারার মত "যথা" দিয়াও বিস্তৃত উপমা আছে। যেমন,

ভৃঙ্গ যথা স্বর্ণময় মধুভাণ্ড ফেলি'
সহসা কমলগন্ধে মত্ত হয়ে, দ্রুতপক্ষ মেলি'
ছুটে যায় গুঞ্জরিয়া উন্মীলিত পদ্ম-উপবনে
উন্মুখ পিপাসাভরে,[২]

উৎসর্গের একটি বিশিষ্টতম কবিতায়[৩] প্রতিমানের পর প্রতিমান সাজাইয়া একটি বিরাট প্রতিমান নির্মিত হইয়াছে। প্রথম স্তবকে "সুদূরের পিয়াসী" পাখীর মত কবিহৃদয়ের অক্ষমতার বেদনা।

মোর ডানা নাই, আছি এক ঠাঁই,
সে কথা যে যাই পাশরি।

দ্বিতীয় স্তবকে সুদূর গৃহের আহ্বান অনুভব করিয়া যেন প্রবাসীর গৃহ-গমন উৎকণ্ঠা। এখন তাহার চলিবার শক্তি আছে কিন্তু যাইবার পথ জানা নাই, অজ্ঞাত পথের উপযোগী যানও নাই।

নাহি জানি, নাহি মোর পথ
সে কথা যে যাই পাশরি'।

তৃতীয় স্তবকে, যাইবার শক্তি আছে, পথও আছে কিন্তু পথে পা বাড়াইবার উপায় নাই।

কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার
সে কথা যে যাই পাশরি'।

প্রতিমানে ভাবকে ব্যক্তিরূপ দেওয়ার কয়েকটি উদাহরণ উৎসর্গে আছে। যেমন, "নূপুরবিহীন নিঃশব্দ গোধূলি",[৪] "বহুত্বের সিংহাসন", "স্থিরতার নীড় তুমি গড়িয়াছ", "সে গৌরবের চরণে", "হে মুনি অতীত"[৫] ইত্যাদি।

---

১. ৩৬। ২. ৩২। ৩. ৮।

৪. এখানে বধূর বাসরঘরে আসিবার ব্যঞ্জনা।

৫. এখানে মৌনত্বের ধ্বনি আছে।

১৪. খেয়া

খেয়ার ভাষা ক্ষণিকার তুলনায় আরও সহজ, মুখের ভাষার আরও নিকটবর্তী।

খেয়ায় কঠিন তৎসম শব্দ বলিতে এইগুলি: অম্বর, অভ্যর্থন, অলক, আন্দোলন, আলবাল, উত্তরীয়, কপোত, করবী, কল্পলতা, গেহ, তরী, ত্রাস, ধেনু, নর্তন, পল্লব, পান্থ, পিচ্ছল, বাক্, বাতায়ন, বিধুর, বিভাবরী, বিষাণ, বেণু (=বাঁশ), ভেরী, যামিনী, সমীরণ, সরোবর, সলিল, স্ফটিক, হৃদবিদারণ ইত্যাদি।

সাধুভাষার মত বাক্যাংশ-প্রয়োগ একটিমাত্র উল্লেখযোগ্য: "বিশ্বের সকাশে"[১]।

পুরাতন কাব্যভাষার শব্দ কিছু কিছু আছে। যেমন, আধা, ঝারি, গরজনি, ছায় (=ছায়া), এরে, দিশ (=দিশা), দেউটি, ধার (=ধারা), পরশ, পরশন, পরশনি, বরষা, বরষণ, বধূ, বারতা, বিহান, ভূম (=ভূমি), মগন, মন্তর,[২] মোর, মোদের, যন্তর, লগন, লোর, সাঁঝ,[৩] হিয়া ইত্যাদি। বাক্যাংশ: "তা সনে"।

স্ত্রী-প্রত্যয়ের ব্যবহার প্রথমদিকের কয়েকটি কবিতায় কিছু আছে। যেমন, অবনতা, "নবীনা বুদ্ধিবিহীনা এ তব বালিকা বধূ", শক্তিহীনা ইত্যাদি।

ক্রিয়াপদ অধিকাংশই তদ্ভব। তবে বিভক্তির ব্যবহারে—যেমন উত্তমপুরুষে—আগেকার মত[৪] স্থিরতা নাই এবং ধাতুর সাধুভাষার, পুরাতন কাব্যভাষার এবং কথ্যভাষার রূপ প্রয়োজন অনুসারে গৃহীত হইয়াছে। সাধুভাষার ক্রিয়াপদের ব্যবহার, "-ইয়া" প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ছাড়া, খুব কম। যেমন, জিজ্ঞাসিলাম, থাকিতে, হারাইল, রহিব……করিব…গাড়িব……ফেলিতে……চলিল[৫] ইত্যাদি। কতকগুলি ক্রিয়াপদ বিকৃত সাধুভাষার। যেমন, উঠ্‌তেছিল, ফেলতেছিল,

---

১. প্রচ্ছন্ন। ২. মিল: "অন্তর"। ৩. অর্ধতৎসম "সন্ধ্যে" এবং তৎসম "সন্ধ্যা"ও ব্যবহৃত। ৪. অতীতকালে "-লেম" বিভক্তি পদই বেশি।
৫. শুভক্ষণ।

বাঁধিয়ে, ভাঙিলে, ভাবতেছিলাম,[১] মুদিয়ে, লয়েছে (=লইয়াছে, নিয়েছে) ইত্যাদি।

পুরানো কাব্যভাষার ক্রিয়াপদ : ডরিব, নেহারি, পশিতে, পাতি, বিথারি, রচ, লাগি, হরিয়া, হেরিলাম ইত্যাদি।

নামধাতুর পদ : অবতরি, আঁধারিয়া, গর্জি, ঘর্ঘরিয়া, ছলছলিয়ে, ছলছলে (=ছলছল করে), থম্‌থমিয়ে, নিঃশ্বাসিয়া, প্রকাশি, বাহিরিল, মর্মরিয়া ইত্যাদি।

কথ্যভাষার ক্রিয়াপদ : কয়েছিলে, পাইনে, ভাবিইনাকো, রইল, রয়েচি, শুকায়নিক ইত্যাদি।

নামপদে নির্দেশক প্রত্যয়ের ব্যবহার আবার দেখা দিয়াছে। যেমন, চাঁদটি, জ্যোৎস্নাখানি, দৈন্যখানি, প্রভাতখানি, মায়াখানি, শব্দটুকুন ইত্যাদি।

উল্লেখযোগ্য সমাস-পদের উদাহরণ দিতেছি।

দ্বন্দ্ব : গিরিকানন, ঘর-বাহির ("ঘর-বাহিরের মাঝখানে"), রজনীদিন ইত্যাদি।

উপপদ : অকূল-ভাসা ('—তরীর''), আকাশ-গলা ("চিত্তে নামে—আনন্দিত মন্তরে''), আকাশ-ডোবা ("—স্তব্ধ আলোর সনে"), আঁখিভরা ("—হাসি''), কাজ-ভাঙানো ("—গান''), গগনভরা ("—প্রভাত"), গোপনবিহারী, ঘর-ছাড়া, ঘোম্‌টা-পরা ("—ছায়া"), ত্রিভুবন-জোড়া ("—বক্ষে"), দোসর-ছাড়া ("—একার দেশে"), বাক্যহারা, মন-ভোলানো ("—হাসি"), সারি-বাঁধা ("—তালের তলে"), হৃদয়-হরা ("—হাসি") ইত্যাদি।

বহুব্রীহি : আঁধার-ঢালা ("—দীঘির ঘাটে"), উচ্চশাখা ("—স্বর্ণচাঁপার গাছে''), ঘোম্‌টাখোলা ("তোমার—কালো চোখের কোণে''), শাখা-থরথর, পাতা-মরমর ("—ছায়া-সুশীতল বাটে''), শুষ্কজলা ("—দীঘির পাড়ে''), স্বর্ণশিখর ("—রথে") ইত্যাদি।

সাধারণ তৎপুরুষ : "অকূল-পাড়ির[২] আনন্দ গান", অর্থ-ছোটা[৩]

---

১. এগুলিকে উপভাষার পদ বলিয়াও ধরা যায়।

২. মানে অকূলের উদ্দেশে পাড়ি। ৩. মানে অর্থ হইতে বিচ্ছিন্ন।

("—আপনি-ফোটা সুর"), কপোত-কূজন-করুণ ("—আকাশে"), ঘরছাড়া[১] ("—ঐ নানা দেশের পথ"), ছায়া-সুশীতল ("—বাটে"), তৃষাকাতর ("—পান্থ"), দিন-শেষ, পথ-পাগল ("—পথিক"), বনপথ, বিদায়পথ, বেলাশেষ, মরণভরা ("—তব বুকের আলিঙ্গন"), শরৎশেষ, শেওলা-পিছল ("—পৈঠা"), স্বর্গশেষ, স্বপ্নভরা ("—রাত"), হৃদয়রাজ, হৃদয়রাজা ইত্যাদি।

বিশেষ তৎপুরুষ :

প্রথম পদ বিশেষণস্থানীয় বিশেষ্য : অবাক্‌নয়নে, অস্ত-গগন, আগুন-পট ("পশ্চিমেতে আঁকা আগুন-পটে"), আষাঢ়-অন্ধকার, ছায়া-নিচোল ("—দিয়ে ঢাকা…বুকের") ছায়াবন, দখিন-সমীরণ, দুঃখদিন, দুখযামিনী, দুঃখরাত, পথতরু, বনপথ, বালুতট, বালুপাড়, মিলন-মায়া, সিন্ধুশকুন ইত্যাদি।

দুই পদে অভেদ : অরুণ-তরণী, ঝিল্লি-নূপুর, বজ্রবাঁধন,[২] মুক্তি-বাঁধন[৩], ("সব বাঁধা খুলে দিয়ে—বাঁধিলে আমারে হরিয়া"), রাজ-ভিখারি, সুখ-অঞ্জন ইত্যাদি।

কর্মধারয় : (ক) প্রথম পদ বিশেষণ : কলহাস, কৃষ্ণরাত, সুকঠোর[৪] ইত্যাদি।

(খ) উভয় পদ বিশেষণ : কল-নির্মল,[৫] ক্লিষ্টকরুণ, মৃদুকরুণ,[৬] মৃদুগভীর ইত্যাদি।

(গ) প্রথম পদ ক্রিয়াবিশেষণ : আধেক-খোলা ("—বাতায়নে"), আপনি-ফোটা ("—সুর"), নূতন-বাঁধা ("—তার"), সকৌতুকে ইত্যাদি।

বাক্যাংশ সমাস : চাইনে-কিছু,[৭] ছড়িয়ে-পড়া ("—মন"), নানা-পথিক-চলা,[৮] সব-পেয়েছির ("—দেশ") ইত্যাদি।

১. মানে ঘর হইতে ছাড়া। ২. সাধারণ তৎপুরুষও বলা যাইতে পারে।
৩. মুক্তিপাশ। ৪. সংস্কৃত মতে প্রাদি সমাস। ৫. "কল-নির্মল স্বরে"।
৬. "মৃদুকরুণ গেয়ে"। এখানে সমাস-পদটি ক্রিয়াবিশেষণ।
৭. "হৃদয় আমার গেছে ভেসে / চাইনে-কিছুর স্বর্গ-শেষে" (বর্ষাপ্রভাত)।
৮. "নানা-পথিক-চলা…ঐ নানা দেশের পথ"।

খেয়ার ভাষা যেমন সহজ প্রকাশরীতিও তেমনি যথাসম্ভব নির্ভূষণ। অলঙ্কারের দীপ্তি চমকপ্রদ নয়, শান্ত এবং স্নিগ্ধ। আগেকার মতই অনুপ্রাস বা ধ্বনি-সাম্য স্বত-আগত। যেমন, "ঐ যে ঈশানে উড়েছে নিশান,/বেজেছে বিষাণ বেগে,"[১] "বেণুবনের ব্যাকুল বার্তা"[২]।

সরল প্রতিমান: "দিনের শেষে শেষ আলোটি পড়েছে ঐ পারে / জলের কিনারায়, / পথে হতে বধূ যেমন নয়ন রাঙা করে / বাপের ঘরে চায়"[৩], "আকাশ যেন ঘুমিয়ে এল ঘুমঘোরের মত / দীঘির কালো জলে"[৩]।

পোড়ো বাড়ির ভাঙা ভিতে
ওঠে হাওয়ার হাঁক,
শূন্যক্ষেতের ওপার যেন
এপারকে দেয় ডাক।[৪]

ভরা চোখের মত যখন নদী
করবে ছলছল,[৫]

এখানে প্রতিমান অত্যন্ত সার্থক হইয়াছে, যেহেতু "ছলছল" বিশেষণটি চোখ এবং নদী দুইপক্ষেই সমান খাটে।

ফুল যেন চায় উড়ে যেতে,
পাতার পাখা মেলে দিয়ে,[৬]

রঙ যে ফুটে ওঠে কত
প্রাণের ব্যাকুলতার মত,
যেন কারে আনতে ডেকে
গন্ধ থাকে ছোটাতে।[৬]

এখানে গন্ধ মানে ডাক।

ক্ষতির ক্ষুরে কাটব বাঁধন,[৭]

তিমির-রাতি শব্দহীন স্রোতে
হৃদয়ে তব আসিল অবতরি।[৮]

১. চাঞ্চল্য। ২. নীড় ও আকাশ। ৩. দীঘি।
৪. ঝড়। ৫. গানশোনা। ৬. ফুল ফোটানো। ৭. হার। ৮. পথিক।

রক্তে আমার তালে তালে
ঝিমিঝিমি নূপুর বাজে।[১]

আলোর পদ্ম উঠ্‌ল ফুটে,
বিশ্বহৃদয় মধুপ জুটে
করেছে মেলা।[২]

জটিল প্রতিমান :

ঝড়ের পরে পরাণ আমার
উড়ায় উত্তরীয়।[৩]

ঝড়ের সময় আঁচল অথবা চাদর উড়াইয়া উল্লাসপ্রকাশ বহুকালের রীতি।

বাঁধা তরী ঢেউয়ের দোলা লেগে
ঘাটের পরে মরবে মাথা কুটে।[৪]

এখানে গৃহবন্ধনে আবদ্ধ বধূর অসহায়তা ব্যঞ্জিত।

ছুটেছিল ঝড় ইহারি বদন
বক্ষে লেখি।[৫]

এখানে ঝড় যেন লাঞ্ছন-কেতু।

ধূসর আলোকে মুদিবে নয়ন
অস্ত গগন রে—[৬]

এখানে সূর্য যেন আকাশের চোখ।

আকাশ ছেয়ে মন-ভোলানো হাসি
আমার প্রাণে বাজাল আজ বাঁশি।[৭]

পর্যস্ত বিশেষণের কিংবা সম্বোধনের দ্বারা অথবা ক্রিয়া আরোপ করিয়া ভাবকে বস্তু অচেতনকে সচেতন অথবা অব্যক্তিকে ব্যক্তিরূপে প্রকাশ :

মগ্ন হলেম আনন্দময়
অগাধ অগৌরবে,[৮]

১. বৈশাখে। ২. বর্ষাপ্রভাত। ৩. ঝড়। ৪. প্রতীক্ষা। ৫. প্রভাতে। ৬. গোধূলি লগ্ন। ৭. বিদায়। ৮. নিরুদ্যম।

সেই রৌদ্রে ঘেরা সবুজ আরাম
মিলিয়ে এল প্রাণে।[১]

গায়ে আমার লেগেছে কার
এলোচুলের সুদূর ঘ্রাণ।[২]

মলিন মৌন সন্ধ্যাবেলার,
নীল আকাশের নির্জন গান[৩]

হঠাৎ কিসের চঞ্চলতা
ছুটে আস্‌বে বেগে।[৪]

নীল আকাশের হৃদয়খানি
সবুজ বনে মেশে,[৫]

দিল আঁধারের সকল রন্ধ্র ভরি
তাহার ক্ষুব্ধ ক্ষুধিত ভাষা,[৬]

কাজল মেঘে ঘনিয়ে ওঠে
সজল ব্যাকুলতা[৭]

ক্লিষ্ট করুণ রাগে তাদের
ক্লান্ত বাঁশি বাজে।[৮]

ঢাকে তারে আকাশভরা
উদাস নীরবতা।[৮]

ওগো বোবা, ওগো কালো, স্তব্ধ সুগভীর
গভীর ভয়ঙ্কর,
তুমি নিবিড় নিশীথ রাত্রি বন্দী হয়ে আছ,
মাটির পিঞ্জর।[৯]

শেষের প্রতিমানটি একটি বৃহত্তর চিত্র-প্রতিমানের প্রথম অংশ। দীঘিতে যেন রাত্রের অন্ধকার বন্দী হইয়া মাটির ফ্রেমে আঁটা দর্পণে

১. নিরুদ্যম। ২. বৈশাখ। ৩. নীড় ও আকাশ। ৪. জাগরণ। ৫. সব পেয়েছির দেশ। ৬. সার্থক নৈরাশ্য। ৭. ঝড়। ৮. অবারিত। ৯. দীঘি।

পরিণত হইয়াছে। সেই দর্পণে জীবধাত্রী নটিনী পৃথিবী অবনত হইয়া মুখ দেখিতেছে।

দ্বিতীয় অংশ ঃ

পাশে তোমার ধূলার ধরা কাজের রঙ্গভূমি,
প্রাণের নিকেতন—
হঠাৎ থেমে তোমার 'পরে নত হয়ে প'ড়ে
দেখিছে দর্পণ।

অংশ দিয়া সমগ্রের ব্যঞ্জনার কিছু উদাহরণ খেয়ায় আছে। যেমন,

কাউকে চেনে পরশ আমার
কাউকে চেনে ঘ্রাণ।[১]

বৃহৎ চিত্র প্রতিমানের আরও কয়টি ভালো উদাহরণ আছে খেয়ায়। যেমন,

সন্ধ্যা এখন পড়চে হেলে
শালবনেতে আঁচল মেলে,
আঁধার-ঢালা দীঘির ঘাটে
হয়েছে শেষ কলস ভরা।[২]

ওকি সুরপুরীর পর্দাখানি
নীরবে খুলে,
ইন্দ্রাণী আজ দাঁড়িয়ে আছেন
জানালা-মূলে,
কে জানে গো কি উল্লাসে
হেরেন ধরা মধুর হাসে,
আঁচলখানি নীলাকাশে
পড়েছে ছুলে।[৩]

অস্ফুট ব্যক্তাব্যক্ত শব্দের উল্লেখের দ্বারা নিস্তব্ধ নিশীথের বিরাট ও অগাধ চিত্র-প্রতিমান সৃষ্ট হইয়াছে 'নীড় ও আকাশ' কবিতায়।

১. অবারিত। ২. বৈশাখ। ৩. বর্ষাপ্রভাত।

পাতার কাঁপা, ফুলের ফোটা,
শ্রাবণ রাতে জলের ফোঁটা,
উসুখুসু শব্দটুকুন্,
কোটর মাঝে কীটের খেলার,
কত আভাস আসা যাওয়ার,
ঝরঝরানি হঠাৎ হাওয়ার,
বেণুবনের ব্যাকুল বার্তা
নিঃশ্বসিত জ্যোৎস্নারাতে,

১৫. গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালি

গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালি বই তিনটির নাম থেকেই বোঝা যায় যে সব না হইলেও অধিকাংশ কবিতাই গান অথবা গানের মত রচনা। রচনাগুলিতে ভাবের দিক দিয়া অনেকটা সাম্য আছে, কিন্তু মেজাজ সর্বদা একরকম নয়। ভাষাতেও কিছু স্তরভেদ লক্ষ্য করা যায়। গীতাঞ্জলির কবিতা-গানগুলি অনেকটা প্রার্থনা-পদাবলীর মত। মুখ্য রস ভক্তি। নৈবেদ্যের সঙ্গে ভাবের মিল আছে। ভাষাতেও যথাসম্ভব তাহার প্রতিফলন আছে। গীতিমাল্যে ঈশ্বরের স্থানে প্রকৃতি দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং ভাষা সরলতর হইয়াছে। গীতিমাল্যে গানের ও কবিতার পরিমাণ সমান সমান। গীতালিতে গানের ভাগ বেশি। ভাষা আরও সরল।

সূক্ষ্মভাবে দেখিলে স্তরভেদ থাকিলেও তিনটি কাব্যের মধ্যে রচনাভঙ্গীতে বেশ মিল আছে বলিয়া একসঙ্গে আলোচনা করিলাম। উদাহরণগুলি লক্ষ্য করিলে তিনটি কাব্যের রচনাগত পার্থক্যের নির্দেশ পাওয়া যাইবে।

বিশিষ্ট তৎসম শব্দ :

(ক) গীতাঞ্জলি : অহরহ, আলয়, কলুষ, ক্ষরণ, ধরিত্রী, প্লাবন, পূর্বাশা, বল্লভ, বিভব, ভূধর, মরাল, লীন, সৌগন্ধ্য ইত্যাদি।

(খ) গীতিমাল্য : কমল, কুসুম, কেতন, তাপস, পরিমল, বিভাবরী, বীজন, মন্থর, সৌধ, সৌরভ ইত্যাদি।

(গ) গীতালি : কমল-কলিকা, কুন্তল, তূণ, নিশীথিনী, বহ্নি, পরিমল, বাতায়ন, বিভাবরী, ভূমানন্দময়, ভেরী, লতা-বিতান, শুক্তি ইত্যাদি।

কাব্যের ভাষার নামপদ : ছায়, জনম, দেয়া[১], নিয়ড়[২], পরশন, বরণ, বরষা, বরষণ, বঁধু, বায়, বারতা, মূরতি, লগন, হিয়া ইত্যাদি।

তৎসম পদ : সুমহান্ ("শান্তি-"[৩]), হে রাজন্[৩] ইত্যাদি।

কথ্যভাষার ক্রিয়াপদ গীতাঞ্জলিতে কিছু কম আছে। গীতিমাল্যে ও গীতালিতে কথ্যভাষার ক্রিয়াপদ বেশ আছে।

(ক) গীতাঞ্জলি : এলাম, করিনে, থুয়েছে, নয়ক ইত্যাদি।

(খ) গীতিমাল্য : আগিয়ে, এনু, থুয়ে, পেনু, বুজে (=বুজিয়া), মাতালে (=মাতাইল) ইত্যাদি।

(গ) গীতালি : কোস্‌নে, নইলে, রঙিয়ে ইত্যাদি।

নামধাতুর (ও সংস্কৃত ধাতুর) পদের ব্যবহার তিনটি কাব্যেই বেশ আছে।

(ক) গীতাঞ্জলি : অপহরি (=অপহরণ করিয়া), উছলি, গরজি (=গর্জন করিয়া), গুঞ্জরিয়া, ঝঙ্কারো (=ঝঙ্কার কর), তরঙ্গিয়া, নমি, পসারো (=প্রসারিত কর), ব্যথিয়ে ("—উঠে"), বাহিরাই (=বাহির হই), বিহারো (=বিহার কর), বিস্তারো (=বিস্তার কর), ব্যেপে, রাজে, সঞ্চারো (=সঞ্চার কর) ইত্যাদি।

(খ) গীতিমাল্য : উজলি', উথলি, উদাসিয়া, গর্জে ("—এল"), গুঞ্জরিয়া, চুমি, ছলছলিয়ে (=ছলছল করিয়া), ত্যেজে, তেয়াজি,[৪] পশিছে, পাসরিলাম, বরষে, বরিল, বিকাশিবে, বিতরে, বিহারি, মুঞ্জরিয়া, মর্মরিয়ে, যুঝে, লভিনু, শিহরে ইত্যাদি।

(গ) গীতালি :

আবার আগেকার মত "-টি", -"গুলি" ইত্যাদি নির্দেশক প্রত্যয়ের ব্যবহার দেখা দিয়াছে। যেমন,

---

১. "গুরু গুরু দেয়া ডাকে" (গীতাঞ্জলি)। ২. "নিয়ড়ে নাই"। মিল : "শিহরে নাই", "বিতরে নাই" (গীতিমাল্য)। ৩. গীতাঞ্জলি। ৪. "ত্যজ্' হইতে "ত্যেজ্", তাহা হইতে "তেয়াগ"পদের সাদৃশ্যে "-তেয়াজ"।

(ক) গীতাঞ্জলি : আঘাতটি, ইচ্ছাটি, পরশখানি, মনটি, হাসিটি, স্পৃষ্টিখানি ইত্যাদি।

(খ) গীতিমাল্য : আড়ালখানি, প্রসাদখানি, মন্ত্রখানি ইত্যাদি।

(গ) গীতালি : আশাগুলি, কমল-কলিকাটিরে, ক্ষুধাতৃষ্ণাগুলো, প্রণামখানি, ভাবনাগুলি, মনটি ইত্যাদি।

সমাসের ব্যবহারে আগের মতই বৈচিত্র্য আছে। যেমন,

দ্বন্দ্ব : দিনরজনী (গীতাঞ্জলি), মন্দভালোর (গীতাঞ্জলি), মন্দভালো (গীতালি), রবিতারা-ইন্দুতে (গীতিমাল্য)।

কর্মধারয় : "অচিন্-ডোরে" (গীতালি), অচিন্-পথের (ঐ), আর্তবীণা (ঐ), ঠিক্-ঠিকানা (গীতিমাল্য), মহাগগনতলে (ঐ), মহাভাণ্ডারেতে (গীতালি), মহামানবের (গীতাঞ্জলি), রুদ্রনিঠুর (গীতালি) ইত্যাদি।

তৎপুরুষ : (ক) গীতাঞ্জলি : আকাশ-ভাঙা ("—ধারা"), আলো-ঝলমল, গগনভরা ("—পরশখানি"[1]), গন্ধবিধুর, চন্দ্র-কিরণ-সুধা-সিঞ্চিত, তরঙ্গপার, ধ্যান-গম্ভীর, নদী-জপমালা-ধৃত, নিদ্রামগন, ভক্তি-পাবন,[2] ভিক্ষাভরা ("—থালি"), শিশির-ভেজা, সন্দেহ-বিহ্বল, সৌরভ-বিহ্বল, হৃদয়ভরা, হৃদয়রাজ ইত্যাদি।

(খ) গীতিমাল্য : কুসুমকীর্ণ, গন্ধগহন, তন্দ্রানিবিড়, তৃষ্ণা-কাতর, নিদ্রা-ঢাকা ("—পাতালে"), পুলক-মগন ইত্যাদি।

(গ) গীতালি : আকাশ-ভরা ("—সূর্যতারা"), আমায়-হারা ("তাদের মাঝে আছো—"), আলসভরে, গর্বসুখে, ধ্যান-নিমগ্ন ("—ভাষা"), ধূলায়-গড়া, বচন-রচন, বহ্নি-ঘাতে, বাণী-ভরা, মাণিক-গাঁথা, মিলন-ঘোরে, শিশির-ধোওয়া ("—কুন্তলে"), সমর-ঘাতে, স্বপন-ঘোরে, সাগর-পারের ("—এই বাতাসে") ইত্যাদি।

উপপদ :

(ক) গীতাঞ্জলি : আঁখি-শীতল-করা, নয়ন-ভুলানো ("—এলে"), নিমেষহারা, পাগল-করা ("—গানের"), পাষাণ-গালা ("—ব্যাকুলতা"),

---

১. তুলনা করুন : "গগনভরা প্রভাত" ('মিলন', উৎসর্গ)। ২. উপপদ সমাসও বলা যায়।

পিপাসাহরা, ভাষা-বাঁধন-হারা, মরণহরণ ("—বাণী"), মানসযাত্রী, হৃদ্‌বিহারী, হৃদয়ভরা, হৃদয়হরণ ইত্যাদি।

(খ) গীতিমাল্য : আপন-ভোলা,[১] আলোক-চরা ("—ধেনু এরা"), কাজছাড়ানো ("—পত্রখানি"), কূলহারা ("—সাগরের"), ঘুম-পাড়ানে ("—তান"), জগৎ-জোড়া, তমোহারী, দিক্‌-ভোলানো ("—হাসি"), নয়ন-অবগাহনি, পরান-উনমাদনি, ভাগ্যহত, ভাষা-ভোলা ("—গীতে"), মুখ-তাকানো ("জননীর—হাসিতে"), হৃদয়-উথলা[২] ("গান ছুলিছে নীলাকাশের—"), হার-মানা ("—হার") ইত্যাদি।

(গ) গীতালি : তড়িৎ-জ্বালা, তিমির-বিদার ("—উদার অভ্যুদয়"), দুঃখে-আলো-করা, ফাটল-ধরা ইত্যাদি।

সমানাধিকরণ উপপদ (প্রথম পদ বিশেষণস্থানীয় বিশেষ্য অথবা উপমান কিংবা উপমেয়) :

(ক) গীতাঞ্জলি : অরুণরাঙা ("—চরণ"), আকাশবীণার, আনন্দ-চরণপাতে, আনন্দ-যজ্ঞে, চিত্তগগন, জীবনপ্রদীপ, নিকষ-ঘন ("—কালো"), প্রেম-নদীতে, বন-শাখার, রাজ-সমারোহ, শ্রাবণ-ধারায়, সন্ধ্যাগগন, সন্ধ্যাবনের ("—কুসুম") ইত্যাদি।

(খ) গীতিমাল্য : অস্ত-আকাশে, আনন্দ-নাচে, আলোক-তরবারি, গন্ধবার, জীবন-সাঁঝে ("—রশ্মিরেখা"), চাঁপা-ভায়ের, ছায়াতরু, জোনাকি-প্রদীপ-মালিকা, ঝিল্লি-ঝাঁঝর, নিশীথ-তিমির-থালিকা, পথিক-সজ্জা, প্রসাদবাণী, মধু-পবনে, মিলন-আশা-তরী, সন্ধ্যাকুসুম-মালাতে, সোহাগবাণী, হিরণ-কিরণ-পদ্মদলে, হৃদ্‌গগনে, হৃদয়ভিক্ষুরে ইত্যাদি।

(গ) গীতালি : অগ্নিমালা, অস্ত-রবির, আনন্দ-বাণ, আনন্দ-বাণী, আলো-বীণার, কল্যাণলক্ষ্মী, তারাদীপগুলি, তারা-মণির, বজ্রবীণা, ব্যথা-পথের ("—পথিক"), বিশ্বকমল, বেদনা-বাঁশী, সন্ধ্যা-ফুলের, হৃদয়লতা ইত্যাদি।

---

১. আপনার সম্বন্ধে ভোলা—এই অর্থ ধরিলে তৎপুরুষ সমাস হয়।

২. হৃদয় হইতে উথলিয়া পড়া—এই অর্থ ধরিলে তৎপুরুষ সমাস হয়।

বহুব্রীহি : (ক) গীতাঞ্জলি : অকূল ("—তিমিরে"), অনিদ্র ("ওহে—"), নব-পল্লব-মর্মর ("—ছন্দে"), হাসিঢালা ("—সুর") ইত্যাদি।

(খ) গীতিমাল্য : কলকণ্ঠস্বরা, গভীরধারা ("—জলের ধারে") ইত্যাদি।

(গ) গীতালি : অচিন্ ("অচিন্ ডোরে", "অচিন্ পথের"), জোনাকি-রতন-জ্বালা, পুলক-লাগা ইত্যাদি।

প্রথম পদ উপপদ অথবা ক্রিয়াবিশেষণ : চির-কেনা (গীতাঞ্জলি), চির-কাঙাল (গীতিমাল্য), চির-পিপাসিত (ঐ), চির-নীরব (গীতালি), নিত্য-আলো (গীতিমাল্য), নিত্যপ্রসাদ (ঐ), নিবিড়-নন্দন (গীতালি), সুমন্দ ("বাতাস বহে—") (গীতিমাল্য) ইত্যাদি।

বাক্যাংশ-সমাস : হারিয়ে-যাওয়া[১] ("—মনটি"), ছড়িয়ে-পড়া[২] ("—আশাগুলি") ইত্যাদি।

গীতিমাল্য ও গীতালিতে গীতাঞ্জলির চেয়েও সমধাতুজ (cognate) কারকের পদের ব্যবহার বেশি আছে। এ প্রয়োগ বাংলা কথ্যভাষার প্রবণতার অনুসারী। যেমন,

(ক) সমধাতুজ কর্মকারক (cognate accusative) :

"আছ তুমি এই জানা ত জানি"[১], "শেষ গানে তার কান্না কেঁদে",[২] "চারিদিকের আকাশ আজি / দিক-ভোলানো হাসি হাসে",[২] "শেষ-বিদায়ের চাওয়া আমার মুখের পানে চাবে",[২] "তোমার পানে নিত্য-চাওয়া চাওয়াও না",[২] "তুমি স্নেহের হাসি হেসেচো",[২] "কোথায় অভয় হাসি হাস আপন আসনে",[২] "অনেক কথা বলেছি, সে / মিথ্যা বলা / অনেক চলা চলেছি, সে / মিথ্যা চলা",[৩] শান্তির জপমালা / জপিল সে বার বার"[৩]।

(খ) সমধাতুজ করণকারক (cognate instrumental) :

১. গীতাঞ্জলি। ২. গীতিমাল্য।

"সোজা কিছু রাখলে না, সব / মধুর বাঁকে বাঁকা", "মরণ-টানে টেনে"।

(গ) সমধাতুজ করণকারক ও সম্বন্ধপদ : "দুলাবে ঐ বাহু-দোলার দোলে"।

(ঘ) সমধাতুজ অধিকরণকারক (cognate locative) : "আজি আমার হৃদয়-দোলায় / কে গো দুলিছে"।

(ঙ) সমধাতুজ কর্তাকারক (cognate nominative) : "তোমার খোঁজা খোঁজায় মোরে", "অন্তরে তো অমৃত-ফল ফলে", "চকিতে ফল ফল্‌বে না"।

এই তিন কাব্যে ব্যতীহার করণকারক[১] প্রয়োগের ভালো দৃষ্টান্ত কিছু কিছু আছে।

এবার বীণা, তোমায় আমায় / আমরা একা।
অন্ধকারে নাই বা কারে / গেল দেখা।

সন্ধ্যাবেলায় তোমায় আমায় / সেথায় হবে জানাশোনা।

ভাব ও অবস্তুবাচক বিশেষ্যকে বস্তু জীব অথবা ব্যক্তি বাচকরূপে কল্পনা গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালিতে খুব বেশি আছে। যেমন,

(ক) গীতাঞ্জলি : "ইচ্ছা তরঙ্গিছে", "উলঙ্গ পরিচয়", "এই জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা", "করুণ চরণখানি", "করুণাঘন গভীর গোপনতা", "কথা তারে শেষ করে পারে নাই বাঁধিতে", "গগনভরা পরশখানি", "গান দিয়ে হাত বুলিয়ে বেড়াই এই ভুবনে",[২] "গানে গানে গেঁথে বেড়াই প্রাণের কান্না হাসি", "ত্যাগের শূন্যপাত্রটি", "তোমার বাণী সোনার ধারা", "নামের কারাগারে", "পুলকময় পরশে", "বক্ষ ভরি বইব আমি তোমার নীরবতা", "বাসনা যখন বিপুল ধূলায় / অন্ধ করিয়া অবোধে ভুলায়", "বেসুরো জটিলতায়", "মরণ আনে রাশি রাশি", "শ্যামল স্নেহে", "শিশির-ভেজা ব্যাকুলতা", "সকরুণ কর", "সিন্ধুপারের হাসিটি কার আঁধার বেয়ে আস্‌ছে আজি", "সুরের

---

১. Reciprocal Instrumental in Bengali, শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন, *Indian Linguistics*, Taraporewala Com. Vol. দ্রষ্টব্য।

২. অন্ধ যেমন স্পর্শের দ্বারা বুঝিতে পারে।

আলো", "সুরের জাল", "সুরের হাওয়া", "সুরের সুরধুনী", "সোনার গানে", "সোনার তানে", "সোনার সুরে", "হাসিঢালা সুর",

দিগন্তরালে কোন্ ভবিতব্যতা
স্তব্ধতিমিরে বহে ভাষাহীন ব্যথা,
কালো কল্পনা নিবিড় ছায়ার তলে
ঘনায়ে উঠেছে কোন্ আসন্ন কাজে!

এতই আছে বাকি, জমেছে এত ফাঁকি,
কত যে বিফলতা, কত যে ঢাকাঢাকি,

ইত্যাদি।

(খ) গীতিমাল্য: "অন্তবিহীন যতনখানি বহন করে মাথে", "আমার ব্যথায় ব্যথায় পা ফেলিয়া এলে তোমার সুর মেলিয়া", "এ আকাশ দিন গুণিছে", "এ তো তোমার আলোক-ধেনু সূর্যতারা দলে দলে", "কত বসন্ত যে ঢেলেছে তায় অকারণের হর্ষ", "কত রঙের কান্নাহাসি",[১] "কার ইসারা তৃণের অঙ্গুলি", "ঘরভরা মোর শূন্যতারি বুকের পরে","চিরপিপাসিত বাসনা বেদনা","তাই তো পরান পরানপণে হাত বাড়িয়ে মাগে", "নম্র নীরব সৌম্য গভীর আকাশে", "নিতল নীল নীরব মাঝে বাজল গভীর বাণী", "নীরব কান্তি", "বসন্তের এই মাতাল সমীরণে", "রাত্রি এসে যেথায় মেশে দিনের পারাবারে", "শুনতে পাব প্রথম আলোর বাণী", "শেফালি-বনের মনের কামনা", "স্তবের বাণীর আড়াল টানি তোমায় ঢাকি" ইত্যাদি।

(গ) গীতালি: "অগাধ ছুটি", "আকাশে যে গান ঘুমাইছে নিঃস্পন্দ", "আরামের দ্বারে", "আলো-আঁধার আঁচলখানি দিল পেতে" "উদাস প্রাতে", "এ কী রোদন এল ছুটে", "করুণ হাতে", "কাছের ক্ষুধা", "গভীর অন্ধকারে", "গভীর উপবাসে", "গানের মতো চোখে বাজে রূপের ঘোরে", "চোখে দেখিস্ প্রাণে কানা",[২] "তিমির কাঁপিবে গভীর আলোর রবে",[৩] "দিনান্ত মোর দিগন্তে পড়ে লুটে", "দুয়ারে

১. এক ইন্দ্রিয়ের বিষয়কে অন্য ইন্দ্রিয়ের বিষয় করিয়া প্রকাশ। ২. এক ইন্দ্রিয়ের শক্তি অপর ইন্দ্রিয়ে আরোপিত হইয়াছে। ৩. ইন্দ্রিয়ের বিষয়-পরিবর্তন হইয়াছে।

মোর নিশীথিনী রয়েছে কান পাতি",[১] "নানা রঙের ছায়ায় বোনা এই আলোকের অন্তরালে",[২] "নিমেষগুলি শিকল হয়ে আমায় তখন বাঁধে", "প্রাণে বাঁশী বাজায় সন্ধ্যাতারা",[৩] ফাঁদ পেতে রয় সুখের বাঁধন", "ফুলে যে রঙ ঘুমের মত লাগলো", "বক্ষে কাঁপে ভয় ব্যথার স্বর্গে", "ব্যাকুল বাতি", "বাঁধলে যে সুর তারায় তারায়",[৪] "বিকেল যে যায় তারি পিছে", "বীণার বাণী", "ভালোমন্দ ভাঙাচোরা আলোয় ওঠে ভরি", "যে প্রেম কাঁপায় বিশ্ববীণায় পুলকে", "রাত্রি মেলে রাঙা নয়ন রুদ্রদেবের দীপ্তালোকে", "শরৎ-আলোর আঁচল", "শেষ-নিমেষের পেয়ালা-ভরা অম্লান সান্ত্বনা", "সন্ধ্যাতারার হাসির নীচে হবে না তোর শয়ন পাতা", "হাসির মায়ামৃগীর পিছে",

ছড়িয়ে পড়া আশাগুলি
কুড়িয়ে তুমি লও গো তুলি',
গলার হারে দোলাও তারে
গাঁথা তোমার হবে সারা।

শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি
ছড়িয়ে গেল ছাপিয়ে মোহন অঙ্গুলি।
কুঞ্জছায়া গুঞ্জরণের সঙ্গীতে
ওড়না ওড়ায় এ কী নাচের ভঙ্গীতে,
শিউলি-বনের বুক যে ওঠে আন্দোলি।

জীবন আমার দুঃখে সুখে
দোলে ত্রিভুবনের বুকে,
আমার দিবানিশির মালা
জড়ায় শ্রীচরণে।

বস্তুবাচক (ব্যাপক অর্থে) শব্দ ভাব-অর্থে ব্যবহারের উদাহরণ অত্যন্ত কম। যেমন,

ঘরে আমার রাখ্‌তে যে হয় বহুলোকের মন
অনেক বাঁশি অনেক কাঁসি অনেক আয়োজন।

১. বাসরঘরের ব্যঞ্জনা। ২. নানারঙের পর্দার দ্যোতনা। ৩. সন্ধ্যায় নহবতের ইঙ্গিত। ৪. "তারা"র সঙ্গে বীণার "তার"এর ধ্বনিসাম্য লক্ষণীয়।

বিরুদ্ধার্থক শব্দের ব্যবহার করিয়া গভীরতর অর্থ প্রকাশের উদাহরণ :

ব্যথিয়ে উঠে নীপের বন পুলকভরা ফুলে[১]

যে গান কানে যায় না শোনা
সে গান যেথায় নিত্য বাজে[১]

নীরবতায় বাজ্‌চে বীণা বিনা প্রয়োজনে।[২]

সবার চেয়ে কাছে আসা সবার চেয়ে দূর।[৩]

বাঁচাও তাহারে মারিয়া।[৩]

নীরব কোলাহলে।[৪]

প্রয়াসহীন সরল অনুপ্রাসের উদাহরণ :

উদার উষার উদয়-অরুণ কান্তি,
অলস আঁখির আবরণ গেল সরিয়া।[৫]

নিবিড় নিশা নিকষ-ঘন কালো
পরাণ দিয়ে প্রেমের দীপ জ্বালো।[৫]

নিতল নীল নীরব মাঝে বাজ্‌লো গভীর বাণী ;[৩]

নিচল জলে নীল নিকষে সন্ধ্যাতারার পড়লো রেখা,[৩]

ছোটখাট চিত্রকল্পনা গীতাঞ্জলিতে কিছু কিছু আছে। একটি উদাহরণ :

স্তব্ধ হয়ে রইব পড়ে',
রজনী রয় যেমন করে
জ্বালিয়ে তারা নিমেষহারা
ধৈর্যে অবনতা।[৬]

একটি কবিতা-গানে[৭] অজানা বন্দরের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেওয়ার

১. গীতাঞ্জলি ৩৬। ২. ঐ। স্বাভাবিক যমক লক্ষণীয়। ৩. গীতিমাল্য। ৪. গীতালি। তুলনীয় : "তাদের নীরব কোলাহলে" (বলাকা ১৬)। ৫. গীতাঞ্জলি। ৬. এখানে রাত্রিতে সুষুপ্ত সন্তানের শিয়রে জাগরূক মাতার চিত্রকল্পনা। ৭. "লেগেছে অমল ধবল পালে মন্দ মধুর হাওয়া"।

ছবি আছে। এ কল্পনা আগেও পাওয়া গিয়াছে।[১] গীতাঞ্জলির কবিতাচিত্রে দুর্যোগ অতিক্রম করিয়া শান্ত ও অনুকূল অগ্রসরণের ইঙ্গিত রহিয়াছে। কিন্তু সংশয় আছে, কাণ্ডারীর সঙ্গে পরিচয় হয় নাই।

পিছনে ঝরিছে ঝরঝর জল
গুরু গুরু দেয়া ডাকে,
মুখে এসে পড়ে অরুণকিরণ
ছিন্ন মেঘের ফাঁকে।
ওগো কাণ্ডারী, কে গো তুমি, কার হাসিকান্নার ধন।
ভেবে মরে মোর মন,

গীতালির একটি কবিতা-গানে এই মোটিফই দেখা দিয়াছে। তবে এখন কাণ্ডারীর উপর অগাধ আস্থা।

পশ্চিমে তুই তাকিয়ে দেখিস্ মেঘে আকাশ ডোবা,—
আনন্দে তুই পূবের দিকে দেখ্‌না তারার শোভা।
হালের কাছে মাঝি আছে করবে তরী পার।

গীতিমাল্যে যে চিত্রকল্পনা আছে সেগুলি অর্ধাঙ্কিত ও অর্ধব্যঞ্জিত নয়, আলেখ্যের মতই পরিপূর্ণভাবে চিত্রিত। যেমন, শেফালি-বনের মনের কামনা শারদলক্ষ্মীর প্রতিমূর্তি।

এসো সৌরভ ভরি আঁচলে,
আঁখি আঁকিয়া সুনীল কাজলে!...
জ্বালি জোনাকি-প্রদীপ-মালিকা,
ভরি নিশীথ-তিমির-থালিকা,
প্রাতে কুসুমের সাজি সাজায়ে,
সাঁঝে ঝিল্লি-ঝাঁঝর বাজায়ে,
আহা শ্বেত-চন্দন-তিলকে
আজি তোমারে সাজায়ে দিল কে?

গীতালিতে বৃহত্তর চিত্রকল্পনা অনেকগুলি আছে। যেমন, বিষাদিনী সন্ধ্যার বিবরণ। সন্ধ্যা তাহার সোনার অলঙ্কার[২] খুলিয়া

ক্ষণিকা। ২. তুলনীয়: "সন্ধ্যামেঘের শেষ সোনাতে"।

ফেলিয়া আকাশে এলোচুল লুটাইয়া দিয়া অন্ধকার সম্ভারে পূজার আয়োজন করিল। আপনার ক্লান্তি সে "স্তব্ধ পাখীর নীড়ে" ধীরে ধীরে রাখিয়া দিয়া তাহার পর

বনের গহনে জোনাকি-রতন-জ্বালা
লুকায়ে বক্ষে শান্তির জপমালা
জপিল সে বারবার।
ঐ যে তাহার লুকানো ফুলের বাস
গোপনে ফেলিল শ্বাস।...
ঐ যে নয়ন অবগুণ্ঠন-তলে
ভাসিল শিশিরজলে।
ঐ যে তাহার বিপুল রূপের ধন
অরূপ আঁধারে করিল সমর্পণ
চরম নমস্কারে।

একটি গানে নিরাপদ সুষুপ্ত শান্তির আশ্রয়-কূল ছাড়িয়া সংকট-সংশয়ের পারাবারে নিরুদ্দেশ যাত্রার আকর্ষণ চিত্রপরম্পরায় অভিব্যক্ত হইয়াছে। কবি তাঁহার গানের তরী কূল হইতে ভাসাইয়া দিতেছেন অপরিচিত সাগরের বুকে। পরিচিত জীবনের স্নিগ্ধ শান্তি এখন তাঁহার উদ্দিষ্ট নয়,

যেখানে ঐ কোকিল ডাকে ছায়াতলে—
সেখানে নয়।

পরিচিত জীবনের সরল সুখ তাঁহার আর কাম্য নয়,

সেখানে ঐ গ্রামের বধূ আসে জলে—
সেখানে নয়।

নিশ্চিন্ত জীবনের সরল প্রবাহে ভাসিয়া চলা তাঁহার কাম্য নয়। বৃহত্তর, অনাদি অনন্ত জীবনের বিক্ষোভ যেখানে নিরন্তর উত্তাল তরঙ্গ তুলিতেছে. সেইদিকে তিনি তাঁহার গানের তরী ভাসাইয়াছেন।

যেথানে নীল মরণ-লীলা উঠ্‌চে দুলে
সেইখানে মোর গানের তরী দিলেম খুলে।

কোকিল ডাকা ছায়াতলে স্নিগ্ধ শান্তির জীবনের প্রতীক বা পুরস্কার যে বনফুল সে ফুলে কবির প্রয়োজন নাই।

কুঞ্জবনে শাখা হ'তে যে ফুল দোলে
সে ফুল এ নয়।

গ্রামের বধূর কল্যাণস্নিগ্ধ নিশ্চিন্ত প্রেমের প্রতীক বা পুরস্কার যে-গৃহলতিকার ফুল তাহাতেও তাঁহার লোভ নাই।

বাতায়নের পাতা হ'তে যে ফুল দোলে
সে ফুল এ নয়।

তবে কী ফুলের জন্য কবির এই দুর্গম-অভিসার ?

দিশা-হারা আকাশ-ভরা সুরের ফুলে[১]
সেই দিকে মোর গানের তরী দিলেম খুলে॥

১৬. বলাকা

বলাকার কবিতাগুলির রচনারীতিতে নূতন কোন ভঙ্গির পরিচয় নাই। বলাকার অধিকাংশ কবিতার বিষয়বস্তুর কথা ভাবিলে মনে হইতে পারে যে ইহাতে তৎসম শব্দের ব্যবহার বোধ হয় বেশি। কিন্তু তাহা নহে। আগেকার অধিকাংশ কাব্যের তুলনায় বলাকা কাব্যে তৎসম ও তদ্ভব শব্দের অনুপাত অপরিবর্তিত।

বলাকায় উল্লেখযোগ্য তৎসম শব্দ ও পদ এইগুলি: অঙ্ক (=ক্রোড়), অপ্সররমণী, অম্বর, অলক, ইষ্টক, ঈশান, কিঙ্কিণী, কুন্দরাজি, কেতন ("বিজয়কেতন"), গর্জমান, গল, গিরিরাজি, গেহ, গৈরিক, চক্রবাক,[২] চিকুর, তব, ত্রাস, তূর্য, ধাবমান, নব, নীড়, নীহারিকা, পত্রলিখা, পর্যঙ্ক, পল্লবপুঞ্জ, পাথেয়, পাষাণ, প্রস্তর, পুষ্পপুঞ্জ, বিপিন, বিষাণ, বিহঙ্গ, বীথিকা, ভেরী, মম, মহীয়সী, রণশৃঙ্গ, লীলায়িত, শুক্তি, সঞ্চরণ, হর্ম্যচূড়, হংসবলাকা, হিরণ্ময় ইত্যাদি।

তৎসম ধাতু এবং নামধাতু জাত ক্রিয়াপদের ব্যবহার আছে। যেমন, অপেক্ষিছে, আবরি, আঁধারিয়া, উচ্ছ্বাসি, উচ্ছ্বসিয়া, উতারিয়া,

১. অর্থাৎ ফুলের জন্য। "ফুল এ" পাঠ কল্পনা করিলেও চলে।
২. তদ্ভব "চখাচখি"ও আছে।

উদিলে, উদ্ভাসিয়া, উল্লঙ্ঘিয়া, খণ্ডিতে, গুমরি, চঞ্চলিয়া, চমকিছে, চূর্ণিল, ঝঙ্কারি, ঝলকে, ঝাপটিছে, তরঙ্গিয়া, তিষ্ঠিতে, ধ্বনিয়া, ফুকারে, বাহিরিয়া, বিকাশিছে, বিকশিয়া, বিচ্ছুরিয়া, ব্যেপে, ভেদি, মুদিয়া, মূর্ছি, যুঝে (=যুদ্ধ করিয়া), রচিয়াছে, রনরণি, রুধিলে, লঙ্ঘি, শিহরিল, স্খলিয়া ইত্যাদি।

বিশিষ্ট তদ্‌ভব শব্দ ও ক্রিয়াপদ এইগুলি: অদিন, অফুরান, অবুঝ, আগে-ভাগে,[১] আজকে, উঠিল, একবেলাকার, এলেম, করল,[২] কাঁচা, খেপেছে, খোলসা, তাহাসনে, গেছি, ঘোমটা, ঠাঁই, ঢেলা, দাবিদাওয়া, তু-ফাঁক, দুল (=কর্ণাভরণ), দেদার, নেয়ে (=নাবিক), পুঁজি, ফসলখেত, ফাঁকা, ফাঁকি, বিবাগী, "ভাবলি নে", মাচা, শিকারি, হচ্ছিল, হয় নি, হুলুস্থুলু ইত্যাদি।

পুরানো কাব্যের ভাষার শব্দ ও পদ কিছু কিছু আছে। যেমন, আশা, জনম, তোরে, দিঠি, পরশ, বরণ, বরষ, বঁধু, বারতা, বায়, মগন, মরি,[৩] মূরতি, মোদের, মোরে, যতন, রতন, লগন, স্বপন, হিয়া, হেরো[৩] ইত্যাদি।

বলাকায় সমাসের ব্যবহারে বৈচিত্র্য অব্যাহত আছে। বিভিন্ন সমাসের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

দ্বন্দ্ব: ওঠাপড়া, ভাঙাগড়া ইত্যাদি।

কর্মধারয়: চোরা-ধন, পাণ্ডুভাসে, ম্লানহাসে, রাজবিরহী, শ্যামশ্রী, ইত্যাদি।

তৎপুরুষ: কাষ্ঠলোষ্ট্রসুদৃঢ় ("—মুষ্টিতে"), কাঁদন-ভরা ("—হাওয়া), কীটেকাটা (—"পুষ্পসম"), ঝঙ্কারমুখরা, দুঃখ-অভিহিত, নিদ্রানীরব, নিমেষনিহত, প্রকাশলজ্জায়, প্রেমের-কাঁদন-ভরা ("—চিরনিরুদ্দেশ"), বৃষ্টিধোওয়া, মর্মরমুখর, শব্দরেখা, শিশির-ছলছল ("আকাশটি এই—"), শিশিরমন্থন, সমুদ্রস্তনিত ("—পৃথ্বী") ইত্যাদি।

প্রথম পদ বিশেষণস্থানীয় বিশেষ্য অথবা উপমেয়: অস্ত-অন্ধকার,

---

১. "আগে-ভাগেই বাজিয়ে দিলি বাঁশি"।

২. ইহার পূর্বে এমন পদ খুব কম পাওয়া গিয়াছে। ৩. ক্রিয়াপদ।

আনন্দকুসুম, উচ্চহাস্য-অগ্নিরসে, কাকলিকল্লোলে, ছায়াতরী, ছায়াবটে, নক্ষত্রবাতায়নে, নৃত্যমন্দাকিনী, পাষাণসুন্দরীরে, পুলকপরশ, বক্ষোহারে, বসন্তকাননে, বস্ত্রফেনা, বহ্নিবন্যাতরঙ্গের, বিরাগকুশাঙ্কুরের মধুমধ্যাহ্নের, শিকলবেদীর, শিশিররাত্রে, সন্ধ্যাতাপসীর, সন্ধ্যারবির ইত্যাদি।

প্রথম পদ উপমান : বজ্রসুকঠিন, হেমকান্ত ইত্যাদি।

উপপদ : অশ্রুগলা[১] ("—গান"), গন্ধঢালা, ঘর-ছাড়ানো ("—বাতাস"), জীবন-মরণ-তুফানতোলা ("—ব্যাকুল বসন্ত"), দীপনেবা ("—অন্ধকারে"), পুঁথিপোড়োর, বাঁধন-ছেঁড়া (—"হাওয়া"), ভূতল-গগন-মূর্ছিত-বিহ্বল-করা ("—আলিঙ্গন"), সারারাত্রি-পথ-চাওয়া ("—কম্পিত আলোর"), হৃদয়ফাটা ("অন্ধকারের—আলোক জ্বলজ্বল"), হিসাবভোলা ("ওরে—") ইত্যাদি।

বহুব্রীহি : অকারণ অবারণ ("—চলা"), অকূল ("—আলোতে"), অগৌরবার, অতল ("—আঁধারে"), অশ্রু-আঁখি ("—তোমারে কাঁদিয়া ডাকি"), উন্মনা, কালি-ঢালা ("কালো রাতের—ভয়ের বিষম বিষে"), ক্লান্তসন্ধ্যা ("—দিগন্তের"), ক্লান্তস্রোত ("—শীর্ণ নদী"), পাতা-ঝরা ("—তপোবনে"), সিক্তপলক ("—আঁখি") ইত্যাদি।

প্রথম পদ বিশেষণস্থানীয় উপসর্গ অথবা অব্যয় : আধোজাগা ("—নয়নের"), চিরনিরুদ্দেশ, নিত্য-উচ্ছ্বসিত, প্রতি-তারা ("আকাশের—") ইত্যাদি।

বাক্যাংশ সমাস : চোখে-চোখে কানে-কানে ("—কথা"), বারে-বারে-ফিরে-যাওয়া বারে-বারে-ফিরে-আসা ("— —হয়ে") ইত্যাদি।

বলাকায় "মহা" পূর্বপদ দিয়া কোন সমাস-পদ পাই নাই। নির্দেশক প্রত্যয়ের ব্যবহার বেশ কম। যেমন, আলোকটি, দুঃখখানি, বদনখানি ইত্যাদি।

কয়েকটি পদে "পুঞ্জ" বহুবচনের প্রত্যয়ের মত যুক্ত আছে। যেমন,

---

১. যে গান অশ্রু গলায়—এই অর্থে উপপদ সমাস। অশ্রু হইতে গলিয়া পড়া—অর্থে তৎপুরুষ সমাস হইবে।

পল্লবপুঞ্জ, পুষ্পপুঞ্জ, ভীরুতাপুঞ্জ ইত্যাদি। এইভাবে "রাজি" এবং "রাশি"ও আছে। যেমন, গিরিরাজি, সুখস্বপ্নরাশি ইত্যাদি।

সমধাতুজ কর্মকারকের কয়েকটি উদাহরণ আছে। যেমন, "কেবলি ফাঁদ ফাঁদবে···মরণসাধন সাধবে", "খোঁজে কেমন খোঁজা", "তোমা-কাছে যত ধার সকলি ধারিব", "দেখিয়াছ কত দেখা", "ধারিনে তার ধার গো" ইত্যাদি।

সমধাতুজ অধিকরণকারকের একটি উদাহরণ পাইয়াছি: "দুলিয়ে দিলে নানা রূপের দোলে"।

নিপ্প্রয়াস অনুপ্রাসের উদাহরণ বেশি নাই। যেমন, "নিঃশেষ নির্মল নীলে বিকশিছে নিখিল গগন", "অবসন্ন বসন্তের বিদায়ের বিষণ্ণ নিঃশ্বাস", "অকস্মাৎ সংঘাতের ঘর্ষণে ঘর্ষণে" (১১)।

অবস্তু ও ভাবকে বস্তু ও ব্যক্তিরূপে উপস্থাপনের উদাহরণ: "অদৃশ্যের অন্ধ মরু", "অরণ্যের ব্যাকুলতা", "অবসন্ন গান", "উদাস প্রান্তর", "উন্মত্ত দুর্দিন", "ক্ষমার প্রভাত", "দিগঙ্গনার অঙ্গন", "পাগ্‌লামি, তুই আয়রে", "বসন্তের পুষ্পিত প্রলাপে", "ব্যাপ্ত ব্যাকুলতা", "বিদ্যুতের দুল", "বিনিদ্র স্নেহের", "বেগের আবেগ", "মাতাল ভোরে", "সঞ্চয়ের অচল বিকারে", "সন্ধ্যার করবী", "সেই অতিথির ঢাকতে পথের ধূলা তোরা আপন মরণ দিলি পেতে", "শাখায় শাখায় তোদের কোলাহল গন্ধে রঙে ছড়ায় বনময়", "পঙ্গু মূক কবন্ধ বধির আঁধা / স্থূলতনু ভয়ঙ্করী বাধা"।

বিশেষ নামকে সাধারণ বিশেষ্যের অর্থ দেওয়া পূর্বেকার রচনায় একেবারে অপরিচিত নয়।[১] তবে বলাকায় এই ইডিয়ম স্পষ্টভাবে দেখা দিয়াছে। যেমন, "দানের শ্রাবণে",[২] "ফাল্গুনের নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে",[৩] "ফাল্গুনের সুরাপাত্র", "যেদিন শ্রাবণ নামে দুর্নিবার মেঘে" ইত্যাদি।

সর্বনামকে বিশেষ্যের মত ব্যবহারও মাঝে মাঝে আছে। যেমন,

---

১. যেমন, "মানুষের নারায়ণে তবুও কর না নমস্কার" (গীতাঞ্জলি), "নিত্য-কালের ফাল্গুনেরি হাওয়া" (গীতালি)।

৩. অর্থাৎ অজস্র বর্ষণ। ৩. অর্থাৎ বসন্ত সমীরণে।

এই বেলা নে বরণ করে
সব দিয়ে তোর ইহারে।

ওরা আছে দুয়ার ঝেঁপে, চক্ষু ওদের ধাঁধবে।

বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান কল্পনার উদাহরণ দিতেছি।

নিম্নে উদ্ধৃত অংশে ঝটিকাক্ষুব্ধ উত্তাল সমুদ্রের ছবিতে (৫) নৌযাত্রীর সংশয়-ভয় যেন বিষ হইয়া[১] সাগরের নীল জলরাশিতে ও দুর্যোগ রাত্রি-অন্ধকারের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। আর সে বিষের প্রকোপে আকাশ মূর্ছিত হইয়া সমুদ্রের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।

কালো-রাতের কালি-ঢালা ভয়ের বিষম বিষে
আকাশ যেন মূর্ছি পড়ে সাগরসাথে মিশে,
উতল ঢেউয়ের দল খেপেছে, না পায় তারা দিশে,
উধাও চলে ধেয়ে।

ঘরছাড়া বৈরাগিণীর পূজা-অভিসারযাত্রায় উদ্দাম নৃত্যের প্রতিমানে ঋতুচক্রের আবর্তন বর্ণনা (৮)।

উন্মত্ত সে অভিসারে
তব বক্ষোহারে
ঘন ঘন লাগে দোলা—ছড়ায়ে অমনি
নক্ষত্রের মণি,
আঁধারিয়া ওড়ে শূন্যে ঝোড়ো এলোচুল,
দুলে ওঠে বিদ্যুতের দুল,
অঞ্চল আকুল
গড়ায় কম্পিত তৃণে,
চঞ্চল পল্লবপুঞ্জে বিপিনে বিপিনে
বারম্বার ঝরে ঝরে পড়ে ফুল
জুঁই চাঁপা বকুল পারুল
পথে পথে
তোমার ঋতুর থালি হতে।

---

১. সমুদ্রমন্থনের পূর্বে হলাহল সমুদ্রগর্ভে ছিল। এখানে এই পুরাণকাহিনীর ইঙ্গিত থাকিতে পারে।

শীতের মাঝখানে বসন্তের অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব যেন স্তব্ধ তপোবনে মাতালের তাণ্ডব।

পউষের[১] পাতা-ঝরা তপোবনে…
টলিয়া পড়িল আসি বসন্তের মাতাল বাতাস,
নাই লজ্জা নাই ত্রাস,
আকাশে ছড়ায় উচ্চহাস[২]
চঞ্চলিয়া শীতের প্রহর
শিশিরমন্থর।

শস্যক্ষেত্র দিগন্তে আকাশের প্রান্তে লীন হইয়া গিয়াছে,—এই কল্পনা (২৫)—"শ্যামশ্রী মূর্ছিত হয়ে নীলিমায় মরিছে যেখানে"—ইহার সহিত তুলনা করা যায়ঃ "আকাশ যেন মূর্ছি পড়ে সাগর সাথে মিশে" (৫)। প্রথম কল্পনার পশ্চাৎপট দিগন্ত দ্বিতীয় কল্পনায় সাগর।

এক ইন্দ্রিয়ের বিষয়কে অপর ইন্দ্রিয়ের বিষয় করিয়া অথবা অন্য উপায়ে বিরুদ্ধ ধর্মের ও ক্রিয়ার উপস্থাপনের কয়েকটি সুন্দর উদাহরণ বলাকায় আছে। যেমন, "শব্দের বিদ্যুৎছটা শূন্যের প্রান্তরে / মুহূর্তে ছুটিয়া গেল দূর হতে দূরে দূরান্তরে" (৩৬), "তৃণদল মাটির আকাশ পরে ঝাপটিছে ডানা" (ঐ), "নক্ষত্রের পাখার স্পন্দনে / চমকিছে অন্ধকার আলোর ক্রন্দনে" (ঐ)।

সেই সব দেখা আজি শিহরিছে দিকে দিকে—
ঘাসে ঘাসে নিমিখে নিমিখে,
বেণুবনে ঝিলিমিলি পাতার ঝলক ঝিকিমিকে। (৩৯)

সে-গান আমি শোনাব যার কাছে
নূতন আলোর তীরে, (৪৩)

দূর হতে দূরে,
বাজে পথ শীর্ণ তীব্র দীর্ঘতান সুরে, (৪৫)

আরও জটিল প্রতিমানের উদাহরণঃ

১. সাধুভাষায় শব্দটির উচ্চারণ "পোউস", অর্থাৎ "ঔ" দ্বিস্বর। এখানে ছন্দের জন্য "ওউ" অর্থাৎ দুই স্বর। তাই এই বানান। ২. মাতাল যেমন ধুলা বালি ছড়ায়।

এমনি করেই দিনে দিনে—
আমার চোখে লও যে কিনে—
তোমার সূর্যোদয়। (৩১)

তখন আমার অঙ্গ ভরে নূতন বসনখানি,
পাড়ে পাড়ে ভাঁজে ভাঁজে করবে কানাকানি।[১] (৩৮)

আমার সুরের পর্দাটি[২] আজ হঠাৎ গেল উড়ে
তোমার গানের পানে।
সকাল বেলায় আলো দেখি তোমার সুরে সুরে
ভরা তোমার গানে। (৩৪)

পূর্ণিমারে দিলে হাসি।
দুঃখখানি দিলে মোর তপ্তভালে থুয়ে,
অশ্রুজলে তারে ধুয়ে ধুয়ে
আনন্দ করিয়া তারে ফিরায়ে আনিয়া দিই হাতে
দিনশেষে মিলনের রাতে। (২৮)

এখানে অদৃষ্টের দুঃখে কপালে মালিন্যময় টীকার (বা ললাটিকার অর্থাৎ টীকলির) ইঙ্গিত।

১৭. পূরবী

পূরবীর কবিতাগুলির মধ্যে ভাবের বিভিন্নতা আছে। সেই বিভিন্নতা কবিতাগুলির ভাষাতেও প্রতিফলিত হইয়াছে। সরস কবিতাগুলি সংখ্যায় খুব কম বলিয়া স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হইল না।

পূরবীর ভাষায় তৎসম শব্দের বহুলতা আছে কিন্তু উৎকটতা নাই। এই তৎসম শব্দগুলি উল্লেখযোগ্য : অনির্বচনীয়, অভিসারিকা, অভিসারিণী, অম্বর, অমরাবতী, অর্গল, অয়ি, আকৃতি, আবর্জন, আলিম্পন, উদ্দীপ্ত, উদ্‌বোধিনী, উৎক্ষেপ, কন্দর, কপোত, কিশলয়, কিঙ্কিণী, কিংশুক, কুজ্ঝটিকা কুলিশপাণি, কুহেলিকা, কৃপাণ, কেকা, কেতন,

---

১. এখানে বসনের সঙ্গে নদীর তুলনা। "পাড়" দুই পক্ষেই খাটে। "ভাঁজ"ও খাটে, নদীর বাঁকই তাহার "ভাঁজ"। ২. এখানে শ্লেষের ছোঁওয়া আছে।

গেহ, চেতন, তাপস, তূণ, দ্বন্দ্ব, দিগঙ্গনা, দিগ্বলয়, দিগ্বধূ, দীপালিকা, নিকেতন, নির্ঝরিণী, নির্ঘোষ, নিশীথিনী, পন্থা, পর্ণ, পরিমল, প্রদোষ, পান্থ, পাথেয়, পার্বণ-ক্ষণ, প্লাবন, প্রাণস্পন্দ, পুর, পুলিন, পৃথ্বী, পেটিকা, বন্ধুর, বল্লরী, বসুন্ধরা, বাতায়ন, বিহঙ্গ, বিনম্র, বিস্ফুরিত, বুভুক্ষিত, ভঙ্গুর, ভূষা, মন্বন্তর, মঞ্জুল, মজ্জন, মাঙ্গল্য, যবনিকা, রভস, রক্তাংশুক, লুপ্তি, শিখী, স্পন্দিত, সুপ্তি, হুতাশন ইত্যাদি।

উল্লেখযোগ্য তদ্‌ভব শব্দঃ আলা, আঙুল, কাঙালি, কুয়াশা, খেপা, গিঁট, গুলিগোলা, চিকন, জাঁতা, ঝাপট, ঝালর, নাগাল, পাঁতি, ফোয়ারা, মহল, শুকনো ইত্যাদি।

কাব্যের ভাষার পদ ঃ আছিল, কভু, গরজিল, ছায়ে, তব, তরাসি, দেয়া, ধেয়ায়, পরশ, পাসরি, পুছে, পুছিলাম, বঁধু, বরণ, বরিষণ বারতা, বায়ে, ভনে, মম, যথা, যবে, হরষ, হিয়া, হেথা, হেরিয়া, হোথা ইত্যাদি।

তৎসম ধাতুর (ও নামধাতুর) পদ ঃ আকুলিছে, আন্দোলিছে, আলোকি, উচ্ছ্বসি, উদ্বোধিল, উন্মথিয়া, উন্মেষিল, কণ্টকিয়া, ক্রন্দিয়া, কুহরে, গর্জি, গুঞ্জরিয়া, ঝঙ্কারিছে, নিশ্বসি, নিঃস্বনিছে, বাহিরিবে, ব্যাকুলি, বিরাজে, বিরচিয়া, মন্দ্রিল, মর্মরিয়া, মুখরিল, মূর্ছিল, রাজে, লক্ষিয়া, সমর্পিব, সম্ভবে, সম্বরিয়া, সংহারিয়া, সঞ্চারি, সঞ্চারে ইত্যাদি।

ধ্বন্যাত্মক নামধাতুর পদ ঃ কলকলিয়ে[১], গুনগুনিয়ে, ছম্‌ছমিয়ে[২], ছলছলে,[৩] থরথরিয়ে ইত্যাদি।

আম্রেড়িত ও প্রতিধ্বনিত ক্রিয়া ও নামপদ ঃ গুন্‌গুনানি, ঝম্‌ঝমানি, ধড়ধড়ানি,[৪] রিমিঝিমি, চেপেচুপে, ঠেলেঠুলে ইত্যাদি।

নির্দেশক প্রত্যয়ের ব্যবহার কিছু কিছু আছে। যেমন, আড়াল-খানা, গন্ধটুকু, গাছটির, গুণ্ঠনখানি, চিহ্নগুলায়, "চিরটাকাল", ধ্যান-

---

১. "ঝরণা ঝরে কলকলিয়ে"। ২. "ছম্‌ছমিয়ে এল রাতি ভুবনডাঙার মাঠে"। ৩. "শরতে দিগন্ততলে / ছলছলে / তোমার যে অশ্রুর আভাস"। ৪. "গুলিগোলার ধড়ধড়ানি বুকের মধ্যে থরথরম"।

খানি, নদীটির, প্রতিমুহূর্তটি, বিছানাটা, বেদনখানি, মনখানি, "লাজুক আলোখানি", সন্ধ্যাটির, সৃষ্টিগুলি ইত্যাদি।

বিশিষ্ট সমাসের উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

দ্বন্দ্ব : নীল-সোনালীর (" সান্ধতে")।

কর্মধারয় : কলোচ্ছ্বাসে, গুপ্তপ্রাণে, ঘনজনতার, চমক-আলোর ("—তাল"), চল-চাহনিতে, দূর-গগনের,[১] পিছু-ঘাটের ("—গানে"), বাহির-তীরে, মন্দ্রসুরের, মহানিস্তব্ধের, রাঙা-রঙীন ("—বেলায়") ইত্যাদি।

তৎপুরুষ : (ক) দ্বিতীয়া : আকাশ-বিস্তীর্ণ ("—ক্লান্তি")।

(খ) তৃতীয়া : অশ্রুঘন, অশ্রুধৌত, ক্লান্তি-অলস, খেলাভরা ("—মুক্তির অমৃত"), গীতরিক্ত, গীতহীন ("—রজনীর তারা"), জন্মমৃত্যু-তরঙ্গিত, জ্যোতিহীন ("—সীমা"), তৃণরোমাঞ্চিত ("—ধরণীতে"), ধূলিকীর্ণ, প্রলয়-উজ্জ্বল, ফুল-ঝরাবার ("—বাতাস"), বেণুবনচ্ছায়াঘন ("—সন্ধ্যায়"), ভয়কণ্ঠ ("—উৎকণ্ঠিত সুখে"), মদিরা-মত্ত ("—মিলন রাতে"), মৃত্যুতরঙ্গিণীধারা-মুখরিত ("—ভাঙনের ধারে"), মেঘে-ভরা ("—বৃষ্টিঝরা দিনে"), রক্তিমালাঞ্ছিত, শিশিরচ্ছুরিত ("—শেফালির উৎসুক আলোক"), শিশিরশিহরা,[২] শিশির-সিঞ্চিত, সঙ্গিনীহীন ("—আঁখি"), স্মিতহাস্য-বিকশিত ("—লাজ"), সুপ্তিসুগম্ভীর ("—মৌনী প্রহরীর মত") ইত্যাদি।

(গ) চতুর্থী : অসীম-নীলিমা-তিয়াষি ("—বন্ধু মম"), আকাশযাত্রীর, আলোকব্যগ্রতা ("আঁধারের—"), খেলাখেপা[৩] ("—বালকের মতো"), বর্ষণকাঙাল ("—মেঘের"), সঙ্গকাঙাল ইত্যাদি।

(ঘ) ষষ্ঠী : তরঙ্গভঙ্গিমা, প্রাণস্পন্দ, বিশ্বদুলাল, ভ্রূভঙ্গিমা, রাত-ভোরে, শিউলিঝরা ("কোন শান্ত—শুকরাতে") ইত্যাদি।

---

১. "দূর" বিছিন্ন বিশেষণরূপেও আছে: "দূর পারে"।

২. "শিশিরশিহরা পল্লব ঝলমল, / বেণুশাখাগুলি থনে থনে টলমল"।

৩. সপ্তমী তৎপুরুষও বলা যায়।

(ঙ) সপ্তমী : কুলায়-ফেরা ("—পাখি"), গোপনে-কাঁদায় ("—রাতি"), ভগ্নভিত্তিলগ্ন, যাত্রাসহচরী, রূপনিঃস্ব ইত্যাদি।

(চ) প্রথম পদ ক্রিয়াবিশেষণ : কলগুঞ্জিত, ক্ষণদীপ্ত, চির-নির্মল, চিরপ্রত্যাশার,[১] চিরবাঞ্ছিত, নতুনফোটা ("—গানের কুঁড়ি"), নিত্য-গাওয়া[২] ("—গান"), নিবিড়নিবদ্ধ ইত্যাদি।

উপপদ : আকাশ-কাঁদা ("—বাঁশি"), কাজভোলা ("—সব ক্ষেপার দলে"), কূলডোবানো ("—স্রোতে"), গন্ধ-ছোঁওয়া ("কনক-চাঁপার—বনের অন্ধকারে"), গহনবাসীরে ("অন্তরের—"), গোষ্ঠে-চলা ("—ধেনুসম"), জোনাক-জ্বালা[৩] ("—বনের"), তারা-ঝরা ("নির্ঝরের—"), তিমির-মথন ("—শুভ্ররাগে"), পদচারী ("—কালের"), পথ-বাসিনীর, পথভোলানো ("শিশু-চাঁদের—পারিজাতের ছায়াবীথি"), পরাজয়কামী, পাথরকাটা ("—পথ চলেছে"), প্রাণ-কাড়া, ফুল-ফুটানো ("—তোমার লিপি"), বাঁধনকাটা ("—ভাবনা"), বাঁধনহারা ("—শ্রাবণধারাপাতে"), বিশ্বচেতন ("—কেতন"), বৃষ্টিঝরা[৪] (—দিনে"), মনভরানো ("—পাওয়ায় ভরা"), মনহারানো ("—হাওয়া"), রঙফেরানো ("—মায়ার বেশে"), শাসন-নাশন ("স্থবিরের—"), সবফুরানো ("—পথের শেষে"), স্বর্গভোলা ("—পারিজাতের"), স্বপনবনবাসিনী ইত্যাদি।

প্রথম পদ বিশেষণস্থানীয় বিশেষ্য : অশ্রুহাসির, উদয়সূর্যের ("—পানে"), কৌতূহলকোলাহল, তিমিরতারায়, তিমিরবক্ষ ("সুপ্তির—"), তিমিররাত্রির ("—বাণী"), দিনান্তরবি, পণ্যযান, প্রভাত-আকাশে, প্রভাতগগনে, প্রলয়তিমিরে, ফাগুনপ্রাতে, বজ্রভেরী,

১. এখানে কর্মধারয় ধরা যায়। ২. "নিত্য-শিশু",—এখানে "নিত্য" বিশেষণ, সুতরাং কর্মধারয় সমাস। ৩. বহুব্রীহিও বলা যায়। ৪. "দিন" মেঘ ধরিলে উপপদ, না ধরিলে বহুব্রীহি।

বনসরসীর ("—তীরে"), বসন্তপ্রভাতে, বাদল-রাতের, যন্ত্র-জাঁতায়,[১] শৈলপাষাণ[২] ("—যায় তো খয়ে"), স্বপ্নচোখে ইত্যাদি।

প্রথম পদ উপমানবাচক : কেশর-সুগন্ধি ("কদম্বের—লিপি-খানি"), বিদ্যুৎ-নাচন ("—গানে"), রুদ্ধদ্বার-রাত্রি ("—অবসানে"), হংসশুভ্র ("—মেঘের ঝালর") ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পদ উপমানবাচক : অমা-অন্ধকার-রন্ধ্রে, অশ্রুঢেউ ("কাঁদনহাসির—"), আলোকবেণুর, কল্লোলমরুর, কুহেলি-গুণ্ঠন ("—তলে"), খেয়ালখেয়ায়, ছায়ামঞ্জীর, তন্দ্রাযবনিকা, দুখবাদলের, নক্ষত্রমালিকা, প্রাণজাহ্নবীরে, বহ্নিবীণা, বিশ্বগীতিনির্ঝরের, বিশ্বগীত-পদ্মদলে, বেদনাপদ্মের ("—বীণাপাণি"), বেদনাবিদ্যুৎ, ভাবনাবাউল ("—বেড়ায় ঘুরে"), ভাসানখেলায়, রাত্রিনীড়ে, রাত্রিরাণীর, রেখালতা ইত্যাদি।

বহুব্রীহি : অদেখা, অধরা ("—স্বপন"), অনামারে ("—ডাক"), অন্যমনা, আন্‌মনা, উন্মনা, কাঁপনলাগা ("—বনে"), কুলিশপাণি ("—পুলিশ"), জ্বলজ্জটা ("—ভীষণ বৈশাখে"), তক্‌মাঝোলা ("—নয় তাহাদের খাকি"), নম্রহাসি ("—আকন্দ"), নিরর্থ, নিরানন্দ, নিরালোক, নীরবসঙ্গীত ("—বজ্রভেরী"), ফুলবিছানো ("—ভুঁয়ে"), বিস্মৃতপরিচয় ("যাত্রীরা তব—"), শিশিরঝলা ("—পথে"), শুকনো-পাতা ঝরা-ফুলের ("—পথে") ইত্যাদি।

বাক্যাংশ-সমাস : কাজচলাগোছ ("—সেবা"), নাম-না-জানা ("—পাখী"), নাম-না-জানা ("—ফুলে"), না-বোঝার ("—প্রদোষ-আলোকে"), মন্‌-কেমনের ("—হাওয়া"), শেষ-না-করা ("—কথা"), সূর্য-ওঠার ইত্যাদি।

কারকপদের ব্যবহারে বিশেষত্ব দেখি, একটিমাত্র স্থানে কর্মকারকের "-কে" বিভক্তির ব্যবহার। অপর সব স্থানে "-রে" বিভক্তি। উদাহরণটি এই : "উমাকে কাঁদাতে চাও বিচ্ছেদের দীপ্তদুঃখদাহে"। এই কবিতার শেষ দিকেই আছে—"সে দিন কবিরে ডাক"।

---

১. এখানে জাঁতার তৎসম মূল "যন্ত্র" বিশেষণের মত।

২. এখানে "শৈল" মানে বৃহৎ শিলাখণ্ডবৎ, অর্থাৎ দুর্ভেদ্য।

সমধাতুজ কর্ম : সমধাতুজ কর্মকারকের কয়েকটি উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন, "উঠিবে কঠিন হাসি হেসে", "এ খেলা খেলেছি বারম্বার", "এমনি রঙের খেলা নিত্য খেলে", "কী ভুল ভুলেছিলেম, আহা", "খেলবে হোলির ফাগ"[১], "সে তার গোপন হাসি হেসেছে" ইত্যাদি।

সমধাতুজ করণ : "বড় জ্বলায় উঠলো জ্ব'লে", "হাসিয়ো মধুর উচ্চ হাসে" ইত্যাদি।

বিশেষণস্থানীয় সম্বন্ধপদের ব্যবহার রবীন্দ্রকাব্যে সর্বত্র পাওয়া যায়, কিন্তু পূরবীতে তাহার ব্যবহারে বেশি বৈচিত্র্য দেখা যায়। যেমন, "অকারণের খেলা", "দৃপ্ত-বেগের বিজয়-রথে", "প্রতিদিনের বেশে", "পাত্রটি সুধার / বিশ্বের ক্ষুধার", "বিস্মরণের গোধূলিক্ষণের আলোতে", "রক্ত-ধূলির পথ-বিপথে", "শেষের পেয়ালা", "স্বপ্নে-চলার পথিক-মতো", "সে ক্ষণকালের দীপে চিরকাল উঠিত আলোকি" ইত্যাদি।

ভাব ও অবস্তু বাচক শব্দের বস্তু ও জীব বাচক (অর্থাৎ রূপকারূঢ়) প্রয়োগ পূরবীতে বেশি করিয়া চোখে পড়ে। যেমন, "অতীতকালের আনন্দরূপ বর্তমানের বৃন্তদোলায় দোলে", "অরুণের করুণ আলোতে", "আনন্দিত সর্বনাশে", "আমার নয়নে মনে ঢেলে দেয় সুনীল সুদূর", "আঁখির নীলাম্বরে", "আঁখির দেখায় আঁচল ঠেকায়", "উৎসুক আলোক", "কথাভরা আভা", "করুণ ভীরু গন্ধ", "তরুণীর প্রেমাবিষ্ট আঁখির ঘনিষ্ঠ নিঃশব্দ নিশায়", "তিমিরে তোমার পরশলহরী দোলে, / হে বনতরঙ্গিণী", "নীল আকাশের বিরামখানি", "পরিপূর্ণ অবকাশ করিলাম পান", "প্রহর যত/মন্দ-গমন ছন্দে লুটায়", "পীড়িত প্রার্থনা", "বঞ্চিত মুহূর্তখানি", "বাসাহারা গন্ধ বেড়ায় মনের অন্ধকারে", "বৃন্ত যেন চুরির ছুরি", "বৃহৎ পরিহাস", "বেড়া-ঘেরা বিষম নির্বাসনে", "ভীরু দীপশিখা", "রোমাঞ্চিত নিঃশব্দ নিশায়", "শূন্য বালুর একটি প্রান্তে ক্লান্ত বারি স্রস্ত অবহেলায়", "সঙ্গশূন্য সায়াহ্নের বৈরাগ্যনিঃশ্বাস", "সরোবরের গম্ভীরতায়", "সর্বনাশী অবিশ্বাসী ধূলি", "নীলকান্ত

---

১. ইহা অর্থের দিক দিয়া সমধাতুজ (non-etymological) কর্মের উদাহরণ।

আকাশের থালা, / তারি 'পরে ভুবনের উচ্ছলিত সুধার পিয়ালা"[১], "ভালো লাগে রৌদ্র যখন পড়ে মেঘের ফন্দীতে; / রবির সাথে ইন্দ্র মেলেন নীল-সোনালীর সন্ধিতে"[২], "একদা সে দিনগুলি তোমার পিঙ্গল জটাজালে, / শ্বেত রক্ত নীল পীত নানা পুষ্পে বিচিত্র সাজালে"[৩] ইত্যাদি।

সাধারণ উপমা বেশি নাই। যাহা আছে তাহা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। যেমন,

ক্লান্ত ভীরু পাখির মতো কম্পিত চুম্বন,

বধূ যথা গোধূলিতে শেষ ঘট ভ'রে
বেণুচ্ছায়াঘন পথে অন্ধকারে ফিরে যায় ঘরে
সেইমতো হে সুন্দর, মোর অবসান
তোমার মাধুরী হতে
সুধাস্রোতে
ভরে নিতে চায় তার দিনান্তের গান।[৪]

চমকপ্রদ উৎপ্রেক্ষার ও বিরাট প্রতিমান-কল্পনার উদাহরণ অনেক আছে। যেমন,

সে মন্ত্রে উঠিল মাতি সেঁউতি কাঞ্চন করবিকা,
সে মন্ত্রে নবীন পত্রে জ্বালি দিল অরণ্যবীথিকা
শ্যাম বহ্নিশিখা।[৩]

নিঃশব্দচরণে উষা নিখিলের সুপ্তির দুয়ারে
দাঁড়ায় একাকী,
রক্ত-অবগুণ্ঠনের অন্তরালে নাম ধরি কারে
চ'লে যায় ডাকি।
অমনি প্রভাত তার বীণা হাতে বাহিরিয়া আসে,
শূন্য ভরে গানে,[৫]

১. পঁচিশে বৈশাখ। ২. শিলঙের চিঠি। ৩. তপোভঙ্গ। ৪. শেষ।
৫. আহ্বান।

শুনিলাম নক্ষত্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাজে
আকাশের বিপুল ক্রন্দন ; দেখিলাম শূন্য-মাঝে
আঁধারের আলোকব্যগ্রতা।[১]

সূর্যাস্তের পথ দিয়ে যবে
সন্ধ্যাতারা উঠে আসে নক্ষত্রসভায়,[২]

কালের রাখাল তুমি সন্ধ্যায় তোমার শিঙা বাজে,
দিনধেনু ফিরে আসে স্তব্ধ তব গোষ্ঠগৃহ-মাঝে
উৎকণ্ঠিত বেগে।
নির্জন প্রান্তরতলে
আলেয়ার আলো জ্বলে,
বিদ্যুৎ-বহ্নির সর্প হানে ফণা যুগান্তের মেঘে।
চঞ্চল মুহূর্ত যত অন্ধকারে দুঃসহ নৈরাশে
নিবিড়নিবদ্ধ হয়ে তপস্যার নিরুদ্ধ নিশ্বাসে
শান্ত হয়ে আসে।[৩]

ঝিল্লি যেমন শালের বনে নিদ্রানীরব রাতে
অন্ধকারের জপের মালায় একটানা সুর গাঁথে,[৪]

ইত্যাদি।

১৮. মহুয়া

মহুয়ার কবিতার ভাষা পূরবীর তুলনায় অনেক হালকা, তবে বৈচিত্র্য কম নয়।

উল্লেখযোগ্য তৎসম শব্দ এইগুলি : অয়ি, অলক্ত, অলিন্দ, অশনি, আগ্নেয়, উদ্‌বোধিনী, উষসী, কঞ্চুলিকা, কার্মুক, কীর্ণ, কুজ্ঝটিকা, কুবলয়, খরতর, চন্দ্রমা, তড়িৎবৎ, তত্ত্ববিদ্‌, ত্রিদিব, তূর্ণ, দয়িতা, দুকূল (=পরিধেয় বস্ত্র), দেহলি, নিশাচরী, নিষ্কলুষা, প্রিয়ে, বল্‌গা, বহুমান, বিহঙ্গম, বীথিকা, ব্যূহ, ভ্রূকুটিল, ললাটিকা, শর্বরী, শুশ্রূষা, সরণী, স্পর্শন, হ্রেষা ইত্যাদি।

১. সমুদ্র। ২. পদধ্বনি। ৩. তপোভঙ্গ। ৪. আনমনা।

অর্ধ-তৎসম (কাব্যভাষার) শব্দ : দিঠি, ধেয়ান, নিতি, পরশ, বারতা, বায়, মগন, মগনা, লগন, হিয়া ইত্যাদি।

তৎসম ও অর্ধতৎসম ধাতুজাত (ও নামধাতুজাত) ক্রিয়াপদের ব্যবহার যথেষ্ট আছে। যেমন, অঞ্জলিয়া, অর্পিনু, আকুলিতে, আঘাতিয়া, উচ্ছলিছে, উজ্জ্বলি, উত্তরিয়া, উদ্ধারিয়া, উদ্‌ঘোষিল, উল্লঙ্ঘিয়া, উল্লসিয়া, গুঞ্জরিয়া, চঞ্চলি, চঞ্চলিয়া, চঞ্চলিয়ে, চীৎকারি, ছলছলি, ঝঞ্ঝনি, ঝঙ্কারি, ঝলমলে (=ঝলমল করে), ত্যেজে, নমিয়া (=নত হইয়া), নিক্ষেপিবে, পরকাশি, প্রকাশি, প্রণমে, প্রতীক্ষিয়া, প্রবেশিলে, ব্যথিবে (=ব্যথা দিবে), বাখানে, বাহিরিল, বিকশিবে, বিস্ফুরিল, বিস্তারি, বিরাজে, বুদ্‌বুদিয়া, বেষ্টিয়া, ভৎর্সিয়া, ভেদি, মঞ্জরিয়া, মন্দ্রিবে, মন্দ্রিয়া, মর্মরিছে, শ্বসিয়া, সম্বোধিয়া, হিল্লোলিয়া ইত্যাদি।

উল্লেখযোগ্য তদ্‌ভব (ও দেশী) শব্দ ও পদ : আছিনু, আবীর, এলেম, "কহেন নি", কাড়া-নাকাড়া, কোটাল[১] (=নদীতে অমাবস্যার জোয়ার), খন (=ক্ষণ), খ্যাপামি, খেতে (=ক্ষেত্রে), গুলাল, জাপে[২], জিনিল, তুলাল, নাবি[৩] (=নামি), পশিল, "ভাঙে চোরে", রাখিয়াছিলি, রুখে, শুকনো, শুধালেম ইত্যাদি।

বিভিন্ন ধরণের সমাসের ব্যবহারে বৈচিত্র্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। যেমন,

তৎপুরুষ : অশ্রুগলিত ("—গীত"), আলোকবঞ্চিত, উপবাস-হিংস্র, কলুষকুণ্ঠিত ("—অঙ্গে"), ক্লান্তি-অলস ("—বসুন্ধরা"), কিশলয়পুঞ্জিত, কুয়াশাছাওয়া ("যে-বন—"), ক্লেদঘন ("—চাটুবাক্যে"), চাটুলুব্ধ ("—জনতায়"), তন্দ্রালীন, দৈবাগত ("—দিনে"), নিদ্রাগহন, পুষ্পবিভোর, বসন্তকূজিত ("—রাতে"), বিষতপ্ত, ভাগ্যভীরু ("—তরী"), মধ্যাহ্নতাপিত, মুকুলমত্তা ("আম্রবনে—"), মেঘচ্ছিন্ন, লালনললিত, শীতরিক্ত ("—শাখা"), শ্লেষবাণ-সন্ধান-দারুণা ইত্যাদি।

প্রথম পদ বিশেষণস্থানীয় বিশেষ্য : আনন্দজাহ্নবী, আশ্বাস-অক্ষর,

১. "কোটালের বানে"। ২. মিল : "তাপে"। ৩. মিল : "দাবি"।

আঁধার-আলো ("আধার-আলোরি কোণে"), উপল-উপকূল, কলুষ-নিশ্বাস, কাজল-প্রহরে, কুঞ্জবীথির, চৈৎ-ফসলের, ছন্দসীমা, তিমির-তোরণে, দেউলদীপ, নিশীথতিমিরে, বর্ণবহ্নি, ভাগ্যরাতের, মহিমামায়া ("মেঘের—"), মায়া-রঙের ("—ছায়া"), সুরসুরধনী ইত্যাদি।

প্রথম পদ উপমান : অরুণ-রাঙা ("—চেতনা") ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পদ উপমান : জনতামরু ("নগরে—"), বিদ্রূপবিদ্যুৎ, যৌবনবহ্নি, স্বর্গ-খেলনা, হাহাকাররেখা ইত্যাদি।

উপপদ : আলোকপ্রত্যাশী, আলো-ঝলা কথা-বলা ("—স্রোতে"), গুহাবিহারী, তিমিরজয়ী, দহনজয়ী, নৈরাশ্যকঙ্কালিনী, বক্ষফাটা ("—আলোর ক্রন্দন"), রক্তদীপন ("—প্রাণের"), সঙ্গীতস্পন্দিনী, সৌভাগ্যদায়িনী ইত্যাদি।

বহুব্রীহি : উদারহাসি ("—সাগর"), ক্লান্তধৈর্য ("—প্রত্যাশার"), কুটিলরেখা ("পীতবাস—"), ক্ষান্তকূজন ("—সন্ধ্যাবেলা"), জ্বলদর্চি ("—তনু"), জীর্ণমজ্জা ("—কাপুরুষ"), দুয়ার-খোলা ("—পুরানো খেলাঘরে"), নিবারণ, নিরাভরণ, নিরুত্তর, নিঃশব্দ ("—গগনে"), নিশ্চেতন ("—নিশীথের"), মুক্তিপ্রিয়ের, মৃত্যুস্রোত ("—নদীখানি"), রিক্তবৃক্ষ ("—শৈলবক্ষ"), রিক্তবিত্ত ("—শুভ্রমেঘ"), শুভব্রতা ইত্যাদি।

প্রথম পদ অব্যয় অথবা ক্রিয়াবিশেষণ : অকারণ-মুখর, অতিখ্যাতি ("অশোকের—"), আধোজাগ্রত ("—চন্দ্র"), "আধো-হাসি আধো-অশ্রুজলে",[১] চিরবরণীয়, চিরসত্য,[১] দ্রুতরথে[১] ("তুলে নিল—"), নিত্যনির্বাসনে,[১] নিত্যপ্রত্যাশিতা, নিত্যপ্রবাহিণী ("অনিত্যের—"), নীরবগুণ্ঠিত, সঘনশষ্পিত ("—তট"), সবা-কাছে ("ছায়া আমি—"), হঠাৎ-আলোর[১] ইত্যাদি।

আম্রেড়িত : কানে-কানে ("—কথা"), ছলছল ("—ছায়া"), ছলোছলো ("দিগন্ত—"), জ্বলোজ্বলো ("সে-বাণী···প্রাণে মোর—"), টলোমলো,[২] বাধোবাধো ("—মৃদুবাণী") ইত্যাদি।

১. এখানে প্রথম পদ বিশেষণস্থানীয়। ২. ঠিক আম্রেড়িত নয়।

মহুয়ায় নিজস্বভাবে স্ত্রীপ্রত্যয়ের ব্যবহারের দুইটি ভালো উদাহরণ আছে : "করুণানির্ঝরী",[১] "সুন্দরা"।

সংস্কৃতের মত স্ত্রীপ্রত্যয়ের ব্যবহার অন্যকাব্যের মত মহুয়াতেও অল্পস্বল্প আছে। যেমন, "ক্লান্তিহীনা নবীনা বীণায়", "পরমা মুক্তি"।

নূতন সৃষ্ট অথবা নূতন ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দও মহুয়ায় আছে। যেমন, অজ্ঞাতি,[২] অশঙ্কিনী, আভাষণ, চিত্রল, জাগরি,[৩] থালিকা, মির্মির,[৪] শম্পিত, শিহরণি, স্পর্শন ইত্যাদি।

নির্দেশক প্রত্যয়ের মধ্যে "-খানি" প্রত্যয়ের ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন, গুণ্ঠনখানি, "দোলনচাঁপার কুঁড়িখানি", প্রণামখানি, প্রহরখানি, বিষাদখানি, "মৃত্যুস্রোত নদীখানি", মৌনখানি, স্নেহখানি ইত্যাদি।

সমধাতুজ কারকের প্রয়োগ বেশ আছে। যেমন,

সমধাতুজ কর্ম : "অট্টহাস্য আঘাতিয়া",[৪] "ক্ষণে ক্ষণে ঝাউয়ের শাখা প্রলাপ মর্মরিছে",[৫] "তোমারে প্রথম দেখা দেখেছি জীবনে", "প্রেতের নাচন নাচবে তখন", "ভাবছি যে-ভাবনা একা একা", "হেসেছিল হাসিখানি ম্লান" ইত্যাদি।

সমধাতুজ কর্তা : "তুচ্ছতারে দাহে তার অবজ্ঞাদহন", "সে দোল উঠিছে দুলে" ইত্যাদি।

ধ্বনিসাম্য ও ধ্বনিঝঙ্কারের সহযোগে শব্দের গভীরতর অর্থ-দ্যোতনার উদাহরণ মহুয়ার কবিতায় যথেষ্ট পাওয়া যায়। যেমন,

> তারা মোর নাম জানে, নাহি জানে মান,
> তারা মোর কর্ম জানে, নাহি জানে মর্মগত প্রাণ।[৬]

> লাভের লোভ, ক্ষতির ক্ষোভ,
> সকলি গেল টুটি।[৭]

১. মিল : "ঝামরী" ২. "বহিতেছে অজ্ঞাতির বন্ধন সদাই" ('প্রকাশ') ৩. "আঁধার আলোরি কোলে রয়েছে জাগরি" ('নাগরী')। ৪. ধ্বন্যাত্মক। "যে কথাটি ..তারায় তারায় কাঁপে অধীর মির্মিরে" ('কাকলি') ৫. এখানে কর্মপদ ঠিক সমধাতুজ নয়। ইংরেজীতে non-etymological cognate object ৬. প্রকাশ। "নাম", বিপর্যাসে "মান"। ৭. মুক্তি।

লোলুপ সে লালায়িত[১]

মেঘে আজি আবিষ্ট অম্বর, ঘন বৃষ্টি আচ্ছাদনে
অস্পষ্ট আলোর মন্ত্র আকাশ নিবিষ্ট হয়ে শোনে,[২]

বিরাম হল আরামহীন
যদি রে তোর ঘরে,[৩]

উৎপ্রেক্ষায় এক ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়কে অন্য ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়রূপে প্রকাশের কয়েকটি ভালো উদাহরণ মহুয়ায় আছে। যেমন, "অরুণ-আলোয় ঝঙ্কার",[৪] করুণ মুহূর্তগুলি গণ্ডূষ ভরিয়া করে পান"[৫], "চাঁদের ছোঁওয়া…মাটির যেন মর্মকথা বুলায়ে দিল গায়ে",[৬] "চক্রে-পিষ্ট আঁধারের বক্ষফাটা আলোর ক্রন্দন",[৫] "দেহ ঘেরি মোর প্রাণের চমক তেমনি বাজে",[৭] "নীরব হাসির সোনার বাঁশির ধ্বনি",[৮] "বাতাসে সুগন্ধের বাজাল বাঁশি",[৯] "বুলায় বুকে ম্যাগ্নোলিয়া কৌতূহলী মূঠি",[১০] "রঙিন নিমেষ ধুলার দুলাল / পরানে ছড়ায় আবীর গুলাল",[১১] "সায়াহ্নের শান্তিখানি নিয়ে ঘোমটায় / নদীপথে যায় / ঘট কাঁখে"[১২] ইত্যাদি।

আপনার প্রাণসূত্রে যুগযুগান্তর
গেঁথে গেঁথে চলে গেল না রাখি স্বাক্ষর,[১৩]

সরল রূপকের উদাহরণ :

বনের মন্দির মাঝে
তরুর তম্বুরা বাজে,[১৪]

উৎপ্রেক্ষাগর্ভ রূপক :

ধূসর প্রদোষে আজি অস্তপথ জুড়ে
নিশাচরা মিথ্যা চলে উড়ে[১৫]।

১. স্পর্দ্ধা। "লালায়িত" শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে।
২. রাখিপূর্ণিমা। "অবশিষ্ট" ও "নিবিষ্ট" এই পদ দুইটির মৌলিক অর্থ স্মরণীয়। ৩. অবশেষ। ৪. অর্ঘ্য। ৫. বিদায়। ৬. মুক্তি। ৭. বরণডালা। ৮. অর্ঘ্য। ৯. বরযাত্রী। ১০. মুক্তি। ১১. পথের বাঁধন। ১২. 'নাম্নী' (শ্যামলী)। ১৩. নববধূ। ১৪. অসমাপ্ত। ১৫. প্রতীক্ষা। বাদুড়, পেঁচা অথবা প্রেতিনীর ইঙ্গিত।

চিত্রগর্ভ উপমার উদাহরণ ঃ

শূন্যে যেন মেঘছিন্ন রৌদ্ররাগে পিঙ্গল জটায়
দুর্বাসা হানিছে ক্রোধ রক্তচক্ষু কটাক্ষছটায়।[১]

১৯. পরিশেষ

পুরানো কাব্যভাষার শব্দ ও পদ কিছু কিছু আছে। যেমন, অনিমিখে, আগুন, আছিল,[২] জিনে,[২] দরশ, দিঠি, দেয়া, দোঁহে, ধেয়ান, নিতি, নিমিখে, পরশ, পরশিল,[২] পাসরি,[২] ফাঁসি (=ফাঁস), বরণ, বাট, বারতা, ভায়,[২] ভায, শাখ, হরষ, হিয়া ইত্যাদি।

নামধাতুর ক্রিয়াপদ অনেক আছে। যেমন, অতিক্রমি, অবগাহি, অংকুরি, আভাসি, উচ্চারিল, উচ্ছলি, উচ্ছ্বসি, উচ্ছ্বাসি, উজ্জ্বলি, উজ্জ্বলিয়া. উজালিয়া, উত্তরিয়া, উৎসারিয়া, উৎসারিল, উদ্‌ঘাটিছে, উদ্ধারিয়া, উদিয়াছিল, উদ্‌ভাসিয়া, উন্মেষিছে, উস্‌খুসিয়ে, কুসুমি, গর্জি, গড়গড়িয়ে, গ্রন্থিবারে, ছল্‌ছলিয়ে, ঝরঝরিয়ে, ঝলকিছে, ঝম্‌ঝমিয়ে, ঝংকারিয়া, থরথরি, নিবেদিয়া, নিঃস্বনি, প্রকাশিল, প্রকাশিবে, প্রবেশিতে, ফুকারে, বিচলিয়া, বিস্তারিয়া, বিস্তারিছে, বিষাইছে, বিষাইয়া, বিভেদিয়া, বিরাজে, ভাঙ্গিয়া, মর্মরিয়া, রণরণি ইত্যাদি।

কবিতার বিষয় অনুসারে রবীন্দ্রনাথ কমবেশি তৎসম শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। উল্লেখযোগ্য তৎসম শব্দের ব্যবহার এইগুলি ঃ অণুতম, অনল, অণীয়ান্, অভিরুচি, অম্বর, অর্গল, আকৃতি, আশু, উদ্‌গাথা, উল্লোল, কপোত, কল্প, কীর্ণ, কেতন, খর, খড়্গ, ক্ষিতি, চক্ষু, চীর, জ্যোতিষ্ক, তন্দ্র, তুঙ্গ, তুরঙ্গম, তোরণ, দীর্ণ, দ্যুলোক, দুর্বার, নর্ম, নিশীথিনী, নৈঃশব্দ্য, নিকষ, পঙ্গু, পথরোধী, পাষাণসঞ্চয়, পঙ্কজ, পারাবার, পান্থসমীরণ, প্রাত্যহিক, পৃথ্বীব্যাপী, প্রোল্লাস, বন্যা, বহ্নি, বনস্পতি, বল্কল, "বৎস অয়ি", বাতায়ন, বিলয়, বিকীর্ণ, ভাতি, মসী, মহতী, মন্ত্রভারতী, মহীয়ান্, মূক, মৌন, যবনিকা,[৩] রন্ধ্র, রুদ্রাণী,

---

১. পরিচয়। ২. ক্রিয়াপদ। ৩. ছাটাই-করা "যবনি"ও আছে ('প্রণাম')।

লিপ্তি, লেলিহান, সমুৎসুক, সমুৎকীর্ণ, সফেন, সমারোহ, সংগ্রাম-স্বন, স্তবন, স্বসমুত্থ, স্বাক্ষর, হিমাদ্রি ইত্যাদি।

তদ্‌ভব (ও দেশী) শব্দ ও পদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য এইগুলি :

অধরা, অফলা, "আঁকুবাঁকুর খেলা", উধাও, খালি ("কোকিল ডাকিছে—"), ঘাটা[১] (=ঘাট), চোরাই, ডাগর ("—নয়ন"), দিয়ালি[২] (=দেয়ালি), মিতা, মিতালি, "মুখচোরা ছেলে", মেঝে[৩] (=মেঝেয়), রোদবাদলে, সোনালি[৪] ইত্যাদি।

পরিবর্তিত তদ্‌ভব শব্দ ও পদ : খেলেনা[৫] (=খেলনা), জুহিঁ,[৬] পারায়ে[৭] (=পারাইয়া, পারিয়ে), পারাতে (=পারাইতে, পেরতে) ইত্যাদি।

এই শব্দগুলি রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট অথবা রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক বাংলা ভাষায় প্রথম ব্যবহৃত :

অধঃসাৎ[৮] (অধঃপাত+ভূমিসাৎ), আশীর্বাদিনী, উন্মুখর[১০] (উন্মুখ+মুখর), কণাতম[১১] ("—শিখা"), কদাঘাতে[১২] (কদাচার+পদাঘাত), ক্রন্দিত,[১৩] গরবিনী,[১৪] দীপিকা[১৫] (=ক্ষুদ্র দীপ), "মহারঙ্গশালে[১৬], লিপিকা[১৭] ইত্যাদি।

উল্লেখযোগ্য সমাসবদ্ধ পদের তালিকা দিতেছি।

---

১. যেমন, জাহাজঘাটা, পারঘাটা। ২. মিল : "প্রেমের দিয়ালি দিয়াছিল জ্বালি" ('তুমি')। ৩. "মেঝে বসে" ('প্রাণ')। ৪. "নীল-সোনালির বাণী" ('কণ্টিকারি')। এখানে বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত। ৫. "মেলে না" —এই মিলের প্রয়োজনে। পূর্বে দ্রষ্টব্য ৬. জুঁই স্থানে ছন্দে দুই অক্ষর প্রয়োজন বলিয়া একাক্ষর (monosyllabic) জুঁই দ্ব্যক্ষর (dissyllabic) "জুঁহি" হইয়াছে। "যূথী" লিখিলেও চলিত। "জুঁহিবেলির গন্ধে মিশা" ('বিচিত্রা')। ৭. তুলনা করুন : "দৃষ্টি-পেরিয়ে-যাওয়া দূর" (বালক) ৮. আঘাত। ৯. আগমনার সাদৃশ্যে। ১০. প্রণাম। ১১. এখানে কণা শব্দটি বিশেষণরূপে ব্যবহৃত। ১২. "কদর্যের কদাঘাতে" (আঘাত) ১৩. "ক্রন্দিত আত্মার" ('বর্ষশেষ')। ১৪. পূর্বেও ব্যবহৃত। ১৫. দীপিকা। ১৬. (মহা) রঙ্গভূমি+নাটশালা। ১৭. ১৯২১ সালের দিকে এ শব্দটি রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করিয়া গ্রন্থনামে ব্যবহার করিয়াছিলেন।

(ক) বহুব্রীহি : "অবাক বাণী", "অধীরধারা বাণী", "কাঁকর-ঢালা পথে", "গরুচরা মাঠের উপরে", "চিন্তায় করে রক্তশোষণ প্রখরনখরদন্তা", নির্বিচল, "বালক যেমন নগ্ন-আবরণ", "মুখচোরা ছেলে", "শান্ত-আলো প্রত্যুষের তারা", "হেনেছে নিঃসহায়ে" ইত্যাদি।

(খ) তৎপুরুষ : আপন-রচা, উৎকণ্ঠাকম্পিত, ইঙ্গিতপুঞ্জিত, "গৌরব-গুরু কঠিন-মূর্তি", "তরাসদোদুল বক্ষ", তাপতপ্ত, পুষ্প-রোমাঞ্চিত, "প্রণামনত...প্রত্যুষের তারা", "বিঘ্নবিষম অরণ্যে পর্বতে", "ভাষাহীন দিন কুয়াশাবিলীন", "বৃষ্টিধোওয়া মধ্যাহ্নের", "বৃষ্টিরিক্ত শুচিশুভ্র মেঘে", "মোহমুক্ত ভাষ্য", "শঙ্কাতুর প্রাণে", শান্তিসৌম্য, "শিশিরধোয়া আলোতে ছোঁয়া...ঘাসে", "শিশিরমন্থর বায়", "সপ্তর্ষির ধ্যানপুণ্য রাতে", "তাপক্লান্ত বেলাগুলি", সুচিরবাঞ্ছিত ইত্যাদি।

(গ) উপপদ : "আকাশ-পাওয়া...মন", "ঘর-ভোলানো সুর", "তিমিরভেদন আলোর বেদন", পৃথ্বীব্যাপী, প্রভাতকিরণপায়ী, "রূপহারানো রাধাশ্যামের", "শিউলি-চাওয়া ঘাসে" ইত্যাদি।

(ঘ) প্রথম পদ বিশেষণস্থানীয় বিশেষ্য : অস্তসূর্য, আনন্দমিতালি, "ইতিহাসবিধাতার ক্রন্দনবাণী", তিমিরসিন্ধু, নমবাঁশি, নিখিলমন্দিরে, নৈরাশ্যনিশীথে, প্রলয়কাঁদন, "যুগবিজয়ার দিনে", রেখাদুর্গ, শ্রাবণ-প্লাবন, স্পর্শমায়ায় ইত্যাদি।

(ঙ) প্রথম পদ উপমেয় : গিরিতপস্বীর, প্রত্যুষপর্বে, প্রাণনটিনী, বাণীবন্যা, বাণীবহ্নি, বিশ্বরস-সরোবরে, বিস্মৃতিকুয়াশা ইত্যাদি।

(চ) প্রথম পদ উপমান : নিকষকৃষ্ণ। ইত্যাদি।

(ছ) সমার্থক পদের দ্বন্দ্ব : গর্তগুহা,[১] যজ্ঞযাগে[২] ইত্যাদি।

(জ) প্রথম পদ ক্রিয়াবিশেষণ : "ক্ষণহাসির শিশির", চির-উপবাসী, চির-ধনী, নিত্যপরশ ইত্যাদি।

(ঝ) বাক্যাংশ সমাস : "দৃষ্টি-পেরিয়ে-যাওয়া দূর" ইত্যাদি।

বিশেষণে স্ত্রীপ্রত্যয় প্রয়োগের উদাহরণ : "তারাময়ী রাত্রি",

১. নূতন শ্রোতা। ২ বর্ষশেষ।

"দীপ্তিময়ী শিখা", "সে সম্পদ থাক্ অমলিনা"[১], "হে শিখা মহতী" ইত্যাদি।

প্রতিমান প্রয়োগের উদাহরণ : "পড়ে চন্দ্রালোকরেখা জননীর অঙ্গুলির মতো",[২]

অস্তসূর্য আপনার দাক্ষিণ্যের শেষ বন্ধ টুটি
ছড়ায় ঐশ্বর্য তার ভরি দুই মুঠি।[৩]

দেখেছি ধ্যান চোখে
আলোকের অতীত আলোকে[৪]

উড়োপাখির ডানার মত যুগল কালো ভুরু।[৪]

অনুপ্রাস : "খুঁজেছি দিশা বিলোল জল-কাকলিকলভাষে"।[৪]

রূপকগর্ভ (metaphorical) শব্দপ্রয়োগের উদাহরণ : "নিশীথিনীর মৌন যবনিকা," "বুদ্ধি সেথায় পাহারা দেয় একটু ক্ষমা নাহি," "বন্দী বারি উচ্চারিল আলোকের কী অভিনন্দন," "বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে," "দুটি হাত কঙ্কণে ও সান্ত্বনায় ঘেরা," "শুকনো পাতার দৈন্য জমে গন্ধরাজের সারে" ইত্যাদি।

২০. বীথিকা

বীথিকার কবিতাগুলির ভাষায় সব চেয়ে লক্ষণীয় বিষয়—প্রচুর নামধাতুর ও কাব্যভাষার ক্রিয়াপদের ব্যবহার। যেমন,

অগ্রসরি, অর্পিয়াছিনু, আকুলি, আছিল, আলোড়ি, আবর্তিয়া, আবর্তিছে, আবরি, আহ্বানি, আস্ফালিছে, উচ্ছ্বসিছে, উজ্জ্বলি, উদিবে, উদ্‌বোধিল, উদ্বারিয়া, কুসুমি, ক্রন্দিয়া, গুঞ্জরে, গুমরে, গ্রন্থিয়া, ঘর্ঘরিয়া, চঞ্চলি, চঞ্চলিতে, চমকিয়া, চুম্বিল, জর্জরিয়া, জিনেছিল, থরথরি, ধাইছে, ধায়, ধ্বনিয়া, ধ্বনিতেছে, নন্দিয়া, নিঃশেষিয়া, পল্লবি, পীড়িয়াছি, প্রকাশিলে, প্রসারিল, ফেলায়ে, বাঞ্ছিয়া, বন্দিয়া, বর্ণিতেছে, বর্ষিয়া, বাথানে, বাহিরি, ব্যাপিয়াছে, বিকশিছে, বিরাজে, বিস্তারি, বিস্তারিয়া, মথিয়া, মর্মরি, যাপে, শিহরি, শিহরিয়া, সন্তরে, সঞ্চিয়া, স্পন্দিয়া ইত্যাদি।

---

১. মিল : "বীণা" ২. পান্থ। ৩. বর্ষশেষ। ৪. নূতন শ্রোতা। ৫. আহ্বান।

উল্লেখযোগ্য সমাস পদ নির্দেশ করিতেছি।

(ক) তৎপুরুষ : আকাশদৃষ্ট ("রজনীর তারা তোমার—"), আমি-শূন্য ("—চিরকাল রবে"), ছদ্মবেশ-অবগত, জন্মপূর্ব ("—…প্রণতি"), তুমি-হীন, বিদ্যুৎ-সচকিতা ("তিমির-যামিনী—") শুষ্কপত্রপরিকীর্ণ, সৌরভ-গরবিনী, স্বপ্নসঘন ("—রাতি") ইত্যাদি।

(খ) উপপদ : আকাশ-চাওয়া ("—শুষ্ক মাটি"), গর্তখোদা ("—ক্রিমিগণ"), দিগন্ত-চমক-দেওয়া ("—সূর্যাস্তের রশ্মি"), পরশ-এড়ানো ("—ইন্দ্রধনু"), পুষ্পচয়িনী ("—বধূ"), সব-খোয়ানো ("—দীক্ষা"), সৌজন্যসংযমনাশা ইত্যাদি।

(গ) প্রথমপদ বিশেষণতুল্য বিশেষ্য : অগ্নিবন্যা, ছায়ামূরতি, দুখ-জাগরণ, বহ্নিচক্র, বহ্নিতুলিসম, বাষ্পলিপি, মায়া-অক্ষরে, মায়া-ডোরে, মায়াবাষ্প, স্পর্শমায়া, সাঁঝতারার, সুখসন্ধ্যা ইত্যাদি।

(ঘ) প্রথম পদ উপমেয় : অরণ্য-অঙ্গনে, কুজ্ঝটিকালোকে, দিগঞ্চলে, ফেনজিহ্বা ইত্যাদি।

(ঙ) প্রথম পদ উপমান : বিদ্যুৎ-সূক্ষ্মছায়া, মসীকৃষ্ণ ("—ছায়া-তলে"), রেশমচিকন ("—চুলে") ইত্যাদি।

(চ) বহুব্রীহি : অমিত-আয়ু, উর্ধ্বচূড় ("—মন্দির"), ক্লান্ত-অশ্রু[1] ("—রাধিকার"), গলাফোলা ("—গিরগিটি"), দুর্লক্ষ্য ("—বাদুড়ের মতো"), নিরহংকার, নিরুৎসুক ("আকাশ যেন—"), নীরন্ধ্র ("—অন্ধকার"), পূজাগন্ধ ("—নন্দনের পারিজাতে"), ফলসাবরন ("—শাড়িটি"), মালতীঝরা ("—নিশা"), শিউলিফোটা ("—প্রভাত") ইত্যাদি।

(ছ) নঞ্-সমাস : অকরুণ, অতুলন,[2] অনিঃশেষ[3] ("—রস করে গান"), অনুদ্দেশ[2] ("ভরা—"), অপ্রকাশে, অবর্ষিত ("—অশ্রু-ধারা"), অবারণ[2] ("—সুখে"), অমলিনা, অলক্ষিত, অশাসনে, অসজ্জিত ইত্যাদি।

১. এখানে সমাস-পদটিতে "অশ্রুক্লান্ত" স্থলে পদবিপর্যাস হইয়াছে মনে করিলে তৎপুরুষ হইবে। ২. বহুব্রীহি। ৩. অব্যয়ীভাব।

(জ) প্রথম পদ (ক্রিয়াবিশেষণ : ত্বরিতগমন) নিত্যনীরবতা, মন্দগমন ("—ছন্দে লুটায় মন্থর কোন্ ক্লান্ত বায়ে"), সদ্যবাঁধা ("—খোঁপাখানি"), সুগন্ধবীজনে ইত্যাদি।

বিশেষণে স্ত্রীপ্রত্যয়ের ব্যবহারের উদাহরণ : অমলিনা, "অধীরা করেছে ধরণীরে", "কুসুমিতা কী মাধুরী করুণা", "পুষ্পচয়িনী বধূ কিংকিনীক্বণিতা", "তার নির্দয়তা / বীরত্বে মাহাত্ম্যে উন্নতা" ইত্যাদি।

২১. পুনশ্চ, শেষ সপ্তক, পত্রপুট ও শ্যামলী

এই চারিখানি গদ্যকবিতা গ্রন্থে যে বিশেষত্ব দেখা গেল তাহার মধ্যে দুইটি প্রধান। এখানে কাব্যভাষার ও সাধুভাষার ক্রিয়াপদ যথাসম্ভব পরিত্যক্ত ও আনুষঙ্গিক তাল (rhythm) পরিবর্জিত হওয়ায় গদ্যের চাল অনুসরণে পূর্ববর্তী কবিতায় অব্যবহৃত ও কাব্যে অব্যবহার্য ইডিয়ম ব্যবহার করিতে বাধা হয় নাই। সাধারণ গদ্যরীতি হইতে এই গদ্য-কবিতারীতির পার্থক্য অস্পষ্ট নয়। সাধারণ গদ্যে বাক্যে পদপরম্পরা যেভাবে গাঁথা হয় গদ্যকবিতায় আগাগোড়া সে রকমে গাঁথা হয় না। আর ক্রিয়াপদ দিয়া বাক্য শেষ হয় না। যেমন, ''হঠাৎ-গাওয়া নতুন ছন্দ বাল্মীকির',

অনেক দিনকার নিঃশব্দ অবহেলা থেকে
অরুণ আলোতে অকুণ্ঠিত বাণী এনেছে
এই কয়টি কিশলয়,
সে যেন সেই একটুখানি কথা
যা তুমিই বলতে পারতে
কিন্তু না বলে গিয়েছ চলে।[১]

ক্রিয়াপদ চলিতভাষার হইলেও নামপদের ব্যবহারে বাছবিচার নাই।

তৎসম শব্দ যথেষ্ট আছে।[২] যেমন, "শীর্ণ সমারোহের পাণ্ডুরতা", প্রণতি, শীকরবিন্দু, অক্ষমালা, আগ্নেয়, "সোপান-পংক্তি শূন্যতায়

১. শেষ সপ্তক (৩)। ২. কবিতার বিষয় অনুসারে তৎসম শব্দের অনুপাতের ইতরবিশেষ আছে। যেমন পুনশ্চের তুলনায় শেষ সপ্তকে তৎসম শব্দ বেশি আছে।

অবসিত", "যৌবনমদবিলসিত নগ্ন দেহ", "শাস্তিশঙ্কাহীন চৌর্যবৃত্তির", উচ্চণ্ড, বিসর্পিত, আকীর্ণ, ঊর্মি, পঙ্কপিণ্ড, যবনিকা, সঞ্চরণ, বনস্পতি, অঙ্গুরি-মুদ্রা, ম্লায়মান, অপ্রজ্বল, উচ্ছ্রিত, গিরিব্রজ, মেঘায়িত, প্রাকার, তন্তু, জ্বলৎ-ধারা, নিঃস্রাব, নেপথ্য, প্রগল্‌ভ, আয়তি,[1] বরবর্ণিনী, হোমহুতাগ্নি, দেহলি, দিগ্‌বলয়, নীপনিকুঞ্জ, আকৃতি, ম্লানিহীন, বজ্রমন্দ্রিত, বিস্মৃতিবিলগ্ন, পরুষ, নিমীলন, অপরাজেয়, বিদ্যুৎচঞ্চুবিদ্ধ, প্রোৎফুল্ল, অপ্রাপণীয়, সত্র, তমঃপুঞ্জ, বিযুত, ত্বক্‌, প্রমদা, অধিনেতা, অন্তরঙ্গ, রণদুর্মদ, যুধ্যমান, সর্বগৃধ্নু, দয়িতা, চিরায়মান, ইন্দ্রাণী, রুদ্রাণী, দুন্দুভি, ধরিত্রী, বাস্তু, মহাশ্বেতা, "অর্জুনবিজয়ী মহারথী", বিদ্রোহিণী, পেলব ইত্যাদি।

বিশিষ্ট তদ্‌ভব ও অর্ধতৎসম শব্দের মধ্যে এইগুলি লক্ষণীয়ঃ গুঁড়ি-মোটা, বেগনি, ছেলেমানুষী, পৈঁঠা, বিকেল, নিন্দে, হীরে, "মিশোল রঙের", কুঁড়েমি, ভীর্মি (সংস্কৃত ভূমি), দো-মনা, উড়তি, চল্‌তি, ঘোর-ভাঙা, কাঁচ, কাঁচা, রাত্তির, রোদ্দুর, আনাড়ি, আবাঁধা, অসাজানে (=অসজ্জিত), বাঁশি-বাজিয়ে, ভাসান-খেলা, সাঙাত, বসন্তীরঙ, আচমকা, ঘেরাই[2] (=ঘেরাও), নিরেট, গুমট, নিখরচা, বরণ (<বর্ণ), "ঝাপ্‌সা আলো", "সরু বুননি", পাঙাশ-বরণ, "নিঝুম বসতি", আঙার, মাতুনি, দায়িক, পারানি (<পারায়ণিক), ডিঙা, বকুনি, ঘরপোষা, অস্থিরপনা, জেদালো ইত্যাদি।

চলিতভাষার ক্রিয়াপদের ও ইডিয়মের উদাহরণঃ "উঠত রসিয়ে", "কোরে এলো", শিরশিরিয়ে,[3] সিরসিরিয়ে,[2] ঝরঝরিয়ে, মুছিয়ে, "বাঁকিয়ে দিয়ে", হয়েইছে, উল্‌টিয়ে, পাল্‌টিয়ে, "চোরে বেড়ায়", "নিকিয়ে গেলো", হাৎড়িয়ে, ডিঙিয়ে গেল, "গুঙরে ওঠে", "বর্তিয়ে থাকতে", "চোক টিপে বলে", দরদরিয়ে ইত্যাদি।

"ছিলেম, জানলেম, থাকতেম, খুললেম, বললেম" ইত্যাদি পদের ব্যবহার পুনশ্চে আছে সবচেয়ে বেশি। কাব্যের ভাষার পদ একেবারে

---

১. "বনস্পতির আরতি (আ-যম্‌-তি) এই তো দিয়ে যায় বাড়িয়ে" (শেষ সপ্তক) ২. শেষ সপ্তক। ৩. পুনশ্চ।

নাই বলাই উচিত।[১] চলিত ভাষার অনুসারে সর্বদা গৌণকর্মে "-রে" বিভক্তির স্থানে "-কে" বিভক্তি[২] পাই।

মিলের ও ছন্দের বেড়া-ভাঙার ফলে ভাষায় যে স্বাধীনতা আসিয়াছিল তাহা নূতন শব্দের সৃষ্টিতে ও পুরানো শব্দের অর্থ সম্প্রসারণেও প্রকাশ পাইয়াছে। পদ্যকবিতায় আমরা রবীন্দ্রনাথের শব্দসৃষ্টিশীলতার এবং শব্দের অর্থ সম্প্রসারণ ক্ষমতার পরিচায়ক অনেকগুলি ভালো উদাহরণ পাইয়াছি। কিছু উদাহরণ দিতেছি।

পুনশ্চ ঃ "আভিজাতিক[৩] ছন্দে", "পতন বাঁচিয়ে শিখতে হবে এর নানারকম গতি-অবগতি",[৪] "উর্মিল[৪] লাল কাঁকরের নিস্তব্ধ তোলপাড়", "আমার বুদ্ধির সঙ্গে রাঙামুখো বাঁদরের / নির্ভেদ[৫] নির্ণয় কোরে / মাষ্টার দিতেন কানমলা", "গাছ-গাছালির[৬] গন্ধ", "উদ্ধত এ নাস্তিত্ব",[৭] "একজন সাহসিক",[৮] "বাণী বাজে নীরব নির্ঘোষণে"[৯] ইত্যাদি।

শেষ সপ্তক ঃ "অরুণিমার[১০] ম্লান অবশেষ", "দুঃখসুখের বাষ্প-ঘনিমা",[১১] "চোখ-জুড়ানো শ্যামলিমায়",[১২] "আলোকের প্রাঞ্জলতায়",[১৩] "সে যে এই আজকের সমস্ত কিছুরই মতোই ভরা[১৪] সত্যে ছিল", "কোলাহলী[১৫] কৌতূহলী দৃষ্টির অন্তরালে", "নামক্ষালন[১৬] যে পবিত্র অন্ধকারে ডুব দিয়ে তোমাদের সাধনাকে করেছিল নির্মল", "বাষ্প হয়ে মেঘায়িত[১৭] হল শূন্যে", "চক্র করে বসেছে দুমন্ত্রণায়[১৮]", "বজ্র-ঝঞ্ঝনিত[১৯]

---

১. ব্যতিক্রম এইগুলি : "বরণ", "তেয়াগি" (পত্রপুট) এবং "ধেয়ে"।২. যেমন "তারে" স্থানে "তাকে"। ৩. "অভিজাত" হইতে বিশেষণ। ৩. অর্থাৎ নিম্নগতি বা বক্রগতি। ৪. "উর্মি হইতে বিশেষণ। মানে উচুনীচু ঢেউখেলান। ৫. অর্থ, নিশ্চিত ভেদহীনতা। ৬. কথ্য "পাথপথাল"-র অনুকরণে, "গাছ-গাছড়া"র পরিবর্তে। ৭. নাস্তি হইতে ভাব বাচক বিশেষ্য। ৮. অর্থ, সাহসযুক্ত ব্যক্তি। ৯. অর্থ, নিশ্চিত ঘোষণায়। ১০. অরুণ হইতে ভাববাচক বিশেষ্য। ১১. ঘন হইতে ভাববাচক বিশেষ্য। ১২. শ্যামল হইতে ভাববাচক বিশেষ্য। ১৩. অর্থ, স্বচ্ছ ও ঋজু। ১৪. অর্থ, পরিপূর্ণ, ঠাসা। ১৪. অর্থ, কোলাহলকারী, চাঞ্চল্যময়। ১৫. পাপক্ষালনের ধ্বনি আছে। ১৭. "মেঘ" এই নামধাতুজাত। অর্থ, মেঘে পরিণত। ১৮. অর্থ, দুষ্টমন্ত্রণায়। ১৯. অর্থ, বজ্রঝঞ্ঝনায়।

মৃত্যুমাতাল দিনের হুহুংকার", "রচেছিল মহাকবিতা",[১] সোনাঝুরি,[২] "সেদিনকার কিশোরক[৩] সব সেধেছিল যে একতারায়", "দেখলেম দুর্গম গিরিব্রজে"[৪], "অসংখ্যের ভারে পরিকীর্ণ"[৫], "ম্লানিহীন[৬] অন্ধকারে" ইত্যাদি।

পত্রপুট : "মুখরিত করো অট্টবিদ্রূপে",[৭] "অপ্রাপণীয়র[৮] সে দীর্ঘ-নিঃশ্বস", "আমার মনের মধ্যে চিকিয়ে[৯] উঠল আলোর ঝলক", "হেমন্তের আতপ্ত নিঃশ্বাস শিহর[১০] লাগাল", পেয়ালী,[১১] "ক্ষুভিত[১২] সুরের ঝরনা", "আপনার নিভৃত রূপছায়ায় পরিকীর্ণ", "স্থির জলে আনে অশান্তির উন্মন্থন[১৩], "অমৃতকে উদ্বারিত[১৪] করার জন্য", "পত্র-দূতগুলির সংবাহিত[১৫] দিনরাত্রির যে সঞ্চয় অসংখ্য অপূর্ব্ব অপরিমেয়" ইত্যাদি।

শ্যামলী : "চেয়ে দেখে দেখে জানালার নাম রেখেছি 'নেত্রকোণা' ", "আল্‌শের ধারে এলোকেশিনীরা ঝোলায় সিক্ত শাড়ি", "তোমার বৈকালিকী সাজের ধারা", "অন্য যুগের অবন্তিকা",[১৬] "যখন ডাকব তোমাকে ঘরে / সে হবে যেন আবাহনী",[১৭] তারাঝরা[১৮], "পুরা-পৌরাণিক[১৯] কালের সিংহদ্বার", "স্কন্ধকাটা দুঃস্বপ্ন," "পারের খেয়ার আরোহিণী", "সেই ঘোড়া-বাহনের[২০] যুগ", "সংস্কৃতের অপভ্রংশ মুখ থেকে ভ্রষ্ট হবার পূর্বেই", "আষাঢ়ের ঝিল্লিঝনক রাত্রে", "জেদালো ঢেউ" ইত্যাদি।

১. ইংরেজী great poetry অর্থে ব্যবহৃত। ২. ফুলগাছের নাম। ৩. নিজেরই সৃষ্ট কৈশোরক শব্দ হইতে তৈয়ারী। অর্থ, কিশোর কবি। ৪. অর্থ, পর্বতঘেরা সুরক্ষিত স্থান। মগধের রাজধানী রাজগৃহের প্রাচীন নাম গিরিব্রজ। সেই ধ্বনি এখানে আছে। ৫. চারিদিকে ছড়ানো। ৬. "গ্লানি"র ধ্বনি আছে। ৭. অর্থ, অট্টহাস্যধ্বনিত বিদ্রূপ। ৮. মানে, যাহা পাইবার নহে। ৯. মানে চিকমিক করিয়া উঠিল। ১০. "শিহরণ" অর্থে। "শিহর" ধাতুরূপে চলে। ১১. ফুলগাছের নাম। ১২. মানে, ক্ষোভযুক্ত। ১৩. মানে, উত্তাল মন্থন। ১৪. মানে, উদ্ধৃত ও উদ্ঘাটিত। ১৫. মানে, সম্যকরূপে বাহিত। ১৬. মানে, অবন্তীর নারী, তরুণী। ১৭. "আগমনী"র সাদৃশ্যে। ১৮. ফুলগাছের নাম। ১৯. ইংরেজী অর্থে। ২০. "শালিবাহনের যুগ"এর ধ্বনি।

অমনুষ্যবাচক অথচ মনুষ্য রূপে কল্পিত তৎসম শব্দের বিশেষণে স্ত্রীপ্রত্যয়ের ব্যবহার মাঝে মাঝে আছে। যেমন,

পুনশ্চ: "তোমার লেখনী মহীয়সী"। শেষ সপ্তক: "রেখা অপ্রগল্‌ভা অর্থহীনা", "তপস্বিনী নীরবতার ধ্যান কম্পমান", "মানসী প্রতিমা", "মানসী মূর্তি", "উৎকণ্ঠিতা ধরণীর" "ধ্যানোদ্ভবা প্রিয়া"। পত্রপুট: "পলাতকা ধারা", "কলমন্দ্রমুখরা পৃথিবী", "অন্নরিক্তা তুমি ভীষণা"। শ্যামলী: "মধুছন্দা রজনীগন্ধা" ইত্যাদি।

উল্লেখযোগ্য সমাসবদ্ধ পদের উদাহরণ দিতেছি।

(ক) বহুব্রীহি

পুনশ্চ: "গুঁড়ি-মোটা কাঁঠাল গাছ", "এই একলা-মেজাজের তালগাছ", "হাস্যবক্র যত নির্দয়তা", "চটুলগতি বিদ্যার্থী যুবক", "কাশের ঝালর-দোলা শরতের", "মেঘ-ভাসা ঐ সুদূরতা", "গোরুচরা মাঠের মধ্যে", "গাঁয়ে-চলা পথের পাশে" ইত্যাদি।

শেষসপ্তক: "নিরহংকার মুক্তি", "জ্বলৎ-ধারা মর্মনিঃস্রাব", "বেড়াভাঙা ছন্দের অরণ্যে", "নিষ্কারণ বেদনায়", "আলোনেবা নির্জনে", "রূপকথা-শোনা নিভৃত সন্ধ্যেবেলাগুলো", "কত দেশ আজ কীর্তিনিঃস্ব", "ঝুরি-নামা বৃদ্ধ বট", "ঘুঘুডাকা দুপুরবেলায়" ইত্যাদি।

পত্রপুট: "মুখ-ডোবানো রসাল ঘাসেই তাদের তৃপ্তি", "নি-খরচার হাওয়া বদল", "নি-কড়িয়া ছুটির···কুঁড়ি", "কেশর-ফোলা সিংহ", "অনামা গাছের চারা", "কালের রথচলা রাস্তায়" ইত্যাদি।

শ্যামলী: "ঘোমটা-খসা নারী" ইত্যাদি।

(খ) তৎপুরুষ

পুনশ্চ: "রুষ্ট রুদ্রের প্রলয়-ভ্রূকুঞ্চনের মতো", "নিত্য-কালের লীলামধুর নিষ্প্রয়োজন", "বিস্মৃতিবিলগ্ন", "কুয়াসা-ভিজে হাওয়া", "জরা-জর্জর" ইত্যাদি।

শেষসপ্তক : "পথ-চল্‌তি গানে", বিস্ময়-উন্মনা, "শস্যরিক্ত মাঠে", "রৌদ্রপাণ্ডুর নীলিমায়", পন্থহীন, বজ্র-ঝঙ্কনিত, "খেলা-পাহাড়ের গায়ে", "পুষ্পলগ্ন ভ্রমরের মতো", পাহাড়-ঘেরা, "সোনা-মেশা সমুদ্রের ঢেউ", "তাপতপ্ত নিশ্বাস", রঙমাতাল, তরঙ্গমন্দ্রিত, আকাশবাণীকে, বনসীমায়, ক্ষমাস্নিগ্ধ, বিধাতাকৃত ইত্যাদি।

পত্রপুট : বিরহগীতগুঞ্জরিত, ধ্যানমগ্না, কলমন্দ্রমুখরা, অন্নরিক্ত, আতঙ্কপাণ্ডুর, মায়াবিষ্ট, "রসনিমগ্ন মুহূর্তগুলি", তটবেষ্টনের, ইতিহাস-বিধাতার, রণদুর্মদ, সমরযাত্রীর, কিরণ-পিপাসু, "অশ্রুগদ্‌গদ আকূতি", রসলোলুপ ইত্যাদি।

শ্যামলী : "আলস্য-আবিষ্ট রৌদ্রে", "ফুটবল-বলরামের নকলে", ঘরপোষা ইত্যাদি।

(গ) উপপদ

পুনশ্চ : "রোদ-পোহানো ভাবনাগুলো", "চুরোট-ফোঁকার ঘরে", কম্বল-চাপা ইত্যাদি।

শেষসপ্তক : "ঘোর-ভাঙা চোখ", বাঁশি-বাজিয়ে, "তারিখ-হারানো লোকালয়ের", "রূপ-ফলানোর অন্দরমহলে", "পাঁজর-ফাটানো ডাক", "দেশ-পারানো কোন দেশের দিকে" ইত্যাদি।

পত্রপুট : জীবপালিনী, "বাঁশবনের মর্মর-ঝরা ডালে", আকার-গ্রাসী, নামগ্রাসী, পরিচয়গ্রাসী ইত্যাদি।

শ্যামলী : "আঁচলজড়ানো গৃহিণীপনায়", "সাপ-খেলানো আঁকাবাঁকা", "দল-পাকানো প্রেতের মত", অর্জুনবিজয়ী, প্রান্তশায়ী, "মাছধরা পাখিদের", "জটাঝোলা বটের", "ঝালরঝোলা অস্থিরপনা", "লক্ষ্মী-খেদানো বাদুড়টা" ইত্যাদি।

(ঘ) প্রথম পদ উপমেয় :

পুনশ্চ : "ব্যথা-ধূপের পাত্রখানি", "ঊর্মি-দোলা" ইত্যাদি।

শেষসপ্তক : "সজল মেঘ-শ্যামলের সঞ্চরণ থেকে বঞ্চিতজীবনে", বিদ্যুচ্চঞ্চল, "আলোকের রশ্মিদূত", সুপ্তিসমুদ্রের ইত্যাদি।

পত্রপুট ঃ বিদ্যুচ্চঞ্চুবিদ্ধ, আমি-বনস্পতির, পত্রদূতগুলির, প্রাণ-গঙ্গায় ইত্যাদি।

(ঙ) প্রথম পদ উপমান।

পুনশ্চ ঃ চক্রলহরী ইত্যাদি। শেষসপ্তক ঃ চক্রচিহ্ন, চক্রনৃত্য, বজ্রমন্দ্রিত ইত্যাদি। পত্রপুট ঃ চক্রতীর্থের ইত্যাদি।

(চ) প্রথম পদ বিশেষণস্থানীয় বিশেষ্য।

পত্রপুট ঃ "ছায়াভবনের···মন্দিরে" ইত্যাদি। শ্যামলী ঃ মায়ারশ্মি, শরৎ-আকাশের ইত্যাদি।

(ছ) গদ্যকবিতায় নঞ্-তৎপুরুষ সমাসের ব্যবহার খুব বেশি আছে। যেমন,

পুনশ্চ ঃ অনিভৃত, অবিনয়ে,[১] অশ্রুত, অযত্নের, অচলতায়, অনির্দ্দিষ্টকে,[১] নিষ্প্রয়োজন (=প্রয়োজনহীনতা), "আখোলা[২] চিঠি" ইত্যাদি।

শেষসপ্তক ঃ অভাবনীয়, অব্যক্তের, অনালোকে,[১] অনিমন্ত্রণে,[১] অপ্রজ্বল, অস্ফুট, অনিত্যের,[১] অনতিক্রমণীয়,[১] অনাবিষ্কৃতের,[১] অচরিতার্থ, অসঙ্কুচিত, অপ্রকাশের, অচেনা,[২] অধরাকে, অনুপস্থিত, অনির্বচনীয়তায়, অচল, অনুজ্জ্বল, অপরিসীম, অবারিত, অভাবিতের,[১] অপরিসীম, অনাগত,[১] অনামী, অবোধ,[৩] অনির্দেশ্য, নিরুদ্দিষ্ট, নিঃশব্দ (=শব্দহীনতা), নিরুৎসুক, "আবাঁধা[২] বেণীর বাণী", অসাজানে (=সাজহীন) ইত্যাদি।

পত্রপুট ঃ অপরাজেয়, অশুভে,[১] অচিনের,[২] অমন্দ্র, অপ্রয়োজনীয়ের,[১] অনুচ্চারিত, অদৃশ্যে,[১] অত্যুক্তি, অনুত্তরঙ্গ, অধৈর্যে ইত্যাদি।

শ্যামলী ঃ অধরা[২], অজানিতে ইত্যাদি।

(জ) অব্যয়ের অথবা ক্রিয়াবিশেষণের সঙ্গে সমাসের উদাহরণ

১. বিশেষ্যের মত ব্যবহৃত বিশেষণ। ২. তদ্ভব।
৩. ক্রিয়াবিশেষণের মত ব্যবহৃত : "অবোধ চোখ মেলে চাওয়া" (৪৩)।

আ : আকম্প,[১] আকম্পিত,[২] আকণ্ঠ,[৩] আপাদমস্তক, আতপ্ত,[৪] আপক্ক[৫]।

চির : চিরজীবিতের, চিরদুর্লভের, চির-অচেনা ইত্যাদি।

নিত্য : নিত্যবহমান ইত্যাদি।

প্রথম : প্রথমনিশ্বসিত।[৬]

সদ্য : "সদ্যমুহূর্তের দান"[৬], "সদ্যবর্তমানের প্রাকার ডিঙিয়ে"[৬]।

মাঝ : মাঝ-দরিয়ায়।[৭]

বিনা : "বিনা-দামের[৮] প্রশ্রয়ে"[৫], "বিনাবেদনায়"[৫]।

প্রতি : "প্রতিদিনের নকিব"[৬], "প্রতিমুহূর্তের সংগ্রাম"[৫], ইত্যাদি।

আধ : আধোজানা,[৬] আধপোষা[৫] ইত্যাদি।

পুরা : "পুরাপৌরাণিক[৯] কালের"।

গর : "গর-ঠিকানার পথিক"[৬]।

হঠাৎ : "হঠাৎ-বর্ষণে"[১০]।

বাক্যাংশ-সমাসের ব্যবহার বেশ আছে। যেমন,

পুনশ্চ : "যেমন-খুসির ব্রজধামে", "ঘাটে-জটলা-করা বউদের মতো" ইত্যাদি।

শেষ সপ্তক : "অনাবিষ্কৃতের প্রান্ত থেকে-সংগ্রহ-করা আলোর ছায়ায় বিকীর্ণ আকাশ", "সেই সীমায়-বন্দী নাচন", "নানাকিছুর মধ্যে", "ছুঁয়ো-দেওয়া নীরব হাসিতে ভরা", "কৌতুক-ফেনিল মনের", "মোটা-পাসের-মার্কা-মারা পসরা" ইত্যাদি।

পত্রপুট : "কুড়িয়ে-পাওয়া একটি হীরে" ইত্যাদি।

---

১. বিশেষ্য : "চিনতে পারে নিজেদেরই মতের আকম্প" (পুনশ্চ, 'প্রথম পূজা')। ২. বিশেষণ : "সূক্ষ্ম আকম্পিত রেখায়" (ঐ 'মৃত্যু')। ৩ ক্রিয়াবিশেষণ : "আকণ্ঠ ডুব দেব" (শেষ সপ্তক ৪), "আকণ্ঠ পঙ্কিল" (ঐ ৩৩), "আকণ্ঠপূর্ণ দানবের মতো" (ঐ ৩৯)। ৪. বিশেষণ : "আতপ্ত দক্ষিণে হাওয়া" (পত্রপুট ৩), "হেমন্তের আতপ্ত নিঃশ্বাস" (ঐ ৭)। ৫. পত্রপুট (৩) : "আপক্ক ধান্য-ভারনত"। ৬. শেষ-সপ্তক। ৭. প্রাচীন প্রয়োগ। ৮. ছাপায় ফাঁক আছে। ৯. শ্যামলী। ১০ পুনশ্চ। ছাপায় হাইফেন নাই।

শ্যামলী ঃ "কোমরে-আঁচল-জড়ানো গৃহিণীপনায়", "ঘূর্ণিমার-খাওয়া অরণ্যের", "হঠাৎ-গাওয়া নতুন ছন্দ", "কাছের দিনের ছোঁয়াচ-পার-হওয়া চাহনিতে", "ভুলে-যাওয়া তারিখের" ইত্যাদি।

বিশেষণকে বিশেষ্যরূপে ব্যবহার গদ্যকবিতায়ও যথেষ্ট দেখা যাইতেছে। যেমন, চিরজীবিতের, অব্যক্তের, "স্তিমিত নিভৃতে", "নির্জন নামহীন নিভৃতে", "অনিত্যের স্রোতে", অনাবিষ্কৃতের, "যাবো দুর্গমে, কঠোর নির্মমে", "অভাবিতের স্বপ্ন", "অন্তহীন নব নব অনাগতে", অপ্রাপণীয়ের, আকস্মিকে, "কৃশ কুটিলের কাপুরুষতাকে" ইত্যাদি।

অবস্তুকে বস্তুরূপে ও ভাবকে ব্যক্তিরূপে প্রকাশ গদ্যকবিতার ভাষাকে নিটোল অলঙ্কারগর্ভিত করিয়াছে। যেমন,

পুনশ্চ : "ক্ষীণ সমারোহের পাণ্ডুরতা", "পৃথিবীর এই ধূসর ছেলেমানুষীর উপরে", "নিত্যকালের লীলামধুর নিষ্প্রয়োজন অনধিকার হাত-বাড়ালো কেন", "মহাসমুদ্রের রূঢ় প্রতিবাদ", "রোদ-পোহানো ভাবনাগুলো / ভেসে বেড়ালো মনের দূরগগনে", "আমার সত্তর বছরের খেয়ায় / কত চল্‌তি মুহূর্ত উঠে বসেছিল", "কুঁড়েমির দিনকে পিছনে রেখে যাব ছন্দে-গাঁথা কুঁড়েমির কারুকাজে", "উচ্ছ্বসিত সবুজ কোলাহলের মধ্যে", "নিরীহ দিনগুলো ব্যাঙের মত একঘেয়ে ডাকে" ইত্যাদি।

শেষ সপ্তক ঃ "বিপুল সম্ভাব্য যেদিন অনালোকে ছিল প্রচ্ছন্ন", "ব্যক্ত-অব্যক্তের চক্রনৃত্যে", "অপ্রকাশের পর্দা টেনেই", "গোধূলির দেহলিতে", "দিনটা ছিল গা ছড়িয়ে / নানা-কিছুর মধ্যে", "কে সদ্য এনেছে/ সমুদ্রপারের হাততালি / আপন নামটার সঙ্গে গেঁথে", "রূপকথা-শোনা নিভৃত সন্ধ্যেবেলাগুলো / সংসার থেকে গেল চলে", "দুর্মূল্য নিমেষ", "আপনারই আলিঙ্গনের আচ্ছাদনে", "গন্ধের অঞ্জলি", "ম্রিয়মাণ শতাব্দীকে ফেলে রেখে", "আজ মানুষের জানাশোনা / তার দেখাশোনাকে / দিয়েছে আপাদমস্তক ঢেকে", "চঞ্চল আগ্রহের চকিত ঝংকার", "চৈত্রমাসের চাঁদের নিদ্রাহারা মিতালিতে", "নব

জীবনের বিস্মিত প্রভাতে", "উপুড়-করা একটা উচ্ছিষ্ট অবকাশ" ইত্যাদি।

পত্রপুট : "থামার পূর্ণতা রচনার পরিত্রাণ", "নির্মম শীতের হাওয়া এসে পৌঁছল হিমাচল থেকে, / সবুজের গায়ে এঁকে দিল হলুদের ইশারা", "দুরূহ দুরাশার সে অনুচ্চারিত ভাষা", "কেনাবেচার বিচিত্র গোলমালের জমিনে / ঐ সুরের শিল্পে বুনে উঠছে / যেন সমস্ত বিশ্বের একটা উৎকণ্ঠার মন্ত্র—, 'তাকিয়ে আছি' ", "বিবাগী মেঘের উত্তরীয়ে", "কামনার আবর্জনারাশি", "সর্বগৃধ্নু চেতনাকে" ইত্যাদি।

শ্যামলী : "আলোর আড়-চাহনি", "ঐটুকু দরদের সরু বুননিতে যেটুকু বাঁধন পড়ে", "অন্ধকারের পিণ্ডগুলো", "গাছেদের নিস্তব্ধ খুশি", "স্কন্ধকাটা দুঃস্বপ্ন", "অরণ্যের বকুনি", "দিনরাত ওদের ঝালর-ঝোলা অস্থিরপনা", "জেদালো ঢেউ", "ঠোঁটে যেন কঠিন পণ তালা-আঁটা", "লেখার উত্তাপে ঢালাই-করা অলংকার" ইত্যাদি।

ব্যক্তিনামের ও স্থাননামের ইঙ্গিতপূর্ণ শ্লেষের দুই একটি ভালো উদাহরণ আছে। যেমন, "দুঃশাসনের দৌরাত্ম্য"[১], "জন্মেছি ছাপার কালিদাস হয়ে"[২], "তোমার চক্রতীর্থের পথে পথে ছড়িয়ে এসেছ"[৩], "কুড়চি-শাখা ফুলের তপস্যায় মহাশ্বেতা"[৪], "ফুটবল-বলরামের নকলে"[৫] ইত্যাদি।

শ্লেষের ইঙ্গিতবহ এই উদাহরণটিও উল্লেখযোগ্য : "লাগলো যেন শীত-বসন্তের হাওয়া"[৬]।

সোনার-তরী, চিত্রা ইত্যাদির কবিতায় আগে ব্যাখ্যা করার মত বিস্তৃতভাবে যে প্রতিমান বর্ণিত হইয়াছিল এখন তাহা প্রগাঢ় ও নিটোল ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। যেমন,

---

১. পুনশ্চ 'খোয়াই'। অর্থ, কু-শাসন+মহাভারতের পাত্র। ২. ঐ 'পত্র'। অর্থ ছাপার কালির অধীন+প্রাচীন মহাকবি। ৩. পত্রপুট ৪। অর্থ, পৃথিবীর বাৎসরিক চক্র-ভ্রমণ+পুরীর চক্রতীর্থ। ৪. বাণভট্টের কাদম্বরী কাব্যের নায়িকার ইঙ্গিত এখানে আছে। ৫. দুর্ধর্ষ খেলোয়াড়+পৌরাণিক বলরাম। ৬. তুলনা করুন : "হাওয়ায় লাগে শীত-বসন্তের ছোঁওয়া" (শেষ-সপ্তক ৯)।

আজ দেখা দিয়েছে তার মূর্তি—
স্তব্ধ সে দাঁড়িয়ে আছে
ছায়া-আলোর বেড়ার মধ্যে।[১]

গদ্যকবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রতিমানকল্পনা যেভাবে পরিণত হইয়াছে তাহার উপযুক্ত নিদর্শন দেওয়া যাইতেছে।

সামনে পূর্ণচন্দ্র,
বন্ধুর অকস্মাৎ হাস্যধ্বনির মতো।[২]

দেখলেম বর্ষা গেল চ'লে
কালো ফরাসটা নিল গুটিয়ে।[২]

বৈশাখে দেখেছি বিদ্যুৎচঞ্চুবিদ্ধ দিগন্তকে ছিনিয়ে নিতে এল
কালো শ্যেন পাখির মতো তোমার ঝড়,
সমস্ত আকাশটা ডেকে উঠল যেন কেশর-ফোলা সিংহ,
তার ল্যাজের ঝাপটে ডালপালা আলুথালু ক'রে
হতাশ বনস্পতি ধূলায় পড়ল উবুড় হয়ে।[২]

সন্ধ্যা এল চুল এলিয়ে,
অস্তসমুদ্রে সদ্য স্নান ক'রে।
মনে হোলো, স্বপ্নের ধূপ উঠছে
নক্ষত্রলোকের দিকে।[২]

ক্রুদ্ধ মুনির মতো ঐ গাছ মাথা তুলেছে আকাশে,
তার শাখায় শাখায় ভৎর্সনা।[৩]

ওর ক্লান্ত দেহের করুণ মাধুরী মাটিতে মেলা,
যেন পূর্ণিমা-রাতের ঘুমহারানো অলস চাঁদ
সকালবেলার শূন্য মাঠের শেষ সীমানায়।[৩]

নানা পাখির কলকাকলীতে
বাতাস আঁকছে শব্দের অস্ফুট আলপনা।[১]

সবুজ বনের মিনে-করা
উপত্যকায় নীল আকাশের পেয়ালা,
তারই পাহাড়-ঘেরা কানা ছাপিয়ে
পড়ছে ঝরঝরানির শব্দ।[১]

---

১. শেষ-সপ্তক ২৯। ২. পত্রপুট। ৩. শ্যামলী।

চৈত্রের রোদে আর সর্ষের খেতে
কবির লড়াই লাগল যেন
মাঠে আর আকাশে।[১]

যুগল জীবনে জোয়ার-জলে
কত সন্ধ্যায় দুলেছে ঐ তারার ছায়া।[১]

পঁচিশে বৈশাখ চলেছে
জন্মদিনের ধারাকে বহন ক'রে
মৃত্যুদিনের দিকে।
সেই চল্‌তি আসনের উপর ব'সে
কোন্ কারিগর গাঁথছে
ছোটো ছোটো জন্মমৃত্যুর সীমানায়
নানা রবীন্দ্রনাথের একখানা মালা।[১]

২১. প্রান্তিক

প্রান্তিক খুব ছোট বই। কিন্তু ভাব অন্তর্গূঢ় ও প্রগাঢ়, ভাষা সংহত, এবং ছন্দ বিলম্বিত লয়েব বলিয়া প্রান্তিকের রচনারীতি অব্যবহিত পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কাব্যগুলির তুলনায় একটু যেন স্বতন্ত্র হইয়াছে।

প্রাচীন রীতির ক্রিয়াপদ বেশ আছে। যেমন, আছিল, আচ্ছাদিয়া, উচ্ছলিয়া, উত্তরিনু,. তরঙ্গিছে, প্রকাশিল, প্রবাহিয়া, প্রসারিল. বাহিরি, বিরচিতে, বিসর্পিয়া, বিস্তারিল, মন্দ্রিয়া, রচিয়াছিনু, লভিয়া, সঞ্চারিছে ইত্যাদি।

কঠিনতর তৎসম শব্দ ঃ অপ্সরকন্যা, অবলিপ্ত, আলিঙ্গিত, চিত্র-ভানু, চেলাঞ্চল, জ্যোতিষ্কণা, তমিস্রা, দ্রাবক, দেহলী, পূষন্ ("হে পূষণ্"), বীভৎসা[২], ভূতি, মুকুটিত, সমীরিত ইত্যাদি।

তৎসম শব্দ লইয়া উল্লেখযোগ্য সমাস-পদ অনেক আছে। যেমন, অগ্নিবর্ষী[৩], আবেশ-আবিল ("—সুরে"), আলোকলুপ্ত[৪] ("—তিমিরের অন্তরালে"), গ্রীষ্মরিক্ত[৫] ("—অবলুপ্ত নদীপথে"), ক্ষয়ক্ষীণ,[৫]

১: শেষ-সপ্তক। ২. প্রথম সংস্করণে ছাপা ছিল "বিভৎসা"। ৩. উপপদ ৪. বহুব্রীহি। ৫. তৎপুরুষ।

নৃত্যপরা[১] ("—অপ্সরকন্যায়"), পুষ্প-মুকুটিত[২] ("সমস্ত জীবন মোর তাই দিয়ে—"), পুষ্পরিক্ত[২] ("—মৌনী বনে"), রোমন্থরত[২] ("—ধেনু"), শুকতারা-নিমন্ত্রিত[২] ("—আলোকের উৎসব প্রাঙ্গণে") ইত্যাদি।

তদ্‌ভব শব্দের সমাস অল্পই আছে। যেমন, প্রথম-জাগা[৩] ("—পাখি")।

২২. সেঁজুতি

বীথিকার থেকে সেঁজুতির মধ্যে কালান্তর অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। সেঁজুতির ভাষা একটু যেন বেশি জোরালো।

উল্লেখযোগ্য প্রাচীন ও নামধাতুর পদ এইগুলিঃ আবর্তিয়া, আছিলে, আলোড়িছে, গ্রন্থিতে[৪] (=গ্রন্থরচনা করিতে), গর্জিয়া, চমকিবে, দীক্ষিছে (=দীক্ষা দিতেছে), ধ্বনিতেছে, নর্তিয়া, পরশিয়া, ফিস্‌ফিসিয়ে (=ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া), বরিবে, মুখরিয়া, মূর্ছিয়া, রচি' ইত্যাদি।

অর্ধ-তৎসম শব্দও অল্প কিছু কিছু আছে। যেমন, দরশন, নিমগন, পরশ, বারতা ইত্যাদি।

উল্লেখযোগ্য সমাস-পদের উদাহরণ খুব বেশি নাই। তবে এইগুলি উল্লেখযোগ্যঃ খ্যাতি-বেড়ি ("খ্যাতি-বেড়ির নিরন্ত ঝংকার"), চির-ধাবমান,[৫] চিরনির্বাক,[৫] চিরপ্রশ্ন ("চিরপ্রশ্নের"), দুই-রঙা[১] (—"সুর"), নৃত্যনূপুর,[২] পুষ্পবন্ধ্যা[২] ("—লতিকার"), বস্তা-বহা[৬] ("—গোরুটাকে"), মৃত্যুবন্দী[২] ("—প্রেতের"), যন্ত্র-গরুড়,[২] স্বর্গ-ঘেঁষা[৬] ("—দুর্মূল্য কিছুরে"), স্তিমিত-দীপ[১] ("—রাতে) ইত্যাদি।

স্ত্রীপ্রত্যয়ের উদাহরণঃ "মায়াবিনী মাধবিকা", "সঞ্জীবনী তপস্যায়" ইত্যাদি।

বাংলা ভাষার নিয়মমত স্ত্রীলিঙ্গ কর্তাপদ সম্বোধনরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন, "হে কৃপণা", "হে বসুধা"।

---

১. বহুব্রীহি। ২. তৎপুরুষ। ৩. কর্মধারয়। ৪. "গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়"। ৫. প্রথম পদ ক্রিয়াবিশেষণ। ৬. উপপদ ৬. প্রথম পদ বিশেষণতুল্য বিশেষ্য।

বিশেষণের ব্যবহারে বিশেষত্ব আছে। যেমন, "অবাক[১] আকাশ" ("সর্ষে-তিসির ক্ষেতে/দুই-রঙা সুর মিলেছিল—আকাশেতে"), "নিষ্প্রভ নেপথ্য", "বিস্মিত প্রণাম"[২] ইত্যাদি।

অনুপ্রাসের ছোঁয়া লাগিয়া শব্দশক্তি বাড়িয়া গিয়াছে এমন উদাহরণ সেঁজুতিতে আছে। যেমন, "লালায়িত লোলুপের লাগি[৩], "ক্ষুব্ধ যারা, লুব্ধ যারা, / মাংসগন্ধে মুগ্ধ যারা করে ফেরাফেরি"।[৩]

নূতন শব্দসৃষ্টির দিকেও ঝোঁক দেখা যায়। যেমন, "কেটে গেছে বেলা শুধু চেয়ে-থাকা মধুর মৈতালিতে / নীল আকাশের তলায় ওদের সবুজ বৈতালিতে"।[৪] এখানে "মিতালি" থেকে সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে আদিস্বরের বৃদ্ধি করিয়া "মৈতালি" সৃষ্ট হইয়াছে। প্রয়োজন ছিল মিলের। তেমনি আবার "মৈতালি"-র সঙ্গে মিল রাখিবার জন্য "বৈতালিক" "বৈতালি" হইয়াছে।

২৩. আকাশ-প্রদীপ

আকাশ-প্রদীপের বিশিষ্ট কবিতাগুলিতে উপহাসের ঝাঁজ আছে। সেই কারণে চলিত রীতির দিকে একটু বেশি প্রবণতা থাকায় রচনার যেন জোর বাড়িয়াছে। প্রচলিত ও প্রাচীন কাব্যভাষার পদ খুব কমই আছে। যেমন, উচ্ছ্বাসি, উৎসারিছে, গুঞ্জরি, ধ্বনিয়া, নিশ্বাসিয়া, পরশ, পরকাশ, প্রসারিছে, বারতা, বিস্তারিছে, বুদ্‌বুদিয়া, মর্মরিয়া, লভিতাম, লাজ, হরষ, হিয়া, সাঁতারিতে ইত্যাদি।

উল্লেখযোগ্য উপভাষার পদ এইগুলি: কুওর (=কুয়ার), চট্‌কা, ছ্যাৎলা-পড়া, জাড়ের (=শীতের), থতোমতো, কড়কড়িয়ে (=কড়কড় করিয়া), ফাটাফুটো, বেগ্‌নি, বেহারাগুলোর, রোদ্দুরে, শিকি ইত্যাদি।

কয়েকটি নূতন সৃষ্ট শব্দ আছে। যেমন, গ্রন্থিল ("—শিকড়গুলো"), ধোঁয়ালি ("—চিন্তায়"), ভিন্নিত[৫] (=ভিন্নভিন্ন কৃত), রঙ্গিমা

১. বাক্‌রুদ্ধ ও বিস্মিত দুই অর্থেই। ২. বিস্ময় এবং প্রণাম।
৩. জন্মদিনে। ৪. 'যাবার মুখে'। ৫. "সেগুলোর দেয়ালে ভিন্নিত" (মিল: "চিহ্নিত") 'যাত্রা'।

("নানা রঙ্গিমায়"), রাধুনে[১] (=পুরুষ রাঁধুনি), লহরিকা[২] ("বেণী / কুঞ্চিত লহরিকার শ্রেণী")।

উল্লেখযোগ্য সমাস-পদ : দিন-ফুরানো[৩] ("—ক্ষীণ আলোতে"), দিগ্‌বাহী[৩] ("চৈতন্যের বিবিধ—স্রোতে"), বাষ্পশ্বাসী[৩] ("—সমুদ্র-খেয়ার-ডিঙা"), রাজনীতিবিৎ[৩] ("সাম্প্রদায়িক—মন"), ভুঁই-জোড়া[৩] ("বসে বসে—এক চাটাই বোনে"), বাধাঠেলা[৩] ("—স্বাধীনের জয়"), খ্যাতি-ক্লান্ত,[৪] পরিণতফলনম্র,[৪] আপন-রচা,[৪] ইতিহাস-পলাতক,[৪] নিরুত্তর[৪] ("একটু হেসে নিরুত্তরে গেল আপন কাজে"), তন্দ্রানিঝুম[৪] (—কালে"), বিদায়-স্বাক্ষর[৫], নিরর্থ[৬] ("—আহ্বানঘাতে"), নিষ্কর্ম[৬] ("—তন্দ্রার তলে"), বিনিদ্র[৬] ("—নিশীথে"), তরঙ্গ-তর্জনী-তোলা[৬] ("—অলঙ্ঘ্য তার মানা"), বাদুড়ঝোলা[৬] ("—তেঁতুল গাছে"), আগলভাঙা[৬] ("—ঘরে"), ভাঙাভাণ্ড[৬] ("—উচ্ছিষ্টের ভূমি"), মুকুলঝরা[৩] ("—মাসে"), ঘুমলাগা[৬] ("—রোদ্দুরে"), আগুন-নেভা[৬] ("—ছাইয়ের মতন"), শাস্ত্রমানা[৬] ("—আস্তিকতা"), উচ্চাসনা[৬], চোখে-না-পড়া[৭] ("গরীব লতাটি যেত চোখে-না-পড়ার ফুলে ঢেকে") ইত্যাদি।

পূরবীর পর হইতেই প্রতিমান আর কবিতার সজ্জা বা ব্যাখ্যা না থাকিয়া পদের, বাক্যাংশের ও বাক্যের মধ্যে গ্রন্থিত হইয়া যাইতেছিল। এইজন্য অনাবশ্যক বলিয়া বীথিকা সেঁজুতি আকাশ-প্রদীপ প্রভৃতি কাব্যে ফলাও প্রতিমান বেশি মিলে না। আকাশ-প্রদীপে ছোটখাটো প্রতিমান দুই-চারিটি আছে। যেমন,

> কলুদ ফুল যে কাকে বলে,—
> ঐ যে থোলো থোলো
> আগাছা জঙ্গলে
> সবুজ অন্ধকারে যেন রোদের টুকরো জ্বলে।[৮]

---

১. "রাঁধুনেরা সার বেঁধেছে পৃথুল কলেবরে" (যাত্রা)।

২. ক্ষুদ্র লহরীর মত-অর্থ।

৩. উপপদ। ৪. তৎপুরুষ। ৫. তৎপুরুষ, প্রথম পদ বিশেষণতুল্য বিশেষ্য।

৬. বহুব্রীহি। ৭. বাক্যাংশ-সমাস। ৮. সময়হারা।

২৫. নবজাতক

নবজাতকে পুরানো কাব্যরীতির শব্দ ও পদ খুব কম নাই। যেমন,

(ক) শব্দ: পরশ ("পরশখানি"), দোঁহে, বারতা, চারিভিতে ইত্যাদি।

(খ) ক্রিয়া: গর্জি, গর্জিয়া, গ্রাসি', কলুষিবে, রোধি, বিরাজে, উচ্ছলি, উজাড়ি', মিলি, জিনিবে, আবর্তিয়া, মন্দ্রিয়াছিল, কুহরে, আছিল, নিক্ষেপিয়া, গুমরিয়া, উদ্‌ঘাটিলে, হুংকারিয়া, রচিয়া, ঝনঝনি, সঞ্চরে ইত্যাদি।

কয়েকটি কবিতায় চলিত ভাষার শব্দ পদ ও বাক্যাংশ উল্লেখযোগ্য। যেমন, ওঁচায়[১] ("মুষ্টি ওঁচায়"), "দিক দাঁড়ি টানি", "ইনিয়ে বিনিয়ে", "অলিতে গলিতে", সমুদ্দুরের, বুড়োমি, কড়ি-কড়া, টানাছেঁড়া ইত্যাদি।

ব্যতীহার-সমাস এবং ধ্বন্যাত্মক পদের ব্যবহার নবজাতকের কবিতায় বেশ আছে। যেমন, কাড়াকাড়ি, কানাকানি, ঘ্যাঁষাঘেঁষি, বিড়বিড়, ঝিমিঝিমি ("—ঝিল্লির স্বননে"), টানাটানি, টেপাটেপি, দর-কষাকষি, দুড়দাড় (ধাতু), দোলাদুলি ইত্যাদি।

নূতন শব্দসৃষ্টির প্রয়াস আছে। যেমন, সভ্যনামিক ("সভ্যনামিক পাতালে"), প্রাপণা ("প্রাপণার"; মিল: "আপনার"), রং-হরণ ("রং-হরণের পালা"), লুঠেল ("—দস্যু")।

উল্লেখযোগ্য সমাস: প্রকাশ-পিয়াস[২] ("—ধরিত্রী"), বন-নীলিমা, মর্মভেদিনী[৩] ("—বেদনা"), দুর্দহন[৪] ("পাপের—"), ভূরিভোজী,[৩] পাখা-মেলা[৫] ("জগতের—ভাষা"), ভগ্নজানু[৫] ("—প্রতাপের"), পথভ্রষ্ট,[২] ভাষাভোলা,[৩] নিত্যনিষ্ঠুরখানি,[৪] দিগ্‌-ব্যাপিনী,[৩] হিংসারতা,[২] প্রাণদেব,[৬] গাড়িভরা[২] ("—ঘুমে"), মুখ-ঢাকা,[৩] উপছায়া-চলা[৫] ("—বনে বনে মন আবছা পথের যাত্রী"), ঘুম-ভাঙানিয়া,[৩] প্রাণতত্ত্ব,[২] মনোব্রহ্মাণ্ড,[৬] নাড়ীতন্ত্ত,[৬] বহ্নিবাষ্প,[৭] রিক্তরস[৫]

---

১. মামে, উঁচু করে অর্থাৎ ঘুঁষি দেখায়। ২. তৎপুরুষ। ৩. উপপদ। ৪. প্রথম পদ উপসর্গ অব্যয় অথবা ক্রিয়াবিশেষণ। ৫. বহুব্রীহি। ৬. দুই পদ অভেদ, অথবা প্রথম পদ বিশেষণতুল্য বিশেষ্য। ৭. প্রথম পদ বিশেষণতুল্য বিশেষ্য।

("—উদ্দীপ্ত প্রহরে"), নিরর্থ,[১] নানারঙা,[১] মুক্তিমাতাল,[২] আকাশ-ব্যাপা,[৩] গুহাগহ্বর,[৪] বজ্রমন্ত্র,[২] দীপনেভা[১] ("—তোরণদুয়ারে"), আধ-দেখা,[৫] বিহ্বলতা-বিলাসী, কর্দম-প্রগল্‌ভ[২] ("—বনপথ"), স্বপ্নভাঙ্গা[৩] ("—চোখ"), ফেনস্তূপে[২] ইত্যাদি।

"যুগযুগের তাপসদের,"—এখানে "যুগযুগ" আম্রেড়িত সমাস।

স্ত্রী-প্রত্যয়ের ব্যবহারের উদাহরণঃ "দিগ্‌ব্যাপিনী", "শক্তি··· শান্তিময়ী", "বহ্নিশিখা নির্দয়া নির্ভীকা", "নবীনা শ্যামলা সন্ধ্যা", "সুকুমারী লেখনীর", "রৌদ্র রাগিণীরে" ইত্যাদি।

ভাবকে বস্তু এবং ভাব ও বস্তুকে ব্যক্তিরূপে ব্যবহার নবজাতকে বেশি করিয়া দেখা দিয়াছে। যেমন "ভগ্নজানু প্রতাপের",[৭] "পথভ্রষ্ট বর্তমানে", "ভাষাভোলা ধূলির করুণা", "সমুচ্চ তুচ্ছতা", "নিষ্কর্মার স্বাদু উত্তেজনা", "যে বিশ্বাসের আশ্বাসবাণী", "গাড়িভরা ঘুম", "সন্দেহ-আড়ালেতে মুখ-ঢাকা জাগে বিশ্বাস", "সর্বব্যাপী সামান্যের সচল স্পর্শের লাগি", "মুক্তি-মাতাল খ্যাপা/হুংকার তার ছুটল আকাশ-ব্যাপা", "আলোকের নিঃশব্দ চরণপাত",[৮] পণ্যঝড় ইত্যাদি।

অর্থ পেরিয়ে নিরর্থ এসে ফেলিছে রঙিন ছায়া
বাস্তব যত শিকল গড়িছে খেলেনা গড়িছে মায়া।[৮]

উল্লেখযোগ্য প্রতিমান অনেক আছে। যেমন,

নবীন ধানে
ধানশ্রী সুর মূর্ছনা দেয় সবুজ গানে।
দুঃখে সুখে স্নেহে প্রেমে
স্বর্গ আসে মর্তে নেমে,
ঋতুর ডালি ফুল-ফসলের অর্ঘ্য বিলায়,
ওড়না রাঙে ধূপছায়াতে
প্রাণনটিনীর নৃত্যলীলায়।[৯]

১. বহুব্রীহি। ২. তৎপুরুষ। ৩. উপপদ। ৪. সমার্থক শব্দের দ্বন্দ্ব সমাস। ৫. প্রথম পদ উপসর্গ অব্যয় অথবা ক্রিয়াবিশেষণ। ৬. উপপদ অথবা তৎপুরুষ। ৭. কুরুক্ষেত্ররণে ভগ্নউরু দুর্যোধনের ইঙ্গিত আছে। ৮. অস্পষ্ট। ৯. ভূমিকম্প।

অনুপ্রাসপুষ্ট এই চিত্র-প্রতিমানটি অত্যন্ত চমৎকার :

উপর আকাশে সাজানো তড়িৎ-আলো—
নিম্নে নিবিড় অতিবর্বর কালো
ভূমিগর্ভের রাতে—
ক্ষুধাতুর আর ভূরিভোজীদের
নিদারুণ সংঘাতে
ব্যাপ্ত হয়েছে পাপের দুর্দহন,
সভ্যনামিক পাতালে যেথায়
জমেছে লুটের ধন।[১]

২৬. সানাই

সানাইয়ের ভাষা নবজাতকের মতই। তবে ভাব ও অবস্তু বাচক শব্দের ব্যক্তিরূপে উপস্থাপনা বেশি নাই। প্রাচীন রীতির শব্দ অল্পস্বল্প আছে। যেমন, দেয়া, ধেয়ান, নিঠুর, নিঃশবদ, পরশ, পরশন, বরণ, বরষ, বায়, মূরতি, হরষ ইত্যাদি।

প্রাচীন রীতির ক্রিয়াপদ : আকুলি, আকুলিয়া, আছাড়ি, আলোড়িয়া, আহরি, উছলিয়া, উচ্ছ্বসিয়া, উদ্ঘারিল, কুসুমি, খেলাইছে, গর্জিয়া, ঘোষিল, চঞ্চলি, চমকি, পরশি, প্রবেশিতে, প্রসারিল, প্রসারিয়া, বঞ্চিতে (= বঞ্চনা করিতে), বরষে, বর্ষে, বিচ্ছুরিছে, বিচ্ছুরিল, বিশ্বাসি, বিস্তারিছে, মুখরিয়া, যুঝিতে, রচিছে, রুধে, লক্ষ্যি, শিহরায়, সচকিয়া, সমুচ্ছ্বাসি, সংবরি ইত্যাদি।

উপভাষার পদের ব্যবহার কিছু কম। যেমন, "অগ্রহান মাস", আজকে, আল্‌গা, উড়ুক্কু, কচিমেয়েপনা, কারবার, কালকে, কুটিকুটি ("—ছিঁড়তেছিলেন"), ঘুর্ণি, ঝাপসা, ধান-পচানি, ধানি-রং-করা, পোষ-মানা ইত্যাদি।

কঠিনতর তৎসম শব্দের সংখ্যা বাড়িয়াছে। যেমন, কালিমাধূম্র, ক্ষণভঙ্গুর, চেলাঞ্চল, তটপ্লাবী, তামসী, নিগড়, প্রতীক্ষিত, ফেনায়িত, বক্ষোদীর্ণ, বাতায়ন, বিকচ, বিভাবরী, বিদ্যুৎঘাত, রহঃসখী, হঠাৎপ্লাবনী, হৃৎকম্পন, সদ্যঃপাতী, সূত্রছিন্ন ইত্যাদি।

---

১. প্রায়শ্চিত্ত।

নূতন সৃষ্ট শব্দও আছে। যেমন, আন-মননী, দূতিকা, নর্তিনী, পাঞ্চভৌত্য, সূক্ষরেখিনী ইত্যাদি।

উল্লেখযোগ্য সমাস-পদ : হঠাৎনামা[১] ("—প্লাবনের"), হঠাৎ-প্লাবনী[১] ("—নদীর প্রায়"), খরপ্রবাহিণী,[২] তটপ্লাবী,[১] তন্দ্রাঅলস[৩], কালিমাধূম্র[৩] ("—হাত"), ছন্দভাঙা[৪] ("—অসংগতি"), সন্ধ্যাতারা-জ্বালা[৪] ("—অন্ধকারে"), স্মিতস্বপ্ন[৩] ("স্মিতস্বপ্নের আভাস"), ম্লানরৌদ্র[৪] ("—অপরাহ্ণবেলা"), সূত্রচ্ছিন্ন[৪] ("—বাণী"), জাত-খোয়ানো[২] ("—প্রিয়া"), ভদ্র-নিয়ম-ভাঙা[২] ("—…ঘরে"), আচারমানা[২] ("—ঘরে"), আলগা-মলাট[৪] ("—বইয়ের"), সখ্যসাধনা[৩] ("হাঁটুজলের সখ্যসাধনার"), অত্যুক্তি-বঞ্চিত[৩] ("—ভাষা"), স্বপনচারিণী[২], আত্মশ্লাঘী[২] ("—সতী"), ফসল-ফুরানো[৪] ("—শূন্যক্ষেতে"), মণিহার-ছেঁড়া[৪] ("—হাস্য"), চুপকথা,[৩] বিরহ-করুণ[৩] ("দিচ্ছে—নাড়া"), পথ-খোওয়া[২] ("—মোর প্রাণের স্বর্গভূমি") ইত্যাদি।

স্ত্রী-প্রত্যয়ের উদাহরণ : "হে নির্দয়া", "হে কৃপণা", "হে দূতী" "নির্ঝরিণী", "সাপিনীর দেহচ্যুত ত্বক", "তুমি যেন ছিলে সূক্ষরেখিনী ছবির মতো", "আধুনিকা প্রিয়ে",[৫] "সুতীব্র চাহনি / বিদ্যুৎবাহিনী" ইত্যাদি।

অ-ব্যক্তি ভাব বাচক বিশেষ্যে ব্যক্তি বাচক বিভক্তির উদাহরণ : "স্বপনেরা", "পাখিদের"।

নির্দেশক প্রত্যয়ের উদাহরণ : "অস্পষ্টতাখানি"।

বিশেষণের দ্বারা প্রতিমানগর্ভিতার উদাহরণ : "প্রচণ্ড মরণ", "হিংস্র সাক্ষ্য", "ক্ষণভঙ্গুর দিনে", "ধূসর জীবনের", "অফলতি প্রতীক্ষার", "অফুরান নৈরাশায়", "কূজনহীন ঘুম", ইত্যাদি।

ছোটখাটো স্পষ্ট প্রতিমানও কিছু আছে। যেমন,

১. তৎপুরুষ, প্রথম পদ ক্রিয়াবিশেষণ। ২. উপপদ। ৩. তৎপুরুষ ৪, বহুব্রীহি। ৫. সম্বোধন।

কেবল অলস মেঘ ব্যর্থ-ছায়াভাসানের খেলা
খেলাইছে এবেলা ওবেলা।[১]

বিদীর্ণ বিদ্যুৎঘাতে তোমার বিহ্বল বিভাবরী
হানিছে আঘাত অবজ্ঞার[২]

আকাশ আবিল ম্লান সোনালির শীতে[৩]

স্মৃতির তালায় রইবে আভাসগুলি
কালকে দিনের তরে[৪]

আধোজাগরণ বহিছে তখন মৃদু মন্থর বায়ে[৫]

আঁচল আড়ে দীপের মত একটুখানি হাসি[৬]

পোষ-মানা সব দিন চলে যায় দিনের পিছু পিছু[৭]

শুষ্ক ধূলির ধূসর দৈন্যে এসেছিল বুলবুলি[৮]

জোনাকি আঁধারে ছড়াছড়ি করে
মণিহার-ছেঁড়া হাস্য।[৯]

ইত্যাদি।

২৭. রোগশয্যায়

অল্প-পরিচিত তৎসম শব্দের ব্যবহার কিছু বেশি আছে। সেই কারণে রোগশয্যায়-কাব্যের ভাষাও যেন গাঢ়তর হইয়াছে।

তৎসম শব্দের উদাহরণ : অভিসম্পাত, অভীক, ঘূর্ণযন্ত্র, চঞ্চুঘাত, জ্ঞানক্রিয়া, তমস্বিনী, নিরন্ধ্র (=নীরন্ধ্র), বলক্রিয়া, মহার্ণব-গর্ভ, হিমস্পর্শ ইত্যাদি।

১. দূরের গান। ২. বিপ্লব। ৩. জানালায়। ৪. সবার আগে। ৫. আধোজাগা। ৬. হঠাৎ মলিন। ৭. দূরবর্তিনী। তুলনা করুন : "দিনধেনু ফিরে আসে" (পূরবী) ৮. অসময়। তুলনা করুন ছেলে-ভুলানো ছড়া : "বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে"। ৯. মানসী।

নূতন সৃষ্ট শব্দ : অক্ষমা[১] (=ক্ষমাহীনতা), দুর্ভাষা ("হেমন্তের দুর্ভাষার কুজ্মটিকা পানে"), স্বাক্ষরিত (=স্বাক্ষরযুক্ত)।

নূতন অর্থে ব্যবহৃত শব্দ : মার্জনা[২] (=সম্মার্জন)।

প্রাচীন রীতির ক্রিয়াপদ কিছু কিছু আছে। যেমন, আঁকড়ি, উৎসারিছে, উদ্‌ঘাটিবে, উদ্‌ভাসিয়া, উচ্ছ্বসিল, কণ্টকিয়া, বাহিরিল ইত্যাদি।

উল্লেখযোগ্য সমাসের উদাহরণ : খ্যাতিযুক্ত[৩] (—"বাণী মোর"), ছন্দভাষা[৪] ("চেঁচামেচি—"), পূজাগন্ধী[৩] ("—বাতাসের"), শেফালি-কুসুমরুচি,[৫] আমিশূন্য[৩] ("—আমি"), অনিঃশেষ[৬] ("—স্মৃতির উৎসবে") ইত্যাদি।

হেমন্তের দুর্ভাষার কুজ্মটিকা পানে
আলোকের কী যেন ভৎর্সনা
দিগন্তের মূঢ়তারে তুলিছে তর্জনী।[৭]

বহি আমি দু-চক্ষুর অঞ্জলি পাতিয়া[৮]

কবির সঙ্গীতে বাণী অঞ্জলি পাতিয়া আছে জাগি
অনাগত প্রসাদের লাগি।[৯]

ঐতো আকাশে দেখি স্তরে স্তরে পাপড়ি মেলিয়া
জ্যোতির্ময় বিরাট গোলাপ[১০]

মুখশ্রী করিবে কি প্রতিবাদ
মুখোষের নির্লজ্জ নকলে।[১১]

২৮. আরোগ্য

আরোগ্যের কবিতায় রোগশয্যায়ের তুলনায় অল্পপরিচিত তৎসম শব্দ কম আছে। যাহা আছে তাহার মধ্যে এইগুলি উল্লেখ করা যায় :

১. "জগতের মাঝখানে যুগে যুগে হইতেছে জমা / সুতীব্র অক্ষমা।" "দারুণ অক্ষমা", "হে অক্ষমা" (১১)। ২. মিল : "আবর্জনা"। ৩. তৎপুরুষ। ৪. উপপদ। ৫. তৎপুরুষ। প্রথম পদ ("শেফালিকুসুম") বিশেষণতুল্য বিশেষ্য। ৬. বহুব্রীহি। ৭. কবিতা-সংখ্যা ৮। ৮. ঐ ৩২। ৯. ঐ ৩৪। ১০. ঐ ২১। ১১. ঐ ২৪।

অনতিগোচর, অগ্রগল্‌ভ, আভিজাত্য, আস্তরণ, ঘ্রাণলুব্ধ, দৌত্য, ধাবমান, পরাভূত, পাণ্ডুর, বিকীরিত, হিরণ্ময়, স্নানপুণ্য ইত্যাদি।

প্রাচীন রীতির শব্দ ঃ পরশ, পরশন, মূরতি ইত্যাদি।

প্রাচীন রীতির ক্রিয়াপদ ঃ উজ্জ্বলি, তরঙ্গি, তরঙ্গিয়া, বিরাজে, লঙ্ঘিয়া, সাঁতারিয়া ইত্যাদি।

চলিত ভাষার উল্লেখযোগ্য পদ ঃ "উপুড়মুখো গাড়ি", "অকেজোর দলে", "কেজো লোকেদের," দাওয়া (=দাবি দাওয়া) ইত্যাদি।

উল্লেখযোগ্য সমাস ঃ ঘ্রাণলুব্ধ[১] ("—পাড়ার কুকুর"), উপুড়মুখো[২] ("রাস্তায়—গাড়ি"), বাঁধা-খোলা[২] ("—বলদেরা"), রেখা-আঁকা[২] ("দিনের পতাকাখানি স্বর্ণকিরণের—"), দুঃখহানা[৩] ("—গ্লানি যত"), ক্ষীণজীবিত[২] ("ক্ষীণজীবিতেরে করে দান"), প্রাণলক্ষ্মী ইত্যাদি।

আরোগ্যে উল্লেখযোগ্য প্রতিমান কিছু আছে। যেমন,

মাঠের অদৃশ্য পারে চলে রেলগাড়ি
ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর
ধ্বনিরেখা টেনে দিয়ে বাতাসের বুকে[৪]

চাঁদের মুকুট পরা অচঞ্চল রাত্রির প্রতিমা
রহিল নির্বাক হয়ে পরাভূত ঘুমের আসনে[৪]

দিনের পতাকাখানি স্বর্ণকিরণের রেখা-আঁকা[৫]

বুদ্ধিতে উজ্জ্বল চিত্ত তার
সর্ব্বদেহে তৎপরতা করিছে বিস্তার[৬]

২৯. জন্মদিনে

জন্মদিনে (বৈশাখ ১৩৪৮) রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে প্রকাশিত শেষ কবিতাগ্রন্থ। কবিতা-সংখ্যা বেশি নহে, উনতিরিশ। রচনারীতি পূর্বের মতই। কোনো-ধরনের শব্দ ও পদ এবং কথ্য ও লেখ্য ভাষার পদ

১. তৎপুরুষ। ২. বহুব্রীহি। ৩. উপপদ। ৪. কবিতা সংখ্যা ৪। ৫. ঐ ৭। ৬. ঐ ২০।

ও প্রয়োগরীতি বর্জিত হয় নাই। নিম্নের উদাহরণ হইতে তাহা বোঝা যাইবে।

পুরানো কাব্যরীতির পদ।

(১) নামঃ দোঁহে, বারতা, যবে, যাহে ইত্যাদি।

(২) ক্রিয়াঃ আছিল, নিঙাড়িয়া, জিনি', পশে, প্রবেশিনু, বেষ্টিয়া, রচেছিল, উচ্ছ্বসি, উদ্ধারি, উদ্ধারিয়া, উদ্ধারিল, ওঙ্কারিয়া, জর্জরি ইত্যাদি।

কথ্যভাষার শব্দ ও পদঃ ঝাঁপ ("—ভেঙে"), দেউড়ি, নাইকো ("—ভর্ৎসনা"), হল্‌দে, বেগুনী ইত্যাদি।

নূতন সৃষ্ট শব্দঃ তরুকা (তরু+স্বার্থিক -ক+স্ত্রীলিঙ্গ -আ, —"অরকিড তরুকার মতো"), শাখায়িত (শাখা নামধাতু+ক্ত-প্রত্যয়), ক্ষণিকা (স্ত্রীলিঙ্গ)।

ফারসী শব্দঃ কুচকাওয়াজের, মজদুরি, শরিক, শৌখিন।

ইংরেজী শব্দঃ অরকিড, পালিশ।

হিন্দী শব্দঃ তুবলা।

স্বল্প-পরিচিত সংস্কৃত শব্দঃ অক্ষৌহিণী, অভ্রভেদী, অলংকরণ, ঘোটক, চূর্ণীভূত, তুঙ্গ, দৌত্য, নীরন্ধ্র, নৈষ্কর্ম্য, পেলব, বাতায়ন, ব্যূহ, ব্রাত্য, শব্দরাজি, শ্রুতি (=কর্ণ), শ্বাপদ, সমুচ্চ ইত্যাদি।

পরিবর্তিত সংস্কৃত শব্দঃ চলমান (চল্ ধাতু+শানচ্ প্রত্যয়) —"চলমান বাসা", তমস (=তমঃ)।

-ময় প্রত্যয় (বিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণে)ঃ অন্তরময়, ইতিহাসময়।

স্ত্রীপ্রত্যয়ঃ "বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি", "চিত্রময়ী বর্ণনায় বাণী", "সাবিত্রী পৃথিবী এই", "নারায়ণী এ ধরণী", "স্বর্ণময়ী ক'রে দেয় আসন্ন রাত্রির মুখশ্রী", "পার্বতী জনতা" ইত্যাদি।

বিশেষ্যের স্থানে বিশেষণঃ "পাহাড়ের নীলে আর দিগন্তের নীলে", "বনেরে করায় স্নান শরতের রৌদ্রের সোনালি" ইত্যাদি।

ক্রিয়াবিশেষণের স্থানে বিশেষ্য অথবা বিশেষণঃ "সাথীহীন

বালকের ভাবনারে/এলোমেলো জাগাইয়া যেত", "সারি সারি ঝাউগাছ ঝরঝর কেঁপে", "দুর্দম ছুটাত তড়বড়ি" ইত্যাদি।

মহা : (ক) সমাসে প্রথম পদ—"যে মহাদেবত্ব (মহা+দেব -ত্ব) আছে নিখিল বিশ্বের মর্মস্থানে", মহাপ্লাবী, মহাপ্রাণ ইত্যাদি।

(খ) বিশেষণ—"ধরিত্রীর মহা একতান", "মহা জনশূন্যতায়", "মহা অব্যক্তের", "মহা নিরুদ্দেশে", "মহা ঐশ্বর্যের", "হয় মহা দায়" ইত্যাদি।

-তল (দ্বিতীয় পদ, সপ্তমীর অর্থে) : "মহা ঐশ্বর্যের নিম্নতলে", দুর্গমতলে, সিংহাসনতলচ্ছায়ে, মরুবালুতলে।

বিভিন্ন সমাসের উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

তৎপুরুষ : "যুদ্ধহীন রণক্ষেত্রে ইতিহাসহীন সেই মাঠে", "বল্লাবদ্ধ শব্দ-অশ্বে চড়ি", "ছায়াঘন অজানারে", "তৃষা-নিদারুণ মরুবালুতলে", "মরণশঙ্কিল পথে", "প্রাণযাত্রা-কল্লোলিত পথে", "হাউই-ফাটা আগুন-ঝুরি"), প্রাণপঙ্ক, "নিত্য-ধাবিত স্রোতে" ইত্যাদি।

(খ) উপপদ : "কৃপণতার পাথর-ঠেলা বিষম বন্যাধারা", দূরবাসী, "ধারাবাহী শতাব্দীর ইতিহাসে", ভূরিভোজী, "শ্মশান-বিহারবিলাসিনী ছিন্নমস্তা", সর্বত্রগামী ইত্যাদি।

(গ) বহুব্রীহি : "আয়ুক্ষীণ গোলাপের পাপড়ি", "এক পাখা-শীর্ণ সে পাখির", "নানারঙা ফুলগুলি", "মুখঢাকা বধূ", "লোলজিহ্বা সেই কুকুরের দল" ইত্যাদি।

(ঘ) দ্বন্দ্ব : "সুর-বেসুরের দাঁড়ের ঝাপট"।

(ঙ) অব্যয়ীভাব : "সব তুচ্ছতার উর্ধ্বে দীপ যাঁরা জ্বালে অনির্বাণ", "বন্দী হয়ে রবে নিরবধি"।

(চ) বাক্যাংশ-সমাস : "নাম-না-জানা পাখিদের চকিত পাখায়", "রেখা-রেখা অসংলগ্ন ছবি যায় এঁকে", "হঠাৎ-মেলা ঘাটে", "হিসাব-চুকিয়ে-দেওয়া দিন" ইত্যাদি।

পদপ্রয়োগের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হইতেছে।

বিশেষণের স্থানে সম্বন্ধপদ ঃ "নানারঙা ফুলগুলি অতিথির প্রাণে / গৃহিণীর যত্ন বহি' প্রকৃতির লিপি নিয়ে আনে"।

জন্মদিনের কোন কবিতায় চিত্রপ্রতিমান নাই বলা যায়। দুই এক স্থানে চিত্রপ্রতিমানের আভাস আছে। যেমন,

সন্ধ্যাতারাকে সখী-দূতীর মত কল্পনা ঃ "সেথা হতে সন্ধ্যাতারা / রাত্রিরে দেখায়ে আনে পথ"।

ভাবকে মূর্তিমান করিয়া প্রতিমান-কল্পনার উদাহরণ যথেষ্ট আছে। যেমন, "বেলা যেত, লোকালয় / তুলিত স্বরিত করি' সুপ্তোত্থিত শিথিল সময়," "রক্তমাখা দন্তপংক্তি হিংস্র সংগ্রামের", "বোবা স্মৃতির চাপা কাঁদা হুহু করে", "মরা দিনের কবর দেওয়া ভিতের অন্ধকার / গুমরে ওঠে", "জলমগ্ন ভবিষ্যৎ" ইত্যাদি।

প্রতিমান প্রায়ই শব্দার্থের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছে। তাহাতে শব্দশক্তির নূতনতর অভিব্যক্তি দেখি। তবে এ রীতি আগেকার রচনাতেও দেখা গিয়াছিল। উদাহরণ ঃ "অনাহত সুরে / প্রভাতে সোনার ঘণ্টা বাজে ঢং ঢং",—এখানে সোনার ঘণ্টা নিদ্রাভঙ্গকারী সূর্যালোক বুঝাইতেছে।

সূক্ষ্ম শ্লেষের দুইটি ভাল উদাহরণ আছে।

(ক) "একদা নূতন বর্ষ অতলান্ত সমুদ্রের বুকে / মোরে এনেছিল বহি / তরঙ্গের বিপুল প্রতাপে"—এখানে অতলান্ত অগাধ বুঝাইতেছে, সেই সঙ্গে আটলাণ্টিক মহাসমুদ্রের ধ্বনিও আছে।

(খ) "একদা গিয়েছি চিন দেশে / অচেনা যাহারা / ললাটে দিয়েছে চিহ্ন তুমি আমাদের চেনা ব'লে", "ধরিনু চিনের নাম পরিনু চিনের বেশবাস"—এখানে চিন মানে চীন দেশ ও চীন জাতি, কিন্তু সেই সঙ্গে চিন (চিহ্ন) ও চেনা এই দুই তদ্ভব শব্দেরও ধ্বনি আছে।

১. এখানে "জ্বালেন" স্থলে "জ্বালে" লক্ষণীয়

৩০. ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী

রবীন্দ্রকাব্যের ধারা পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই যে তিনি তেরো হইতে আঠারো বছর বয়সের মধ্যে রচিত সমস্ত কবিতাই তাঁহার গ্রন্থাবলী হইতে বর্জন করিয়াছেন। ব্যতিক্রম শুধু 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী যে অত্যন্ত কাঁচা লেখা সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সংশয় ছিল না। বস্তুতঃ এ গানগুলির সম্বন্ধে তিনি নির্মমই ছিলেন। রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় তিনি শেষ রায় দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু গান বলিয়া ভানুসিংহের পদাবলী এখনো মূল্যহীন হইয়া পড়ে নাই। বর্তমান আলোচনায় ভানুসিংহের পদাবলীর যে বিচিত্র বিমিশ্র ভাষা (jargon) সৃষ্টি করিয়াছে তাহারই আলোচনা করিতেছি। সুদীর্ঘ সাহিত্য-সাধনার মধ্যে কয়েকটি পত্র-প্রবন্ধ ছাড়া রবীন্দ্রনাথ আর কোথাও ছদ্মনাম আশ্রয় করেন নাই। তবে ব্রজবুলির ধরণের রচিত এই পদাবলীগুলিতে তিনি 'ভানুসিংহ' নাম গ্রহণ করিলেন কেন, এ প্রশ্ন স্বভাবতই মনে উঠে। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে ইহার একটা কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। জীবনস্মৃতির পাঠকেরা জানেন যে কিশোর ইংরেজ কবি চ্যাটার্টনের পন্থা অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদের রচনার অনুকরণ করিয়াছিলেন।[১] মৈথিল কবি বিদ্যাপতির ও বাঙালী কবি গোবিন্দদাসের আঁটসাঁট ব্রজবুলি রচনা বালক রবীন্দ্রনাথের মন বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। তিনি এই ভাষা-জটিলতার মধ্যে ডুব দিয়া দুই একটি রত্ন আবিষ্কার করিয়াই তৃপ্ত রহিলেন না, সেই সঙ্গে নিজের ভাবকেও এই অভিনব-পরিচ্ছদে মণ্ডিত করিয়া প্রকাশ করিতে চাহিলেন। এই দ্বিমুখী প্রেরণার বশে এক মেঘশ্যাম মধ্যাহ্নে নির্বাধ অবকাশের আনন্দে অন্তঃপুরের এক নির্জন ঘরে খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া শ্লেটে লিখিলেন—

গহন কুসুম-কুঞ্জ-মাঝে
মৃদুল মধুর বংশী বাজে

১. রচনাবলীর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ আরও কঠিন হইয়া বলিয়াছেন, "তার পরের সোপানে ওঠা গেল বৈষ্ণব-পদাবলীর জালিয়াতিতে"।

রবীন্দ্রনাথের লেখা এইই প্রথম ভাল লাইন এবং তাঁহার ব্রজ-বুলি রচনায় এই প্রথম পদ। "ভানুসিংহ" ছদ্মনাম গ্রহণেও কিছু রহস্য আছে। "ভানু" মানে রবি আর "সিংহ" মানে প্রধান অর্থাৎ "ইন্দ্র"। অন্যদিক হইতেও বলিতে পারি, রবীন্দ্রনাথ যেরূপ গভীরভাবে বিদ্যা-পতির দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন, তাহাতে বিদ্যাপতির শিবসিংহের অনুকরণে "ভানুসিংহ" ভনিতা ব্যবহার করাও অসঙ্গত হয় নাই। তবে "ভানুসিংহ" এই ছদ্মনামের অনুমানটিই অধিকতর সঙ্গত। কেননা দ্বিতীয়টি হইতে আদ্যক্ষর "ভ" মাসিকপত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্র-নাথের কোন কোন বাল্যরচনায় স্বাক্ষর রূপে যুক্ত থাকিত।[১] "সিংহ"-এর মধ্যে কবির গীতগুরু শ্রীকণ্ঠ সিংহের নামের স্পষ্ট ইঙ্গিত কল্পনা করা যাইতে পারে।

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী অনুকরণজাত হইলেও এগুলির স্বমহিমা কিছু কম নয়। রবীন্দ্রনাথ নির্মম হইয়াই বলিয়াছিলেন, "ভানুসিংহের কবিতা একটু বাজাইয়া বা কষিয়া দেখিলেই তাহার মেকি বাহির হইয়া পড়ে।" একথা অস্বীকার করি না, কেননা ধর্ম বা সাধনা বা অন্য কোন দিক হইতে এ গানগুলির প্রেরণা আসে নাই। এমন কি বৈষ্ণব-পদাবলীর ব্রজবুলি ব্যাকরণ ও ইডিয়ম (বাক্‌-রীতি) যথাযথ ও সমানভাবে অনুসৃত হয় নাই। কাজেই পুরানো ব্রজবুলির মানদণ্ডে বিচার করিলে এগুলি মেকি মনে হইতে পারে।

কিন্তু মেকি বলিলেই সবটুকু বলা হয় না। এই রচনাগুলি নিশ্চয়ই একটা হাল্‌কা পরীক্ষামূলক সৃষ্টি। ব্রজবুলি ভাষার ব্যবহারে যথেষ্ট স্বাধীনতা লইয়া কতকটা খেলার ছলে বাংলা কবিতায় পুরানো ধরণের আঁটসাঁট রীতি চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভাষায় তিনি বাংলাও আবশ্যক মত ব্যবহার করিয়াছিলেন। অধিকাংশ গানে বাংলার ছাপ স্পষ্ট করিয়া পড়িয়াছে। এ ছাপ শুধু পদে নয় ইডিয়মেও আছে। যেমন,

১. শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড (তৃতীয় সংস্করণ), ৪৫৩-৪৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

চন্দ্রমায় নিন্দিছে (৮)

শ্যাম ঘুমায় হামারা (১২)

মাধব, কঠোর বাত হমারা

মনে কি লাগল তোর (১৫)

হাসয়ি হাসয়ি নিকট আসয়ি (১৬)

সারা দিবসক (১০)

হম আসব না (১৮)

বরখি আঁখিজল ভানু কহে—অতি—

দুখের জীবন তাই।

হাসিবার তর সঙ্গ মিলে বহু

কাঁদিবার কো নাই। (১৬)

(শেষ উদ্ধৃতিতে চারি ছত্রে ষোলটি শব্দ, তাহার মধ্যে দুইটি—"বরখি" ও "কো" ব্রজবুলির, একটি "তর" (=তরে) —ব্রজবুলিকৃত বাংলার, পাঁচটি—"ভানু", "অতি", "জীবন", "সঙ্গ" ও "বহু"—তৎসম সুতরাং বাংলা ও ব্রজবুলি, আর বাকিগুলি, বিশেষ করিয়া ষষ্ঠী-বিভক্তির পদগুলি আকারে বাংলা, উচ্চারণ ব্রজবুলি)।

বাংলা ক্রিয়াপদ যথেচ্ছ ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন, কহিছে, দাহিছে, কাঁপিয়া, ব্যথিনু (১৫), নিন্দিছে, র'ব, চুপি ইত্যাদি।

কয়েকটি বাংলা ক্রিয়াপদকে ব্রজবুলি রূপ দেওয়া হইয়াছে। উদাহরণ পরে দ্রষ্টব্য।

এইবার ব্রজবুলি অংশের আলোচনা করিব।

(১) প্রথমে ধ্বনিগত পরিবর্তন আলোচনা করিলে দেখি যে দীর্ঘস্বরের উচ্চারণ আবশ্যক মত হ্রস্ব হইয়াছে। যথা,

আ > অ : অমুয়া <আম+উয়া ; চমেলি <চামেলি ; চন্দ্রম <চন্দ্রমা ; দেবত <দেবতা ; বালিক <বালিকা ; "দেখ (<দেখা) ন পাওয়ে" ; ঐস <ঐসা, ঐসে (তুলনীয় ঐছে)।

ই (ঈ) > অ : রয়ন <রজনী ; "নাচ নাচ" <নাচি নাচি ; "রহ রহ" <রহি রহি ; ঝটিত <ঝটিতি, "মালত মাল" <মালতী মালা।

এ>অ ঃ কাহ<কাহে, বয়ন-পান<বদন-পানে, গল<গেল, গলি<গেলি, তয়াগব<তেয়াগব ("তয়াগব" মুদ্রণাশুদ্ধি হইতে পারে), তর<তরে।

(২) দ্বিস্বরের অন্ত্যধ্বনি পূর্ণ উচ্চারিত হইলে য়-শ্রুতি ব্যবহার করা হইয়াছে, এবং অন্ত্য ই-কার হ্রস্ব হইলে অ-কার হইয়াছে। "বহয়ি (=বহই) যাত," কাঁদয়, আওয়ে, হাসয়ি, ভাষয়ি, লয়ি, চাহয়ি, গয়ি, করয়, কাঁপয়ি, টুটয়ি।

(৩) ছন্দের প্রয়োজনে দীর্ঘ এ-কার দ্বিস্বরে পরিণত হইয়াছে। "টুটয়ি গইল" (<গেল), দউ (<দে), তুলনীয় ভেল<ভইল।

(৪) ব-শ্রুতি স্বভাবতই ও-কারের দ্বারা প্রকাশিত, তবে মাঝে মাঝে য়-কার হইয়াছে। যেমন, মিশাওল, খোয়ব, মিটাওসি, বজাওসি, বজাওলি, আওয়ে, আওলি, ফিরাওয়ে, টুটাওত, ভাওব, আও, আওব, কিন্তু—খোয়ব; ডুবায়ব, সোঁয়ারয়।

(৫) ছন্দের অনুরোধে ন-কার একটি স্থানে আনুনাসিক হইয়াছে ঃ মঁদির<মন্দির।

এইবার শব্দরূপের আলোচনা। প্রথমে নামশব্দ।

কর্তায় ও কর্মে কোন বিভক্তি নাই। ব্যতিক্রম একটি মাত্র ঃ "উরহ বিয়াকুলু" (<ব্যাকুল)।

চতুর্থীর উদাহরণ ঃ যমুনা-পানে (বাংলা), বয়ন-পান, মুখপন, "ধনকো শ্যাম" (১৭)।

পঞ্চমীর উদাহরণ ঃ রিঝসে, দূর-সঞে, মরণসেঁ, মরম-সঙে।

যষ্ঠীর উদাহরণ ঃ শ্যামক, দিবসক, হৃদয়ক ইত্যাদি। একবার "শ্যামকো পদারবিন্দ"।

সপ্তমীর উদাহরণ ঃ কুঞ্জপর, শূন্যপর, বিরলপর, চিত্তমে, অধরমে, যমুনাবারিম, কুঞ্জপথম, চরণ পরি, মথুরায় (বাংলা), আকাশে, হৃদয়-মাহ।

সর্ব্বনামের রূপ এইরকম ঃ

কর্তা ঃ ময়, হম, সো, কো।

কর্ম : মঝুকো।

করণ : "হমারি সাথে," মোয়।

সম্প্রদান : হমায়, মোয় ; "তাঁহার পানে" ; "হমকো লাগয়" (=আমার লাগি)।

অপাদান : তাহারে।

সম্বন্ধ : মম, মঝু, মোর, তুঝ, "হৃদয় হমারি", দোঁহার, হমারা, তুহুঁক, তোর, তুচ্ছ, কাহারই, তুহ, তব।

স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণে স্ত্রীপ্রত্যয়ের ব্যবহার নাই। এ বিষয়ে বৈষ্ণব ব্রজবুলির সঙ্গে ভানুসিংহের ভাষার মিল নাই। যেমন, "কঠোর রতি হামারা" (১৫)।

এইবার ক্রিয়াপদের বৈচিত্র্য বিচার করি।

প্রথমেই দেখি যে ভানুসিংহ ঠাকুর কেমন অবলীলাক্রমে ব্রজবুলি ক্রিয়ার সঙ্গে বাংলা বিভক্তি যোগ করিয়াছেন। যেমন,

তুঁহুঁ ন ভইবি মোয় বাম (১৯)
আসবে নির্মল রজনী (১৮)
সো কি ফুকারবে রাধা রাধা নাম (২)
কুঞ্জ কুঞ্জ ফেরনু সখি শ্যামচন্দ্র নাহিরে (২)
কুসুমহার ভইল[১] ভার হৃদয় তার দাহিছে (২)
অধর উঠই কাঁপিয়া সখি-করে কর আপিয়া (৩)
অবতারিয়া (৩)
মান টুটইল (=টুটিল) (১৬)
ধরইল (=ধরিল) বালিকা হাত (১৬)
রোয়বে না সো, না দিবে বাধা (১৬)
মলয় মৃদু বলয়িছে, চরণ নমি চলয়িছে,
বচন মুহু খলয়িছে, অঞ্চল লুটায়। (১১)
মরমে করবে গান (৯)
তোঁমার লাগয় প্রেমক লাগয়
সব কছু সহবে জ্বালা (১৪)

১. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে "ভইল" পাওয়া যায়।

কোন স্বপন অব দেখত মাধব
কহবে কোন্ হমায় (১২)

ছন্দের জন্য অর্থাৎ অক্ষর বাড়াইবার জন্য ক্রিয়াপদের শেষে -ই -য় হইয়াছে। যেমন, উদাসয়, উছাসয়, নিবেদয়। এই কারণে আবার য়-শ্রুতিও হইয়াছে। যেমন, আসয়ি, বহয়ি, পলটয়ি, হরয়ি, হাসয়ি, সমরয়ি (=সঙরিয়া), সম্বোধয়ি ইত্যাদি।

বাংলা ক্রিয়ার সঙ্গে ব্রজবুলি বিভক্তির ব্যবহার ক্রিয়াপদে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যেমন,

হৃদয়ক সাধ মিশাওল হৃদয়ে কণ্ঠে বিমলিন মালা। (৩)
সো দিন আসব সখিরে (৩)
বসন্ত বায়ে প্রাণ মিশায়ব বাঁশিক সুমধুর গানে (১০)
প্রাণ ভৈবে মঝু বেণু-গীতময় (১০)
মাধব বলল মৃদু মৃদু হাসল (১৬)
বইস বইস পহু কুসুম শয়ন পর পদযুগ দেহ পসারি (১৪)
সিক্ত চরণে তব মোছব যতনে কুন্তলভার উঘারি (১৪)

অনেক বাংলা ক্রিয়া শুধু উচ্চারণে ব্রজবুলি রূপ পাইয়াছে। যেমন,

বসন্ত-ভূষণ-ভূষিত ত্রিভুবন কহিছে সুখিনী রাধা (১)
শুনহ শুনহ বালিকা রাখ কুসুমমালিকা (২)
কুসুমহার ভইল ভার হৃদয় তার দহিছে (২)
কুঞ্জভবনে পাপিয়া কাহে গীত গাহিছে (২)
ভানু গায় শূন্য কুঞ্জ শ্যামচন্দ্র নাহিরে (২)
চল সখি গৃহ চল, মুঞ্চ নয়ন জল (৩)
মালতি-মালা রাখহ বালা (৩)
ঐস বৃথা ভয় না কর বালা (৩)
সুজনক পীরিতি নৌতুন নিতি নিতি
নহি টুটে জীবনে মরণে (৩)
চাহি শূন্য 'পর কাহে করুণ সুর বাজেরে বাঁশরি বাজে (৪)
কৈস দিবস তব যায়। (৪)
গাঁথ যূথি গাঁথ জাতি গাঁথ বকুলমালিকা (৫)
মৃদুলগমন শ্যাম আওয়ে মৃদুল গান গাহিয়া (৫)

তৃষিত নয়ন ভানুসিংহ কুঞ্জ-পথম চাহিয়া (৫)
সাধ যায় বঁধু যমুনা-বারিম ডারিব দগ্ধ-পরাণ (১০)
শ্যাম ঘুমায় হমারা (১২)

কয়েকটি বাংলা ক্রিয়াপদ ব্রজবুলির ঢঙে বিশ্লিষ্ট হইয়াছে। যেমন,

টুটয়ি গইল পণ, টুটইল মান (১৬)
মলয় মৃদু কলয়িছে, চরণ নাহি চলয়িছে
বচন মুহু থলয়িছে, অঞ্চল লুটায়। (১১)

রবীন্দ্রনাথ একটি সংস্কৃত ক্রিয়াপদের ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন, "চল সখি গৃহ চল, মুঞ্চ নয়ন জল" (৩)। দুই একটি হিন্দী ক্রিয়াপদও ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন,

অঙ্গবসন তব, ভীঁখত মাধব (১৪)
মোতিম হারে বেশ বনা দে সীঁথি লগা দে ভালে (১৩)
সুন্দরি সিন্দুর দে কে সীঁথি করহ রাঙিয়া (৫)

রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ধরনে নামধাতুর প্রয়োগ একবার পাইতেছি।

অতিশয় নির্মম, ব্যথিনু হিয়া তব ছোড়বি কুবচন-বাণ (১৫)

দুইটি নূতন শব্দ আছে: "বিমলিন কণ্ঠে বিমলিন মালা" (৩), ছিদল (=ছেঁদা): "ছিদল তরী সম" (১৫)।

পরবর্তী কালে রবীন্দ্রকাব্যে ব্যবহৃত কয়েকটি বিশিষ্ট শব্দ ও সমাস পদ ভানুসিংহের পদাবলীতে পাওয়া যায়। যেমন,

মৃদুল: "মৃদুলগমন শ্যাম আওয়ে মৃদুল গান গাহিয়া" (৫)
তিমির: "সতিমির রজনী" (৯)
নিবিড়: "নিবিড় তিমিরময় কুঞ্জ" (১৩)
ঝিল্লিমুখর: "ঝিল্লিমুখর দিশি" (৪) ইত্যাদি।

ধ্বন্যাত্মক শব্দের বিশেষণরূপে প্রয়োগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য:

মিলিবে শ্যামক থরথর আদর (১৮)

দ্বিতীয় অধ্যায়

শব্দবিচার

১. প্রাচীন কাব্যরীতির শব্দ ও পদ

প্রথম হইতেই বাংলা কবিতার ভাষায় প্রাচীন ও নবীন শব্দ কবির বিদ্যা বুদ্ধি ও সুবিধামত অনির্বিচারে ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের আগে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ছাড়া আর কোন আধুনিক কবি প্রয়োজন অনুসারে বাছাই করিয়া পুরাতন শব্দ অথবা পদ এবং নির্মাণ করিয়া নূতন শব্দ ও পদ ব্যবহার করেন নাই। ভারতচন্দ্র এবং তাঁহার পূর্ববর্তী বিদ্যাসুন্দর-কাব্যের রচয়িতা উপযোগী হইলে—অর্থাৎ যেখানে বক্তা বিদেশী ব্যক্তি—মুসলমান অথবা হিন্দুস্থানী—শুধু সেই-খানেই—আরবী-ফারসী শব্দ মিশ্রিত হিন্দী অথবা উর্দু "বাত" ব্যবহার করিয়াছেন। "না রবে প্রসাদগুণ না হবে রসাল, অতএব কহি কথা যাবনী মিশাল"—ভারতচন্দ্রের এই উক্তি অনেকে তাঁহার ষ্টাইল সম্বন্ধে প্রযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করেন। কিন্তু তাহা ঠিক মনে হয় না। যে প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্র এই উক্তি করিয়াছেন শুধু সেই প্রসঙ্গেই ইহা খাটে। ছন্দের খাতিরে এবং ওজস্বিতার জন্য মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইচ্ছা করিয়া সংস্কৃত হইতে শব্দ গ্রহণ করিয়াছিলেন। নামধাতুর ব্যবহারেও তিনি যথেষ্ট সাহস দেখাইয়াছিলেন। অনেকে মনে করেন যে নামধাতুর ব্যবহারে মাইকেল উৎকটরকম নিজস্বতা দেখাইয়াছেন। এই ধারণা একাধিক কারণে যুক্তিসঙ্গত নয়। প্রথম কথা নামধাতুর ব্যবহার ষোড়শ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর কাব্যে যথেষ্ট দেখা যায়। উদাহরণরূপে চূড়ামণি দাসের গৌরাঙ্গবিজয়-কাব্য হইতে একটি ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি।

> হ্রদে নিমজ্জিয়া করি স্নান তরপন।
> প্রসাদিল নবদ্বীপে লভিল জনম॥

দ্বিতীয় কথা ষ্টাইলের উৎকটতা বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যের

উপর নির্ভর করে। "জনা চাহে প্রতিবিধিৎসিতে"—এখানে 'প্রতি-বিধিৎসা' (প্রতি+বি+ধা+সন্+আ=প্রতিবিধানেচ্ছা) নামধাতু-রূপে ব্যবহার ভালই হইয়াছে। ছন্দের স্পন্দনের সঙ্গে ছয়-অক্ষরের বিষমমাত্রিক পদটির (⌣ ⌣ ⌣ — ⌣ —) তাল মিলিয়া গিয়াছে। মধুসূদনের রচনা হইতে এমন আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়।

প্রয়োজন মত নামধাতুর অসঙ্কোচ ব্যবহারে এবং সাধুভাষার সঙ্গে চলিত ভাষার এবং উভয়ের সঙ্গে কথ্যভাষার উপভাষার ও পদপ্রয়োগে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মাইকেলের মিল আছে। নামধাতু যেমন—"পূজিতে আইনু পা দুখানি" (মাইকেল), "রেখেছে কাহার তরে যতনে সঞ্চিয়া" (রবীন্দ্রনাথ)। ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় কথ্য ও উপভাষার পদ যখন তখন যেন ছন্দের তরঙ্গে বহিয়া আসিয়াছে। যাহা স্বাভাবিক ও অনিবার্যভাবে আসিয়া গিয়াছে তাহাকে বাদ দিয়া ছন্দের গতি ও ভাবের প্রবাহকে রবীন্দ্রনাথ বাঁধা বুলির খনিত খাতে বহাইতে চাহেন নাই।

বাংলা শব্দভাণ্ডারের বিচার করিলে তিন শ্রেণীর শব্দ পাওয়া যায়। (১) তৎসম—যাহার রূপ অবিকল সংস্কৃতের মত, (২) অর্ধতৎসম—যাহার রূপ কিছু বিকৃত কিছু সংস্কৃতের মত, এবং (৩) তদ্ভব—যাহার রূপ সংস্কৃতের মতই নয়। তবে তদ্ভবের মধ্যে এমন অনেক প্রচলিত শব্দ আছে যাহা অবিকল সংস্কৃতের মতই। যেমন, দিন, জল, মন, চল ইত্যাদি। তদ্ভবের সঙ্গে দেশী[১] শব্দও ধরিতে হইবে। বহুপ্রচলিত বিদেশী শব্দগুলিও প্রায় অর্ধতৎসম ও তদ্ভবের পর্যায়ে পড়ে।

বাংলা কাব্যে কদাচ তৎসম অর্ধতৎতম ও তদ্ভব (এবং দেশী ও প্রচলিত বিদেশী) শব্দ একই সঙ্গে অনির্বিচারে ব্যবহারে বোন বাধা ছিল না। অর্ধতৎসম শব্দের ব্যবহার প্রায় তদ্ভব-দেশীর সমান সমান ছিল এবং বোধ করি সবচেয়ে বেশি ছিল ব্রজবুলিতে। ব্রজবুলিতে (বৈষ্ণব-কবিতায়) প্রায়ই ছন্দের প্রয়োজনে অক্ষর বাড়াইতে কমাইতে হইত। সেইজন্য অনেক শব্দের একই সঙ্গে একাধিক রূপ চলিত

১ যে শব্দ সংস্কৃত হইতে আসে নাই অথচ কোন বিদেশী ভাষা হইতেও গৃহীত নয় তাহাই দেশী শব্দ।

থিল। যেমন, পুহুপ : পুষ্প, নিরজন : নির্জন, শিতকার : শীৎকার। মাইকেল অর্ধতৎসম শব্দকে যথাসাধ্য বর্জন করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে পারেন নাই। যেমন, "তোর এ বারতা (=বার্তা)," "শবদে শবদে (=শব্দে শব্দে) বিয়া দেয় যেই জন", "সে পূর্ব ভকতি" ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ অর্ধতৎসম শব্দকে কখনও অপাঙ্‌ক্তেয় করেন নাই। ছেলেবেলাকার রচনায় (কৈশোরক যুগে) রবীন্দ্রনাথ পুরানো কাব্যরীতির অনুযায়ী অর্ধতৎসম শব্দ যথেষ্ট ব্যবহার করিয়াছেন। শেষ বয়সেও এমন পদের সংখ্যা আগের চেয়ে কম হইলেও পরিত্যক্ত হয় নাই। দরশ, পরশ, বরণ, বরষ, বারতা, মূরতি, হরষ ইত্যাদি শব্দ শেষ পর্যন্ত ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রাচীন কাব্যরীতির তদ্ভব শব্দও এইমত ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে। যেমন, বায় (=বায়ু, বায়ুতে; প্রবাহিত হয়), হিয়া (=হৃদয়) ইত্যাদি।

১. প্রাচীন কবিব্যবহৃত শব্দ ও পদ।

প্রাচীন কাব্যরীতির শব্দ ও পদগুলির তালিকা দিতেছি। "গরব"এর মত কথ্যভাষায় সুপ্রচলিত শব্দ এই তালিকা হইতে বাদ দিয়াছি।

(ক) স্বরভক্তিবিশ্লিষ্ট (অর্ধতৎসম):

গরজে (<গর্জ, ক্রি), গরজনি (<গর্জন+ইক), জনম (জন্ম), জনমি (ক্রি), তরাস (ত্রাস), দগধি (<দগ্ধ, ক্রি), দরশ (<দর্শ, =দর্শন), দরশন (দর্শন), পরকাশ (প্রকাশ), পরকাশে (ক্রি), পরমাদ (প্রমাদ), পরশ (স্পর্শ), পরশন (স্পর্শন), পরশনি (<স্পর্শন+ইক), পরসাদ (প্রসাদ), বরণ (বর্ণ), বি-বরণ (বিবর্ণ), বরষ (বর্ষ), বরষা (বর্ষা), বরষে (ক্রি), বরষণ (বর্ষণ), বরিষণ (বর্ষণ), বারতা (বার্তা), ভকতি (ভক্তি), ভগন (ভগ্ন), মগন (মগ্ন), নিমগন (নিমগ্ন), নিমগনা (স্ত্রী), মুকতি (মুক্তি), মূরতি (মূর্তি), মূরছি (মূর্ছ, ক্রি), শকতি (শক্তি), হরষ (হর্ষ) ইত্যাদি।

(খ) ব্রজবুলি হইতে রবীন্দ্রনাথ কিছু কিছু শব্দ ও পদ লইয়াছিলেন। প্রথম বয়সে তিনি ব্রজবুলিতে গান লিখিয়াছিলেন।[১]

১. সে রচনাগুলি হইতে কোন শব্দ বা পদ এই আলোচনায় গ্রহণ করি নাই।

কৈশোরে রবীন্দ্রনাথ ভাল করিয়া বৈষ্ণব-পদাবলী অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সেইজন্য ব্রজবুলি পদ তাঁহার প্রথমদিকের লেখায় থাকা অস্বাভাবিক নয়। উপরে প্রদত্ত স্বরভক্তিবিশ্লিষ্ট শব্দ ও পদের মধ্যেও ব্রজবুলির প্রভাব বেশ আছে। ব্রজবুলি হইতে গৃহীত বিশেষ্য বিশেষণ ও সর্বনাম পদের উদাহরণঃ বয়ন, বয়ান (বদন), নয়ান (নয়ন), পিয়াস,[১] তিয়াস (তৃষা+পিপাসা), আঁচোর (আঁচল), উলস (উল্লস, উল্লাস), অনিমিখ (অনিমিষ), দিঠি (দৃষ্টি), তুঁহু, দোঁহে ইত্যাদি।

(গ) প্রাচীন কাব্যরীতির অপর বিশিষ্ট শব্দ ও পদের উদাহরণ অল্প কয়েকটি গ্রন্থানুসারে দেওয়া যাইতেছে।

কড়ি ও কোমলঃ গহিন ("গহিন রাতে"), ঝিয়ারি, দোঁহে, বিথাইয়া (বি-স্থাপি) ইত্যাদি।

মানসীঃ অমিয়, আছিল, আঁখি, উতরোল, উভরায় (উর্ধ্ব´রাব), নিতি (নিত্য), নিরখি (নিরক্ষ-), পিয়ে (পিবতি), বায় (=বায়ুতে, বাতে), মু-খানি (মুখ-), মুদিয়া (মুদ্রা, ক্রি), লখিতে (লক্ষ্য, ক্রি), লাজ, হেন ইত্যাদি।

সোনার তরীঃ আঙিনা, নিরখে, নিরখিল, বিকশি (ক্রি), "বিথান[২] বেশ", পারশে (পার্শ্বে), শিখান ইত্যাদি।

চিত্রাঃ পশিতেছে, চুম্বিছে, তুরগম (দুর্গম), বিকাশিয়া, বরষি (ক্রি), প্রবেশিনু ইতাদি।

ক্ষণিকাঃ ইথে, বিহান, বুলে (ক্রি) ইত্যাদি।

খেয়াঃ দেউটি, ফুলশেজ, বাসরশয়ন ইত্যাদি।

শিশুঃ আঙিয়া, ধটি, বাছনি, বিহান ইত্যাদি।

উৎসর্গঃ গাগরী, দাতুরী, লখিতে ইত্যাদি।

কাব্যানুক্রমে আলোচনায় বিস্তৃত উদাহরণ দ্রষ্টব্য।

(ঘ) নামধাতুঃ পুরানো কাব্যের ভাষায় নামধাতুর ব্যবহার

---

১. শব্দটি হিন্দীতে আছে। রবীন্দ্রনাথ "পিয়াসী"ও ব্যবহার করিয়াছেন।

২. শব্দটি রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়।

যথেষ্ট ছিল।[১] আধুনিক কবিদের মধ্যে প্রথম মাইকেলই যথেচ্ছ নাম-ধাতুর ব্যবহার করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথেরও নামধাতুর ব্যবহারে কোন কুণ্ঠা ছিল না। তবে তিনি মাইকেলের মত অভিধান হইতে শব্দ বাছিয়া যথেচ্ছ নামধাতুর ব্যবহার করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ বাংলা কাব্যের রীতিসিদ্ধ প্রবণতা অনুসরণ করিয়াছিলেন। সেইজন্যই শেষকাল পর্যন্তও রবীন্দ্রকাব্যে নামধাতুর ব্যবহার রহিয়া গিয়াছে। গ্রন্থানুসারে আলোচনা আগেই করিয়াছি। এখানে প্রথম ও শেষের দিকের দুইখানি বই হইতে উদাহরণ দিতেছি।

মানসী : আশীষিলা[২] (আশিষ্) ; উথলিয়া (উথল), তেয়াগিয়া (ত্যাগ); নিবেশিলা (নিবেশ) ; পরকাশে (প্রকাশ) ; ব্যথিছে (ব্যথা) ; ব্যাকুলিয়া (ব্যাকুল) ; বাহিরায়,[৩] বাহিরিতেছিল, বাহিরিয়া (বাহির) ; ভাষিতে (ভাষা) ইত্যাদি।

আরোগ্য : উজ্জ্বলি' (উজ্জ্বল) ; তরঙ্গি, তরঙ্গিয়া (তরঙ্গ) ; লঙ্ঘিয়া (লঙ্ঘন) ; সাঁতারিয়া (সাঁতার) ইত্যাদি।

(ঙ) রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কেহই অনুকার-শব্দকে নামধাতুরূপে ব্যবহার করেন নাই। যেমন, গুণগুণিয়ে ("ঘরেতে ভ্রমর এল—"), থরথরিয়ে ("—কেঁপে"), মর্মরিয়া ("—কাঁপে পাতা"), চিক্‌চিকিয়ে ("—ওঠে"), উস্‌খুসিয়ে, ঝমঝমিয়ে, গড়্গড়িয়ে, ছলছলিয়ে, ঝরঝরিয়ে ("—বৃষ্টি যখন বাঁশের বনে পড়ে") ইত্যাদি।

২. তৎসম ও তদ্‌ভব শব্দ এবং পদ

যেখানে যেখানে ছন্দের (যতি-মিলের অথবা অন্ত্য-মিলের) প্রয়োজনে ও ভাবের প্রস্ফুটনে আবশ্যক হইয়াছে সেইখানে সেইখানে

---

১. কিছু উদাহরণ দিতেছি। (১) কৃষ্ণদাস কবিরাজ : বিস্তারিয়াছেন, বিস্তারিব, বিস্তারিতে, বিস্তারি ; প্রচারিয়া, প্রচারিল ; ক্ষমাইল ; আলিঙ্গিয়া ; উদ্ধারহ ; দ্রবিলা ; সমর্পিল ; আকর্ষিয়া ; উচ্চারয় ; আস্বাদিল ইত্যাদি। (২) মুকুন্দরাম চক্রবর্তী : প্রকাশে (=প্রকাশিত হয়) ; সমর্পিব ; ইচ্ছিলে ; ইচ্ছিলা ; বাঞ্ছিলা ; আরোপি ; বেষ্টিয়া ; নির্মাইলা ইত্যাদি।

২. মাইকেলেরও এরকম প্রয়োগ আছে। ৩. কথ্যভাষায়—বেরোয়।

রবীন্দ্রনাথ অল্পপরিচিত তৎসম শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন। বিনা-প্রয়োজনে তিনি কোনও শব্দ বা পদ গ্রহণ করেন নাই, তৎসম শব্দ তো নয়ই। কাব্যানুসারে তৎসম ও তদ্ভব শব্দের ব্যবহার প্রথম অধ্যায়ে দেখানো হইয়াছে। এখানে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দের কিছু উদাহরণ:

তমস্বিনী, নিশীথিনী, ভূরি, লিপ্তি, পর্ণ ("বর্ণে বর্ণে পর্ণে পর্ণে"), নিকষ, পরিবাদ, বাতায়ন, উন্মন, তূর্য, অপহত, নিভৃত, নিলয়, ভেরী, বেণু (=বংশ, বংশী), ধেনু, নভ (নভস্), নেপথ্য, বীরবৃন্দ, দুকূল, মদির, রাজীব, বিভাবরী, কবরী, উন্মদ-সমীর, বিধুর, উন্মাদন, তামসী ইত্যাদি।

তদ্ভব শব্দের ব্যবহারে রবীন্দ্রনাথ জাতিপাঁতি মানেন নাই। যখন যাহা উপযুক্ত মনে করিয়াছেন তখনই তাহা ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন, "অন্ধ নয়ন শ্রবণ কালা" (—এখানে "কালা" কথ্য তদ্ভব), "চিত্ত-দুয়ার মুক্ত রেখে সাধুবুদ্ধি বহির্গতা" (—এখানে সংস্কৃতের অনুযায়ী লিঙ্গ), "আনত বয়ানে", "দখিন বাতে", "তৃণগাছা", "কচি কোমলতা" ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ সমাসে তৎসম শব্দের সঙ্গে তদ্ভব বা অর্ধতৎসম শব্দের যথেচ্ছ মিলন ঘটাইয়াছেন। যেমন, বসন্তবায়, দখিন-সমীরণে, রহস্য-ঘেরা, সরোবরঘাট-আলা[১] ("—মণি হাতে নাগবালা") ইত্যাদি। সমাস ছাড়াও এমন প্রয়োগ অজস্র আছে।

রবীন্দ্রকাব্যে ক্রিয়ার পাঁচ রকম পদের ব্যবহার পাওয়া যায়। (১) সাধু—প্রচলিত, (২) সাধু—কাব্যে-ব্যবহৃত, (৩) সাধু—সংক্ষিপ্ত অথবা পরিবর্তিত, (৪) চলিত, (৫) সাহিত্যে অব্যবহৃত কথ্য ও উপ-ভাষিক এবং (৬) কথ্য—পরিবর্তিত। একই পদের একাধিক রূপের ব্যবহারের উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

পা-ধাতু: (১) পাইলাম, (২) পাইনু, (৩) পেলেম, (৪) পেলাম, পেলুম, (৫) পেনু ("হঠাৎ তোমার সাড়া পেনু")।

আ(স্)-ধাতু: (১) আইলাম, (২) আইনু, আসিনু, (৩) এলেম, (৪) এলুম, এলাম, (৩) এনু, (৫) "আস্‌ল" (প্রথম পুরুষ)।

পড়-ধাতু : (১) পড়িতেছে, (২) পড়িছে, (৩) পড়তেছে (তুলনীয় উপভাষিক পড়ত্যাছে), (৪) পড়ছে, (৬) প'ল (=পড়িল)।

চল্-ধাতু : (১) চলিতেছিলাম, (২) চলিতেছিনু, (৩) চলছিলেন, চলিতেছিলুম, (৪) চলছিলুম, চলছিনু।

ফুরা-ধাতু : (১) ফুরাইয়া, (২) ফুরায়ে। তুলনীয় "হরিয়ে" "ভরিয়ে"।

৩. বিদেশী শব্দ

রবীন্দ্র-কাব্যে বিদেশী শব্দ অল্পস্বল্প যাহা আছে তাহা প্রধানভাবে ইংরেজী হইতে নেওয়া। হিন্দী হইতে নেওয়া শব্দ এবং পদ কিছু আছে। এগুলিকে দুই শ্রেণীতে ফেলা যায়।

(১) তখনকার দিনে কলিকাতায় ভদ্রসংসারে কমবেশি প্রচলিত এবং অধুনা বাংলায় সর্বত্র স্বীকৃত। উদাহরণ দিতেছি।

শব্দ : ছুটি, মাপ ("মাপ করিতেই হবে"), সিধে (ক), সিধা (ক্ষ), দানো (ক্ষ), খেলেনা[১], হোরি ("খেলেছিল হোরি", সো) ইত্যাদি।

ধাতু : পাকড় ("পাকড়ি"), ভাগ ("জীবনরাত্রি ভাগে" ক্ষ, "ভাগিয়া" মা, "গেল সে ভাগি" সো), বানা ("বানিয়ে"), উঠা[২] ("চরাচরে উঠাইয়া গান" প্রভাত), উত্তর, উতার ("উতারিয়া" কড়ি, "রঘুনাথ হেথা আসি উতরিলা" মা), ফুকার ("ফুকারে হৈ হৈ" মা), টুট ("টুটিয়া" মা, "সন্ধ্যা টুটে" কড়ি), ছুট ("ছুটিল তিমিররাত্রি" গী), হট ("পিছু হটি" সো)।

(২) কথ্যভাষায় চলিত নয় তবে সাহিত্যে পাওয়া যায় অথবা পথেঘাটে দৈবাৎ শোনা যায় এমন শব্দ ও পদ (অনেক সময় শুধু সরসতার জন্যই ব্যবহৃত) : নিদ্ (ক), কুর্তি (সো), তাজ (সো), ডালকুত্তা (সো), বীণকার (চি, পূ), তুরন্ত ("ধাই তুরন্ত" চি), সম্‌জে ("সম্‌জে নেব" ক্ষ), বিজ্‌লিপাখা (পূ) ইত্যাদি।

১. প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ব্যবহৃত। ২. এখানে ইডিয়ম হিন্দীর, তাই হিন্দী শব্দ বলিয়া ধরিলাম।

ফারসী ও উর্দু শব্দ যে কয়টি আছে তাহাও সম্ভবতঃ হিন্দীর মধ্য দিয়া আসিয়াছে। যেমন, দিল (ক্ষ), বিলকুল (মা), হামেশা (খে), বাগিচা (পূ), নকিব ("প্রতিদিনের নকিব" শেষ), মজলিস ("অবারিত মজলিসে" শেষ), সমজ্‌দার (শেষ), জবানি ("পার্সি জবানিও জানা আছে" শেষ), মাঝ-দরিয়ায় (শেষ), গর-ঠিকানা ("গর-ঠিকানার পথিক", শেষ), জমিন ("গোলমালের জমিনে" পত্র), সাকী ("হে আমার সাকী", পত্র) ইত্যাদি।

ইংরেজী শব্দ সাধারণতঃ সরস অথবা ঝাঁজালো কবিতায় মসলার মত অল্পস্বল্প আছে। কড়ি ও কোমলের এবং মানসীর প্রথম সংস্করণে অধিকাংশ ইংরেজী শব্দ রোমান অক্ষরে ছাপা ছিল। সবচাইতে বেশি ইংরেজী শব্দ আছে মানসীতে। যেমন,[১] "ডেপুটি" হইতে তৎসম ও তদ্‌ভব প্রত্যয় যোগে—ডেপুটিত্ব ডেপুটিপনা ; এজিটেট ; পোর্টম্যাণ্টো ; ফিনিশ ; মরাল ; মাঞ্চেষ্ট্র (Manchester) ; লিবারপুল ; সার্বিস (service), ডারুয়িনতত্ত্ব (Darwin), কুইনের (Queen Victoria), গেজেট, ফিলজাফি ইত্যাদি।

শেষ বয়সের বইয়ের মধ্যে প্রহাসিনীতেই বেশি ইংরেজী শব্দ পাই।

৪. পদে ধ্বনিপরিবর্তন

ছন্দের প্রয়োজনে অর্থাৎ অনুপ্রাসের অথবা মিলের জন্য কিংবা অক্ষরসংখ্যা কমবেশির জন্য রবীন্দ্রনাথ পদের শেষধ্বনি পরিবর্তন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। উদাহরণ দিতেছি। যেমন, অনুপ্রাসের জন্য : কাঁচল (=কাঁচলি : "কাঁচল পরি আঁচল টানি," "আঁচলখানি পড়েছে খসি পাশে, কাঁচলখানি পড়িবে বুঝিবে টুটি")। অক্ষর-সংখ্যার জন্য : সূতে[২] (=সূতায়), নিরিবিলে[৩] (=নিরিবিলিতে), দিবসযামী[৪] (=দিবস-যামিনী), ডানে[৫] (=ডাইনে, ডাহিনে), অবহেলে[৬] (=অবহেলায় ; মিল : "চিরকেলে") ইত্যাদি।

---

১. "আপিস" ও "গবর্মেণ্ট" বাংলা শব্দকোষের সামিল হইয়া গিয়াছে বলিয়া শব্দ দুইটি ধরিলাম না। ২. সম্ভবতঃ "সূত্রে"—এই তৎসম পদের প্রভাবে। ৩. এখানে চারি অক্ষর প্রয়োজন বলিয়া "নিরিবিলে" হইয়াছে। ৪. এখানে পাঁচ অক্ষর প্রয়োজন। ৫. এখানে দুই অক্ষর প্রয়োজন। ৬. গীতাঞ্জলি।

মিলের জন্য শুধু অন্ত্যধ্বনি নয় মধ্যধ্বনিও পরিবর্তিত হইয়াছে। যেমন, অভ্যর্থন[১] (অভ্যর্থনা), বিজয়-ডঙ্ক[২] (বিজয়-ডঙ্কা) ; শাখে (শাখায়) ; ছায়, ছায়ে[৩] (ছায়ায়) ; হতাশে[৪] ; উপাসন[৫] ; রোদনা[৬] (রোদন) ; যাপনা[৬] (যাপন) ; পাগোল[৭] ; দিখি (দেখি[৮], "বনের গান গাও দিখি") ; উতালা[৯] (উতলা) ইত্যাদি।

মিল ছাড়াও ছন্দের প্রয়োজনে (অর্থাৎ অক্ষরসংখ্যা অনুসারে শব্দের মাপে) পদ কাঁটছাঁট করার অল্পস্বল্প উদাহরণ মানসীতে পাইয়াছি যেমন, "কাষ্ঠ পুত্তল ছবি" (মা, 'কবির প্রতি')। এখানে পুত্তল পুত্তলিকাকে ছাঁটিয়া করা হইয়াছে, কিন্তু সেই সঙ্গে কথ্য "পুতুল"এর প্রভাব আছে। সংস্কৃত অভিধানে "পুত্তল" আছে। এই কবিতাতে পরে "পুতুলি"ও পাই। "পুতুলির মতো"। এইটি প্রাচীন কাব্যের ভাষা হইতে নেওয়া)।

"অবহেলে দেয় আপনার প্রাণ" (মা, 'গুরু গোবিন্দ')। এখানে "অবহেলায়" লেখা উচিত ছিল, কিন্তু তাহাতে এক অক্ষর বাড়িয়া যাইত। "পাষাণকঠিন সরণে" (মা, 'ভৈরবী গান')। এখানে হওয়া উচিত ছিল "সরণিতে", কিন্তু আগের ছত্র "নিঠুর আঘাত চরণে"। কথ্য বংলায় সরণি অর্থে "সরান"—শব্দ চলিত আছে। সুতরাং এখানে পরিবর্ত্তন সঙ্গতই হইয়াছে। "নিঠুরতা দূর থেকে" (মা, 'ধর্মপ্রচার')। এখানে "নিষ্ঠুরতা" হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাহাতে ছন্দ বাধাপ্রাপ্ত হয়, চারমাত্রার স্থানে পাঁচ মাত্রা হইয়া যায়।

মিলের খাতিরে দৈবাৎ অপরিচিত—উপভাষার অথবা কাব্যের ভাষার—শব্দ লওয়া হইয়াছে। যেমন, আলা[১০] (=আলো, কথ্য : "মালঞ্চ করি আলা"), চাঁদা (=চাঁদ),[১১] বি-বরণ[১২] (<বিবর্ণ) ; নিদ্রা-ভগন[১] (<ভগ্ন=ভঙ্গ) ইত্যাদি।

---

১. খেয়া। ২. বলাকা ; মিল : "শঙ্খ"। ৩. মিল : "বায়", "বায়ে"। ৪ মিল : "আকাশে"। ৫. মিল : "শাসন"। ৬. গীতাঞ্জলি। মিল : "যেয়ো না"। ৭. মিল : "দোল"। ৮. মিল : "লিখি"। ৯ সোনার তরী। মিল : "মালা"। ১০. গীতাঞ্জলি। ১১. মানসী, 'শূন্য হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা' ; মিল ; বাঁধা। ১২. সোনার তরী॥

ছন্দের অনুসারে প্রত্যয় পরিবর্তনের উদাহরণ: তরুণা (=তরুণী): "আবার কবে ধরণী হবে তরুণা"[১]।

৫. প্রত্যয়যোগে শব্দ-নির্মাণ

রবীন্দ্রকাব্যে ব্যবহৃত শব্দসমষ্টির মধ্যে বিশেষ কয়েকটি প্রত্যয়-নিষ্পন্ন শব্দের প্রাচুর্য দেখা যায়। তাহার আলোচনা এখানে করিতেছি।

-ময়: সংস্কৃতে এই (ময়ট্)-প্রত্যয়ান্ত শব্দ বিশেষণ। কথ্য বাংলায় -ময়-প্রত্যয়ান্ত শব্দের অল্পস্বল্প প্রচলন আছে। সেখানে কিন্তু এ পদগুলি সাধারণ বিশেষণ নয়, ব্যাপ্তি-অর্থে বিধেয় বিশেষণ অথবা ক্রিয়াবিশেষণ (যেমন—মাঠ জলে জলম্‌ময়, সেখানে লোকে লোকম্‌ময়। রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত এবং বাংলা দুইরকম প্রয়োগেরই অনুসরণ করিয়াছেন। দুইরকম প্রয়োগের উদাহরণ দিতেছি।

(১) সাধারণ বিশেষণ: যৌবনময়,[১] গ্রহতারাময়,[২] "গ্রহতারাময়ী নিশি",[৩] ভাঙাগড়াময়,[৩] মায়াময়,[৩] চিরকল্লোলময়,[৩] "রৌদ্রময়ী রাতি",[৩] "মণিময় তাজ",[৩] অক্ষয়যৌবনময়,[৪] "সন্ধ্যা কান্তিময়ী",[৪] বিফলতাময়,[৪] কৌতুকময়ী,[৪] কল্যাণময়ী,[৪] রূপময়,[৪] চন্দ্রকান্তমণিময়,[৪] পত্রপুষ্পময়,[৪] ছন্দোময়ী,[৫] "আকাশ আলোময়",[৫] আনন্দময়,[৫] "ঘাটের পথ-রেখা তারি চরণলেখাময়",[৬] জ্বালাময়,[৬] "আলোয় আলোময়",[৭] নিখিল-আশা-আকাঙ্ক্ষাময়,[৭] "বহ্নিময় বেদনার",[৮] পুণ্যময়,[৮] আলোক-রেখাময়,[২] "মৈত্রীসুধাময় চোখে",[৯] মহাবাণীময়,[১০] "ছিদ্রময় যৌবনের তরী",[১০] "জীবনের আস্তরণময়"[১০] ইত্যাদি।

(২) ব্যাপ্ত্যর্থে বিধেয়বিশেষণ অথবা ক্রিয়াবিশেষণ: জগৎময়,[১১] "আকাশে চারিদিকময়",[১১] চরাচরময়[১২] চতুর্দিকময়,[১২] "বিশ্বময় দিয়েছে তারে ছড়ায়ে",[১২] "রাখব পরাণময়",[১৩] "শুনি আকাশময়",[১৪] "দুলে অম্বরময়",[১৪] "কাঁপে বক্ষোময়",[১৪] "মোর তনুময় উছলে হৃদয়

১. মানসী। ২. মানসী, সোনার তরী। ৩. সোনার তরী। ৪. চিত্রা। ৫. ক্ষণিকা। ৬. উৎসর্গ। ৭. গীতালি। ৮. পূরবী। ৯. মহুয়া। ১০. বীথিকা। ১১. আরোগ্য। ১২. কল্পনা। ১৩. খেয়া। ১৪. পূরবী।

বাঁধনহারা",[১] "আজো জ্বলে তব নয়নের ভাতি আমার নয়নময়",[২] "বিছাইছে আস্তরণ বনবীথিময়",[৩] "বাইরে রাত্রি তারায় তারাময়"[৪] ইত্যাদি।

(৩) -ইমন্। সংস্কৃতে এই প্রত্যয়ান্ত শব্দ ভাববাচক বিশেষ্য (abstract noun) এবং পুংলিঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ এই প্রত্যয় দুইভাবে ব্যবহার করিয়াছেন : (১) -ইমাযুক্ত পদগুলি বিশেষ্যরূপে এবং (২) -ইম-যুক্ত পদগুলি বিশেষণরূপে। ব্রজবুলিতে ঠিক এমনই প্রয়োগ আছে। যেমন, "ধবলিম বসনে", "নীলিম বসন", "অরুণিম লোচন", "অরুণিম শাড়ী" ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ তদ্ভব এবং দেশী শব্দেও এই -ইম প্রত্যয় যোগ করিয়া শব্দসৃষ্টি করিয়াছেন। বিশেষ্য ও বিশেষণরূপে ব্যবহারের উদাহরণ দিতেছি।

(ক) -ইমা- (বিশেষ্য) : কালিমা,[৫] নীলিমা,[৬] অরুণিমা,[৭] গরিমা, মধুরিমা,[৮] তনিমা,[৯] শোণিমা,[৯] রূপ-তরঙ্গিমা,[১০] ভঙ্গিমা,[১১] ঘনিমা,[১২] শ্যামমহিমা,[১৩] জড়িমা,[১৪] রঙ্গিমা,[১৫] রাঙিমা,[১৬] জবড়-জঙ্গিমা,[১০] ধূসরিমা,[১৭] মহামধুরিমা,[১৭] দীপদীপ্তিমা[১৭] ইত্যাদি। শুধু ছন্দের প্রয়োজনে একবার "-ইমা"-র স্থানে "-ইম" ব্যবহৃত হইয়াছে : "অসীম নীলিমে (=নীলিমায়) লুটে" (কড়ি)।

কড়ি ও কোমলের প্রথম সংস্করণের একটি ব্যঙ্গপূর্ণ কবিতায় তিনটি অর্ধতৎসম পদ (কথ্যভাষার আকারে) পাওয়া যাইতেছে : রক্তিমে, বর্ণিমেটা, বক্তিমে।

(খ) -ইম (বিশেষণ) : "রক্তিম মরীচিকা" (সা), "রক্তিম দুকূলে" (কড়ি), "রক্তিম বর্ণ" (সো), "রক্তিম অম্বরে"

১. মহুয়া। ২. পরিশেষ। ৩. বীথিকা। ৪. আকাশ প্রদীপ। ৫. মানসী, সানাই। ৬. কড়ি ও কোমল, উৎসর্গ, আরোগ্য। ৭. শেষ সপ্তক। ৮. কড়ি ও কোমল, উৎসর্গ, শেষ সপ্তক। ৯. চিত্রা। ১০. পূরবী। ১১. উৎসর্গ, পূরবী, শেষ সপ্তক। ১২. গীতালি, শেষ সপ্তক ("বাষ্পঘনিমা")। ১৩. পত্রপুট। ১৪. পূরবী, শেষ সপ্তক, সানাই। ১৫. পূরবী, আকাশ প্রদীপ। ১৬. কড়ি ও কোমল, বীথিকা, সানাই ("অরুণরাঙিমা")। ১৭. গীতাঞ্জলি।

(সো), "বঙ্কিম গ্রীবা" (সো), "বঙ্কিম রেখালতা" (পূ), "অরুণিম প্রথম উন্মেষ" (বী), "অরুনিম উৎসবে" (নব), "নীলিম রেখাতে" (সা), "নীলিম সংকেত" (বী), "নীলিম অরণ্যে" (নব), "দিগন্তের নীলিম আলোতে," (আরো), "মরুতীর হতে সুধা-শ্যামলিম পারে" (বী), "নীলিম রঙে রাঙানো" (সা) ইত্যাদি।

(৩) -ওলা, -ওয়ালা (আধুনিক কালে হিন্দী হইতে গৃহীত প্রত্যয়)। এই প্রত্যয়ান্ত শব্দ শেষের দিকের গদ্য কবিতাতেই পাওয়া যায়। আগেকার রচনায় শুধু "ফেরিওয়ালা, ফেরিওলা" মিলিয়াছে। উদাহরণ ঃ

পাহারাওলা (শি), "ঘড়িওয়ালা কোন্ বাড়িতে" (পরি), "টিনের ছাদওয়ালা গঞ্জ" (পুন), "ডানাওয়ালা কালো সিংহের মত" (পুন), "ঝাপসা অক্ষরপটওয়ালা" (শ্যা), দাড়িওয়ালা (আ), "ফুলকাটা ঢাকাওয়ালা চৌকিটা" (শেষ), "ঝালরওয়ালা বেণী" (শেষ) ইত্যাদি।

(৪) -পনা (সংস্কৃত "আত্মন্" শব্দ ও বৈদিক -ত্বন প্রত্যয় হইতে জাত।[১] এখন সাধারণতঃ মেয়েদের ভাষায় এই প্রত্যয়ান্ত শব্দ চলিত আছে।[২] উদাহরণ ঃ দুরন্তপনা ("বাতাস করিছে দুরন্তপনা ঘরেতে ঢুকি" ক্ষ), দস্যুপনা (প), বাল্যপনা (নব), কচিমেয়েপনা (নব) ইত্যাদি।

(৫) -মান (সংস্কৃত শানচ্ প্রত্যয়)। রবীন্দ্রনাথ এই প্রত্যয় সংস্কৃতের মত ব্যবহার করিয়াছেন, আবার সংস্কৃতরীতি উল্লঙ্ঘন করিয়াও ব্যবহার করিয়াছেন।

১. শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত সংক্ষিপ্ত ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ (প্রথম সংস্করণ) ১৩৩ পৃষ্ঠা এবং শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন প্রণীত ভাষার ইতিবৃত্ত (পঞ্চম সংস্করণ) ২৪৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ২. শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন প্রণীত *Women's Dialect in Bengali* (*Calcutta University Journal of the Department of Letters* vol. xxviii) এবং 'বাংলায় নারীর ভাষা' (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩৩৪) দ্রষ্টব্য।

সংস্কৃত মতে শুদ্ধ প্রয়োগের উদাহরণঃ ম্রিয়মাণ (সন্ধ্যা, প্রভাত, কড়ি ইত্যাদি), কম্পমান (সন্ধ্যা, মা ইত্যাদি), লম্বমান (ছবি), চলমান, ধাবমান, চিরায়মানা (কবিতানাম, ক্ষ) ইত্যাদি।

সংস্কৃত মতে অশুদ্ধ প্রয়োগের উদাহরণঃ অস্তমান[১] (চৈ, শেষ ইত্যাদি), ভাসমান[২]।

(৬) -অনা (কৃদন্ত ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য। এই প্রত্যয়ান্ত শব্দ-গুলিকে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি বলা যায়)। উদাহরণঃ যাপনা (সো), রোদনা (সো), বাঞ্ছনা (=বাঞ্ছা বাসনা, সো), দাহনা (চি), মাজনা, সাজনা (শি) ইত্যাদি।

(৭) -অনি (কৃদন্ত, তদ্ভব)ঃ কাঁদনি (মা), বাঁধনি (মা), অসাধ্যসাধনি (মা) ইত্যাদি।

(৮) -আনি, -আনো (কৃদন্ত, তদ্ভব, বিশেষণ)ঃ ঘুমপাড়ানি (উ), মনহারাণি (উ), জুঁই-ফোটানো (উ), ঘাস-দোলানো (উ) ইত্যাদি।

(৯) -টা, -টি ; -খানা, খানি ইত্যাদি। নির্দেশক প্রত্যয়ের ব্যবহার রবীন্দ্র-কাব্যের ভাষায় বিশিষ্টতাপূর্ণ। প্রথমদিকের কাব্যে এগুলির ব্যবহার বেশি ছিল। পরে কমিয়া যায়। শেষে আবার একটু বাড়ে। যেমন,

মহুয়া কাব্যেঃ নদীখানি, প্রহরখানি, স্নেহখানি, "দোলনচাঁপার কুঁড়িখানি" ইত্যাদি।

আরোগ্য কাব্যেঃ দৌত্যখানি, পরশখানি ইত্যাদি।

বিভিন্ন কাব্যের প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা প্রথম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

৬. প্রত্যয়স্থানীয় শব্দযোগ

"মাত্র, শাল, দঘ্ন" ইত্যাদি কয়েকটি শব্দ সংস্কৃতে সমাসশব্দের শেষপদ রূপেই ব্যবহৃত হইত বলিয়া এগুলি শব্দসত্তা হারাইয়া প্রত্যয়রূপে গণ্য হইয়াছিল। রবীন্দ্র-কাব্যভাষায়ও দুই চারিটি শব্দ এইভাবে প্রত্যয়ের

১. সম্ভবতঃ এখানে রবীন্দ্রনাথ মতুপ্‌ প্রত্যয়ের সঙ্গে মিলাইয়া লইয়াছেন।

২. "ভাস" (=ভাসা) সংস্কৃত ধাতু নয়, সেইজন্য এখানে শানচ্‌ প্রত্যয় অসঙ্গত।

মতই বহুব্যবহৃত হইয়াছে। এই শব্দগুলির মধ্যে দুয়েকটি শব্দ পূর্বেকার কাব্যের ভাষা হইতে আসিয়াছে।

যেসকল শব্দ বা পদ সমাসে উত্তর পদ রূপে ব্যবহৃত হইয়া বিভিন্ন তির্যক কারকের অথবা বহুবচনের অর্থ প্রকাশ করিয়াছে সেগুলির উদাহরণ দিতেছি।

(১) -তল। মূল অর্থ উপরিভাগ (surface), নিম্নভাগ (ceiling)। মূল অর্থ ছাড়াও অধিকরণের বিভক্তিরূপে রবীন্দ্রনাথ শব্দটিকে ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন, মানসীতে: তিমিরতলে,[১] অঞ্চলতল, চরণতলে (=পায়ের তলায়), সভাতলে, গগনতলে, পাষাণতলে, কাননতলে ইত্যাদি। ব্যবচ্ছিন্ন প্রয়োগ: "অরণ্যের তলে" ('মৌন ভাষা')। নৈবেদ্যে: ভব-সংসারবাতায়নতলে। গীতাঞ্জলিতে: হৃদয়তল, গগনতল, চিত্ততল, চরণতল, আসনতলে, নয়নতলে ইত্যাদি।

(২) -ভরে। করণবাচক অথবা ক্রিয়াবিশেষণ প্রত্যয়স্থানীয় উত্তর পদ। যেমন আনন্দভরে, উচ্ছ্বাসভরে, বাণীভরে ("পরিপূর্ণ—"), বিকাশভরে, বিশ্বাসভরে, বিষাদভরে, "যত্নভরে" "সঙ্গীতভরে", "স্বপ্নভরে" ইত্যাদি।

(৩) -মূলে। অধিকরণ, "প্রান্ত"-বাচক প্রত্যয়স্থানীয়। যেমন, গগনমূলে (=আকাশপ্রান্তে; মা, 'ভুলে') ইত্যাদি।

(৪) -পুঞ্জ[২] (বহুবচনস্থানীয়, শেষের দিকে বেশী ব্যবহৃত)। যেমন, প্রসাদপুঞ্জ (নৈ), ফেনপুঞ্জ, বিঘ্নপুঞ্জ (পরি), ছায়াপুঞ্জ (বী), অনুভূতিপুঞ্জ (প্রা), কলুষপুঞ্জ (নব), তারাপুঞ্জ (নব),

১. "তিমির তলে" প্রথম সংস্করণের পাঠ। "তলে" এখানে ছাপায় সমাসবদ্ধ নয়।
২. প্রথম পদরূপে থাকিলে অর্থ—পুঞ্জীভূত। যেমন "আষাঢ়ের পুঞ্জমেঘে" (পরি)। এই অর্থে দৈবাৎ দ্বিতীয় পদরূপেও দেখা যায়। যেমন, "আবর্জনার অচল পুঞ্জে" (পরি)। বিশ্লিষ্ট প্রয়োগেও এই অর্থ। যেমন, "সোনার পুঞ্জ" (নব), "পুঞ্জ পুঞ্জ বকুনি উঠিছে জমি" (নব)। দ্বিতীয় পদরূপে কখনও কখনও বিশেষণ অর্থে পাওয়া যায়। যেমন, "সর্ব অঙ্গ ছায়াপুঞ্জ করি", "ঘনপুঞ্জ অশোকমঞ্জরী" (বী), "মসীপুঞ্জ মেঘ" (সা),

রৌদ্রপুঞ্জ (সা), বুদ্বুদপুঞ্জ (নব, সা), "অকথিত বাণীপুঞ্জ" (সা, আ) ইত্যাদি।

(৫) -রাশি[১] (বহুবচনস্থানীয়): হাসিরাশি (কড়ি), মিলনরাশি (মা), দরশপরশরাশি (মা), জীবনরাশি (মা), মদিরারাশি (চৈ), শান্তিরাশি (চৈ), চিন্তারাশি (মা, কথা), বৌদ্ধশাস্ত্ররাশি (কথা), শিলাবৃষ্টিরাশি (প), সৌন্দর্যরাশি (বী), মিথ্যারাশি (বী), পূজাপুষ্পরাশি (বী), মৌনরাশি (সা) ইত্যাদি।

(৬) -জাল (বহুবচনস্থানীয়[২]): তৃণজাল ("কে গাঁথিয়া দেয় তৃণজাল", কড়ি), কলুষজাল (পরি), "বন্দী করেছিল তৃষ্ণাজালে" (বী), "কাঙাল শিকড়জাল" (নব) ইত্যাদি।

(৭) -পারা (সংস্কৃত বতি-প্রত্যয়ের অর্থে): "নদী আপন বেগে পাগলপারা" (গী), তুলনীয় পাগলপ্রায়; অনলপারা (উ), অবাক-পারা (রোগ), সমভূমি-পারা (ক) ইত্যাদি।

(৮) -প্রায় (তৎসম, ঐ): সুপ্তপ্রায় (চি), স্তব্ধপ্রায় (চি), স্বপনপ্রায় (ক্ষ), যমদূতপ্রায় (সো) ইত্যাদি।

(৯) -হেন[৩] (তদ্ভব অব্যয়, সংস্কৃত বতি-প্রত্যয়ের অর্থে): "আমার হৃদয় পাগল-হেন" (গী), খদ্যোৎহেন (সো), বিজুলিহেন (সো) ইত্যাদি।

উপমাবাচক অথবা রকমবাচক প্রত্যয় নির্দেশ করা হইতেছে।

(১) -মত, -মতো (বতি-প্রত্যয়ের অর্থে, অনেক সময়ই বিশ্লিষ্ট ভাবে ছাপা): "স্বপ্নমুগ্ধ মত," "অতি সাধুমত আকার প্রকার", "সৃষ্টিছাড়া সৃজন কত মত," "দোঁহার ভাষা দুই মত," "যন্ত্রচালিতমতো" (সা), ভদ্রমত, স্বপ্নমত (ক্ষ), "স্বপ্নে চলার পথিকমতো" (পূ), স্বপ্নমতো (নব) ইত্যাদি।

(২) -তর (ফারসী তরহ্, বতি-প্রত্যয়ের অর্থে)। "এ কেমনতরো ভাষা" (সা), "আচার নূতনতর" (সো), "এমনিতর

---

১. বিশ্লিষ্ট প্রয়োগ। যেমন, "দুর্বলতার রাশি" (নব)। ২. "জাল" শব্দের মৌথিক অর্থ বিলুপ্ত নয়। ৩. ছাপায় কখনো কখনো বিশ্লিষ্ট।

সকালে" (চি), "এমনতর মোহন -মন্ত্র" (ক্ষ), তেমনিতর (খে), যেমনতরো (প), "এ কেমনতরো ভাষা" (সা) ইত্যাদি।

(৩) -পারা, (৪) -প্রায়, (৫) -হেন : পূর্বে দ্রষ্টব্য।

৮. শব্দপ্রয়োগে সূক্ষ্মতা।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ও সংস্কৃত শব্দশক্তিকে সম্পূর্ণভাবে অধিগত করিয়াছিলেন। সে অধিকার কত যে গভীর ছিল তাহা তাঁহার ব্যবহৃত শব্দের মধ্যে অজ্ঞাত ও অনপেক্ষিত ব্যঞ্জনার ও ইঙ্গিতের বিচিত্রতা হইতে বুঝিতে পারি। কয়েকটি শব্দযুগ্মের ব্যবহার দেখাইয়া পরিস্ফুট করিতেছি।

আবিষ্ট : নিবিষ্ট

"মেঘে আজি আবিষ্ট অম্বর,…আকাশ নিবিষ্ট হয়ে শোনে" (ম)।

বিরাম : আরাম

"বিরাম হল আরামহীন" (ম)।

আবেগ : বেগ

"আবেগবেগে" (ম), "বেগের আবেগ" (ব)।

লালায়িত : লোলুপ

"লোলুপ সে লালায়িত" (ম)।

চেষ্টা : প্রয়াস

"সফল চেষ্টায় আর নিষ্ফল প্রয়াসে" (নৈ)।

শব্দ : নিঃশব্দ

"সহস্র শবদে মিলি বাঁধে তব নিঃশব্দের ঘর" (কড়ি)।

চিরদিন : চির দিন

"চিরদিন জেগে রবে…চির দিন দেখাইবে আঁধারের পথ" (কড়ি)।

অঙ্গ : অনঙ্গ

"অঙ্গ ধরি সে অনঙ্গস্মৃতি" (ব)।

আবর্জনা ঃ উপার্জন

"আবর্জনা জমে উপার্জনে" (পূ)।

বিচিত্র ঃ অবিচিত্র

"বিচিত্রের প্রয়োজনে অবিচিত্র আমি শূন্যময়" (পূ)।

প্রাণ ঃ প্রাণ

"অতীত প্রাণ যেন মন্ত্রবলে নিমেষে প্রাণে নাহি জাগে" (সো)

পূর্ব ঃ অপূর্ব

"ভুলায়ে পূর্বের পথ অপূর্বের পথে দ্বার খোলে" (পূ)।

লক্ষ্য ঃ উপলক্ষ্য ; দেশ ঃ উদ্দেশ

"লক্ষ্য নহি উপলক্ষ্য, দেশ নহি আমি যে উদ্দেশ" (পূ)।

তৃতীয় অধ্যায়
সমাস বিচার
১. ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথের কাব্যের ভাষায় সমাস-শব্দের ব্যবহার অতিশয় বিচিত্র। নূতন ব্যঞ্জনা, অপরিকল্পিতপূর্ব দ্যোতনা, স্পষ্টভাবে মূর্ত ছবি, অননুভূত ভাব—এই সব প্রকাশের জন্য রবীন্দ্রনাথ যথেচ্ছ নূতন শব্দ-সৃষ্টির পথে না গিয়া পুরানো শব্দ জুড়িয়া নূতন শব্দ তৈয়ারির দিকে মন দিয়াছিলেন। ইহাতে বাংলাভাষার প্রকৃতিরই অনুসরণ করা হইয়াছে বলিয়া রবীন্দ্রনাথ ভাষার শক্তি অবলীলাক্রমে বাড়াইতে পারিয়াছেন।

খুব স্বাভাবিক এবং সঙ্গতভাবেই তৎসম শব্দের সমাসের দিকে রবীন্দ্রনাথের মাত্রাতিরিক্ত ঝোঁক ছিল না। দুরূহ আভিধানিক শব্দের মতই কঠিন সংস্কৃত সমাস বাংলা ভাষায় সব সময় খাপ খায় না। তাহা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে মেঘনাদবধ পাঠ্যগ্রন্থরূপে পড়িতে বাধ্য হইয়াছিলেন বলিয়া কঠিন সমাস ও আভিধানিক শব্দের প্রতি মোহনির্মুক্ত ছিলেন। তবুও যেখানে ভাবের ও ভাষার সঙ্গতির পক্ষে আবশ্যক সেখানে তৎসম শব্দের সমাস বর্জন করেন নাই। এমন কি বহুপদের সমাসও করিয়াছেন। যেমন,[১]

নিশীথতিমিরথালিকা, নিবিড়-তমিস্র-বিলুপ্ত-আশা, ফুলগন্ধ-নিবেদন-বেদন-সুন্দর, গোপন-মিলন-অমৃতগন্ধ-ঢালা, হাসবিভাসবিকাশ, বিরহী-বিহঙ্গ-কলগীতিকায়, দুঃখতাপ-বিম্নতরণ, শোকশান্তস্নিগ্ধচরণ, দেব-মনুজ-বন্দিত-পদ, গুঞ্জরিত-ত্বরিত-পাখা, গন্ধগহন-সন্ধ্যাকুসুম-মালাতে, গগন-অঙ্গন-আলোকে, নির্মলসূর্যকরোজ্জ্বল, নীলসিন্ধুজল-ধৌত-চরণতল, অনিল-বিকম্পিত-শ্যামল-অঞ্চল, অম্বর-চুম্বিত-ভাল-হিমাচল, পুণ্যপীযূষস্তন্যবাহিনী, দুরন্তযৌবনক্ষুব্ধ, "প্রিয়বন্দনাগান-জাগানো রাতে," প্রস্তরশৃঙ্খলোন্মুক্ত, "দামিনীভুজঙ্গক্ষত যামিনী," জটিল-

---

১. উদাহরণগুলি প্রায় সবই গান হইতে উদ্ধৃত।

গহনপথ-সংকটসংশয়-উদ্‌ভ্রান্ত, বিষয়বিষবিকারজীর্ণ, গন্ধগহন-সন্ধ্যা-কুসুম-মালাতে, নির্বাণহীন-আলোকদীপ্ত, বহুল-সংগ্রহ-আশয়ে, প্রভাত-অরুণকিরণরশ্মি (সো), চিরক্রন্দিত-উর্মিনিনাদ (কথা), সংকট ছায়া-শঙ্কিল (চি), বিস্মৃতিসাগরনীলনীরে (মা), চরণকমলরতনরেণুকা (চৈ), ধ্রুবতারা-দীপদীপ্ত (স্ম), ভবসংসারবাতায়নতলে (নৈ), প্রসাদ-অমৃত-মজ্জনে (পূ), ললিতগীতকলিতকল্লোলে (ম), নরকাগ্নিগিরি-গহ্বরের (সেঁ), পুষ্পবন্ধ্যালতিকার (ঐ), বর্ষাবাষ্প-ব্যাকুলিত (সা) ইত্যাদি।

সমাস করিবার সময় রবীন্দ্রনাথ সাধারণত তৎসম শব্দের সঙ্গে তদ্‌ভব শব্দের যোগ করেন নাই, তবে প্রচলিত কাব্যরীতি অনুসারে অর্ধতৎসম শব্দের সঙ্গে তৎসম শব্দের সমাস করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। যেমন,[১] রূপদরশন, রসবরষণ, হৃতগরবা, শরমনমিত, পরানপুটে, শাঙন-গগনে, সুধাপুরণিমা, কিরণমগন, বরণ-কিরণ-জীবন-মেলা, পৌষ-ফাগুনের, সোনার-বরন, পরাণবীণায়, পরশরতন (অর্ধতৎ+অর্ধতৎ) দখিনসমীরণ, স্বপননীমিলিত, গোধূলিলগন, বরণ-গীতে, নিদ্রাভগন, অরূপরতন, বক্ষদুয়ার, শরমনমিত, ক্লান্তমগন, পাষাণমূরতি, মেঘদুয়ার, ছিন্নবাঁধন, স্বপনবলাকা, অদর্শনতৃষা, শরম-অরুণ, বায়ুপরশন, তৃষাতপ্ত, নীরদগরজনে, মেঘমগন, অগ্নিবরণ, দুখ-রজনীর, পদ-পরশন-আশা, অমৃতমূরতিমতী, নিঝরধারা, স্বপনপারের, চরণশবদ, পরশমধু, দুখ-যামিনীর, তৃষাকাতর, লাজ-আবরণ, স্মিরিতিমন্দিরে, নিদ্রানিমগনা, দুখনিশা, নব-বরষ-প্রাতে, মায়ামূরতি, পরশ-রস-তরঙ্গে, পরাণ-বন্ধন, আগ্রহ-পরশে, মণিমুকুতার, জোছনামত্তা, তাপসমূরতি, চরণদরশ-আশে, বরষাধারায়, দীপ্তিরতন, তিমির-মথন, প্রভাতলগন, অঙ্গুলিপরশ, ছায়ামূরতি, মায়ামন্ত্রে ইত্যাদি।

তৎসম শব্দের সঙ্গে তদ্‌ভব শব্দের সমাস রবীন্দ্র-কাব্যে খুব বেশী না হইলেও কিছু কিছু আছে। যেমন,

গান : প্রাণ-পোড়ানো, বসন্তবায়, আঁধার-কেশভার,

---

১. উদাহরণগুলি প্রায় সবই গান হইতে উদ্ধৃত।

রাতপ্রভাতের, কুসুম-ফোটা, ভাষাভোলা, জননীর-মুখ-তাকানো, বজ্রবেদনে, হিমজড়িমা-বাঁধন, সন্ধ্যাবায়ে, শ্রান্তকায়ে, জীবনসাঁজের, কান্না-ধন, ভুবনজোড়া, কুসুমপাঁতি, মন্দভালোর, শুভ্ররোচন, মৃত্যু-আঁধার, হৃদয়পাখির, সকল-বহা, সকল-সহা, আলোকধেনু, স্বর্গসাধন, সুপ্তিরাতের, স্বপ্নে-দেখা, স্বর্গ-খেলনা, অশ্রুগলিত, বাদলগগনে, পূর্ণিমা-চাঁদ, ধূলিদলিতা, শিশিরশিহর, ছিন্নবাঁধন, বৃন্তঝরা, চরণপূজনে, অশ্রু-গালা, পান্থপাখির, চরণফেলা, আলোকপিয়াসি, ঘূর্ণি-আঁচল, মরণ-সূতোয়, গন্ধবেদনে, অঙ্গুলি-ছোঁওয়া, মাঝ-নদীতে, নিদ্রাঞ্জন-মাখা, "নিদ্রালস-আঁখি", হৃদয়-মাঝারে, রত্নমালা, মাল্যবদল, বিশ্বমাতন, পূর্ণচাঁদের, নিখিলচিত্তহরষা, ভুবনভরসা, হৃদয়-আঙিনায়, বিজুলিশিখা, বজ্রমন্তরে, মরণঢালা, শিশির-ছাওয়া, বৃষ্টি-সারা, সুধাশ্যামলিম, গন্ধ-ঢালা, যূথীকুঁড়ি, মেঘ-ছেঁড়া, জল-ভেজা, বারিঝরা, বিরহ-কাঁদনা, সুখছায়ে, মধুবায়ে, নদী-ঢেউয়ের, আসন-কাছে, পুলক-ছাওয়া, বিশ্ব-দোলন, গগন-জোড়া, ব্যথা-অতলা, গ্রামছাড়া, আকাশ-ডোবা, নয়ন-ধোওয়া, প্রাণ-ফোয়ারায়, রৌদ্র-মাখানো, হতাশপ্রাণে, গন্ধ-ভেলা, রাহু-লাগার, পূর্ণিমা-চাঁদার, চুপ-কথার, চির-উপবাস-ভুখারী, হাসি-অশ্রুময়, খেলা-ক্ষেত্র, হাসিক্রন্দন, বসন-আঁচল, আর্দ্রপাখা, আলোক-আঁকা, চিত্তমাঝে, পথপাদপের, কনক-সুতে, নীড়হারা, মনোভুল, স্নেহ-জ্বালাতন, অশ্রুবাষ্প-থরে, মুখ-আলো, করুণ-মিনতি-মাখা, নিবিড়-তিমির-আঁকা, মাঝগগনে, শস্যক্ষেত, প্রভাত-আলো, মরণলুভী, চন্দন-ভিজা, বকুলমাল্যগাঁথা, শিশির-ছলছল, গন্ধমাতাল, ধূলি-আঁচল, আনন্দমিতালি, তৃণ-বিছানো, অরুণরাঙিমা, অমৃতপাত্র-ভাঙা, বৃষ্টিভেজা, সহাস-ওষ্ঠাধরা, তাম্র-থালায়, ছায়া-হেলা, সৌরভগরবিনী ইত্যাদি।

একবার রবীন্দ্রনাথ ছন্দের অনুরোধে, "সূর্যালোকে" স্থানে "সূর্যালোতে" (=সূর্যের আলোতে) ব্যবহার করিয়াছেন।[১] ছন্দের প্রয়োজন না হইলে রবীন্দ্রনাথ সাধারণতঃ সমাসের দুই পদের মধ্যে সন্ধি করেন নাই। যেখানে সংস্কৃত সমাস-শব্দ লইয়াছেন সেখানে কখনো

১. 'দুরন্ত আশা', মানসী।

কখনো দেখা যায় যে ছন্দের অনুরোধে সন্ধি ভাঙ্গিয়া পড়িতে হইবে যেমন—উৎসর্গে (প্রথম সংস্করণ ১১১ পৃষ্ঠায়) "মঙ্গলাচরণ"—"মঙ্গল-আচরণ" পড়িতে হইবে। ছন্দের অনুরোধে "অস্তাচল", "মহাসন" আছে, আবার "অস্ত অচল" "পদ অঙ্কন"ও আছে।[১] ছন্দের খাতিরে অস্থানে সন্ধিকার্যের আর একটি উদাহরণ—"আলোচ্ছায়া"।[২]

২. সমাসের শ্রেণী-বিভাগ

রবীন্দ্র-কাব্যের ভাষায় সমাসরীতির বিশ্লেষণ করিলে আমরা প্রধানত প্রচলিত ব্যাকরণের সংজ্ঞা ধরিয়া, অর্থাৎ সমাসের অর্থ অনুসারে, (ক) দ্বন্দ্ব, (খ) তৎপুরুষ ও (গ) বহুব্রীহি এই তিন শ্রেণীর সমাস পাই। কিন্তু সমাসাঙ্গ শব্দের বিচার করিলে পাঁচ শ্রেণী পাওয়া যায়ঃ (১) বিশেষ্যের সঙ্গে বিশেষ্য, (২) বিশেষণের সঙ্গে বিশেষ্য, (৩) বিশেষ্যের সঙ্গে বিশেষণ, (৪) ক্রিয়াবিশেষণের সঙ্গে বিশেষ্য অথবা বিশেষণ, এবং (৫) অব্যয়ের সঙ্গে বিশেষ্য অথবা বিশেষণ। নীচের আলোচনায় অর্থ ও শব্দ দুই দিক ধরিয়াই রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত সমাসের আলোচনা করা যাইতেছে।

(ক) দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্ব সমাসের অঙ্গ-শব্দ সবই বিশেষ্য। তবে বিশেষণ শব্দকে বিশেষ্যের অর্থে ব্যবহার করিয়াও রবীন্দ্রনাথ দ্বন্দ্ব সমাস করিয়াছেন। যেমন, "সাদাকালোর দ্বন্দ্বে" (গা), মন্দভালো, (ঐ), সাদারাঙা (বী), পাংশুপাণ্ডু (চৈ), সত্বর-চঞ্চল (চি), গদ্‌গদগম্ভীর (চৈ), কালো-ধলো (গা)।

তৎসম ও তৎসমঃ উত্থানপতন (বী), দেশ-বিদেশ (সো), রবিচন্দ্রতারা (চি), বীণা-বেণু (চি), নদনদীবন (চৈ), সুযোগ-কুযোগ (ক্ষ), আশা-নৈরাশ্যের (চৈ), আরম্ভ-উদয় (কণি), বেণুবীণার (ক্ষ), প্রভাত-শর্বরী-সন্ধ্যা-বধূ (নৈ), সূর্যচন্দ্র-পুষ্পপত্র-পশুপক্ষী-ধূলায় (উৎ), হীরামুক্তামাণিক্যের (ব), অস্ত-অভ্যুদয় (চি), রৌদ্রছায়া (গা), রবিতারাইন্দুতে (ঐ), রাত্রিদিবা (ঐ), দিবসযামী (ঐ), দিবসরাত্রি (ঐ), দুঃখতাপবিঘ্নতরণ (ঐ), সূর্য-

১. 'প্রণতি', মহুয়া। ২. পূরবী।

তারাকে (ঐ), দুঃখদৈন্যদুর্দিনের (চৈ), দেশ-বিদেশ (সো), দিবানিশি (গা), দিবারাত্রি (ঐ), দুঃখসুখের (ঐ), রাগরাগিণীর (ঐ), নাগনাগিনী (ঐ), দিবসরজনী (ঐ), দিবস-বিভাবরী (ঐ), সূর্যশশিনক্ষত্রলোকে (ঐ)।

তৎসম ও তদ্‌ভব : গন্ধরঙের (গা), "শুষ্কজলা দীঘির" (খে)।

তৎসম ও অর্ধতৎসম : গরবগরিমা (ক্ষ), মাণিক্যমুকতা[১] (চৈ), মণিমুকতার[১] (চৈ), হাসি-অশ্রুময় (কড়ি), দরশ-পরশ-রাশি (মা), "পৌষ-ফাগুনের পালা" (গা), সুখ-দুখ (ঐ)।

তদ্‌ভব ও তদ্‌ভব : "কান্নাহাসির দোলা" (গা), "কাঁদন-হাসির আলোছায়া" (ঐ), "চিরকালের কাঁদাহাসা" (ঐ), "জানা-শোনার বাসা" (ঐ), "আসাযাওয়ার পথের ধারে" (ঐ), "আলোছায়ার চেনাশোনা" (ঐ), "দেওয়া-নেওয়ার মিলন" (ঐ), "চকিত ক্ষণিক আলোছায়া" (ঐ), বেদনা-বাসনা-ব্যাকুলতা-ভরা (মা), হাসি-অশ্রু-চিহ্ন-আঁকা (সো), দশ-বারোটা (প), ভেবাচেকা (প), আঁকুবাঁকুর (পরি), বেলা-অবেলায় (শেষ), আধঘুমো-আধজাগা (বী), যেথাসেথা[২] (ঐ), চলাফেরা (ঐ), আঁকাবাঁকা (ঐ), জুঁহিবেলির (পরি), ভাঙন-গড়নের (পত্র), সাঁঝ-সকালের (গা), ভাঙাগড়ার (ঐ), হাসি-কাঁদনে (ঐ), আনাগোনার (ঐ), ফেরাফেরি[৩] (ঐ), দেখাশোনার (ঐ), হাসিখুশি (ঐ), বেলাবেলি[৩] (ঐ), হেলাফেলা (ঐ), আশানিরাশায় (ঐ), স্মৃতিবিস্মৃতিছায়া (ঐ), ছাড়াছাড়ি[৩] (ঐ), আলো-আঁধারে (ঐ), লেখাজোখার (ঐ), চাওয়া-পাওয়ার (ঐ), কাঁদন-বাঁধন (ঐ), বেচাকেনা (ঐ), লেনা-দেনা (ঐ), দাবিদাওয়া (ঐ), হীরাপান্না (ঐ), হাসিকান্না (ঐ), জোয়ার-ভাঁটায় (ঐ), যাওয়া-আসার (ঐ), বাঁধা-বেদন (ঐ), দেয়া-নেয়া (ঐ), দিনরজনী (ঐ), রাত-প্রভাতের (ঐ), ফেলাছড়া-ভাঙাচোরার (প), ইটকাঠের (পূ), "শেওলাপিছল পৈঁঠা" (খে)।

---

১. মিলের জন্য "মুকুতা" নহে। ২. দুইটি পদই অব্যয়। ৩. ব্যতীহার সমাস বলিয়াও ধরা যায়।

(খ) তৎপুরুষ। রবীন্দ্র-কাব্যভাষায় তৎপুরুষ সমাসের ব্যবহার প্রচুর এবং বহুবিচিত্র। রবীন্দ্রনাথ তৎপুরুষ সমাস কত যে বিচিত্রভাবে ব্যবহার করিয়াছেন তাহা নীচের আলোচনা হইতে বোঝা যাইবে।

১. বিশেষণ ও বিশেষণ ("কর্মধারয়")।

দুইটি শব্দ সমার্থক অথবা প্রায়সমার্থক : চলচঞ্চল (ক), নবনবীন (ক্ষ), মত্তমদির, মধুমাধুরী।

দুইটি বিশেষণ ঠিক সমার্থক নয় : "ধূসরপ্রসর রাজপথে" (চি), শুভ্ররোচন (গা), "শুচিরুচির চন্দ্রকণা" (ঐ), "মস্তবড়োর লোভে" (ঐ), চিকনকোমল (ক), ফেনিলোচ্ছল (চি) ইত্যাদি।

২. ক্রিয়াবিশেষণ ও বিশেষণ : "নূতন-জাগা কুঞ্জবনে" (সো), অর্ধনিমীলিত (ঐ), অসীমবিস্তৃত (ঐ), চির-সোহাগিনী (ঐ), চিরচঞ্চল (ঐ), চিরকম্পমান (ঐ), নবফুটন্ত (ক্ষ), আধঘুমো আধ-জাগা (ঐ), নতুন-ছাওয়া (ঐ), "অকস্মাৎবিকশিত পুষ্পের" (উ), হঠাৎ-খসা (গা), হঠাৎ-পাওয়া (ঐ), "সুচির-সঞ্চিত আশা"[১] ইত্যাদি।

৩. উপসর্গ (অব্যয়) ও বিশেষণ।

আ+ : আনতদৃষ্টি, আনম্রশিরে (সো), আতপ্ত (ক্ষ), "আতপ্ত পবনে" (চি), "আতপ্ত অঞ্চলে" (চি), আতাম্র (পূ), আনমিত (সো), আমন্থর (পূ), আরক্তিম (স্ম) ইত্যাদি।

সু[২]+ : সুগভীর, সুস্নিগ্ধ, সুধীরে (সো), সুমহান্ (মা), সুমন্দ (গা), সুবিজন (ঐ), সুনীল, সুনির্মল (চি), সুদুর্ভর (চি), সুকঠিন (চি), সুরঞ্জিত (নৈ), সুদুর্গম (নৈ), সুবৃহৎ (উ), সুপবিত্র (ঐ), সুগভীর, সুমঙ্গল (সো), সুসজ্জিত (চি) ইত্যাদি।

নিঃ+ : নিরাকুল (সো), নিরলস (চি), নির্বাসনে (গা), নির্বিদার (ঐ), নির্নিমেষ (সো), নির্লিপ্ত (সো), নিথর (চি),

১. "চির" শব্দের সঙ্গে সমাসের তালিকা শব্দকোষে দ্রষ্টব্য। ২. "সু" উপসর্গের ব্যবহার বৈষ্ণব-পদাবলীতে যথেষ্ট আছে। যেমন, "শ্যাম-সুমীলনে", "সুকপট প্রেমে", "বীণা সুমাধুরী"।

নির্মম (চি), নিদারুণ (চি), নিরস্ত্র (চি), নিলাজ (চি), নির্লজ্জ (চৈ), নিরর্থক (কথা), নিরর্থ (নৈ), নিরালোকে (ঐ), নিরবগুণ্ঠিত (ঐ), নিরাবরণ (ঐ), নিরাভরণ (ঐ), নিঃসীম (বন), নির্বিচল (পরি), নিদয় (চি) ইত্যাদি।

স+ : সলজ্জিত (চি), সকাতর (চি), সকাতরে (চি), সযতনে (চি), সচকিতে (চি), সকরুণ (চৈ), সস্নেহ (চৈ), সগৌরবে (ক), সবিনয়ে (উ) ইত্যাদি ।

৪. ক্রিয়াবিশেষণ (অব্যয়) ও বিশেষ্য ।

মাঝ+ : মাঝ-কিনারায় (গা), মাঝ-গগনে (ক্ষ), মাঝ-নদীতে (গা) ইত্যাদি।

হঠাৎ+ : হঠাৎ-আলোয় (গা), হঠাৎ-গন্ধ (ঐ), হঠাৎ-বাঁশি (ঐ), হঠাৎ-হাওয়া (ঐ) ইত্যাদি।

স+ : "সসঙ্কোচ লাজে" (মা), "সচেতন নীরবতা" ইত্যাদি।

৫. বিশেষণ ও বিশেষ্য ("কর্মধারয়") : নীলগগন (গা), উগ্রব্যথায় (ঐ), নিত্য-আলোয় (ঐ), অরূপরতন (ঐ), ঘনঘুমের (ঐ), নিত্য-গানের (চি), কলকথা (উ), পণ্ডতর্ক (ঐ), কলকণ্ঠে (ঐ), চল-চরণে (ঐ) ইত্যাদি।

সংস্কৃত সমাসের পূর্বপদ রূপে "মহৎ" শব্দ "মহা" হয়। কথ্য বাংলায় "মহা" শব্দটি স্বাধীন বিশেষণ রূপেই বেশি চলে।[১] রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত ও বাংলা দুই রীতিরই অনুসরণ করিয়াছেন। তিনি "মহা" শব্দটিকে স্বাধীন বিশেষণ এবং সমাসের পূর্বপদ দুই ভাবে ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন,

স্বাধীন বিশেষণ : মহা নভ-অঙ্গন (ক), মহা আশঙ্কা (ক), মহা ঝড় (মা), মহা খেলায় (সো), মহা তরঙ্গে (সো), মহা রহস্যে (সো), মহা দাবানল (সো), মহা নরমেধ (সো), মহা

১. যেমন, "মহা দুইগোঁফ", "মহাদীর্ঘ দাড়ি" (চৈতন্য-ভাগবত)।

খেলনা (সো), মহা মৃত্তিকাবন্ধন (সো), মহা তটস্থ (সো,—এখানে "মহা" মানে অত্যন্ত), মহা আকস্মিক (ম), মহা ভবিষ্যৎ, মহা নবমেধ, মহা রহস্যে, মহা রাগিণী, মহা তরঙ্গে, মহা সঙ্গীত, মহা দাবানল, মহা রাজপথে, মহা ইতিহাস (নব), মহা পবনের (ঐ) ইত্যাদি।

মহা-যুক্ত সমাস : মহা-আবিষ্কার, মহানির্জন, মহাশূন্য, মহামৌন, "হে মহাসুদূর", "হে মহা-অপরিচিত" (পরি), মহাবেগে, মহাপরিণাম, মহামৌন, "হে মহাপথিক", মহাভাষা, মহাসুদূর, মহাভবিষ্যৎ (পরি), মহাতুফান, মহাশিশু (সেঁ), মহারুদ্রতাপ, মহাকাশ, মহাগহনে (নব) ; মহাশিল্পীর (সা) ; মহাযন্ত্রখানি, মহামূল্য, মহাশূন্য (আ) ; মহা-অতীতের, মহা-অগোচর, মহাক্ষণ, মহাসন, মহানৈঃশব্দ্য, মহাদূর, মহাকাশ, মহাবাণী, মহানাট্য, মহাবিরহিণী, মহাদুঃখ, মহাপথিক, মহাতৃষ্ণা (বী), "মহানিঃশব্দের পায়ে", মহাবিস্ময় (প্রা), মহাকাশ, মহাশক্তি (নব), মহাশান্তি, মহাজননীর, মহারূপরাশি, "মহাসুন্দর একটি নিমেষ" (মা), মহাসুখ (মা), মহামন্দিরতলে (চি), মহাপারাবার (চৈ), মহানৃত্যে (চৈ), মহাপ্রেমে (চৈ), মহাভীষণ (চৈ), মহারবে (চৈ), মহাসত্য (কণি), মহামোহ (কণি), মহাপ্রলয়ের (কণি), মহাশাস্ত্র (চৈ), মহাকলরবে (কাহিনী), মহাকাশতলে (উ) মহাবেদনা (গা), মহামধুরিমা (ঐ), মহামহিমায় (ঐ), মহা-সন্তানের (সো), মহাব্যাকুলতা (সো) ইত্যাদি।

৬. বিশেষ্য ও বিশেষ্য :

দুই পদ সমানাধিকরণ : পান্থজন, পথিকজন, প্রসাদবাণী, প্রসাদরবিরাগ, অন্ধতামসী, স্বর্গখেলনা (ম), ভুবনবীণার (গা), জড়তাতামস (ঐ), মৃত্যুতোরণ (ম), অরুণবহ্নি (গা), বিশ্বকমল (ঐ), "সন্ধ্যাসখী চলে যায় তিমিরমন্দিরে" (সো), সুপ্তিসাগর (ক্ষ), বালক-পথিক (সো), যৌবনবনে[১] (উ), আশাদীপ (উ) ইত্যাদি।

১. তুলনীয় বৈষ্ণব-কবিতায় "যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল", "যৌবন-বনের পাখী"।

পূর্বপদ বিশেষণস্থানীয় ("মধ্যপদলোপী কর্মধারয়") : অস্তরবি (গা), অস্ত-আকাশ (ঐ), প্রভাত-আলোর (ঐ), নিশীথরাত (ঐ), সন্ধ্যাকুসুম, সন্ধ্যাতারা, সন্ধ্যাবায়ে, সন্ধ্যামেঘ, সন্ধ্যাযূথী, সন্ধ্যাসাগর, সন্ধ্যাহাওয়া, সন্ধ্যাসাজ (ক্ষ), সুপ্তিনিশীথ, সুপ্তিরাত, তিমিররাত্রি, তিমিররজনী, তিমিরদিগন্ত, তিমিরগগনে (সো), অগ্নিবাণ, ধন্যধ্বনি, কুঞ্জতিমির, সুধাপুরণিমা, পূর্ণিমানিশীথিনী, পূর্ণিমারাত (ক্ষ), অগ্নিবেশে, অমৃতদুয়ারে, স্বপ্নকুহক, মিলনস্বর্গ, জ্যোৎস্নানিশীথে (চি), জ্যোৎস্নাসন্ধ্যা (উ), বসন্তনিশা, বসন্তসমীরে, বসন্তদিনের (চি), বসন্তদিন (ক্ষ), গ্রীষ্মনিশা (উ), ফাগুনবাতাসে, ফাগুনরাতে (ক্ষ), শরৎ-আকাশ, "শরৎশীতল সমীর", শরৎমেঘে (ক্ষ), নিশীথ-আকাশে (উ), বজ্রমহাসন, অশ্রুআঁখি (সো), বহ্নিবাণী (উ), শ্রাবণরজনীতে (উ), শাঙনমেঘের (উ), শ্রাবণধারা (উ), মাতৃপাণি (সো), বিদায়-বিনয়ে (সো), ছায়াবটের (ক্ষ), বাদল-অন্ধকারে, বাদলগগনে, নর-অরণ্যে (উ), মহিমালক্ষ্মী (চি) ইত্যাদি।

পূর্বপদ উপমান : মেঘকজ্জল দিবসে (ক), পবনবেগে (গা), কাজলমসী (সো), রৌদ্রপীত (সো), "সুধাকরুণ সুরে" (সো), শোণিতরাঙা (সো), বিদ্যুৎচঞ্চলা (বি), সুধাসরস (গা) ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পদ উপমান : অরণ্যমেঘের (সো), তমোগহ্বরে (চি)।

পূর্বপদ হেতু (তৃতীয়া তৎপুরুষ) : "সন্ধ্যাধূসর পথে" (ক), "চির-উপবাসভুখারী" (ক), গন্ধগহন (গা), রোদন-অরুণ (সো), "কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ" (চি), সাহসবিস্তৃত (গা), যৌবনচঞ্চল (মা, চি), মাধুরীমন্থর (চি), হাস্যশুচি (ক্ষ), রুচিরোচন (ক্ষ), "কৃষ্ণচূড়ায় পুষ্পপাগল শাখে" (ক্ষ), কুসুমকীর্ণ, দৈন্যজীর্ণ, ত্রাসরুদ্ধ, কিণাঙ্ককঠিন (সো), "চিন্তাতপ্ত ভালে" (সো), কুন্তল-আকুল (সো), "দুটি চক্ষু পল্লবপ্রচ্ছায়" (সো), "লজ্জামুকুলিত মুখে" (সো), "হিংসাতীব্র সে আনন্দ" (সো), সুখহাসি (সো), সুখহাস (সো), স্নেহ-জ্বালাতন (চি), খেলাশ্রান্তি (ক), আনন্দ-উজ্জ্বল (চি), জীবনধনদীনে, নিশীথ-অগাধ আকাশে (সো), "পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থা" (গা) ইত্যাদি।

পূর্বপদ করণবাচক ("তৃতীয়া তৎপুরুষ"): শিশিরভেজা, বকুল-ঢাকা (গা), শেওলাপিছল (খে), "চন্দনভিজা বায়ে" (উ) ইত্যাদি।

পূর্বপদ বিষয়বাচক বা অধিকরণস্থানীয় ("সপ্তমী তৎপুরুষ"): "কিরণমগন গগন", বহ্নিস্নানে, ধূলিদলিত (গা), জীবনধনদীনে (ঐ), আশাহুতাশে, আয়ুক্ষীণ (সো), গগনলীন (সো), বাক্যনবাব (সো), লিপিবণিকের (চি), জিজ্ঞাসারত (উ), পথভ্রান্ত (উ), "কাজভোলা দুপুরে" (গা), স্বপ্নসঙ্গিনী (চি), তটতরুর (ম, ক্ষ) ইত্যাদি।

এই শ্রেণীর অনেকগুলি সমাস-শব্দের শেষ পদ "হীন" অথবা "বিপন্ন" বাচক। যেমন,

হত: জীবনহত[১], নিমেষহত, বাক্যহত, মূর্ছাহত।

নিহত: নিমেষনিহত।

পূর্বপদ উদ্দেশ্য অথবা আভিমুখ্য বাচক: মুক্তিপাগল, সুখ-ব্যাকুলতা, হোমহুতাশন, "পিছনফেরা সুরে," মধুপিয়াসী (ক্ষ) ইত্যাদি।

পূর্বপদ অপাদান-বাচক ("পঞ্চমী তৎপুরুষ"): নীড়বিবাগী (গা), "নিদ্রাভাঙা আঁখির পাতায়" (উ), বিশ্বপার (সো), অন্তপারে (সো) ইত্যাদি।

পূর্বপদ কর্তৃবাচক ("ষষ্ঠী তৎপুরুষ"): পল্লবকল্লোল, নিদ্রাভগন (=নিদ্রাভঙ্গ), রসবরষণ (গা), মধুপগুঞ্জে (ঐ), বাদলসিচনে (ঐ), মাতৃ-আশীর্ভাষণ, কিরণকম্প (সো), নৃপ-ইঙ্গিতে (সো) ইত্যাদি।

পূর্বপদ কর্মবাচক ("উপপদ অথবা ষষ্ঠী তৎপুরুষ"): রূপদরশন (গা), সুখবুভুক্ষের (সো), "নিদ্রাভাঙা নবীন গানে" (উ), "পথখানি ছায়াকরা" (চি) ইত্যাদি।

উত্তরপদ "হারা": ঘুমহারা, "নিদ্রাহারা রাতের" (গা), "গৃহহারা পথের" (ক্ষ), দিশাহারা (সো), নামহারা, নীড়হারা (চি), সীমাহারা (চি), দিবালোকহারা (ক্ষ), বিরামহারা (ব), আপনহারা, সবহারাদের, নিমেষহারা (ক্ষ), ভাগ্যহারা (ব), "পথহারা পবনে" (গা) ইত্যাদি।

---

১. "হতজ্যোতি নক্ষত্রের মত" (চি)—এখানে বহুব্রীহি সমাস। "হতবিধির বিবাদ" (ক্ষ)—এখানে কর্মধারয় সমাস।

এগুলিকে অন্য ভাবেও লওয়া যায়। নিম্নে দ্রষ্টব্য।

পূর্বপদ বিবিধ সম্বন্ধবাচক ("ষষ্ঠী তৎপুরুষ"): রবিচ্ছবি, কবিগুরু, ভূমাপতি, দীপদীপ্তিমা, মনোভুল (চি), মনোভুলে (সো), সকলবাড়া (সো), "জন্মপূর্বের স্মরণ" (সো), অরণ্যগভীরে[1] (সো), মনো-আশা (সো), ঘোমটা-আড়ে (ক্ষ), অস্তপারে (ক্ষ), মাঠপারে (সো), কান্না-আভাস (গা), নৃপ-ইঙ্গিতে (সো) ইত্যাদি।

৭. বিশেষ্য ও ক্রিয়াজাত বিশেষ্য ("উপপদ তৎপুরুষ")।

পূর্বপদ কর্মস্থানীয়: "সকলসহা সকলবহা মাতা" (গা), ঝর্ণা-ঝরানো (গা), লাগাম-পরানো (গা), সৃষ্টিকর[2] (গা), "ভয়ভাঙা এই নায়ে" (গা), জড়ত্বনাশা (গা), "বিশ্বব্যাপিনী ইচ্ছা," "চিত্তজয়িনী বাণী" (গা), সব-কলুষ-নাশা (গা), আরামভাঙা (গা), ঘরছাড়া (গা), বাঁধননাশা (গা), "নিদ্রাহারা রাতের" (গা), শিকলভাঙা (গা), "আকাশচাওয়া…হাওয়া" (গা), "মিলনছোঁওয়া বিচ্ছেদেরই" (গা), "আলোকরা মুখের" (গা), "ভাষাহারা…আশা" (সো), "সর্বসহা জননী" (সো), সর্বভুক (সো), হৃদয়হরণী (গা), দুখজাগানিয়া (গা), ঘুমভাঙানিয়া (গা), "দূর আকাশের ঘুমপাড়ানি মৌমাছিদের মনহারাণি জুঁইফোটানো ঘাসদোলানো গান,… ঘুমবোলানো তান" (উ), স্মৃতিবাহিনী (ক্ষ), বিশ্বপ্লাবিনী (সো), বিশ্বব্যাপী (সো), অন্তরব্যাপিনী (চি), বিশ্ববিজয়িনী (চি), অন্তরজয়ী (চি), ত্রিভুবনবিপ্লবিনী (চি), "দু-কূল-হারা পাড়ি"[3] (ক্ষ), মর্ম-বিদার (সেঁ), জীবন-পোড়ানো (চি) ইত্যাদি।

পূর্বপদ অধিকরণস্থানীয়: গোপনবাসী (গা), হৃদয়বিহারী (গা), গোপনচারী (গা), নীলাকাশশায়ী (গা), অজ্ঞাতচারী (গা), বাসনাবাসিনী (সো), অস্তাচলবাসিনী (চি), অন্তরশায়িনী (চি), নন্দনবাসিনী (চি), অন্তরবাসিনী (চি), মনোবনবাসী (চি) ইত্যাদি।

---

১. এখানে "গভীর" বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত। ২. "যাদুকর"এর বৈপরীত্য।
৩. আগে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

পূর্বপদ কর্তৃস্থানীয় ঃ "বাতাস-বওয়া বন্ধ হল" (কড়ি), "বাতাস-বওয়া···গান" (ক্ষ) ইত্যাদি।

পূর্বপদ উদ্দেশ্য অথবা আভিমুখ্যবাচক ঃ প্রলয়সমুদ্রবাহী (সে), সঞ্চয়প্রয়াসী (ক্ষ) ইত্যাদি।

পূর্বপদ ক্রিয়াবিশেষণ ঃ চঞ্চলগামিনী (চি), প্রশান্তহাসিনী (চি), গোপনচারিণী (গা), ধীরমধুরভাষিণী (গা) ইত্যাদি।

৮. সংখ্যাশব্দ ও বিশেষ্য ("দ্বিগু") : "দুইচাহনির চোখের পাতা" (গা), "দু-কূল বহিয়া" (ক্ষ), "নিশি দু-পহর" (ক্ষ), "ঢেউগুলি নিরুপায় ভাঙে দু-ধারে" (সো), "দুধারি....বসন্তকুসুম মেলা" (সো), "পাঁচরঙা পাতা" (চি), "দুদিনের সুযোগ" (গা) ইত্যাদি।

৯. নঞর্থ উপসর্গ (বিশেষণ ও বিশেষ্য)।

অ-,অন্- (তৎসম) ঃ অজানা (চি), অসহ (সো), "যাচ্ছি অজানায়" (ক্ষ), "অচপল অনলে" (ক্ষ), "অস্বাদিত মধু যেমন যূথী অনাঘ্রাতা" (ক্ষ), অজানিতের (ক্ষ), অনাবশ্য (চি), অভয়ে (=ভয়হীনভাবে চি) ইত্যাদি।

না- (তদ্ভব) ঃ "না-বলা···বাণী" (গা), "না-দেখা ফুলে" (গা), "নাম না-জানা" (গা) ইত্যাদি।

নিঃ- (তৎসম) ঃ নির্ভাবনায় (গা), নির্নিমেষে (সো), "নিঃসহ যৌবনে" (সো), নিরলস (চি), নিষ্কারণে (চি), "বসল যোগী নিরুত্তরে" (উ), নিরাশ্বাস (সো), নিরভিমানিনী (সো), নিরাকুল[১] (সো) ইত্যাদি।

(গ) বহুব্রীহি।

১. নঞর্থ উপসর্গ ও বিশেষ্য।

অ-, অন্- (তৎসম) ঃ "অবোলার বোল," "অতন্দ্র নভে" (গা)।

নি- (তদ্ভব) ঃ "নিতল নীল নীরব", নিকড়িয়া (গা)।

---

১. "নিরাকুল ফুলভরে" (সো)—এখানে "নিঃ" মানে অতিশয়।

নিঃ- (তৎসম) : নিরাশ্বাস (চি), নিশ্চেতন (চি), "নিঃসঙ্গিনী ধরণীর" (চি), "বর্ম তব নির্বিদার" (গা), নিরুদ্দেশ (ঐ), "অসীম নিরাশ্বাসে" (সো) ইত্যাদি।

২. দুইপদই বিশেষ্য কিংবা একটি বিশেষণ : "করবীফুল··· রক্তরুচি" (গা), "স্তিমিত-শিখা···দীপ" (ক), রৌদ্রবসনী (গা), নিমীলনয়নে, অন্যমনা (ক্ষ), আন্‌মনা (পূ), আগুনবরণ (গা) "শিথিলবাঁধন প্রাণ" (ক্ষ), "কৃপাণ-খোলা···শিশুর" (ক্ষ), একবয়সী[১] (ক্ষ), সমানবয়সী[১] (ক্ষ), "হলুদ-বর্ণ চাঁদ" (ক্ষ), "বাসন্তী-রঙ বসনখানি" (ক্ষ), "চিত-উদাস গানে" (ক্ষ), "নিবিড়ছায়া বটের সাথে" (ক্ষ), "গৃহমুখী[২] বালক পথিক" (সো), "শরৎ আসে পূর্ণিমা-মালিকা" (সো), "চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা" (সো), বালিকাবয়সী (চি), হরিণ-আঁখি (ক্ষ), হতগরবা (গা) ইত্যাদি।

(৩) কর্তৃস্থানীয় বিশেষ্য ও ক্রিয়াজাত বিশেষণ : "পাখীডাকা বাটে" (গা), "আলোকরা মুখের" (গা), "ধূলা-ওড়া হাওয়ায়" (গা), "ধেনুচরা মাঠে" (ঐ), "বাতাস-বওয়া সকালে" (ক্ষ) ইত্যাদি।

(ঘ) বাক্যাংশ-সমাস ("সুপ্‌সুপা")।

সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্রে যে সব সমাস ধরা দেয় না অথচ কবিরা ব্যবহার করিয়াছেন এমন সমাস-শব্দগুলিকে সংস্কৃত বৈয়াকরণেরা "সুপ্‌সুপা" ও "সহসুপা" সমাস বলিয়াছেন। সুপ্‌সুপা কথাটির অর্থ পাণিনির সূত্র ছাড়া অন্যত্র সুবন্ত পদের সঙ্গে সুবন্ত পদের সমাস। রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত যে সব সমাস-শব্দ উপরের তালিকাভুক্ত করিতে পারা যায় নাই সেগুলিকে এই শ্রেণীর মধ্যে ধরা হইল। এইসব উদাহরণে সমাসবন্ধন খুব দৃঢ় নয় অর্থাৎ পূর্বপদের বিভক্তি লুপ্ত হয় নাই। এইজন্য ইহাকে বাক্যাংশ-সমাসই বলা উচিত।

১. অসমাপিকা ও বিশেষ্য : গুমরি-ক্রন্দন (সো)।

---

১. এখানে বাংলা ভাষার অনুযায়ী সমাসান্ত প্রত্যয় যোগ হইয়াছে। স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ নহে। ২. প্রথম সংস্করণের পাঠ (এখনকার পাঠ "গৃহমুখে")। এখানে -ঈ-প্রত্যয় সমাসান্ত।

২. বিশেষ্য (অ-কর্তৃপদ) ও ক্রিয়াজাত বিশেষ্য বা বিশেষণ : "হাতে-পাওয়ার, চোখে-চাওয়ার সকল বাঁধন" (গা), "ভুলে-যাওয়ার বোঝাই তরী" (গা) ইত্যাদি।

৩. অসমাপিকা ও ক্রিয়াজাত বিশেষ্য (বা বিশেষণ) : "লতিয়ে-পড়া ঘুমিয়ে-পড়া মেয়ে" (কড়ি), "হারিয়ে-যাওয়া···হৃদয় মন" (গা), "ছড়িয়ে-পড়া আশা" (গা) ইত্যাদি।

৪. বিশেষ্য, অসমাপিকা ও ক্রিয়াজাত বিশেষ্য-বিশেষণ তিনটি বা চারটি মিলিয়া দীর্ঘতর বাক্যাংশ সমাস : "বাতাসটি বয় মনের-কথা-জাগানে" (ক্ষ), "মন-দেয়া-নেয়া" (গা), "জামের শাখা ফলে-আঁধার-করা" (গা), "বীণা বাজে··· আপন সুরে-আপনি -নিমগন" (গা), বিশ্বহৃদয়-হতে-ধাওয়া (গা), জননীর-মুখ-তাকানো হাসিতে (গা), নানা-আনাগোনা-আঁকা (গা) জীবনের-স্মৃতি-সঞ্চয়-করা (বী), দিগন্ত-চমক-দেওয়া (বী), ধূলিতে-খুঁটিয়া-তোলা (মা), ফুলের-গন্ধ-কুড়িয়ে-নেওয়া (উ), জলের গায়ে-পুলক-দেওয়া (উ), চাঁদের-মুকুট-পরা (আ), তলায়-আসন-গাঁথা (আ) ইত্যাদি।

(ঙ) বিবিধ সমাস

১. দুইটি সমার্থক বিশেষ্য শব্দের সমাস : কর্মকাজে (কথা), গর্তগুহা (পরি), যজ্ঞযাগ (পরি), গুহা-গহ্বর (নব), যন্ত্র-জাঁতায় (পূ) ইত্যাদি।

২. "অন্ত" বা "অন্তর" যুক্ত আম্রেড়িত সমাস : যুগযুগান্ত (উ, গীতি), বন-বনান্তে (গী), দিকদিগন্ত (ক), "দিশদিশান্তের বারি-ধারা" (মা), লোক-লোকান্ত (ক, উ) ইত্যাদি।

পূর্বপদে বিভক্তির অলুকও দেখা যায়। যেমন, দেশে-দেশান্তে (গা), "যুগযুগান্তরের স্তন্য" (গীতি), দিগ্‌দিগন্তরে (উ, গী), বনবনান্তরে (নৈ), লোক-লোকান্তরের (গীতি), জন্ম-জন্মান্তর (ঐ), জন্ম-জনমান্তর (ঐ) জন্ম-জন্মান্তরে (উ) ইত্যাদি।

এখানেও পূর্বপদে বিভক্তির অলুক দেখা যায়। যেমন, যুগে-যুগান্তরে (ক)।

৩. কর্মব্যতীহার সমাস (সংস্কৃত ব্যাকরণে বহুব্রীহির অন্তর্গত)।

ব্যতীহার সমাসে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণ—সব রকমই ব্যবহার করিয়াছেন।[১] যেমন, "লতাপাতায় হেলাদোলা কোলাকুলি কত" (কড়ি), কথাকাটাকাটি (ঐ), "ভাইবোন করি গলাগলি" (ঐ), "ছুটি চুম্বনের ছোঁয়াছুয়ি" (ঐ), "বসে আছি মুখোমুখি" (ঐ), দাপাদাপি (ঐ), "মুখোমুখি দেখা" (বী), "নিত্য মুখোমুখি" (পরি), কানাকানি (ম), জানাজানি (ঐ), বাঁধাবাঁধি (ঐ), সাধাসাধি (ঐ), শেষাশেষি (পরি, বী), রেষারেষি (পরি) ইত্যাদি।

১. বিভিন্ন কাব্যের প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়

পদপ্রয়োগ

বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে বিশিষ্ট নাম ও ক্রিয়াপদের উল্লেখ করা গিয়াছে। এখন বাক্যে পদপ্রয়োগের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য-গুলি প্রদর্শন করিতেছি।

১. বিশেষণ

বিশেষ্যের স্থানে বিশেষণের ব্যবহার রবীন্দ্র-কাব্যভাষার একটি বিশেষ রীতি। যেমন, "ওরে আমার ছন্দোময়ী" (ক্ষ), "পুরাতনের হৃদয় টুটে আপনি নূতন উঠবে ফুটে" (গা), "তুলুক না ঢেউ দিবানিশি চারদিকে তোর মন্দভালো" (ঐ), "সেই অজানা হ'লো জানা" (ঐ), "চেয়ে দেখি বসে সে নিভৃতে" (শি), "উদ্দামের উতরোল" (পূ), "কোন্ মধুরের ডাকে" (ঐ), "অন্তিমের সৌন্দর্যধারায়" (ঐ), "সীমাশূন্য নির্জনের অপূর্ব বারতা" (নৈ), "দুর্দিন রচিল আজি নিবিড় নির্জন" (ঐ), "সে অগম রুদ্ধ অনন্ত নীরব" (ঐ), "সবুজ নীলে সোনায় মিলে / কে সুধা এই ছড়ায়ে দিলে" (গী), "রিক্ত কঠিনেরে ও চুমে" (উ), "সাম্‌নেকে তুই ভয় করেছিস, পিছন তোরে ঘিরবে" (ব), "পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে" (ঐ), "দেখিয়াছ কত দেখা···কত জনতায় কত একা" (ঐ), "নাড়ীতে নাড়ীতে তোর চঞ্চলের শুনি পদধ্বনি" (ঐ), "বিবিধের বস্তুময় কায়া" (পূ) ইত্যাদি।

বিশেষণের স্থানে বিশেষ্যের ব্যবহার সমাসের বাহিরে খুব কম। যেমন, "বোঝাই তরী ডুবলো কোথায় পাষাণ তীরে"[১] (গা), "অণুতম কালে / কণাতম শিখা লয়ে / অসীমেরে করে সে আরতি" (পরি) ইত্যাদি। বিশেষণ পদের ক্রিয়াবিশেষণ রূপে ব্যবহার যথেষ্ট আছে। যেমন, "দে মা প্রসন্ন সহাস" (কণি),

১. "পাষাণ তীরে" সমাসও বলা যায়।

"সজল বায়ু উদাস ছুটে, কোথায় গিয়ে কেঁদে উঠে" (উ), "যাবে সকল বাঁধা-বাঁধন-খোলা" (ঐ), "শান্ত হেসে" (পু), "নানা পুষ্পে বিচিত্র সাজালে" (ঐ) "যে-ঐশ্বর্য ফিরে অবাঞ্ছিত/যে তপস্যা নির্মম লাঞ্ছিত" (ম) ইত্যাদি।

নীচের উদাহরণে ক্রিয়াবিশেষণের প্রচলিত ব্যবহার এবং বিশেষণের ক্রিয়াবিশেষণ রূপে ব্যবহার একসঙ্গে পাইতেছি।

এমন একান্ত করে চাওয়া / এও সত্য যত,
এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া / সেও সেইমতো। (ব)

২. বিভক্তিপ্রয়োগ

অপ্রাণিবাচক শব্দে প্রাণিবাচক বিভক্তির প্রয়োগ এখনকার দিনের রচনায় মোটেই দুর্লভ নয়। এ প্রয়োগ সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথই—প্রয়োজনমত—প্রথম চালাইয়াছিলেন। যেমন, "ঘুমটি ভাঙে পাখীর ডাকে" (কড়ি), "তারাদের সাথে" (ম), "মৌমাছিদের ডাক দিয়ে যায়" (ম), "যে শৈবাল রেখেছিল ঢাকিয়া তোমায়···এখনো তাহারা লগ্ন হয়ে আছে" (মা), "গাছেদের নিস্তব্ধ খুশি" (শ্যা) ইত্যাদি।

৩. সমধাতুজ কারক

বিভিন্ন সমধাতুজ কারকের ব্যবহার রবীন্দ্র-কাব্যের ভাষার এক অভিনবত্ব। এই রীতি বাংলায় খুব চলিত নয়, তবে ইহা বাংলা ভাষার প্রকৃতি-অনুসারী। উদাহরণ দিতেছি।

(ক) কর্তা ঃ "অশ্রুধারার পাগল-ঝোরা ঝরে" (প), "নিরানন্দের ঘিরি রহে ঘের" (পরি), "ফলশস্য ফলিছে নিয়ত" (বী), "নির্ঝর ঝরিছে দেশে" (নব) ইত্যাদি।

(খ) করণ-অধিকরণ ঃ "মুক্তিবাঁধনে বাঁধিলে" (খে), "কত সাজেই সাজ", "কোন রঙনে রঙীন তোমার পাখা" (ম), "নাচো নিখিলের নৃত্যে" (পরি) , "দুঃখকে তুমি দগ্ধ করলে দুঃখেরই দহনে" (শেষ), "নিশ্চল হৃদয়-ভারে ভারি" (বী), "রসনায় রসিয়াছে আর কোন মানে / কী আছে কে জানে।" (আ) ইত্যাদি।

(গ) কর্ম ঃ "মরণের ওড়া উড়বে" (শেষ), "শেষ গানে তার কান্না

কেঁদে” (গী), “প্রলয় কাঁদন কাঁদে” (পরি), “যে খেলা খেলিতে এল” (পরি), “ইষ্টিশনের খেলাই সে তো খেলে” (পরি), “ছায়া-রৌদ্রের খেলা গেলে তুমি খেলে” (সা), “কেবল অলস মেঘ ব্যর্থ ছায়া-ভাসানের খেলা খেলাইছে” (ঐ), “খোঁজে কেমন খোঁজা” (ব), “আছ তুমি এই জানা ত জানি” (গী), “এক চলনের মধ্যে চালায় ভিন্ন ভিন্ন চাল” (আ), “প্রভু মোরে কী ছল ছলিলে” (চৈ), “দিগঙ্গনা কি জপ জাপে”[১] (সা), “বক্ষস্পন্দে দোলন দুলায়ে” (আ), “সামনে তাকিয়ে চোখের দেখা দেখি” (শেষ), “সেই দেখাটি দেখে এলেম” (বী), “আজকে আমার এই দেখাটি দেখি তারির মতো” (ঐ), “অধরাকে ধরেছি” (শেষ), “উধাও চলে ধেয়ে” (ব), “ফলিয়াছে যত ফলভার” (পরি), “ফল কি ফলাতে পারে” (বী), “কেবলি ফাঁদ ফাঁদবে” (বা), “বাজাবে সেই বাজনা” (চি), “পাষাণ-বাঁধা বেঁধে” (উ), “নাহি লেখে লেখা” (নৈ), “অঙ্গে তার পত্রলিখা দেয় লিখে” (ব), “মরণসাধন সাধবে” (ব), “হাসিল অট্টহাস্য” (কথা), “ও যে প্রবল হাসি হেসে” (পরি), “অমিয়া হাসল একটি বিরল হাসি” (শ্যা), “তুমি শান্ত হাসি হাসো” (সেঁ), “তখন যে হাসি হাসো” (সা), “গম্ভীর মন্দ্রিত হাঁক হেঁকে” (আ) ; “এ খেলা খেলিবে” (কড়ি), “সাধ যায়…ধ্বনিতে পৃথিবী-ঘেরা ধ্বনি” (ঐ), “মিলাও মিল” (ক্ষ), “নাহি লেখে লেখা” (নৈ) ইত্যাদি।

কখনও কখনও কর্ম সমধাতুজ নয়, তবে সমধাতুজের মতই ক্রিয়ার সঙ্গে কর্মের অর্থসম্বন্ধ আছে। ইংরেজীতে ইহাকে বলে non-etymological cognate object, বাংলায় সমার্থধাতুজ কর্ম কারক বলা যায়। এই প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথ কিছু কিছু করিয়াছেন। যেমন, “মাছধরা খেলে” (শি), “সুখের ফসল কত ফলায়ে তুলেছ” (বী), “বিষ-নিশ্বাসে ফুঁসিছে অগ্নিকণা” (নব), “বাজিয়াছে পল্লবমর্মর” (পরি), “প্রহর বাজে” (কড়ি), “তবে বকি সহস্র প্রলাপ” (ঐ), “নিশিদিন আপনার ক্রন্দন গাহিলে” (ঐ), “ছড়ায়ে হরির লুট” (প্রহা) ইত্যাদি।

১. =জপে। “জাপে” বীরভূমের কথ্য ভাষার পদ, মিলের জন্য ব্যবহৃত।

সমার্থকধাতুর কর্মে অন্য কারকের অর্থও পরিলক্ষিত হয়। যেমন, "চারিদিক হতে তারে ছোট ছোট হাসি মারে" (কড়ি)।

সমধাতুজ করণ কারকের উদাহরণ পূর্বে (পৃ ৯৬-৯৭) দ্রষ্টব্য।

৩. ব্যতীহার করণ কারক

ব্যতীহার করণকারক পশ্চিমবঙ্গের কথ্যভাষার একটি বিশিষ্ট প্রয়োগ।[১] রবীন্দ্রনাথের আগে কেহই এই ইডিয়মের দিকে দৃষ্টি দেন নাই। উদাহরণ ঃ

"তোমাতে আমাতে হই অসীম সুন্দর" (কড়ি), "রসনায় রসনায় ঘোর লাঠালাঠি" (ঐ), "সবার চোখের আড়ালে কেবল তোমায় আমায় র'ব" (কথা), "সন্ধ্যাবেলায় তোমায় আমায় / সেথায় হবে জানাশোনা" (গী),

এবার বীণা তোমায় আমায় আমরা একা
অন্ধকারে নাই বা কারে গেল দেখা। (গীতা)

৪. সম্বন্ধপদ

সম্বন্ধপদের বিচিত্র প্রয়োগ রবীন্দ্র-কাব্যভাষার একটি লক্ষণীয় বিশেষত্ব। বাংলাভাষার অন্তর্নিহিত শক্তি লক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধপদের যে সব ইডিয়ম দেখাইয়া দিয়াছেন তাহাতে বাংলা ভাষার প্রকাশ-ক্ষমতা নূতন পথ পাইয়াছে। নিম্নে সম্বন্ধপদের বিভিন্ন প্রয়োগ দেখাইতেছি।

(ক) বিশেষণের স্থানে ঃ "কুহকের দেশে" (কড়ি), "বিনা আদেশের পূজা" (নৈ), "পিতার ক্রোধের দিনে সন্তানের পানে" (নৈ), "দুঃখের বেষ্টনে" (নৈ), "আনাগোনার পথখানি" (গীতি), "পারুল-দিদির বনে" (গীতি), "এই দুদিনের নদী" (ব), "আরামের শয্যাতল" (ব), "স্বর্ণ আর দর্পের বুদ্‌বুদ" (উ), "দেবদারু বনে" (উ), "ঘনঘটার দিনে" (উ) ইত্যাদি।

১. শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন লিখিত Reciprocal Instrumental in Bengali (*Indian Linguistics* Taraporewala Com. vol.) প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

(খ) চতুর্থীর অর্থে : "সর্বনাশের পাগলের হাতে" (নব), "দাও স্বচ্ছ তৃপ্তির আকাশ" (পরি), "আজি প্রাতে সূর্য ওঠা সফল হ'ল কার" (গী), "মর্ত্যে নেমে বাজাইল সাহানার নন্দনের বাঁশি" (পরি) ইত্যাদি।

(গ) নির্ধারণে : "হে সকল ঈশ্বরের পরম-ঈশ্বর" (নৈ)।

(ঘ) পঞ্চমীর অর্থে : "গগনপারের কারা আসে" (উ), "আঁখি হতে লও ঘুম, ঘুমের স্বপন" (কড়ি), "বহুদেশের বহুদূরের বহুদিনের বহুসুরের আনিলে গান আমার বাতায়নে" (উ)।

পঞ্চমীর অনুসর্গ যোগে সম্বন্ধপদের ব্যবহার রবীন্দ্রনাথের বাক্-রীতির একটা বিশেষত্ব। যেমন, "ঘাটের থেকে", "দূরের থেকে" ইত্যাদি।[১]

(ঙ) সপ্তমীর অর্থে : "দিগন্তের তমালবিপিনে" (ম), "বৃষ্টিভরা ঈশানকোণের নবমেঘের বাণী" (ব), "পথকোণের ঘনবনের শেষে" (পরি)।

(চ) সমানাধিকরণে[২] (appositional genitive) : "মৃত্যুর বিশ্রাম যেন করে মহীয়ান" (নৈ), "আমার অশ্রুর জলে" (নৈ), "তখন আমার পাখীর বাসায় / লাগবে কি গান তোমার ভাষায়" (গী), "ফাগুনদিনের কাল" (ব), "এক নিমেষের পত্রপুটে ভরি" (ব), "দেবতার বিদ্যুতের অভিশাপ শিখা" (কড়ি) ইত্যাদি।

(ছ) কালব্যাপ্তি অর্থে : "চিরদিবসের আলোক···চিরদিবসের আশ্বাস" (উ), "চিরযুগের ঘুম" (উ), "নিত্যকালের চেনাশোনা" (উ) ইত্যাদি।

অপাদান কারকের অনুসর্গ "থেকে" যোগে রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই সম্বন্ধপদ ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন, "কত দূরের থেকে" (শি), "কোলের থেকে যখন ফেল দূরে" (গী), "ঘরের থেকে এসেছিলেম"

১. "মুকুতি চেয়ে বাঁধন মিঠা" (শি),—এখানে প্রয়োগ কথ্যভাষার মত (যেমন, সুখ চেয়ে স্বস্তি ভালো)।

২. এই প্রয়োগ রূপকে খুব ব্যবহৃত হইয়াছে।

(গাতা), "আজকে খুঁজেছে পথের থেকে চেয়ে" (খে), "পদ্মবনের থেকে" (পূ) ইত্যাদি।

ব্যতিক্রম আছে। যখন, "স্নানের ঘাটে থেকে আমায় দেখবে চেয়ে চেয়ে" (শি)।[১]

"হতে" প্রাতিপদিক বা কর্তার সঙ্গে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন, "তোমা হ'তে অনেক দূরে থাকি" (গী), "অহঙ্কারের মিথ্যা হতে বাঁচাও মোরে" (ঐ) ইত্যাদি।

৫. অনুসর্গের অব্যবহার

আধুনিক বাংলার যেখানে অনুসর্গ যোগে না করিলে কারকের অর্থ পরিস্ফুট হয় না এমন অনেক স্থানে রবীন্দ্রনাথ অনুসর্গ না দিয়াই কারকের পদ ব্যবহার করিয়াছেন আর তাহাতে বাক্যবন্ধের গাঢ়তা বাড়িয়াছে। কিছু উদাহরণ দিতেছি।

তৃতীয়া : "হৃদয়ে (= হৃদয়ের দ্বারা) আচ্ছন্ন দেহ" (কড়ি)।

চতুর্থী : "দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায় / অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়" (নৈ), "দিশাহারা আকাশভরা সুরের ফুলে (= ফুলের জন্য) / সেই দিকে মোর গানের তরী দিলেম খুলে" (গীতা), "নিখিলের সম্ভাষণে" (গীতি)।

পঞ্চমী : "সাড়া এল চঞ্চল দক্ষিণে" (ম)।

সপ্তমী অথবা চতুর্থী : "এ প্রাণ তোমার দেহে (= দেহের বিষয়ে, দেহের জন্য) হয়েছে উদাসী" (কড়ি), "ফেলেছে আকাশে চেয়ে অশ্রু জল কত" (ঐ) ইত্যাদি।

---

১. ইহা ঠিক ব্যতিক্রম নয়। "ঘাটে থেকে" মানে "ঘাটে রহিয়া"। রবীন্দ্রনাথের রচনায় "তীরের থেকে" ও "তীরে থেকে" খানিকটা বিভিন্ন অর্থ জ্ঞাপন করে। "তীরের থেকে"—এখানে তীর কোন ক্রিয়ার বস্তুর বা ভাবের আধার; তুলনা করুন "তীরে থেকে তোর," (পূ)। "শুনতে কি পাস্ দূরের থেকে" (গী)—এখানে "দূর" শোনা ক্রিয়ার উৎস। যদি রবীন্দ্রনাথ "শুনতে কি পাস্ দূরে থেকে" লিখিতেন তাহা হইলে "দূর" শোনা ক্রিয়ার সঙ্গে অসম্পৃক্ত থাকিত, "থাকা" ক্রিয়ার আধার হইত।

৬. সমাপিকা ক্রিয়াপদের আম্রেড়ন

কথ্য বাংলায় সমাপিকা ক্রিয়াপদের আম্রেড়ন হয় ক্রিয়ার উপক্রম বুঝাইতে। কিন্তু এ প্রয়োগ কর্মস্থানীয় অথবা অন্য কারক-স্থানীয় গৌণ বাক্যেই (subordinate clause) পর্যবসিত। যেমন, সে যাই যাই করছে ; বৃষ্টি আসে আসে এমন সময় ঝড় উঠল ; ইত্যাদি। এখানে "যাই যাই" কর্মস্থানীয় গৌণবাক্য এবং "আসে আসে" অধিকরণস্থানীয় গৌণবাক্য। রবীন্দ্রনাথ এমন পদ ক্রিয়া-প্রধান বাক্যে ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন, "দিনের আলো নিবে এল, সূয্যি ডোবে ডোবে" (কড়ি), "ডোবে ডোবে তরী" (ঐ), "গোলাপ ফোটে ফোটে" (ঐ)। মনে হয় রবীন্দ্রনাথ আম্রেড়িত ক্রিয়াজাত বিশেষণ (যেমন,—ডুবুডুবু, ফোটো-ফোটো—) প্রয়োগ হইতে তাঁহার ইডিয়মের ইঙ্গিত পাইয়াছিলেন।

৭. কথ্যভাষার ইডিয়ম ব্যবহার

চলিত ভাষায় চলে না কিন্তু মুখের ভাষায় চলে এমন ইডিয়ম ব্যবহার করিতে রবীন্দ্রনাথ কখনও কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। প্রথম অধ্যায়ে বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে কথ্যভাষার শব্দের ও পদের তালিকা আছে, ইডিয়মের উল্লেখও আছে। এখানে রবীন্দ্র-কাব্যভাষায় প্রাপ্ত কয়েকটি বিশেষ কথ্য ইডিয়ম প্রদর্শন করিতেছি। উদাহরণগুলি সবই কড়ি ও কোমল হইতে গৃহীত।

"তখন দুখানি হাসি মরিয়া বাঁচিয়া / তুলিবে অমর করি একটি চুম্বন," "হেসেই কুটিকুটি", "করুণ আঁখির বালাই নিয়ে", "ঘুমিয়ে তবে থামে", "কেই বা সংবাদ দিল", "মেঘের আড়ালে বেলা কখন যে যায়", "পাখীর সঙ্গে মিলে মিশে ছিল চুপে চাপে", "আগে ভাগে সকলের পায়ে ফুটে যায়", "লতাপাতা কতশত খেলে তারা কতমত"।

পঞ্চম অধ্যায়

অলঙ্কার

১. ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়ে প্রধান প্রধান কবিতাগ্রন্থের আনুপূর্বিক আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের অলঙ্কার ব্যবহারের ও প্রতিমান প্রয়োগের বিশ্লেষণ ও উদাহরণ দিয়াছি। এই অধ্যায়ে সংক্ষিপ্তভাবে সাধারণ আলোচনা করিতেছি।

রবীন্দ্র-কাব্যে অলঙ্কার ব্যবহার ভাষার ভূষামাত্র নয়, ইহা প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথের শব্দশক্তির জ্যোতিঃপ্রকাশ। এই কারণে প্রচলিত অলঙ্কারশাস্ত্রের খুঁটিনাটি সূত্র মিলাইয়া রবীন্দ্র-কাব্যের অলঙ্করণরীতির আলোচনা সমীচীন নহে। তবে মোটামুটিভাবে দেশীয় ও বিদেশীয় অলঙ্কারপ্রক্রিয়ার স্থূল নির্দেশ অনুসারেই রবীন্দ্র-কাব্যভাষার অলঙ্কারের আলোচনা করিতেছি।

২. শব্দালঙ্কার

(ক) রবীন্দ্র-কাব্যে শব্দ-অলঙ্কারের মধ্যে অনুপ্রাস (অর্থাৎ ধ্বনিসমতা) প্রধান। অনুপ্রাসের জন্য রবীন্দ্রনাথকে কিছুমাত্র প্রয়াস করিতে হয় নাই। তাহা যেন ভাবের সঙ্গে ভাষার প্রবাহে আপনিই লেখনীমুখে আসিয়া গিয়াছে। যেমন,

বিবশ প্রহর অচল অলস আবেশে

সরবে গরবে পূজার পরবে তুলেছেন পাদপদ্ম

যেন বাজে বিয়ের বাঁশি বিশ্ব-আকাশ মাঝে

অন্ত্য মিলে, মধ্য মিলে, আদি মিলে এবং চরণের মধ্যে ইতস্ততঃ অনুপ্রাসের প্রচুর প্রয়োগ আছে উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন।

(খ) শ্লেষবিদ্ধ যমকের ব্যবহার অল্পস্বল্প যাহা আছে তাহা সরসতা-সঞ্চারের জন্যই। যেমন, "শাস্ত্রে সে আনাড়ি হলেও তার নাড়িতে বাজে সুর" (শেষ)।

(গ) সূক্ষ্ম শ্লেষের উদাহরণ : "আমার সুরের পর্দাটি আজ হঠাৎ গেল উড়ে / তোমার গানের গানে" (ব), "তারায় তারায় সদা থাকে চোখে চোখে / অন্ধকারে অসীম গগন" (কড়ি) ইত্যাদি।

(ঘ) বাক্যাংশের ও পদের পুনরাবৃত্তি। যেমন,

ধায় যেন মোর সকল ভালবাসা
প্রভু তোমার পানে, তোমার পানে, তোমার পানে।
যায় যেন মোর সকল গভীর আশা
প্রভু তোমার কানে, তোমার কানে, তোমার কানে। (গী)

তোমার স্নিগ্ধ শীতল গভীর পবিত্র আঁধারে।
তোমার নিবিড় নীরব উদার কান্ত আঁধারে। (ঐ)

এই সঙ্গে পদাংশের মিলও ধরিতে হইবে। যেমন, "চক্ষু-কাণের স্বাদের ঘ্রাণের সম্মিলিত নেশা" (আ)।

(ঙ) প্রশ্ন : "বন্ধন? বন্ধন বটে, সকলি বন্ধন— / স্নেহ প্রেম সুখতৃষ্ণা" (সো), "গাঁথব রক্তজবার মালা? / হায় রজনীগন্ধা" (বলাকা)।

(চ) অসঙ্গত-সমাহার (Zeugma) : "কাছে থেকে কাটে সুখে গল্প ও গুড়ুক ফুঁকে" (মা)।

(ছ) গুরু হইতে লঘু পরম্পরা (Bathos) : "সে তাকিয়া— গল্পগীতি, সাহিত্যচর্চ্চার স্মৃতি কত হাসি, কত প্রীতি, কত তুলো ভরা" (মা)।

৩. অর্থালঙ্কার

বিভিন্ন প্রকার অর্থালঙ্কারের উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

(ক) এক শ্রেণীর পদের পরিবর্তে অন্য শ্রেণীর পদের ব্যবহার।

বিশেষণকে বিশেষ্যরূপে : "এ নিভৃতে, এ নিস্তব্ধে, এ মহত্ত্ব-মাঝে" (মা)।

বিশেষ্যকে বিশেষণরূপে : "বসন্তের পুষ্পিত প্রলাপে" (ব)।

বিশেষণকে ভাববাচক বিশেষ্যরূপে : "সরোবরের গভীরতায় ফেনিল নাচের মাতন ঢালি" (পূ)।

(খ) ভাববাচক বিশেষ্যকে বস্তুবাচক অথবা ব্যক্তিবাচকরূপে প্রকাশ (Personification) [১] ও অচেতনে মনুষ্যচেতনার আরোপ (Pathetic Fallacy)।

ক্রিয়াযোগে, বিশেষণযোগে অথবা প্রত্যয়বিভক্তিযোগে : "তখন দুখানি হাসি মরিয়া বাঁচিয়া / তুলিবে অমর করি একটি চুম্বন" (কড়ি), "কাঁদিতেছে একাকিনী বিরহবেদনা," "ফেলিছে বিরহছায়া শ্রাবণতিমির",[২] "উড়িয়া বেড়াক সদা হৃদয়ের কাতরতা",[২] "নতশিরে বিশ্বব্যাপী নিশা / গণিতেছে মৃত্যুপল এক, দুই, তিন",[২] "দীপশিখা সম কাঁপে ভীত ভালোবাসা",[২] "শাসন ছুটে আসে ঝটিকা তুলি",[২] "শুধু একখানি ভয়, একখানি আশা / একখানি অশ্রুভরে নম্র ভালবাসা",[৩] "করুণ রোদন, কঠিন হাস্য / ব্যাকুল প্রয়াস, নিঠুর ভাষ্য, / চলিছে কাতারে কাতারে",[৪] "থেকে থেকে হরষ যেন উঠছে কেঁপে কেঁপে",[৫] "মিছে হাসি, মিছে বাঁশি, মিছে এ যৌবন",[৬] "অনেক বাঁশি অনেক কাঁসি অনেক আয়োজন",[৭] "তারি মাঝখানে সংশয়াতীত প্রত্যয় করে বাস",[৫] "বক্ষ ভরি বইব আমি তোমার নীরবতা",[৫] "ছুটিয়াছে জাতিপ্রেম মৃত্যুর সন্ধানে / বাহি স্বার্থতরী",[৫] "আমরা সুখের স্ফীতবুকের ছায়ার তলে নাহি চরি",[৮] "শাখায় শাখায় তোদের কোলাহল / গন্ধে রঙে ছড়ায় বনময়",[৯] "রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন",[৯] "সেই সব দেখা আজি শিহরিছে দিকে দিকে",[৯] "বৃন্ত যেন চুরির ছুরি নাগাল না পায়",[১০] "কোথা সে ফুলের মাঝে

---

১. প্রতিমান অলঙ্কারের মধ্যেও পড়ে। ২. মানসী। ৩. সোনার তরী। ৪. চিত্রা। ৫. নৈবেদ্য। ৬. কড়ি ও কোমল। ৭. গীতাঞ্জলি। ৮. কল্পনা। ৯. বলাকা। ১০. পূরবী।

এলোচুলে হাসিগুলি",[১] "গৃহহারা আনন্দের দল",[১] "কথা গেঁথে গেঁথে নিতে করতালি"[১] ইত্যাদি।

(গ) বিশেষণ-বিপর্যাস (Hypallage) : "অলস ভাবনাখানি আধোজাগা মনে",[১] "অলস দুখে দীর্ঘদিন ছিল সে বসে বিরামহীন",[২] "শরমহীন আরামসুখে হাসিটি ভাসে মধুর মুখে",[২] "এই যে শঙ্কিত আলো অন্ধকারে জ্বলে ভালো",[২] "শঙ্কিত মিলন",[৩] "কিসের দুরূহ দুরাশায়",[৪] "বাদলভরা আলসভরে ঘুমায়ে আছে রাত",[৫] "ঝড়ের হাওয়ায় ব্যাকুল বাতি / আগুন দিয়ে জ্বাল্‌বো বারে বারে"[৬]।

(ঘ) ক্রিয়া-বিপর্যাস অথবা এক-ইন্দ্রিয়ের গোচররূপে প্রকাশ : "আঁকিত প্রাণের আশা জলদের স্তরে",[২] "আঁখিতে শুনিতে যেন পরাণের কথা",[২] "প্রেমের ব্যথা সোনার তানে সন্ধ্যাগগন ফেল্‌বে ছেয়ে,"[৫] "মন দিয়ে যার নাগাল নাহি পাই, / গান দিয়ে সেই চরণ ছুঁয়ে যাই"[৫], "গান দিয়ে হাত বুলিয়ে বেড়াই এই ভুবনে"[৫], "ফুলে যে রঙ ঘুমের মত লাগ্‌লো"[৬], "তিমির কাঁপিবে গভীর আলোর রবে,"[৬] "চোখে দেখিস্‌, প্রাণে কাণা",[১০] "গানের মতো চোখে বাজে রূপের ঘোরে"[৬], "আমার চোখে লও যে কিনে / তোমার সূর্যোদয়"[৭], "চমকিছে অন্ধকার আলোর ক্রন্দনে",[৭] "আলোর বাঁশি বাজবে গো এই সুরে",[৭] "বাজে পথ শীর্ণ তীব্র দীর্ঘতান সুরে",[৭] "পুণ্য হই সে চলার স্নানে",[৭] "পরিপূর্ণ অবকাশ করিলাম পান"[৮] ইত্যাদি।

(ঙ) বিরোধাভাস (Oxymoron) : "সুধায় এবার তলিয়ে গিয়ে অমর হয়ে র'ব মরি",[৫] "ব্যথার স্বর্গ বিরাজ করে দুঃখে আলো করা",[৬] "কাছের জিনিষ দূরে রাখ",[৬] "আমার বাণীর স্রোতে মিলিছে নীরব কোলাহলে"[৬]।

(চ) অঙ্গের অথবা অংশের স্থানে অঙ্গী অথবা অংশী, কিংবা অঙ্গীর অথবা অংশীর স্থানে অঙ্গ অথবা অংশ (Synecdoche) : "সারি

---

১. কড়ি ও কোমল। ২. মানসী। ৩. সোনার তরী। ৪. উৎসর্গ। ৫. গীতাঞ্জলি। ৬. গীতালি। ৭. বলাকা। ৮. পূরবী।

সারি দাঁড়ি করে দিশাহারা,"[১] "দানের শ্রাবণে,"[২] "কোন্ ফাগুনে যে-ফুল ফোটা হ'ল সারা"[৩] ইত্যাদি।

এই অলঙ্কারের বেশি ব্যবহার পাই সুরের নামে। যেমন, "বাজে পূববীর ছন্দে রবির শেষ রাগিণীর বীণ,"[৪] "প্রাণের মাঝে বিভাস বাজে"[৩], "পথের বাঁশি যায় কী কয়ে বিকাল বেলার মূলতানে", "আজ শরতের ছায়ানটে মোর রাগিণীর মিলন ঘটে"[২], "চকিতে ক্ষণে ক্ষণে পাব যে তাহারে ইমনে কেদারায় বেহাগে বাহারে"[৩] ইত্যাদি।

(ছ) অঙ্গাঙ্গী বা অংশাংশী ভাব ছাড়া অন্য সম্পর্ক থাকিলে এক ভাব অথবা বস্তুর স্থানে অপর ভাবের অথবা বস্তুর প্রয়োগ (Metonymy): "চলা[৬] যেন বাঁধা আছে অচল শিকলে",[৬] জীর্ণ কীর্তি[৭], শ্রান্ত সুখ[৭], দুঃখ[৭] দাহহারা"[৬], "হারে নিরানন্দ দেশ[৮], পরি জীর্ণ জরা / বহি বিজ্ঞতার বোঝা, ভাবিতেছ মনে,"[১] "নির্ঝরিণী বহিছে কোন্ পিপাসা"[১০]।

(জ) টাইপের পরিবর্তে ব্যক্তি: "পাটের হাটে মথুর কুণ্ডু শিবু সা",[১১] "বেত হাতে নাইক বসে মাধব গোঁসাই"[১১]।

৩. রবীন্দ্র-কাব্যের প্রতিমান অলঙ্কারের বিপুল ঐশ্বর্য। ইহার পরিচয় কবিতাগ্রন্থের আলোচনায় বিস্তৃতভাবে দিয়াছি। এখানে শ্রেণীবিভাগ করিয়া উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

উপমার ও রূপকের প্রকাশে ষষ্ঠীবিভক্তির ব্যবহারে অথবা সমাস-প্রয়োগ রবীন্দ্র-রীতির একটি প্রধান বিশেষত্ব। যেমন, "আমার দিবানিশির মালা[১২] জড়ায় শ্রীচরণে",[১৩] "মেঘের কলস ভ'রে ভ'রে প্রসাদ বারি পড়ে ঝ'রে"[১৩], "অগ্নিবীণা বাজাও তুমি কেমন করে"[১৩], "নিবাও বাসনাবহ্নি নয়নের নীরে"[৬], "পুণ্য সে চলার স্নানে"[২], "দিনরজনীর অন্তহীন অক্ষমালা আলো আঁধারে গাঁথা"[১৪]।

১. সোনার তরী। ২. বলাকা। ৩. গীতবিতান। ৪. পূরবী। ৫. অর্থাৎ শক্তিমানের (যে চলে) স্থানে শক্তি। ৬. মানসী। ৭. যথাক্রমে কীর্তিমান্, সুখী ও দুঃখীর পরিবর্তে। ৮. দেশের লোকের পরিবর্তে। ৯. পিপাসার জল অর্থে। কল্পনা। ১০. কড়ি ও কোমল। ১১. অর্থাৎ "মালার মতো" (উপমা) কিংবা "মালা হইয়া" (রূপক)। ১২. গীতাঞ্জলি। ১৩. পুনশ্চ।

(ক) সাধারণ উপমার কিছু উদাহরণ: "নিবিড় ঘন বনের রেখা আকাশ শেষে যেতেছে দেখা/নিদ্রালস আঁখির পরে ভুরুর মতো কালো,"[১] "গন্ধটুকু সন্ধ্যাবায়ে রেখার মতো রাখি,"[১] "শূন্য ব্যোম অপরিমাণ মদ্য সম করিতে পান,"[১] "কণ্ঠে খেলিতেছে সাতটি সুর/সাতটি যেন পোষা পাখি,"[২] "অন্ধকার নেমে আসে চোখে চোখের পাতার মতো,"[২] "তুচ্ছ কথাটুকু কেবল মনে আসে / ভ্রমর যেন পথহারা,"[৩] "সুকোমল হাতখানি লুকাইল আসি/আমার দক্ষিণ করে—কুলায়প্রত্যাশী পাখীর মতো,"[৩] "তরুমূল-অন্ধকার কাঁপিছে সঘনে বীণার তন্ত্রের মতো,"[৪] "নিবে আসা দিবসের দগ্ধ রাঙা আলো /বাদুড়ের পাখা সম দীর্ঘ ছায়া জুড়ি/পশ্চিম প্রান্তরপারে চলেছিল উড়ি,/ নিঃশব্দ আক্রোশে,"[৪] "ক্লান্তস্রোত শীর্ণ নদী, নিমেষনিহত / আধোজাগা নয়নের মতো,"[৫] "পদ্মপাতার শিশির যেন, মনখানি তার বুকে / দিবারাত্রি চলছে কেন এমনতরো ধরা পড়ার মুখে,"[৬] "শেষ দুটি মাস অনন্তকাল মাথায় রবে মম / বৈকুণ্ঠেতে নারায়ণীর সিঁথের পরে নিত্য সিঁদুর সম,"[৬] "নিরীহ দিনগুলো ব্যাঙের মত একঘেয়ে ডাকে,"[৭] "দিনগুলি যেন পশু দলে চলে, / ঘণ্টা বাজায়ে গলে"[৮] ইত্যাদি।

(খ) নিগূঢ় উপমা[৯]: "দিবস চলে যায় গলে যায় গগনে"[১০] (মা), "দিবস ক্রমে মুদিয়া আসে,"[১১] "পেখম তুলি গগন পানে সবাই মাতে আপন মানে,"[১২] "বিশ্বজগৎ নিশ্বাসবায়ু সম্বরি / স্তব্ধ আসনে প্রহর গণিছে বিরলে,"[১৩] "জনহীন পথ কাঁদিছে ক্ষুব্ধ পবনে,"[১৪] "ব্যর্থ জীবনের সেই কয়খানি পরম অধ্যায়,"[১৫] "দখিন-পবন দ্বারে দিয়া কান / জেনেছ রে তোর কামনা,"[১৬] "গানে গানে গেঁথে বেড়াই প্রাণের

১. মানসী। ২. সোনার তরী। ৩. কল্পনা। ৪. কথা। ৫. বলাকা। ৬. পলাতকা। ৭. পুনশ্চ। . আকাশপ্রদীপ। ৯. অর্থাৎ উপমান অপ্রকাশিত। তবে ক্রিয়া হইতে উপলব্ধ। ১০. উপমান জলস্রোত। ১১. উপমান চোখ। মানসী। ১২. উপমান ময়ূর। মানসী। ১৩. উপমান প্রাণায়ামপরায়ণ যোগী। কল্পনা। ১৪. উপমান বিয়োগী। কল্পনা। ১৫. উপমান ইতিহাসগ্রন্থ। কল্পনা। ১৬. উপমান চর, রাজদূত। কল্পনা।

কান্নাহাসি,"[১] "হুয়ারে মোর নিশীথিনী রয়েছে কান পাতি,"[২] "কালো রাতের কালি-ঢালা ভয়ের বিষম বিষে"[৩]।

(গ) সাধারণ রূপক: "গানের সূতা ছিঁড়ি পড়িল খসি অশ্রু-মুকুতার রাশি,"[৪] "শুধু নীরবে ভুঞ্জ / এই সন্ধ্যাকিরণের সুবর্ণমদিরা,"[৪] "সে যে মাতৃপাণি /স্তন হতে স্তনান্তরে লইতেছে টানি,"[৫] "লিখিল শেষ লেখা দিনান্তের তুলি,"[৬] "জড়ায়ে বাঁধিব নাকো সন্তোষের ডোর,"[৭] "বোধের প্রত্যুষে যেথা বুদ্ধির প্রদীপ নাহি জ্বলে"[৮]।

(ঘ) নিগূঢ় রূপক: "বেলকুঁড়ি হুটি করে ফুটি ফুটি অধর খোলা,"[৯] "আকাশের আঁখি করিছে খিন্ন প্রলয়বহ্নিধূমে,"[৯] "পাথর-ছড়ানো উপকূলে / বরষার জলধারা সহস্র আঙুলে/কেটে গেছে রক্তবর্ণ মাটি,"[১০] "তব নির্মল নীরব হাস্য হেরি অম্বর ব্যাপিয়া,"[৭] "বাহির আমার শুক্তি যেন কঠিন আবরণ—অন্তরে মোর তোমার লাগি' একটি /কান্না-ধন,"[১১] "আঁধারিয়া ওড়ে শূন্যে ঝোড়ো এলোচুল,"[১২] "কটাক্ষে দেখিছে, তার কাঁকনে নিরেট রোদ / হু হাতে পড়েছে যেন বাঁধা"।[১৩]

(ঙ) উৎপ্রেক্ষা[২]: "দিনের কল্লোল পর টানি দিল ঝিল্লিস্বর / ঘন যবনিকা,"[১৫] নানা পাখির কলকাকলীতে/বাতাসে আঁকছে শব্দের অস্ফুট আলপনা"[১৬]।

৪. প্রতিমার পর প্রতিমা (Image) গাঁথিয়া বৃহৎ প্রতিমান বা প্রতিমা-চিত্র নির্মাণের উদাহরণ প্রথম অধ্যায়ে কাব্য ধরিয়া পাওয়া যাইবে। এখানে শুধু একটি ছোট আর একটি বড় উদাহরণ দিতেছি।

১. উপমান ফুল। গীতাঞ্জলি। ২. উপমান আড়িপাতা সই বা সতীন। গীতালি। ৩. উপমান কালীনাগিনী। বলাকা। ৪. সোনার তরী। ৫. এই অপূর্ব রূপকটি দৃষ্টান্তরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে নৈবেদ্যের একটি কবিতায়, "স্তন হতে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে / মুহূর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে"। ৬. উৎসর্গ। ৯. নৈবেদ্য। ৭. আকাশপ্রদীপ। ৮. মানসী। ৯. কথা। ১৩. গীতালি। ১২. বলাকা। ১৩. উপমেয় সোনার বালা। আকাশপ্রদীপ। ১৪. যেখানে উপমেয় ও উপমান একই ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে। ১৫. কল্পনা। ১৬. শেষ সপ্তক।

গুটায়ে সোনার পাল সুদূর নীরবে
দিনের আলোকতরী চলে গেল যবে
অস্ত-অচলের ঘাটে—তীর-উপবনে।[১]

দ্বিতীয় উদাহরণ একটি গান।

লহো লহো, তুলে লহো নীরব বীণাখানি।
তোমার নন্দননিকুঞ্জ হতে সুর দেহো তায় আনি,
ওহে সুন্দর, হে সুন্দর॥
আমি আঁধার বিছায়ে আছি রাতের আকাশে
তোমারি আশ্বাসে।
তারায় তারায় জাগাও তোমার আলোক-ভরা বাণী,
ওহে সুন্দর, হে সুন্দর॥
পাষাণ আমার কঠিন দুঃখে তোমায় কেঁদে বলে,
পরশ দিয়ে সরল করো, ভাসাও অশ্রুজলে,
ওহে সুন্দর, হে সুন্দর।
শুষ্ক যে এই নগ্ন মরু নিত্য মরে লাজে
আমার চিত্ত-মাঝে,
শ্যামল রূপের আঁচল তাহার বক্ষে দেহো টানি,
ওহে সুন্দর, হে সুন্দর॥

এই গানে জীবনের শুষ্কতার মধ্যে সরসতার জন্য কবি প্রার্থনা করিতেছেন। তাঁহার হৃদয় ভবিষ্যতের জীবধাত্রী পৃথিবীর অসূর্য, অনুর্বর আদি যুগের হৃদয়, অথবা পাষাণী অহল্যার শিলীভূত হৃদয়—দুই দিক দিয়াই প্রতিমা-গুলির তাৎপর্য পরিস্ফুট। প্রথম স্তবকে, সৃষ্টির আদিযুগে—ধ্বনির জন্য, সৃষ্টির ইঙ্গিত প্রকাশের জন্য কামনা; অহল্যা পক্ষে—অন্ধকার পাষাণ-কারায় মুক্তির দিশার জন্য ব্যাকুলতা অভিব্যক্ত। দ্বিতীয় স্তবকে, সৃষ্টির অভিব্যক্তি পক্ষে—আলোকের আবির্ভাব; অহল্যা পক্ষে—চিত্ত-উদ্ধারের আশা। তৃতীয় স্তবকে, সৃষ্টি পক্ষে—মেঘ ও বৃষ্টির উদ্ভব; অহল্যা পক্ষের-চিত্তের দ্রবতা। চতুর্থ স্তবকে সৃষ্টিপক্ষে—পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাব; অহল্যা পক্ষে—রামচন্দ্রের পদস্পর্শে তাহার নারীহৃদয়ের জাগরণ। অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত জগতের, তাহা হইতে প্রাণের এবং সর্বশেষে মানুষের মনের

১. কথা।

অভিব্যক্তি আধুনিক বিজ্ঞানের চিন্তায় মণ্ডিত হইয়া পৌরাণিক কাহিনীর অপূর্ব ব্যাখ্যা রূপে এই গানটিতে উপস্থাপিত হইয়াছে।

একই বিষয়বস্তু অথবা ভাব লইয়া রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন উপমান সংযোগে বিচিত্র প্রতিমান সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রধানত গান অবলম্বন করিয়া ইহার কিছু উদাহরণ দিতেছি।

সুর ঃ উপমান—আগুন, আলো, আসন, জাল, ঝরণা, ধারা, নদী, স্রোত, পথ, ফুল, রূপ, রঙ, গন্ধ, খেলা, হাওয়া, নাচ, সুতা ইত্যাদি।

"তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে", "সুরের আলো ভুবন ফেলে ছেয়ে", "গানের সুরের আসনখানি পাতি পথের ধারে", "চৌদিকে মোর সুরের জাল বুনি", "সুরের ঝরণাধারায়", "সুরের ধারায় বন্যা জাগায় তারায় তারায়", "যে সুর গোপন গুহা হতে / ছুটে আসে আকুল স্রোতে / কান্নাসাগর পানে সে যায় বুকের পাথর ঠেলে", "বহিয়া যায় সুরের সুরধুনী", "সে সুর বাহি চলিতে চাহি", "সুরের পথের হাওয়ায় হাওয়ায়", "দিশাহারা আকাশভরা সুরের ফুলে/সেইদিকে মোর গানের তরী দিলেম খুলে", "তোমার সুর অশোকশাখে অরুণ রেণুরাগে", "আমায় তাই পরালে মালা / সুরের গন্ধঢালা", "তোমার সাথে গানের খেলা সুরের খেলা যে", "সুরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে", "তোমার পরশ আমার মাঝে / সুরের নাচে বুকে বাজে", "তোমার হাতের মিলনমালা/সুরের সুতোয় যাব গাঁথি" ইত্যাদি।

গান ঃ উপমান—খেলা, তরী, পাল, মালা, পাখী, বেদনা, চশমা (বা বাতায়ন), লিপি ইত্যাদি।

"তোমার সাথে গানের খেলা সুরের খেলা যে", "কূল থেকে মোর গানের তরী দিলেম খুলে সাগর মাঝে", "হাওয়া লাগে গানের পালে", "গানটি শুধু নিলেম গলায়," "কণ্ঠে নিলেম গান", "লুটিয়ে পড়ে যে গান মম / ঝড়ের রাতের পাখি সম," "গানের বেদনায় যাই যে হারায়ে", "গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি", "গানের লিপি তোমায় পাঠাই" ইত্যাদি।

দেহ ঃ উপমান—দীপ, ধূপ, পানপাত্র, ভেলা ইত্যাদি।

"আমার এই দেহখানি তুলে ধর/তোমার ঐ দেবালয়ের প্রদীপ কর", "আমার এ ধূপ না পোড়ালে, গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে / আমার এ দীপ না জ্বালালে দেয় না কিছুই আলো," "হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ / কি অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান", "এই দেহটির ভেলা নিয়ে দিয়েছি সাঁতার গো / এই দুদিনের নদী হব পার গো" ইত্যাদি।

তারা : উপমান—চোখ, ফুল, বীণাবাদক, হাসিমুখ, বাণী, পাখী, সেবক-প্রহরী ইত্যাদি।

"সারানিশি ধরি তারায় তারায় অনিমেষ চোখে নীরবে দাঁড়ায়," "আমার আকাশ জুড়ে ফোটে তারা রাতে / প্রাতে ফুল ফুটে রয় বনে আমার বনে", "প্রাণে বীণা বাজায় ভোরের তারা", "সন্ধ্যাতারার হাসির নীচে হবে না তোর শয়ন পাতা," "কেন নিশার নীরবতা শুনিয়াছিল আমার কথা", "তারাগুলি হর্ম্যশিরে উঠে নাকি ধীরে ধীরে নিঃশব্দ পাখায় ?" "ঊর্ধ্ব আকাশে তারাগুলি মেলি অঙ্গুলি / ইঙ্গিত করি তোমা পানে আছে চাহিয়া" ইত্যাদি।

১. কল্পনা

ষষ্ঠ অধ্যায়

নির্বাচিত শব্দকোষ

অকথিত (বিণ) : "অকথিত আবেগের ব্যথা সই" বী।

অকরুণ (বিণ) : "বৈশাখে অকরুণ দারুণ ঝড়ে" বী।

অকস্মাৎ (বি, বিণ, ক্রিণ) : "ছেড়েছি সব অকস্মাতের আশা" খে, "আগন্তুক অকস্মাৎ সে দুর্লভ দানে ভরিল তোমার হাত", "অকস্মাৎ সংঘাতের ঘর্ষণে ঘর্ষণে" ব ("অকস্মাৎ-সংঘাতের''—সমাস বলিয়াও ধরা যায়), "কখনো বা অকস্মাৎ স্বপ্নভাঙ্গা পরম বিস্ময়ে'' প্রা।

অকাজ (বি বিণ) : "শুধু কেবল সুরে বাজে অকাজের এই প্রাণ" গী।

অকারণ (বিণ) : "বেড়াই ঘুরে অকারণের ঘোরে" খ, "অকারণের হাসি" খে।

অকুল (বি, বিণ) : "অকুল হইতে বায়ু বয়" উ, "অকুল তিমিরে" গী।

অকেজো (বিণ) : "অকেজো সকালে" আ।

অক্লান্ত (বিণ) : "অনন্তের অক্লান্ত বিস্ময়" পূ।

অক্ষমা (বি) : "সুতীব্র অক্ষমা" রো।

অক্ষমালা : "দিনরজনীর অক্ষমালা আলো-আঁধারে গাঁথা" পূ।

অগম্য (বি, বিণ) : "সুদূরের অভ্রপটে অগম্যেরে দেখা যায়" বী।

অগাধ (বিণ) : "মগ্ন হলেম আনন্দময় অগাধ অগৌরবে" খে, "অগাধ ছুটি" গীতা।

অগোচরা (বি-বিণ, স্ত্রী) : "ওগো অগোচরা" ম।

অগৌরবা (বি-বিণ, স্ত্রী) : "অগৌরবার বাড়িয়ে গরব" ব।

অগ্নি (প্রথম পদ) : "অগ্নিবন্যা বিস্তারিয়া" বী, "দারুণ অগ্নিবাণে" গী, "অগ্নিবীণা বাজাও তুমি কেমন করে" গীতা।

অগ্রসর (নাম ধাতু) : "দিয়েছ অগ্রসরি" (=অগ্রসর হইয়া) বী।

অগ্রহান (উপ) : অগ্রহান মাস" সা।

অঙ্কবিহারিণী (বিণ, স্ত্রী) : "অঙ্কবিহারিণী" পূ।

অঙ্গুরি-মুদ্রা : শেষ।

অঙ্গুল (=অঙ্গুলি) : "অঙ্গুলি" ম ('নিষ্ফল কামনা', পাঠান্তর)।

অচঞ্চল (বিণ, ক্রিণ) : "তুমি এসো অচঞ্চল" (=অচঞ্চল তুমি, অথবা তুমি অচঞ্চল হইয়া) বী।

অচপল (ক্রিণ) : "পাশে আসি বস অচপল" (=অচপল হইয়া) উ।

অচিন (বি, বিণ) : "অচিন ডোরে", "অচিন পথের" গীতা, "অচিন কবি", "অচিন মিত্র", "অচিন শিশু" সা ; "পরম অচিনের মধ্যে" পত্র।

অচেতন (বি, ক্রিণ) : "ওগো আমার ঘুম যে ভাল গভীর অচেতনে" খে, "যখন থাকে অচেতনে এ চিত্ত আমার" গীতা, "আমরা যখন অচেতনে ঘুমাই" ঐ।

অচেনা (বি-বিণ) : "আগন্তুক অচেনার লাগি" সা।

অজন্তাগুহা : "সেদিন আজিকে হেরি হৃদয়ের অজন্তাগুহাতে অন্ধকারে ভিত্তিপটে" বী।

অজানা (বি, বিণ) : "লও যে বুকে দুহাত মেলি অন্তবিহীন অজানাকে" খে, "সেই অজানা বাজায় বীণা" গী, "ভূরি অজানায়" আ, "অজানা ভাষে অবুঝ গান", "উদারহাসি সাগর সহে অজানা অবহেলা" ম।

অজানিত (বি, বিণ, ক্রিণ) : "ভাষাবিহীন অজানিতের গানে" গী, "অনাদৃত মঞ্জরীর অজানিত আগাছার মতো" প্রা, "আমার অজানিতে" শেষ, "নিজের অজানিতে" শ্যা।

অজ্ঞাত-নামিনী (স্ত্রী) : চৈ।

অঞ্জনা (কল্পিত নদীনাম) : ক্ষ।

অঞ্জলিপুট (বি) : "কালের অঞ্জলিপুটে" সা।

অট্ট (ক্রিণ অথবা যুক্ত ক্রিয়ার প্রথম পদ) : "অট্ট গরজে" সো, "অট্ট হাসিয়া" ঐ, "ঘুমন্ত প্রাণ জাগায় অট্ট হেসে" গী, "বিশ্ব যেন লুট করেছে অট্ট হেসে" পূ, "উঠে অট্ট হাসি" ব।

অট্টবিদ্রূপ (বি) : "অট্টবিদ্রূপে" পত্র।

অট্টরোল (বি) : মা, সো।

অট্টহাস, অট্টহাসি, অট্টহাস্য (বি) : "অট্টহাসে ধায় কোথা সে বারণ না মানে" গী, "অট্টহাসিতে" ব, "বজ্রাঘাতে স্তব্ধ যেন অট্টহাসি" প্রা, "উঠিল অট্টহাস্য" কথা।

অণু (=জীবাণু) : "ঘুমায় কীটের অণু" কড়ি।

অণুতম (বিণ) : "অণুতম পরমাণু" ব, "অণুতম কালে" পরি, "অণুতম অণুকথা" বী।

অতল (বি, বিণ) : "সেই অতলের সভা মাঝে", "দিনের কর্ম ডুবেছে মোর আপন অতলে", "অতল দীনতার শূন্য" গী।

অতি (বিণ, ক্রিণ) : "অতি ভালবাসা" সন্ধ্যা ; "অতি ইচ্ছার সংকট হতে" গী ; "অতি বিপুল ব্যাকুলতায় নিখিলে জেগে উঠি" ম।

অতি-কাছ (বি-বিণ) : "অতি-কাছের দুয়ারখানি" প্রা।

অতিখ্যাতি (বি) : "অশোকের অতিখ্যাতি" ম।

অতিতৃপ্তি (বি) : আ।

অতিভাষা (বি) : "সে হাসির অতি-ভাষা" সা।

অতিলোভ (বি) : "অতিলোভের তাড়া" নব।

অত্যুক্তি (বি) : "নানা ব্যর্থ-ভাবনার অত্যুক্তি" পত্র ; "অত্যুক্তির রাজা" নব।

অতিথি (উপ, = অতিথি) : "নিরাশার অতিথের" কড়ি।

অদেখা (বি, বিণ) : অদেখার পরশেতে" পূ ; "অদেখার সঙ্গে কথা কহি" সা ; "—আলোকে" নব ; "—দূত" সেঁ।

অধমা (বি-বিণ, স্ত্রী) : "অধমারে" কথা।

অধরা (বি, বিণ) : "অধরাকে ধরেছি" শেষ ; "অধরাকে ধরা" আরো ; "ছিলে তুমি—" শ্যা ; "—রূপের" নব ; "—অদেখা দূত" সেঁ।

অধঃসাৎ (ক্রিণ ; = অধঃপাত + ভূমিসাৎ) : "সে সকল অধঃসাৎ ক'রে" পরি।

অধিদেবতা (বি) : "বন্দনা করিয়া যাব এ জন্মের অধিদেবতারে" প্রা।

অনতিক্রমণীয় (বি, বিণ) : শেষ।

অনধিকার (বিণ) : "নিত্যকালের লীলামধুর নিষ্প্রয়োজন—হাত বাড়ালে কেন ?" পুন।

অনন্ত (পূর্বপদ) : "অনন্তসঞ্চিত প্রেমধারার মত" উ।

অনাগত (বি, বিণ) : "আমার—আমার অনাহত তোমার বীণাতারে বাজিছে তারা" গী।

অনাদি (বিণ, পূর্বপদ) : "অনাদি বিরহবেদনা" মা, "অনাদিকালের বিরহ-বেদনা" পুন।

অনাবশ্য (= অনাবশ্যক) : চি।

অনাবশ্যক (বি, বিণ) : "অনাবশ্যকের" নব।

অনাবিষ্কৃত (বি, বিণ) : "অনাবিষ্কৃতের" শেষ।

অনামা (বি, বিণ, বিণ) : "অনামারে ডাক" পূর ; "অনামা গাছের চারা" শ্যা।

অনামিক (বিণ) : "অনামিক স্মৃতিচিহ্ন তারা" প্রা।

অনামী (বি, বিণ) : "অনামীর অদৃশ্য উত্তরী" আ।

অনালোক (বি) : "অব্যক্তের অনালোকে", "সেদিন অনালোকে ছিল প্রচ্ছন্ন" শেষ।

অনাহত (বি, বিণ) : "আমার—" গী।

অনাহূত (বি, বিণ) : "অনাহূতের মতো" গীতি।

অনিন্দ্র (বি, বিণ) : "ওহে—" গী।

অনিবার (ক্রিণ) : "যুগে যুগে—" মা।

অনিভৃত (ক্রিণ অথবা বিণ) : "জলে—আঁলো" পূ।

অনিমন্ত্রণ (বি) : "বর্ষা নেমেছে প্রান্তরে অনিমন্ত্রণে" শেষ।

অনিমিখে (ব্রজ ; ক্রিণ) : মা, ব ইত্যাদি।

অনিমেষ (বিণ) : "—আঁখি", "—আকর্ষণে" মা ইত্যাদি।

অনির্দিষ্ট (বি, বিণ) : "দিশাহারা অনির্দিষ্টকে যেন দিক্ দেখাবার ব্যাকুলতা" পুন।

অনির্বচনীয় (বিণ, বি) : "—প্রেম", "—সুখে" বী ; "যাহা মোর—"ম।

অনির্বাণ (বিণ) : "অন্তরে যে রহিয়াছে—আমি" নৈ ; "—বাণী" গীতা।

অনুক্ষণ (ক্রিণ) : পরি ইত্যাদি।

অনুচ্চারিত (বিণ) : "—ভাষা" পত্র।

অনুত্তরঙ্গ (বিণ) : "—সরোবর" পত্র।

অনুদিন (ক্রিণ) : "তুমি আছ অন্তহীন—" ম।

অনুদ্দেশ (বি, বিণ) : "ওরা—" বী।

অনুভব (বি) : "আকাশে নিস্তব্ধ এক শান্ত—", "অনধিগত সার্থকতা বুঝাবে অনুভবে" বী।

অনুভাব (বি) : "তুমি আমার অনুভাবে কোথাও নাহি বাধা পাবে" গী, "উষার মতো অমল হাসি জাগবে তোমার আঁখির নীলাম্বরে গভীর অনুভাবে" পূ ; "অনুভাবে" সেঁ।

অনেক (বিণ অথবা ক্রিণ) : "সে কথা—ভুলেছি" উ।

অন্তরতর (বিণ) : গী ইত্যাদি।

অন্তরতম (বিণ) : "নিখিলের সে—" বী।

অন্তরযামী (=অন্তর্যামী) : উ।

অন্তরযন্ত্র (বি) : "এক নিমেষে অপরূপের রূপের মধ্যখানে—প্রকাশ পেয়ে উঠে" ম।

অন্ধ (বিণ) : "—বিভাবরী" নব ; "সেদিনের—যুগে", "ধ্রুবতারাহীন অন্ধপুরে" বী।

অন্ধতামসী (স্ত্রী) : "—নিশি" মা।

অপরাজেয় (বিণ) : "—জুঁড়ে মানুষের প্রাঙ্গণে" পত্র ; "—তেজে" বী।

অপহরণ (নামধাতু) : "অপহরি" (=অপহরণ করিয়া) বী।

অপ্রকাশ (বি, বিণ) : "অপ্রকাশের পর্দা" শেষ।

অপ্রগল্‌ভ (বিণ) : "—যে মর্যাদা আসে আম্রডালে" আ ; "—সূর্যাস্ত আভার" আরো।

অপ্রজ্জ্বল (বিণ) : শেষ।

অপ্রাপণীয় (বি, বিণ) : "অপ্রাপণীয়ের সে দীর্ঘনিঃশ্বাস" পত্র।

অফলা (কথ্য ; বিণ) : "—এক পিচের শাখা" পরি।

অফিসার (ইংরেজী) : আ।

অফুরন্ত (বিণ অথবা ক্রিণ) : "দেয়—পরিচয়" আ।

অফুরান (কথ্য ; বিণ অথবা ক্রিণ) : "প্রাণ—ছড়িয়ে দেদার দিবি" ব, "তোমার অন্তরে তারা আজিও জাগিছে—", "—আত্মহত্যা" নব।

অবকাশ (বি) : "অবকাশের নেশায় মন্থর" পুন।

অবগতি (=নিম্নগতি) : "পতন বাঁচিয়ে শিখতে হবে এর নানারকম গতি —" পুন।

অবচেতনা (বি) : "অবচেতনায়" নব।

অবতপ্ত (বিণ) : "দিনশেষে—দগ্ধ কলেবরে" কথা।

অবন্তিকা (কল্পিত প্রাচীন নারীনাম ; =অবন্তীর তরুণী) : "অন্য যুগের—" শ্যা।

অবন্ধনা (স্ত্রী ; বি, বিণ) : "অয়ি অবন্ধনে" চি।

অবমানন (=অবজ্ঞা, অবমাননা) : নব।

অবলুপ্ত (বিণ) : "নিশীথের তারা শ্রাবণগগনে ঘনমেঘে—" কথা।

অবরোধ (বি ; =পথবাধা) : "প্রত্যহের—" সা।

অবসিত (বিণ) : "সোপানপংক্তি শূন্যতায়—" পুন।

অবহেলা (বি) : "ললাটে তার রুক্ষকেশের—" বী।

অবহেলে (কাব্য ; ক্রিণ) : মানসী, গী ইত্যাদি।

অবাক্‌ (বি, =বাক্যহীনতা, বিস্ময় ; বিণ, =বাক্যহীন, বিস্মিত ; ক্রিণ) : "চেয়েছি—মানি তার পানে" আ ; "অধরে—হাসি" উ ; "—বাণী" পরি ; "—চেয়ে থাকে" সা।

অবাধ (বি, বিণ, ক্রিণ) : "—আলয়ে" নৈ ; "—পানে" ব ; "আমাতেও স্থান পেত অবাধে" মা ; "পড়েছে অবাধে উন্মুক্ত সুগন্ধ কেশরাশি" ব।

অকারণ (বিণ): "—চলা" ব ; "অকারণ—সুখে" বী।

অবিচলিত (বিণ): "অচলরূপে রব না বাঁধা—আমি" বী।

অবিচ্ছেদ (ক্রিণ): "গেঁথে গেছে—পরিচ্ছেদে পরিচ্ছেদ মিছে মনগড়া" মা

অবিনয় (বি): "আমার অবিনয়ে" পুন।

অবুঝ (বিণ): "অজানা ভাবে—গান একদা গাহিতেছি" ম ; "অবুঝ পারা তাকিয়ে থাকি" সা।

অবোধ (বি, বিণ): "অন্ধ করিয়া অবোধে ভুলায়" গী।

অব্যাকুল (বি, বিণ): পরি।

অভাবনীয় (বি, বিণ): "আমরা চকিত অভাবনীয়ের কচিৎ কিরণে দীপ্ত" ম

অভাবিত (বি, বিণ): "অভাবিতের দেখা" গীতি।

অভিরুচি (বি): "যার মাঝে প্রকাশিল স্বর্গের নির্মল—" পরি।

অভীক (বিণ ; =যাহার ভয় নাই): "—প্রাণের বাণী" রো।

অভ্যর্থন (=অভ্যর্থনা): খে।

অভ্রপট (বি): "সুদূরের অভ্রপটে" বী।

অমত্ত (বিণ): "চিত্ত রবে পরিপূর্ণ—গম্ভীর" নৈ।

অমন্দ্র (বিণ): "—শঙ্খধ্বনিতে" পত্র।

অমরা (=অমরাবতী): পূ, ম ইত্যাদি।

অমরাবতী (স্ত্রী ; বি): "অমরাবতীর নৃত্যনূপুর" সেঁ।

অমরী (স্ত্রী ; বি): "হে—অমরী" চি।

অমর্ত্ত্য (বিণ): "অমর্ত্য—প্রভাতে" প্রা।

অমা (=অমাবস্যা, ঘোর অন্ধকার): "সেদিন দেখিনু শুধু—" (মিল : "ক্ষমা") ম ; "—বিভাবরী" সা।

অমানিত (বি, বিণ): "আজকে যাত্রা করব মোরা অমানিতের ঘরে" গী।

অমানী (বিণ): "—বন্ধুরা" শেষ।

অমিত-আয়ু (বিণ): "কে তুমি—" বী।

অমৃতপাত্র (বি): "অমরবাণীর—ভাঙা" বী।

অম্নিবাস (ইংরেজী): "পটল-ডাঙার অম্নিবাস্‌এ চড়ে" পুন।

অম্বুদ (বি): "কহিলা অম্বুদ-নিনাদে" কথা।

অযতন (বি): "অযতনের সঙ্গী" বী।

অরণ্যকানন (দ্বন্দ্ব): "তুলিল উতলা করি—" নৈ।

অরু (বি, =অরুণ): "পূর্বতীরে তরুশিরে—হেসে চায়" কড়ি (প্র-সং)।

অরূপ (বি, বিণ): "অরূপের কত রূপ দরশন" গী।

অরূপরশ্মি (=একস্বরে) : "ছিলে রত তপস্তায় অরূপরশ্মির অন্বেষণে" উ।

অরূপতা (বি) : "এক রূপ—নামে বিশ্ববৈচিত্র্যের পরে জলে স্থলে" প্রা।

অর্ধ (বিণ) : "শুধু—অনুভব তারি" চি।

অর্ধ (পূর্বপদ) : "অর্ধ-জাগরণে" "অর্ধ-পলকের তরে" মা ; "অর্ধ-অচেতনভাবে" "অর্ধরজনিতে" সে ; "অর্ধনিশিতে" "অর্ধরাতে" চি ; "অর্ধচ্যুত বসন অন্তরে" ক ইত্যাদি।

অর্ধেক (বিণ) : "—ছাদে রৌদ্র নেমেছে বেঁকে" বী।

অর্পণ (নামধাতু) : "অর্পিনু" গীতা ; "অর্পিয়াছিনু" বী ইত্যাদি।

অলখ (হিন্দী ; বিণ) : "—নিরঞ্জন" কথা ; "শূন্য ঝুলির—ধনে" গীতা, "—পরশখানি" নব।

অলস (বিণ) : "—মায়া" কড়ি ; "—দুখে", "অলস—বেলা", "—মেঘের খেলা" মা ; "—বেলায়" উ ইত্যাদি।

অলিখিত (বিণ) : "অশ্রুত সানাই বাজে —প্রত্যয়ের সুরে" আ।

অলোক (=লোকোত্তর, বিণ) : "—আলোকতীর্থে" প্রা।

অশঙ্কিনী (স্ত্রী ; বিণ) : ম।

অশাসন (বি) : "একগুছি চুল……ললাটের ধারে থাকে যেন অশাসনে" বী।

অশ্রু (পূর্বপদ) : "অশ্রুজল", "অশ্রুবাষ্প" মা ইত্যাদি।

অশ্রুত (বিণ) : পুন, আ ইত্যাদি।

অসম্বৃতা (স্ত্রী ; বি, বিণ) : "অয়ি অসম্বৃতে" চি।

অসহ (বিণ ; =অসহ্য) : সো, পুন ইত্যাদি।

অসাজান (কথ্য ; বি, বিণ) : শেষ।

অসাবধান (বি) : "আজ আমার মন ফিরেচে সেই কাজ-ভোলার অসাবধানে" পুন।

অসীম (বি, বিণ) : "তোমার অসীমে প্রাণ মন লয়ে যতদূর আমি যাই", "—রজনী" নৈ ; "—ছুটি" খে।

অসীমতা (বি) : "—তার কেন্দ্রে রয়েছে সংহত" বী।

অসূর্যম্পশ্যা (বিণ) : "রহিয়া—" মা।

অস্তপ্রায় (বিণ) : "পূর্বগগনের মূলে যেন—" মা।

অস্তপার (বি) : "অস্তপারের রবি" পূ।

অস্তমান (=অস্তায়মান ; শানচ্-প্রত্যয়ের অর্থে মতুপ্-প্রত্যয় ; বিণ) : "—রবি" সো, "সূর্য—" চৈ।

অস্থিরপনা (মেয়েলি উপ ; বি) : "নিরন্তর ওদের ঝালর-দোলা—" শ্যা।

অস্পষ্টতা (বি): "দাও ছিন্ন করি মোর—" বী।

অহমিকা (বি): চৈ; "ক্ষুধিত অহমিকার" প্রা।

অহিফেন (=opium): "এই অহিফেন-সুখ কে চায় ইহাকে" কড়ি।

আওড় (কথ্য ; =নদীর বাঁক, আবর্ত ; বি): "তলিয়ে যেয়ো না আওড়ের পাকে" সা।

আকাল (উপ): "ওদের দেশে—হ'ল" পলা।

আকণ্ঠ (ক্রিণ, বিণ): "—ডুব দেব", "আকণ্ঠপূর্ণ দানবের মতো", "—পঙ্কিল" শেষ।

আকম্পিত (বিণ): "সূক্ষ্ম—রেখায়" পুন।

আকল্প (বি ; =অব্যক্ত কল্পনা): "চিন্‌তে পারে নিজেদেরই মনের—" পুন।

আকস্মিক (বি, বিণ): "—জুঁই" আ; "এই কথা ধরা পড়ে কোনো একটা আকস্মিকে" শ্যা।

আকারগ্রাসী (বিণ): পত্র।

আকাশবাণী (বি): "আকাশবাণীকে" শেষ; "বাতাসে যেন—ফুটে" বী।

আকাশরাশি (বি): "ঝাঁপ দিয়েছি আকাশরাশিতে" ব; রাশি দ্রষ্টব্য।

আঁকাআঁকি (উপ): "ছবি আঁকাআঁকি" রো।

আঁকাবাঁকা (বিণ, ক্রিণ): "—বনপথে", "বটের জটিল মূল—নেমে গেছে জলে" বী।

আকীর্ণ (বিণ): "উপলখণ্ডে—" পুন।

আঁকিবাঁকি (ক্রিণ): "আঁকিবাঁকি কোথা যায় ভাসি" কড়ি।

আঁকুবাঁকু (বি): "আঁকুবাঁকুর খেলা" পরি।

আকুতি (বি): "আত্মনিবেদনের অশ্রু গদ্‌গদ—" পত্র; "রচিয়াছে অসংখ্য—পরি।

আকুল (বিণ): "আকাশ-ভাঙা—ধারা কোথাও না ধরে" গী।

আকুল ব্যাকুল: "ভাষা হয় আকুল ব্যাকুল", "আমাদের করিলি তুই আকুল ব্যাকুল" প্রভাত।

আকুল (নামধাতু): "আকুলি", "আকুলিয়া" পূ ইত্যাদি।

আখা (উপ ; বি, বিণ ;=উনান): "ধরাইব—" (মিল : "রাখা") কণি।

আঁখি: "আঁখিজল" "আঁখিতারা" "আঁখিনীর" "আঁখিপুট" "আঁখিভরা আলো "আঁখিরাঙা" মা ইত্যাদি।

আখোলা (কথ্য ;=যাহা খোলা হয় নাই ; বিণ): "একটি—চিঠি" পুন।

আগমনী (বি) : "সকল সুরে বেজেছে তার—" গী।

আগল (নামধাতু,<অর্গল) : "শস্যখেত আগলিতে চাহি" মা।

আগল (বি ; =অর্গল) : খে, গীতি ইত্যাদি।

আগে-ভাগে (কথ্য) "—সকলের পায়ে ফুটে যায়" কড়ি ; "আগে-ভাগেই বাজিয়ে দিলি বাঁশি" ব।

আগ্নেয় (বিণ) : "দিগন্তে একটা—আগ্নেয় উগ্রতা" পুন।

আঘাটা (কথ্য ; বি) : "আঘাটায়" নব।

আঘাত (নামধাতু) : "অট্টহাস্য আঘাতিয়া এ পাশে ও পাশে" ম।

আঘাতসংঘাত : নৈ।

আঙিয়া (হিন্দী ; বি ;=আংরাখা) : শি।

আচম্‌কা (কথ্য ; ক্রিণ, বিণ) : "—কুড়িয়ে-পাওয়া" পত্র ; "—রোদ্দুরের ছটায়" শ্যা।

আঁচল (বি) : সো, চি ইত্যাদি।

আছ (ধাতু) : "আছিল," "আছিলি" পরি।

আজ (বি) : "যেখানে—আছে কাল নেই" পুন।

আজকে (বিণ) : "—দিনের (=আজকে-দিনের) পালা" ব।

আজন্মবিধবা : পূ।

আঁজল (অঞ্জলি) : "--ভরে সোনা দিতে" (খে)।

আড় (=আড়াল) : "নয়নের আড়ে না জানি কাহারে চায়" সো ; "খেলাঘর-দ্বারে দাঁড়িয়েছি আড়ে" খে।

আড়চাহনি (বি) : "আলোর—" শ্যা।

আড়াল (বি) : "দিনের আলোয় আড়াল টানি" গী ; "ভবের বাণীর আড়াল টানি" গীতি।

আণব (বিণ ;<অণু) : "—চৌম্বক বলে" সো।

আতঙ্ক (বি) : "—লেগেছে" পুন।

আতঙ্কিত (বিণ) : "—নিশীথ বেলাতে" পূ।

আতপ্ত (বিণ ;=ঈষৎ তপ্ত) : "—দক্ষিণে হাওয়া" পত্র, "—ফাগুন দিনে" বী, "—বসন্তে" সা ; "—ললাট" রো ইত্যাদি।

আতাম্র (বিণ ;=ঈষৎ তাম্রবর্ণ) : "—আম্রের বনে" পূ।

আঁতিপাঁতি (কথ্য ; ক্রিণ) : "—খুঁজে" পূ।

আতুর (বিণ) : "তৃষ্ণায়—অন্ধকার" পূ ; "—দিঠিতে শুধায় যে নীরবেরে" ম।

আত্মনিবেদনপরা (স্ত্রী ; বিণ) : "নারীর সহজ শক্তি—" বী।

আত্মবন্ধু (তুলনীয় উপ "আপ্তবন্ধু" ;=আত্মীয়বান্ধব) : "প্রতিবেশী—অতিথি অনাথে" নৈ।

আত্মবিরহী : নব।

আদিতম (বিণ) : "—আদিমের বাণী" বী।

আধ (পূর্বপদ) : "আধজাগরূক নয়নে" উ ; "চলেছিলে তুমি আধঘুমো-আধজাগা" বী ; "আধ-ঘুমে" পুন ; "আধচেনার যবনিকা" শেষ; "আধপোষা নাগ-দানব" পত্র ইত্যাদি। **অর্ধ** ও **আধো** দ্রষ্টব্য।

আধখানি (ক্রিণ) : "—বেঁকে" আ।

আধা (ক্রিণ, বিণ) : "চরণে নূপুরখানি বাজে আধা আধা" ব ; "আসে রাত্রি —অন্ধ,—বোবা" নব ; "—ইচ্ছার সংকট হতে" গী।

আধা (পূর্বপদ) : "আধা-আলো-আঁধারে" মা ; "আধা মিথ্যা" নব।

আঁধা (বিণ ; বি,=অন্ধ) : "দুই নেত্র করি—" নৈ ; "সেই তো—" ব ; "ধূলায় যবে নয়ন—" বী।

আঁধার (বি, বিণ) : "আপন—স্তরে স্তরে" মা ইত্যাদি।

আঁধি (হিন্দী ; বি) : "ঘন কালো—" বী।

আধুনিক (বি, বিণ) : "আধুনিকের বেড়ার ফাঁক দিয়ে" পুন।

আধুনিকতা (বি) : "আধুনিকতার ভূত" বী।

আধো (বিণ, ক্রিণ) : "এত মৃদু এত—অশ্রুজলে বাধো বাধো" মা ; "রাগিণী মোর পড়েছে—চাপা" বী।

আধো (পূর্বপদ) : "তখন উষার আধো—আলো পড়েছিল মুখে দুজনার", "আধোচোখে দেখা", "কম্পিত সুরে আধো-ভাষা পুরে" মা ; "আধোঘুমে আধো-জাগায়" পূ ; "আধোজাগা" শেষ ইত্যাদি।

আন-মননী (স্ত্রী ; =আনমনা) : "আন-মননীর কানে কানে" সা।

আনমন (বিণ) : "—উদাসীন" মা।

আনমনা (বি, বিণ) : "— গো —" পূ ইত্যাদি।

আনত (বিণ; =ঈষৎনত) : "—নয়নে" সন্ধ্যা, ছবি, কড়ি ; "—বয়ানে" প্রভাত ; "—আঁখির তলে" কড়ি ; "—দুনয়নে" "প্রভাত—আঁখি", "এসো তুমি নয়ন-আনত" মা ; "আনতশিরে" গী ইত্যাদি।

আনন্দিত (বিণ) : "আনন্দিত সর্বনাশে" পূ ; "কামিনী ফুল—অপব্যয় পাপড়ি ছড়ায়" বী।

আনমিত (বিণ ; =ঈষৎ নমিত বা নত) : সো। **আনত** দ্রষ্টব্য।

আন্দোলন (নামধাতু) : "আন্দোলি", "আন্দোলিছে", "আন্দোলিয়া" **পূ।**

আপিস (ইংরেজী) : মা ইত্যাদি।

আবছায়া (বি) : "আর কোনো একটা দিনের—" পুন।

আবরণ (নামধাতু) : "আবরিয়া" কথা; "তোমারে আবরিয়া ধুলাতে ঢাকে হিয়া"।

আবর্ত (নামধাতু) : "নিম্নে আবর্তিয়া ছুটে" মা; "আবর্তিছে বহ্নিচক্র" বী।

আবর্তবিভ্রম (বি) : "সংসারের আবর্তবিভ্রমে" মা।

আবিষ্ট (বিণ) : "—প্রাণে"[১] মা; "মেঘে আজি—অম্বর" ম।

আভা (বি) : "কথাভরা—", "রাঙা আভার আভাস মাঝে" পূ।

আভাষণ (বি) : "আমার হৃদয়ে যে-কথা লুকানো তার —ফেলে কভু ছায়া তোমার হৃদয়তলে ?" ম।

আভিজাতিক (< অভিজাত ; বিণ) : "—ছন্দে" পুন।

আমন্থর (বিণ ;=ঈষৎ মন্থর) : "গন্ধভরে—বসন্তের উন্মাদন রসে ভরি তব কমণ্ডলু" পূ।

আয়ত্তগত (বিণ) : "সোনার বীণাও নহে—" বী।

আরক্ত (বিণ ;=ঈষৎ রক্তবর্ণ) : "আরক্ত—রবি" পূ; "অলক্তের—ইঙ্গিতে" ম।

আরণ্যক (বিণ ; =অরণ্যে লভ্য) : "—তীব্র হিংসা", "আদিম সে—ভয়" বী।

আরাধন (বি) : গী, গীতা।

আল (কথ্য ; বি) : "ভেঙেছে মাটির—" মা।

আলস (=আলস্য) : মা, খে, গী ইত্যাদি।

আলা (উপ ; বিণ) : "সরোবর-ঘাটে—মণি হাতে রাজবালা" সো; "আঁধার হইবে—" গী।

আলিম্পন, আলিম্পনা (বি) : পূ ইত্যাদি।

আলুথালু (কথ্য ; বিণ, ক্রিণ) : "—অবকাশের অবুঝ লেখা" বী; "—মাতামাতি করে" পুন।

আলো (বি, বিণ) : "আলোয় আলোকময়" গী, গীতা; "আলোরে করিতে আরো—" বী।

আলোকতীর্থ (বি) : "অলোক আলোকতীর্থে" প্রা।

আলোচন (=আলোচনা) : নৈ।

আশাচঞ্চলতা (বি) : বী।

আশাতীত (বি, বিণ) : "চাহিলে ভাই—" ক্ষ; "আশাতীতেরই আশায় ফিরি ভাসাই মোর ভেলা" শি।

---

১. প্রথম সংস্করণের পাঠ "নিদ্রানয়নে"।

আশিষ, আশিস : ক্ষ ইত্যাদি।

আশ্চর্য (বিণ) : "—সংসারের" নৈ ; "—কথাটি" পুন।

আষাঢ়ে (কথ্য ; বিণ) : "শাস্ত্র—" কড়ি (প্র-সং), "—গল্প সে কই" মা।

আসঙ্গ (বি ; =সঙ্গলিপ্সা) : "এই—সকল অঙ্গে মনে" পূ।

আসিবেক (ক্রি) : "—স্বরগের আলো" কড়ি।

আস্‌মানি (ফারসী ; বিণ ; =আকাশরঙা, আকাশ থেকে পড়া) "—এক চেলা" আ।

আস্‌বাব (ফারসী ; বি) : "কতমতো লেখার—" পুন।

আস্‌ভেছে (উপ ; ক্রি) : "ঐ যে কারা—ডাক ছেড়ে" শি।

আস্পর্দ্ধা (কথ্য) : "এই আস্পর্দ্ধার তরে" পরি।

আস্ফালন (নামধাতু) : "আস্ফালিছে" বী।

আস্য (বি ; =বদন) : "সহসা ঝঞ্ঝা তড়িৎশিখায় মেলিল বিপুল—" কথা।

আহ্বান (নামধাতু) : "আহ্বানি" (=আহ্বান করি) বী।

ইতিহাস-বিধাতা (বি) : "ইতিহাস-বিধাতার" পরি, পত্র।

ইন্দুমল্লী (বি ; =চন্দ্রমল্লিকা) : চি।

ইন্দ্রাণী : "—আজ দাঁড়িয়ে আছে" খে ; "ইন্দ্রাণীর হাসিখানি" পূ।

ইশারা, ইসারা (ফারসী ; বি) : "এঁকে দিল হলুদের—" পত্র ; "চকিত পায়ের চলার ইশারাখানি" বী।

ইষ্টিমার (ইংরেজী) : "ইষ্টিমারের ক্যাবিনটাতে" আ।

ইষ্টেশন (ইংরেজী) : "ইস্‌টেশনে" সেঁ।

ইস্পানি (=হিস্পানি, স্পেনীয়) : "একটুও তো দেয় না আভাস এই-দেশি —" পূ।

ইহা (বি) : "সব দিয়ে তোর্ ইহারে" ব।

উঁকি (কথ্য ; বি) : "বিদ্যুৎ দিতেছে—" মা।

উচ্চণ্ড (বিণ) : "—কলরব" পুন।

উচ্চনীচ (বিণ) : "যে আলোক—ইতরের" বী।

উচ্ছ্রিত (বিণ) : "—হয়ে ওঠে" বী।

উজা (নামধাতু ; তু° উজান) : "উজিয়ে যেতে চাই যতবার গর্বসুখে" গীতা।

উজান (বিণ) : "—ট্রেনে" (up train) নব।

উজ্জ্বল (নামধাতু) : "উজ্জ্বলি" নৈ।

উঞ্ছবৃত্তি (বি) : "উঞ্ছবৃত্তির উৎসাহে", "তার দেখাটা যেন চোখের—" পুন।

উড়ন্তি (বিণ ; =উড়ন্ত) : "—ধূলোয়" শেষ।

উড়ুক্কু (উপ ; বিণ) : "—পাগলামি" সা ; "—পাখির মতো" আ।

উতর, উত্তর (অর্ধতৎসম ও তৎসম নামধাতু ; =অবতীর্ণ হওয়া, পৌঁছান) : "রঘুনাথ উতরিলা"[১] মা ; "উত্তরিতে খেয়াঘাটে" ক ; "উতরিতে হবে নবজীবনের তীরে" গীতা ইত্যাদি।

উতরোল (বি, বিণ, ক্রিণ) : "পিশাচী এ বিমাতার হিংস্র—" মা ; "মৌন এ পরাণ ভরি উতরোলে" নৈ ; "উদ্দামের—বাজে" ব ; "—বায়" মা ; "গান গাহে সে উতরোলে" কড়ি।

উতলা (বিণ) : "—বাতাসে", "—উত্তরী" পূ ; ক ইত্যাদি।

উত্তরী (বি ; =উত্তরীয়) : নৈ।

উৎসুক (বিণ) : "—যৌবন জাগে" (গী) ; "—আলোক" পূ।

উতালা (=উতলা ; ছন্দের জন্য) : "একান্ত—" সো। **উতলা** দ্রষ্টব্য।

উদয় (নামধাতু) : "উদিলে", "উদিল" কথা ; "উদিয়াছিল" পরি।

উদয়পথ (বি) : "ঢেকেছে—ঘননীল মেঘে" মা।

উদাস (নামধাতু ; =উদাস হয়) : "উদাসে" গীতা।

উদাসিনী (বিণ) : মা ইত্যাদি।

উদাসী (বি) : "কে—বায়ুর স্রোতে ভেসে বেড়ায়" গীতি।

উদাসীনতা (বি) : "ধূসর ধূলির উদাসীনতার কাছে" পুন।

উদ্‌ঘোষ (নামধাতু) : "কলোল্লাসে উদ্‌ঘোষিল" পূ।

উদ্দাম (বি) : "উদ্দামের উতরোল" পূ ; "বন্দী ভুলেছে আপনার উদ্‌বেলাকে উদ্দামকে" পত্র।

উদ্দীপ্ত (বিণ) "লালসার—নিঃশ্বাস", "অরুণের—অজ্ঞান" ব।

উদ্দেশ (বি) : "দেশ নহি, আমি যে—" পূ।

উদ্ধার (নামধাতু) : "যুদ্ধে উদ্ধারিয়া সীতা" বী।

উদ্‌বার (নামধাতু) : উদ্‌বারিল গন্ধভার" সা।

উদ্‌বারিত (বিণ) : "অমৃতকে—করবার জন্যে" পত্র।

উদ্‌বাহিত (বিণ) : "তুমি সেই—মেঘ" উ।

উদ্‌বেল (বি, বিণ) : "বন্দী ভুলেছে তার উদ্‌বেলকে" পত্র ; "যৌবনের উদ্বেল কল্লোলে" বী।

উদ্‌বোধ (নামধাতু) : "উদ্‌বোধিয়া" বী।

উদ্‌বোধিনী (স্ত্রী ; বিণ) : "—বাণী" পূ।

উদ্‌ভ্রান্ত (বিণ) : "—চালনা তন্দ্রাবিষ্ট চোখে" নব।

---

১. 'নিষ্ফল কামনা', পাঠান্তর।

উদ্যম (বি) : "ঋতুর গতির ভঙ্গে পুষ্পের উদ্যমে" বী।

উধাও (বিণ, ক্রিণ) : "যায় তারা ছুটি—বাসনাসম" মা ; "কখন উঠিব—পন্থে" চি ; "সকল চিন্তা—ক'রে", "পারে যাওয়ার—পাখি" পূ ; "কোন্ সারথীর—মনোরথে" ব ; "শূন্য-উধাও মনটা", "অসম্পন্ন—যাত্রার" নব ; "দুই বাহু তাঁর তুলিয়া—" কথা ; "উদাস ধ্বনি—আসে" গীতি।

উন্নমিত (বিণ) : "—শির" বী।

উন্মত্ত (বিণ) : "—অবসান" পূ ; "করিছে—কোলাহল" বী।

উন্মন (বি ; =উন্মনা ভাব) : "তোমার মুখে মুখ তুলে চায় উন্মনে" গীতি।

উন্মন্থন (বি) : "স্থির জলে আনে অশান্তির—" পত্র।

উন্মাদিনী : সো।

উন্মীল (বিণ) : "কমল-উন্মীল—মুখে" কথা।

উন্মুখ (বিণ ; =ঊর্ধ্বমুখ) : "—পিপাসাভরে" উ।

উন্মুখর (বি, বিণ ; < উন্মুখ+মুখর) : "—ঊর্ধ্বস্রোত" পরি।

উন্মুখী (স্ত্রী ; বিণ) : "—বাসনা" কড়ি।

উপছায়া (বি) : সন্ধ্যা ; "কত ছায়া কত—" কড়ি ; "কে তার পশ্চাতে দাঁড়াইল—সম" কথা ; "আত্মা যেথা লুপ্ত থাকে সেথা—মুগ্ধ চেতনার পরে রচে তার মায়া" ম ; "অব্যক্ত অর্থের—" ; "—চলা বনে বনে" নব।

উপেক্ষা (নামধাতু) : "উপেক্ষিতে" নৈ।

উপমা (বি) : "—তুলনা যত" আ।

উরস (বি ; =উরস্) : "উরসে পরি যূথীর হার" মা।

উলঙ্গ (বিণ) : "যেথা আপনার—পরিচয়" গী।

উলস (বিণ ; =উল্লসিত) : "আধেক—প্রাণে অর্ধেক উদাস" মা।

উল্লোল (বি, বিণ) : "উল্লোলে" পরি ; "—গর্জন" নব।

উষ্ণ (বিণ) : "—উচ্চারণে" বী।

ঊর্মি (বি) : "ঊর্মি-নিনাদ" মা।

ঊর্মিল (বিণ ; তুলনীয় নারীনাম ঊর্মিলা ; < ঊর্মি) : "—লাল কাঁকরের নিস্তব্ধ তোলপাড" পুন।

উসখুস (নামধাতু) : "উস্‌খুসিয়ে" পরি।

একতারে (=একতারায়) : কথা।

একসনে (কথ্য ; =একসঙ্গে) : "সুখশ্রমে মলিন চাঁদের—নবপ্রেম মিলাবে কাহার রবে মনে" কড়ি[১]।

---

১. প্রথম সংস্করণ, 'শরতের শুকতারা'।

একশেষ (বি) : "নদীর তীরে একশেষে" সো।

একলা (বিণ) : "বাইতে হবে নিয়ে তারে নীল পাথারে—প্রাণে" খে।

একা (বি) : "তোমাতে আমাতে মিলিত নিবিড়—" বী।

একান্ত (বিণ, ক্রিণ) : "—উতালা" সো।

একাধিপতি : পত্র।

এজিটেট্ (agitate) : মা।

এডিটোরিয়াল (editorial) : কড়ি (প্র-সং)।

এলা (কথ্য ; ধাতু) : "নামহারা ফুল গন্ধ এলায়" ম।

এলায়িত (এলানো+আকুলায়িত ; বিণ) : "—রুক্ষ কেশপাশ" সা।

এলো-কেশপাশ : উ।

এলোকেশিনী (স্ত্রী ; বি) : "এলোকেশিনীরা" শ্যা।

ঐতিহ্য (বি) : "লজ্জাতুর ঐতিহ্যের হৃৎস্পন্দনে" প্রা।

ওলন্দাজি (বি ; =ওলন্দাজ ভাষা) : পুন।

কচি (বিণ) : " — কোমলতা" শি ; "যে মাকে কচিবেলায় হারিয়েছে" পুন। " — কাঁচা গায়ে" আ।

কচিমেয়েপনা (বি ; কথ্য, মেয়েলী) : "আজকে দিনের কচিমেয়েপনায়" সা।

কঞ্চুলিকা (বি ; =কাঁচলি) : "কঞ্চুলিকায় বক্ষ রৈত ঢাকা" ক্ষ ; "কঞ্চুলিকার স্বর্ণলেখায়" ম।

কটা (বিণ ; =বিবর্ণ) : "মাথায় বৃহৎ জটা ধূলায় কাদায় — " সো।

কটাক্ষ (বি) : "তবুও দেখ সেই—আঁখির কোপে দিচ্ছে সাক্ষ্য" ক্ষ ; "কটাক্ষে লক্ষিয়া কবি পানে" পূ।

কটাক্ষ (নামধাতু) : "কটাক্ষিয়া" পূ।

কঠিন (বিণ, ক্রিণ) : "—শীতে"[১] নৈ ; "লয়ে আমার তুচ্ছ—ক্ষণিকতা" খে ; "তোমার জ্ঞানী আমায় বলে — তিরস্কারে" গীতি ; "—বাঁধিয়া" সো ; "বাপ বললেন — হেসে" প।

কড়াকড়ি (বি) : "হাতকড়ারই — " পূ।

কড়ি-কড়া (উপ, বি) : "দিবে নাকো — " নব।

কণাতম (বিণ) : " — শিখা" পরি।

কণিক (বিণ ; =কণৈক, কণামাত্র) : " — সুধা" বী।

কণি (কল্পিত নারী-নাম) : শ্যা।

কণিকা (বি) : "সেই আনন্দের হারানো — " পূ।

---

১ এখানে বরফের ইঙ্গিত।

কণ্টক (নামধাতু) : "কণ্টকিয়া" পূ।

কতমত, কতমতো (বিণ, ক্রিণ) : "—পরিয়া মুখোস" মা ; "খেলে তারা —" কড়ি ; "সারাদিন — গৃহের সেবায় নিয়ত রয়েছে রত" বী।

কতশত (বিণ ; কত+শত) : "লতাপাতা — " কড়ি।

কদাঘাত (বি) : "কদর্থের কদাঘাতে"[১] পরি।

কদিন (=অল্পকাল) : "জীবনের কদিনের কাঁদা আর হাসা" পূ।

কথা-কাটাকাটি (কথ্য ; বি) : "করিছে কারা — " কড়ি।

কনক (বিণ ; পূর্বপদ) : "শরতের — তপন" কড়ি ; "কনক-আকাশতলে", কনকতরণীসম" মা।

কবিগুরু : "আমার — " পরি।

কমলমণি (=কমলহীরা হীরামণি অথবা পদ্মরাগ) : "কমলমণির হারে" সা।

কমলিকা (কল্পিত নারী-নাম) : পুন।

কম্প (বি) : " — লজ্জা ভয়" ক ; "নানা কম্পে নানা স্বরে" আ।

কম্পমান (বিণ) : "আমার নাড়ীর কম্পে — ধূলি" ক।

কম্পন (বি) : "অনুকম্পার কিঞ্চিৎ কম্পনে" বী।

কম্প্র (বিণ) : "কম্প্রবক্ষে নম্র নেত্রপাতে" চি ; "নম্র চোখের — কাজলরেখা" বী।

করবিকা (বি ; ক্ষুদ্রকরবী) : পূ।

করুণ (বিণ) : "জননী তোমার — চরণখানি হেরিনু আজি এ অরুণ-কিরণ-রূপে" গীতা।

কল (বিণ ; পূর্বপদ) : "কলরোল" মা, গী ; "কলোল্লাসে" উ ; "কলোল্লাস" ম ; "কলভাষে" উ ; "কলমুখরতা" নৈ ; "কলরোদন" গী ; "কলকথায়" খে, পূ ; "কলতান" খে ; "নব-কলোল্লাসে" আ।

কলকলোচ্ছ্বাস (বি) : পরি।

কলকল (নামধাতু) : "কলকলিয়া" সো ; "ঝরণা ঝরে কলকলিয়ে" পূ।

কলকল (ক্রিণ) : "জল বহে যায় কলকলে" নব।

কল্প (=কল্পনা ; পূর্বপদ) : "আকাশ যাত্রা কল্পপক্ষ ভরে" পরি ; "করি আমি কল্পমধু পান" কড়ি ; "হে রূপের কল্প নির্ঝর"[২] পুন ; "আপন-রচা কল্পরূপ" আ।

কল্পকল্পান্তর : নব।

কল্পন (=কল্পনা) : গীতা।

কাকুধ্বনি : "তার কাকু-ধ্বনিতে"[৩] পুন।

কাগজওয়ালা : কড়ি (প্র সং)।

---

১ পদাঘাতের ইঙ্গিত আছে। ২ মানে কল্পনা-উৎস। ৩ কুয়ার জল তুলিবার শব্দের।

কাঁচল (=কাঁচলি): মা, সো, ক্ষ।

কাঁচা (বিণ): " — রৌদ্রে" পুন; "—রোদখানি" ক্ষ।

কাছে: "এ ঐশ্বর্য তব তোমার আপন—প্রভু, নিত্য নব নব" ব।

কাঠগড়া (বি): "বিশেষণের কাঠগড়ায় ওকে খাড়া রেখে" পুন।

কাঁদনা (=কান্না): গীতি।

কাঁদনি (কাঁদন ; তু° কথ্য কাঁদুনি): ক্ষ।

কাঁদন (বি): "বোবা স্মৃতির চাপা —" জন্ম।

কাঁদাকাটি (কথ্য ; =কান্নাকাটি): "করে — " কথা।

কানাকানি (বি): " — জলে স্থলে" মা ; "কানাকানির মানুষ" সা।

কায়ক্লেশে: পূ।

-কার (বিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণ স্থানীয় ষষ্ঠী বিভক্তি): "আজিকার", "একবেলাকার", "কবেকার", "চিরদিনকার", "বহুদিনকার", "সবাকার", "সেদিনকার" ইত্যাদি।

কালক্ষেত্র (বি ; =সময়ের ভূমিতে): "কোন দূর—চলে গেছে একা" মা।

কালজ্ঞ (বি ; =জ্যোতিষী): "কালজ্ঞকে শুধায়" পুন।

কালা (কথ্য ; বিণ): "অন্ধ নয়ন শ্রবণ —" গীতবিতান।

কালিদাস (ব্যক্তিনাম, শ্লিষ্ট বিণ): "জন্মেছি ছাপার — হয়ে" পুন।

কালিন্দী (=যমুনা নদী ; শ্লিষ্ট): "কালো কালিন্দীর স্রোত বাহি" প্রা।

কালিমা (বি): "আজিকে গহন — লেগেছে গগনে" উ।

কালীনাগিনী: "কালীনাগিনীর দান" নব।

কালো (বি, বিণ): "বজ্রে তোলো আগুন ক'রে আমার যত — " গী।

কাশফুল্ল (বি): " — নদীর পুলিনে" নৈ।

কিঙ্কিনী: "বাজায় — " নৈ ইত্যাদি।

কিছু (বি): "তুমূর্ল্য কিছুর", "একটু-কিছুরই ঠাঁই" সেঁ।

কিনারা (বি): "কোথায় — " কড়ি ; "তোমারে পাছে সহজে ধরি কিছুরি তব — নাই" উ।

কিরণ (পূর্বপদ): "কিরণকম্প" সো ; "কিরণকণামালী" পরি ; "কিরণপিপাসু" পত্র।

কিলিবিলি (বি, ক্রিণ): "খেলাত আলোর — " আ ; "আকুলিতে থাকে কিলিবিলি" ম।

কিশোরক (বি): "সেদিনকার কিশোরক সুর সেধেছিল যে একতারায়" শেষ। **কৈশোরক** দ্রষ্টব্য।

কুও (উপ. বি ; =কুয়া) : "কুওর ধারে" আ।

কুচকাওয়াজ (ফারসী) : "কুচকাওয়াজের পদক্ষেপে" জন্ম।

কুগ্রহ (বি) : "কী — " মা।

কুঞ্জবন : মা।

কুটিকুটি (বিণ, ক্রিণ) : "হেসেই — " কড়ি ; "হেসে হোলো — " সো ; "ছিঁড়িল — " ম।

কুটিল (বিণ, ক্রিণ) : " — রেখা লুটিল চারি পাশ" পূ ; "—হেসে" নব।

কুষ্ঠিত (বিণ) : "ছায়ায় — পল্লী জীবনযাত্রার রহস্যের আবরণ" আ।

কুড়েমি (কথ্য) : "কুঁড়েমির দিনকে……কুঁড়েমির কারুকাজে" পুন।

কুমুদী (বি ; =কুমুদিনী) : "কুমুদীর চোখে" ক।

-কুল (বহুবচনের প্রত্যয়) : "তোমার মলিন বলে অকৃতজ্ঞকুল"[১] কণি।

কুলা (ধাতু ; কথ্য) : "কুলায় নাক মন" ক্ষণিকা।

কুলায়প্রত্যাশী : " — পাখীর মতো" ক।

কুলুকুলু (বি, বিণ) : "কেবল শুনি — " কড়ি ; " — নদীনীরে" কড়ি।

কুলুপ (আরবী) : " — দিয়ে" পূ।

কুশ্রী (বিণ) : "সুশ্রী — " পুন ; "ওই কুশ্রীর পরম বেদনাই তো" ঐ।

কুশ্রীতা (বি) : "স্পর্ধিত — " পূ ; "হেসেছি কুশ্রীতারে" সেঁ।

কুসুম (নামধাতু) : "কুসুমি" বী।

কুহক (বি) : "আবার রচিলে নব কুহকের পালা" বী।

কুহর (নামধাতু) : "পিক কুহরে" মা।

কুহরিত (বিণ) : "কুহু-কুহরিত বিরহবেদন" মা।

কৃপণ (বিণ) : " — কৃপা" বী।

কৃপণগতিক (বি) : "বিছানাটা কৃপণগতিকের" পূ।

কৃশ (বিণ) : " — চাঁদ" পুন।

কেতন (বি) : "বিশ্বচেতন — " পূ ; "মসীধূমকেতন কারখানা ঘরে" পুন।

কেনা (বিণ) : "আমি তারে লাগিয়েছি — কাজে করিতে মজুরি" বী।

কেলি (বি) : "মুখরিত উচ্ছল তার — " (মিল : "মেলি") পরি।

কৈশোরক (কাব্যগুচ্ছনাম)[২]।

কৈশোরিকা (কবিতানাম) : বী।

কোটাকুটি : মাথা-কোটাকুটি দ্রষ্টব্য।

---

১. মিল : "স্থূল"। ২. কাব্য-গ্রন্থাবলী (১৩০৩)

কোণা, কোনা (উপ ; বি) : "গগন কোণায় কোণায়" পূ ; "যেখানে তুমি বসিয়া আছ সেটুকু এক — " পরি।

কোলাহল (বি) : "উচ্ছ্বসিত সবুজ কোলাহলের মধ্যে" পুন।

কোলাহলী (বিণ) : "—কৌতূহলী দৃষ্টির অন্তরালে" শেষ।

কৌতুক (পূর্বপদ) : "কৌতুকনয়নে" মা।

কৌতূকী (বিণ) : জন্ম।

ক্যাবিন (cabin) : "ক্যাবিনটাতে" আ।

ক্রন্দ (নামধাতু) : "বীণার তন্ত্রী আকুল ছন্দে ক্রন্দিয়া ডাকিছে সবারে" ক ; "ক্রন্দিয়া উঠে" পূ ; "ক্রন্দিয়া" বী।

ক্রন্দসী (বি) : "তোমা লাগি কাঁদিছে—" [1]চি।

ক্রন্দিত (বিণ ; =ক্রন্দনরত) : "—আত্মার" পরি ; "—আকাশের নীচে" পুন।

ক্লাসিক (=classic) : "ক্লাসিকযুগের চারুপ্রভা" শ্যা।

কচিৎ (বিণ অথবা পূর্বপদ) : "আমরা চকিত অভাবনীয়ের—কিরণে দীপ্ত" ম ; "উত্তর বাতাসে আসে দক্ষিণের—আবেশ" বী।

ক্ষণচর (বিণ) : আ।

ক্ষণিক, ক্ষণিকা (বি, বিণ) : "ক্ষণিকের স্নেহখানি" ম ; "ক্ষণিকের পটে" প্রা ; "সে সুন্দরী যে ক্ষণিকা", "চলে গেল আমার ক্ষণিকা" পূ ; "ক্ষণিকারে নিয়ে অসীমের এই খেলা" জন্ম।

ক্ষয় (নামধাতু অথবা বি) : "ক্ষয়ে ক্ষয়ে হবি যে অক্ষয়" পরি।

ক্ষুণ্ণতা (বি) : "ঢাকি দিয়া তব—" পূ।

ক্ষুভিত (বিণ) : "—স্বরের ঝরণা" পত্র।

খচিত (বিণ) : "নয়নের জলে রচিত ব্যাকুল বাণী — ললিত গীতে", "তারায় তারায় খচিত" গীতি।

খঞ্জনা (কল্পিত গ্রামনাম) : ক্ষ।

খন (=ক্ষণ) : "প্রভাতের এই প্রথম খনের কুসুমখানি" গীতি।

খবরওয়ালা (=যে খবরের কাগজ বিলি করে) : "পথে দেখা দেয়—বাইক-রথের পরে" শ্যা।

খবুরে (উপ ; < খবর) : "নই তো আমি—" কড়ি (প্র-সং)।

খয়েরি (কথ্য ; বিণ) : "—রঙের" পুন।

খলপনা (বি ; মেয়েলি কথ্য) : কড়ি (প্র-সং)।

---

[1] বৈদিক "রোদসী" শব্দের প্রতিশব্দরূপে কল্পিত। 'ভাষার ইতিবৃত্ত' (পঞ্চম সংস্করণ) ৩৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

খাটুলি (বি) : “ —সে ভাল ছিল জলুনির চেয়ে” কণি।

খিলখিল (ধ্বন্যাত্মক নামধাতু) : “তোমার খুকি খিলখিলিয়ে হাসে” শি।

খাকি (ফারসী ; =পুলিশ-সিপাইয়ের ছাইরঙা পোষাক) : “তক্‌মাঝোলা নয় তাহাদের — ” পূ।

খেতেছে (উপ ; ক্রি) : “গোরুতে — ঘাস” নদী (শি)।

খেয়াল (ফারসী ; বি) : “ডোরাকাটা খেয়ালের অদ্ভুত বিকালে” জন্ম।

খেয়ালি (ফারসী ; বিণ) : কড়ি (প্র-সং)। দ্রষ্টব্য **খোষ-খেয়ালি**।

খেলা-খেলনা : শি।

খেলা-খেলা (আম্রেড়িত সমাস) : “দিনরাত—খেলায়” শি।

খেলা-পাহাড় (=ক্রীড়াশৈল) : “খেলা-পাহাড়ের গায়ে” শেষ।

খেলনা, খেলেনা, খেলানা : সন্ধ্যা, মা, সো, শি, পূ ইত্যাদি।

খেলাধুলি (=খেলাধূলা)[১] : কড়ি।

খেলেনা-চূর্ণ : পূ।

খোষ-খেয়ালি (ফারসী ; বিণ) : “পড়ে আছে আকাশটা—” খে।

খোঁচাখুঁচি (ব্যতিহার ; বি) : “চঞ্চুতে চঞ্চুতে—” আ।

গঙ্গোত্রী (হিন্দী ; < গঙ্গা-উত্তরিকা) : নৈ।

গজিয়ে (কথ্য ; =গজাইয়া) : “ঘাসের মত—ওঠে” কড়ি ; “সে—তোলে ঘাস” জন্ম।

গঠ (ধাতু) : “গঠিতেছে” সো।

গড়গড় (কথ্য ; ধ্বন্যাত্মক নামধাতু) : “গড়গড়িয়ে” পরি।

গণ (ধাতু) : “সভয় গণি” (=ভয় করি) ছবি।

গবর্মেণ্ট (government) : মা।

গভীর (বিণ, ক্রিণ, বি) : “—উপবাসে”, “—অন্ধকারে”, “—জীবনে”, “বিপুল —আশা” গীতা ; “—রাগিণী”, “—বাণী”, “—সুরে”, “—শ্রাবণে গলিয়া পড়িবে জলে”, “—গোপনে”, “—করে পাই তাহারে খুঁজি”, “হৃদয় বাঁশি বাজাও গভীরে” গী ইত্যাদি।

গরবিণি (সংস্কৃতের অনুযায়ী সম্বোধন) : সো ইত্যাদি।

গরঠিকানা (ফারসী-হিন্দী সমাস) : “গরঠিকানার পথিক” শেষ।

গরঠিকানিয়া (“গরঠিকানা” হইতে বিণ) : “—বন্ধু” সা।

গরীব (বিণ) : “—লতাটি মোর ফুলে ঢেকে” আ।

গরোগরো (কথ্য ; ধ্বন্যাত্মক ; বিণ) : “রোষে—” নব।

---

১. মিল : “হাসিগুলি”।

গর্জ (ধাতু) : "গরজয়", "গরজিল" কথা।

গর্জন (নামধাতু) : "গরজনে" কথা।

গলাগলি (ব্যতিহার ; বি) : "ভাইবোন করি—" কড়ি ; "গ্রামের সঙ্গে তার —" পু।

গহন (বিণ, বি) : "ঘন পাতার—ঘটা" কড়ি ; "—নিশি", "—রাত্রিকালে" ব ; "অগম—জীবন পারে", "গহনে হয়েছে হারা" গীতা ইত্যাদি।

গহনবাসী (উপপদ) : "অন্তরের—" পূ।

গহিন (ব্রজ ; বিণ) : "—রাতে দখিন বাতে" কড়ি।

গাছগাছালি (=নানা রকম গাছপালা ; তু° কথ্য "গাছগাছড়া") : "গাছ-গাছালির গন্ধ" পুন।

গাঢ়তম (বিণ) : "আজি বর্ষা—গাঢ়তম" সো।

গাঁথন : "মনে মনে পরাই গানের—রাখী (=রাখী-বাঁধন)" ম।

গিরিপদ (=foothill) : "গিরিপদমধ্যবর্তী গ্রাম" পুন।

গিরিব্রজ (=পর্বতমালা বেষ্টিত স্থান[১]) : "দুর্গম গিরিব্রজে" শে।

গীতগান (সমার্থক দ্বন্দ্ব) : মা, সো।

গীতবসন্ত (তু° গীতগোবিন্দ, শীতবসন্ত) : "লাগলো যেন গীতবসন্তের হাওয়া" পুন।

গীতভারতী : "গীতভারতীর আমি পাই তো প্রসাদ" জন্ম।

গীতা (=উদাত্ত জয়গান) : "বিরচিব তাহাদের—" ক।

গীতালি (তু° উত্তরবঙ্গীয় উপভাষায় গীতাল, গীদাল) : কাব্যনাম।

গুঞ্জ (ধাতু) : "গুঞ্জে" কথা।

গুঞ্জ (=গুঞ্জন ; বি) : "মৌমাছিদের—স্বরে" খে।

গুঞ্জর (নামধাতু) : "বাঁশীর মাঝে গুঞ্জরে" কড়ি ; "গুঞ্জরে" বী।

গুঞ্জর (=গুঞ্জরণ ; বি) : "গুঞ্জরতান তুলিয়ো তোমার বীণার তারে" গী।

গুঞ্জরণ : "কুঞ্জছায়া গুঞ্জরণের সঙ্গীতে" শেষ।

গুঞ্জিত (বিণ) : "মৌমাছিদের—পাখায়" পূ।

গুটিসুটি (কথ্য ; বিণ, ক্রিণ) : "সাতটি ভায়ে—" কড়ি (শি)।

গুণ্ঠন (=অবগুণ্ঠন) : "গুণ্ঠনখানি" খে ; "ঘোর ঘননীল—তব" ক্ষ ; "কুণ্ঠার— নাই" ম।

---

১. মগধদেশের প্রাচীনতম রাজধানীর নাম গিরিব্রজ (=আধুনিক রাজগির) হইয়াছিল এই কারণেই।

গুণগুণ (ধ্বন্যাত্মক নামধাতু) : "মৌমাছি সে গুনগুনিয়ে খুঁজে বেড়ায় কাকে" কড়ি (শি) ; "গুণাগুণিয়ে" সা ।

গুন্‌গুন্‌ (ধ্বন্যাত্মক ; ক্রিণ, বি) : "—কেঁদে" মা ; "—গেয়েছি যে গান" পরি ; "কোথায় সে—ঝর্‌ঝর্‌ মর্‌মর্‌" কড়ি ।

গুমরা (নামধাতু) : "বাহিরের ভোজে হৃদয় গুমরে ক্ষুধা" বী ।

গুহাগহ্বর (সমার্থক দ্বন্দ্ব) : "গুহাগহ্বরের" নব ।

গৃহস্থালি (বি) : "ভাষার—" পুন ।

গৃহিণীপনা (মেয়েলি কথ্য ; =গিন্নিপনা) : "আঁচল জড়ানো গৃহিণীপনায়" শ্যা ।

গোছ (প্রত্যয়স্থানীয় শব্দ ; কথ্য) : "কাজচলা গোছ সেবা" পু ।

গোঠ : "রাখাল ছেলে সকাল ক'রে ফিরেছে আজ গোঠে" শি ; "গোঠের মাঝে মাঠের মাঝে" গী ।

গোল (কথ্য ; =গোলমাল) : "কেন—শুনিলে ঘরে", "বকে আমায়—করলে পরে" শি ।

গোলমাল : "ঘরে ঘরে চলল আলোর—ঝাড়ে লণ্ঠনে" আ ।

গ্রন্থ (ধাতু) : "গ্রন্থিবারে" পরি, সেঁ ; "গ্রন্থিয়া" বী ।

গ্রন্থন (=গাঁথা, গ্রন্থি ; বি) : "আবার করে ছিন্নেরে—" আ ; "যত বাঁধনের গ্রন্থন দিব খুলে" সা ।

গ্রন্থিল (=গ্রন্থিযুক্ত ; বিণ) : "—শিকড়গুলো" আ ।

গ্রামপল্লী (সমার্থক দ্বন্দ্ব অথবা বিপর্যস্ত সমাস) : "গ্রামপল্লীর" নব ।

গ্রামবিহঙ্গ : "গ্রামবিহঙ্গেরা" মা । তুলনীয় "সাগরবিহঙ্গরা" ক্ষ ।

গ্রাস (নামধাতু) : "গ্রাসিয়াছিল" কথা ।

গ্রাম্মরিক্ত (তৎপুরুষ ; বিণ) : "—অবলুপ্ত নদীপথে" প্রা ।

ঘটিজল (=ঘটির জল) ; "—বলে" কণি ।

ঘনা (নামধাতু) : "গভীর বিরহ ঘনায়", "ঘনায়ে এস মনে" গী ।

ঘনিষ্ঠ (বিণ) : "আঁখির—অন্ধকারে" পূ ।

ঘরকরণ, ঘর-করণা (=ঘরকন্না) : "ঘরকরণের কাজ" খে ; "ঘুঘুরা করিছে ঘরকরণা" শি ।

ঘর-পোষা : "—নির্জীব মেয়ে" শ্যা ।

ঘর্ঘর (ধ্বন্যাত্মক নামধাতু) : "ঘর্ঘরিয়া" বী ।

ঘাত (=আঘাত ; বি) : "প্লাবনের ঘাতে" ব ; "বহ্নিঘাতে", "সুকঠোর ঘাতে", "সরমঘাতে" গীতা ইত্যাদি ।

ঘুম-ভাঙানিয়া (উপপদ ; বিণ) : "—জোছনা" নব ।

ঘুমন্ত (বিণ) : "কম—" আ।

ঘুর-খাওয়া (কথ্য ; বিণ) : "—চাকায়" আ।

ঘূর্ণ (=ঘূর্ণা, ঘূর্ণি) : "ঘূর্ণবায়ে" নৈ।

ঘূর্ণাপাক, ঘূর্ণিপাক : "মন তাহাদের ঘূর্ণাপাকের হাওয়া" ব ; "ঘূর্ণিপাকে" পূ, জন্ম।

ঘূর্ণিধুলা : "ঘূর্ণিধুলার মতো" প।

ঘূর্ণ্যতাণ্ডবী (বিণ ; পুং ; =ঘূর্ণনৃত্যতাণ্ডবকারী) : "—উন্মাদ সাধকের" পুন।

ঘূর্ণ্যমান : পুন।

ঘের : "ক্ষুদ্রতার ঘেরে" কড়ি।

ঘেরা (বিণ ; উত্তরপদ) : "পৃথিবীঘেরা সঙ্গীতের", "বিশ্ব-ঘেরা হাসি" কড়ি ; "মরণ-ঘেরা" আ ; "রহস্য-ঘেরা" চি ; "বৃষ্টিঘেরা অন্ধকারে" মা।

ঘেরাই (=ঘেরা, ঘেরাও) : শেষ।

ঘেঁষাঘেঁষি (ব্যতিহার ; বি, ক্রিণ) : "তারা সবাই—দেখা দিলো", "তীরে আম জাম আমলকির—"পুন।

ঘোটক : "বন্য ঘোটকের মত" জন্ম।

ঘোড়া-বাহন : "ঘোড়া-বাহনের যুগ" শ্যা।

ঘোষণ (=ঘোষণা) : "চৌদিক করে যুদ্ধ—" পরি।

ঘ্রাণ (=সুগন্ধ) : "বাতাস কাঁদে কোন্ কুসুমের ঘ্রাণে" গী।

চওড়া : "আমার নাম আছে ফুটবল খেলায়, বেশ একটু—গোছের নাম" পুন।

চক (=চমক ; নামধাতু[১]) : "চিকুর চিকমিকিয়ে চকিয়া দিকে দিকে" সো।

চকিত (বিণ) : "আমরা—অভাবনীয়ের কচিৎ কিরণে দীপ্ত" ম।

চক্রচিহ্ন (=চক্রাকার রেখা) : "কাষ্ঠফলকে চক্রচিহ্নে স্বাক্ষর যায় রেখে" শেষ।

চক্রতীর্থ (=চক্রাকার তীর্থপথ, পৃথিবীর সূর্য্যপ্রদক্ষিণ পথ) : "তোমার চক্রতীর্থের পথে পথে" পত্র।

চক্রনৃত্য (=চক্রাবর্তে নাচ) : "ব্যক্ত অব্যক্তের—" শেষ।

চক্রলহরী (স্রোত-আবর্ত) : "অশ্রুতবাণীর—" পুন।

চক্রান্ত : "স্বর্গের—আমি" পূ।

চঞ্চল (=চঞ্চল করা ; নামধাতু) : "চঞ্চলিতে চাহে" বী।

চঞ্চলিত (বিণ) : "নিদ্রাপারাবার যেন স্বপ্ন-চঞ্চলিত" মা ; "—এলোকেশে" গান (তাসের দেশ) ; "—বীণার তারে" প।

---

১. তু° ব্রজবুলি চৌক (=চমক)।

চটকা (=তন্দ্রা ; কথ্য) : "— ভাঙে" আ।

চতুরিকা (প্রাচীন নারীনাম) : "মরব না ভাই নিপুণিকা চতুরিকার শোকে" ক্ষ।

চপল (বি) : "গেল কে যে—পায়ে" গীতি।

চমক (নামধাতু) : "চমকিয়া" মা ইত্যাদি।

-চয় (বহুবচন প্রত্যয়স্থানীয়) : "হৃদয়প্রেয়সীচয়" মা।

চরণচক্র (নারীর পদাভরণ) : আ।

চলচপল (সমার্থক কর্মধারয়) : "—চোখে" প।

চলমান (=চলন্ত) : "—ছবি" মা ; "—টীকা" রো ; "বাঁধন বাহিরে মোর —বাসা" জন্ম।

চলতি, চল্‌তি (=চলন্ত, বর্তমান) : "—হাওয়ায়" ম ; "—কাজের চাঞ্চল্য", "—মুহূর্ত","—কাজের স্রোতে" পূ।

চলাচল (দ্বন্দ্ব) : "জোয়ারভাঁটার নিত্য চলাচলে" ব।

চলাহীন (বিণ) : "—বেগে" প্রা।

চাওয়া-চিন্তা (কথ্য ; বি) : "ভিক্ষুকের—" কণি।

চারঘুড়ি (=চৌঘুড়ি) : পূ।

চারিদিকময় : মা।

চারিভিতে (=চারিদিকে) : সো।

চাষাড়ে (কথ্য ; বিণ) : "স্বভাব—" কড়ি (প্র-সং)।

চাঁদিনি (=জ্যোৎস্নারাত্রি ; কাজ ; বি) : "চাঁদিনিতে" শি।

চাঁদিনী (কাব্য ; বিণ) : "—রাতে" কড়ি।

চাঁপাভাই : চাঁপাভায়ের : গীতি। তুলনীয় "সাতটি চাঁপা ভাই" কড়ি (শি)।

চাঁপালি (=চাঁপারঙের ; বিণ) : "—খড়ির মাটিতে" সানাই।

চিক (=চকচক করা) : "চিকিয়ে উঠল" পত্র।

চিকচিক (=চিকচিক করা) : "পাতায় পাতায় রোদ পড়েছে চিক্‌চিকিয়ে ওঠে" কড়ি (শি)।

চিকন (বিণ) : "—পাতার" পূ ; "—সোনা লিখন" ম।

চিকমিক (ধ্বন্যাত্মক নামধাতু) : "চিকুর চিকিমিকে চকিয়া দিকে দিকে" সো।

চিকুর (=মেঘে বিদ্যুতের ঝিলিক ; উপ) : সো।

চিড়বিড় (ক্রিণ) : "শর্ষের তেলে—ফোটে" নব।

চিত (কাব্য ; =চিত্ত) : "পশিয়া আপন চিতে" মা ; ইত্যাদি।

চিত্তকায়া (দ্বন্দ্ব) : গী।

চিত্তময় (বিণ) : "এ যে—" বী।

চিত্তস্তব্ধ (বিণ) : বী।

চিত্রল (=চিত্রময় ; বিণ) : "—অক্ষরে" ম।

চিত্রভানু : প্রা।

চিত্রময়ী (বিণ ; স্ত্রী) : "—বর্ণনার বাণী" জন্ম।

চিত্রলিখা, চিত্রলেখা (কল্পিত প্রাচীন নারীনাম) : ক্ষ।

চিত্রলেখা (বি) : "রূপের রেখায় মিলবে রসের রেখা, মায়ার—" ম ; ইত্যাদি।

চিন (=চীন দেশ ও জাতি)[১] : "একদা গিয়েছি—দেশে", "ধরিনু চিনের নাম পরিনু চিনের বেশবাস" জন্ম।

চিনা (=চেনা ; মিলের জন্য) : "আজ হবে—" গী।

চির (ক্রিণ, বিণ, বি) : "চির অস্ত অন্ধকার" ব ; "সম্মানের চির নির্বাসনে" জন্ম ; "বাঁধিতে তারে চেয়েছি চিরতরে" বী ; ইত্যাদি।

চির (পূর্বপদ) : চির-অতিথির বী, চির-আপন ক্ষ, চিরকল্লোলময় সো, চির-ক্রন্দিত মা, চিরচঞ্চলতা ঐ, চিরচিহ্ন পত্র, চিরচেনা বী, চিরজীবিতের পুন, চিরতৃষার্তের চি, চিরদয়িতেরে বী, চিরদিনকার ঐ, চিরদিবসের ঐ, মা, গী ; চিরনিশিদিন মা, চির-নীরবতা ঐ, চিরপরিচয় ঐ, চিরপুরাতন চি, চিরবিরহের ঐ, চিরপুরানো উ, চির-প্রবাহিত বী, চিরবিচিত্র ঐ, চিরপ্রস্থানের ঐ, চিরপ্রেমের প, চিরবালক ঐ, চির-ভালোবাসা মা, চিরমধুময় ঐ, চিরমনোব্যাকুলতা ঐ, চিরমানবের সো, চিরমানবেরে জন্ম (তুলনীয় "আছেন চির যে মানব" বী), চিরমানবীর বী, চিররাতের ঐ, চির-রূপখানি ঐ, চিররাত্রিদিন চি, চিররৌদ্রদগ্ধ মা, চিরযুগরাত্রি ঐ, চিরস্থান বী, চিরাগত ("চিরাগত প্রেয়সীর প্রায়") মা, চিরাভ্যাস প ; ইত্যাদি।

চিরকালিনী (=চিরকালের তরুণী) : প্রহা।

চিরায়মান (তৎসম নামধাতুপদ) : "—উৎকণ্ঠিত প্রহরে" পত্র। তুলনীয় **চিরায়মানা** (কবিতা নাম)।

চীৎকার (নামধাতু) : "চীৎকারিছে" নৈ।

চীনাংশুক (কালিদাস হইতে) : "চীনাংশুকের" পুন।

চুকচুক (ধ্বন্যাত্মক ; ক্রিণ) : "মনিবের পাতে ঝোল খাবে—" কণি।

চুড়িওয়ালা (কথ্য) : খে।

চুনরী (=শাড়ী বিশেষ ; হিন্দী) : "পরায়ে তারে আপন হাওয়ার—" শ্যা।

১ শ্লেষ আছে। অচিন=অচেনা, অতএব চিন=চেনা।

চুপকথা (রূপকথার সঙ্গে আন্ত্য মিল) : "পথ ভুলে যাই দূর পারে সে চুপকথার" সা।

চূর্ণীভূত : জন্ম।

চেতন (বি) : "ঘুমিয়ে আছে—বনের ছায়াতলে" ম।

চেনা (বি, বিণ) : "হে চেনা-অপরিচিত" পরি ; "নয়নে আনিলে নূতন চেনার হাসি" বী।

চেয়ে (অনুসর্গ) : "ইংরেজ—কিসে মোরা কম", "ইহার—হতেম যদি আরব বেদুয়িন" মা ; "আমা—আমায় জাগিছে স্বামী" গী ; ইত্যাদি।

চেয়ে (অসমাপিকা) : "আমি যে তৃষিত তোমা—" চি।

চেষ্টাহীন (বিণ) : "—বাসনায়" কণি।

চৈতালি (উপ ; < চৈত্রকালীন) : " — পূর্ণিমা" আ। তুলনীয় কাব্যনাম **চৈতালী**।

চোকানি (=চুকিয়ে দেওয়া ; বি ; কথ্য) : "মাসহারা-চোকানি" প্রহা।

চোখোচোখি (ব্যতিহার ; বি) : "হয় — " সো।

চোর (নামধাতু) : "চুরায়ে" উ (শি)।

চোরা (বিণ) : "—দ্রব্য বোঝা হয়ে চোরে করে চুরি" কড়ি ; "ফাগুন মাসে —মেঘে নাই হরিল চাঁদে" পূ।

চোরাই (বি, বিণ) : "—ক'রে এনেছ মোরে তুমি" পরি।

চোরাই (=বাঁকাচোরা ; বিণ) : "তালগাছটা খাড়া দাঁড়িয়ে পূবের দিকে, সকালবেলাকার বাঁকা রোদ্দুর তারই—ছায়া ফেলে আমার দেয়ালে" পুন।

চৌপদী (=চারি ছত্রের কবিতা বা শ্লোক) : "দু একটা—আমার সসংকোচে পড়ে গেলেম ত্বরা" পরি ; "অমরুশতকের চৌপদীতে" পত্র শ্যা।

চৌম্বক (=magnotic) : সো।

ছন্দভাঙা (উপপদ ; বিণ) : "—অসংগতি" সো।

ছন্দঃপাতন : "—অপরাধের ক্ষয়" পুন।

ছলছল, ছলোছলো (ধ্বন্যাত্মক ; বিণ) : "ছলছল জল" সা ; "করে ছলোছলো" পরি' ; "নয়ন ছলোছলো" আ।

ছল্‌ছল, ছলছল (ধ্বন্যাত্মক ; নামধাতু) : "ছলছলিয়ে" পরি, পুন।

ছলছলানি (ধ্বন্যাত্মক ; বি, বিণ ; তদ্ধিতান্ত) : "—চোখে" পরি।

ছলছলে (ধ্বন্যাত্মক, বিণ ; তদ্ধিতান্ত) : "—দৃষ্টিতে" পুন।

ছলন (=ছলনা) : "ছলনে" ম।

ছাড়া (বি ; অনুসর্গ) : "বিশাল আকাশে পাই হৃদয়ের—" কড়ি ; "সবারে করিতে ক্ষমা আপনারে—" কড়ি ; ইত্যাদি।

ছাড়াছাড়ি (ব্যতিহার ; বি) : "সইবে না এই—" পূ।

ছান (ধাতু) : "জগৎ ছানিয়া কি দিব আনিয়া" শি।

ছানিয়ে (ছান ধাতু+ছিন ধাতু ; ক্রি ; ছানিয়া+ছিনিয়া) : "জীবন হতে ছানিয়ে তারে তুলতে গেলে মরবি" গীতি।

ছায় (ছায়া ; প্রথমা ; সপ্তমী) : "পুলকের ছায়", "বনছায়ে", "অরণ্যছায়ে", "রজনী-ছায়ে", "নন্দন-ছায়ে" সো ; ইত্যাদি।

ছায়া (পূর্বপদ) : ছায়াগিরি মা, ছায়াপথ ঐ, ছায়াঘন জন্ম, ছায়াছবি (=ফোটোগ্রাফ : "দেয়ালে ঝুলিয়ে সেদিনের ছায়াছবি" বী), ছায়ামূরতি ("গিয়েছে তার ছায়ামূরতি কালের খেয়াপারে" ঐ), ছায়াবীথি, ছায়াবীথিকা ("ছায়াবীথি হতে বাহিরে আসিলে ধীরে", "ছায়াবীথিকায়" ঐ), ছায়াস্নিগ্ধ ("ছায়াস্নিগ্ধ আবরণ" ঐ), ছায়া-হেলা ("ছায়া-হেলা ছাদে মাদুর বিছিয়ে পেতে" ঐ) ; ইত্যাদি।

ছিদ্রিত (উত্তরপদ) : "সর্পবিবরছিদ্রিত বেদী" পুন।

ছুট (=ছিন্ন হওয়া ; হিন্দী ধাতু) : "মিল ছুটেছে তারার সনে" গী।

ছুটি (=বিশ্রাম) : "তোমার তলে মধুর ছায়া তোমার তলে—" কড়ি (শি)।

ছেদ (নামধাতু) : "ছেদি" প্রবা।

ছেলেমি (=ছেলেমানুষি) : "—খেয়ালে" আ।

ছোঁয়াছুঁয়ি (ব্যতিহার ; বি) : "দুটি চুম্বনে—" কড়ি।

ছ্যাবলামি (বি ; কথ্য) : প্রহা।

জটিল (=জটপাকানো) : "লুটিয়ে পড়ে—জটা" কড়ি (শি); "—জটার বন্ধে" পূ ; "লতাজালজটিল অরণ্যে", "—সংকটে" পুন।

জড়িত (=জড়তাপ্রাপ্ত) : "—কুণ্ঠিত হৃদয়ে" প্রভাত।

জড়িমা (বি) : "ঝাপসা আলোয় শিশির-ছোঁওয়া অলস জড়িমাতে" সা।

জন (বহুবচন বিভক্তিস্থানীয় উত্তরপদ) : "ভক্তজনে", "প্রিয়জনে" উ ; ইত্যাদি।

জনপিণ্ড (=mass of people) : "চলমান জনপিণ্ডের বেগ" পুন।

জনপ্রাণী (কথ্য) : "কোথাও জেগে নাইক—", "শুধু অতি কাছাকাছি দুটি —" সো।

জন্য (অনুসর্গ) : "নিশীথের তল হতে তুলি লহো তারে প্রভাতের—" ম।

জবা (=জবাফুলের রঙ, জবা ফুল) : "সর্বশেষ রশ্মিটির রক্তিম জবায়" পূ।

জবাব (ফারসী) : "করিল—" কড়ি।

জমিন (ফারসী) : "গোলমালের জমিনে" পত্র।

জয়ভাষা : "মুখেতে জোগায় স্থূলতার—" বী।

জয়লিখা (=জয়পত্র, জয়বাণী) : "সে-তিলকে উঠিল প্রকাশি আমারো জীবন—" ম।

জর্জর (নামধাতু) : "জর্জরিয়া" বী ; "জর্জরি" জন্ম।

জল-পালানো (উপপদ) : "—দিঘির পদ্ম যেন" পলা।

জলময় (বিণ) : "শুধু জলে জলে—" নদী (শি)।

জলভরা (বিণ) : "থাকি—" কণি।

জলহারা (বিণ) : "—মেঘখানি" কণি।

জাগ (ধাতু) : "পদে পদে জাগে নিন্দা ও ঘৃণা" মা ; "সেখানে গান নাহি জাগে" সো ; "এই জাগে মোর ভয়", "তোমা লাগি আঁখি জাগে" গী ; ইত্যাদি।

জাগর (নামধাতু) : "আঁধার আলোর কোণে রয়েছে জাগরি" ম।

জাগরণী (=জাগরণবাণী ; তুলনীয় আগমনী) : "সূর্যোদয় বনময় পাঠায় নূতন—" ম।

জাগা (ধাতু) : "স্মরণ জাগিয়ে" কড়ি ; "জাগিয়ে তোলে হাসি" গী ; "গান জাগিয়ে চলো সমুখ পথে" পুন।

জাড় (=শীত, < জাড্য ; উপ) : "জাড়ের হাওয়ায়" আ।

জাদুমন্ত্র (বি) : "জাদুমন্ত্রের ধ্বনি" বী।

জানি (=হয়ত ; পূর্ববঙ্গীয় উপ) : "কোথায়—আসনখানি সরিয়ে তুমি রাখ" পরি।

জাফরানি (ফারসী, বিণ) : ব।

জাল (বহুবচন বিভক্তিস্থানীয় উত্তরপদ) : "ক্ষুদ্র রেণুজাল" কড়ি ; "পত্রপুষ্প-জালে" মা ; "সব সুখজালে বজ্র জ্বালায়ে" উ ; "ভয়জাল" নৈ ; "কলুষজাল" পরি ; "নৃত্যজালে" বী ; ইত্যাদি।

জাল্না (=জানালা ; কথ্য) : "তরুণ আলো—বেয়ে" খে (প্র-সং)।

জাহির (ফারসী) : "গলা — করে" কড়ি।

জাহ্নবী : মা ইত্যাদি।

জিন (কাব্য ; ধাতু) : "নিলে জিনে" গীতা ; "জিনেছিলে ধরা একদিন" বী ; "জিনি" জন্ম।

জিহ্বা-ওয়ালা : "জিব নাচিয়ে বেড়ায় ষণ্ড—সঙের দল" কড়ি (প্র-সং)।

জীবপালিনী (উপপদ ; স্ত্রী) : পত্র।

জীবনরাশি : "—যাইব রাখি ভবের উপকূলেল" মা।

জুঁহি (=জুঁইফুল ; প্রাকৃত জুহি, ছন্দের অনুরোধে হ-কারের লোপ হয় নাই) : "জুঁহি বেলির গন্ধে মিশা" পরি।

জেদালো (জেদী+জোরালো ; =তেজালো) : "—ঢেউ" শ্যা।

জোড়হস্ত (কর্মধারয় ; বি) : "জোড়হস্তে" মা।

জোড়াদিঘি (কল্পিত স্থাননাম) : "জোড়াদিঘির মাঠে" শি।

জোনাই (=জোনাকি ; উপ) : কড়ি (শি)।

জোনাক (=জোনাকি ; উপ) : কড়ি (শি, খে)।

জোনাকি-জ্বলা (উপপদ অথবা বহুব্রীহি ; বিণ) : "—বনের" শি।

জ্যোতির্ময়ী, জ্যোতির্ময় (বিণ) : "—বালা" সো ; "—রেখা" মা ইত্যাদি।

জ্যোতির্বাষ্প (=উদ্দীপ্ত বাষ্প) : জন্ম।

জ্বলৎ-ধারা (বহুব্রীহি) : "—মর্মনিঃস্রাব" শেষ।

জ্বলদক্ষর (বহুব্রীহি) : "জ্বলদক্ষরে" শেষ।

জ্বলুনি (বি) : **খাটুনি** দ্রষ্টব্য।

জ্বলোজ্বলো (আম্রেড়িত ; বিণ) : "সূর্যাস্তের রশ্মি—" বী।

ঝকঝকে (বিণ ; উপ) : "—হাসিখানি" আ।

ঝটিৎ (=ঝটিতি) : "—এসে" কড়ি।

ঝনঝন, ঝন্‌ঝন (ধ্বন্যাত্মক নামধাতু) : "ঢাল তলোয়ার ঝন্‌ঝনিয়ে বাজে" শি ; "ওঠে ঝনঝনি" নব ; আ।

ঝরঝর, ঝর্ঝর (আম্রেড়িত অথবা ধ্বন্যাত্মক নামধাতু) : "ঝরঝরিয়ে বৃষ্টি যখন বাঁশের বনে পড়ে" শি ; "ঝরঝরিয়ে চোখের জলে" প ; "ঝর্ঝরিয়া ঝরে" বী ; "ঝরঝরিয়ে" পরি ; ইত্যাদি।

ঝম্‌ঝম (ধ্বন্যাত্মক নামধাতু) : "ঝম্‌ঝমিয়ে" পরি।

ঝন্-ঝন্-ঝনৎকার (বি) : "টাকা—" চি।

ঝরঝর, ঝর্ঝর (ধ্বন্যাত্মক ; বি, বিণ, ক্রিণ) : "ছায়ার তলে তারা থাকে পাতার ঝরঝরে" কড়ি ; "নীরব ঝর্ঝর গানে পড়িছে ঝরিয়া" ঐ ; "ঝাউগাছ ঝরঝর কেঁপে" জন্ম।

ঝরঝরানি (ধ্বন্যাত্মক ; বিণ, তদ্ধিতান্ত) : "—হঠাৎ হাওয়ায়" খে ; "—গান গাব ওই বনে" শি।

ঝরোখা (হিন্দী ; =জানালা) : সা।

ঝলকানি (বি ; কথ্য) : "হঠাৎ আলোর—" ম।

ঝলকিত (বিণ) : "অরণ্যচ্ছায়ায়—চিকন পাতায়" পুন।

ঝলমলে (বিণ ; কথ্য) : "ভিজে বনের—মধ্যাহ্নে" পুন।

ঝাট (হিন্দী ; অব্যয়) : "আয় —" কড়ি।

ঝাপট (বি ; কথ্য) : পূ।

ঝাপট (নামধাতু) : "ঝাপটিছে ডানা" ব ; "ঝাপটি" পূ।

ঝাপ্‌সা (বিণ ; কথ্য) : "—স্মৃতির" আ।

ঝাঁপ (=বুজানো কপাট ; কথ্য) : জন্ম।

ঝাঁপতাল (=বাজনার তাল, এখানে দ্রুততাল ; বি) : "আমারো কলম চালাব সে ঝাঁপতালে" প্রহা।

ঝিক (=ঝিক্‌মিক ; নামধাতু) : "আলোকে ঝিকিয়া" সো ; "ঝন্‌ঝনিয়ে ঝিকিয়ে ওঠে আসি" কথা।

ঝিকমিক (ধ্বন্যাত্মক ; বি) : "পাতার ঝলক-ঝিকিমিকে" ব।

ঝিকিমিকি (ধ্বন্যাত্মক ; বি, বিণ) : "পশ্চিমেতে—" কড়ি ; "ছোটখাটো আলোছায়া—বন ছেয়ে' ঐ ; "ঝিলিমিলি করে পাতা ঝিকিমিকি আলো" সো ; "—বেলা হল" বী।

ঝিম, ঝিমা (ধাতু ; কথ্য) "বাতাস ঝিমিয়ে গেছে থেমে" সা ; "ঝিমচে" কড়ি (প্র-সং)।

ঝিমিঝিমি (ধ্বন্যাত্মক ; বিণ) : "—গীত" কড়ি (শি)।

ঝিয়ারি (ব্রজ ; বি) : "ঘুমাইত রাজার—" সো।

ঝিলমিল, ঝিলিমিলি (বি, বিণ) : "ঝিলিমিলি করে পাতা" সো ; "শিশিরে যে-ঝিলিমিলি ঘাসে ঘাসে" ম ; "ঝিলমিল করছে বাতাবী লেবুর পাতা" পুন ; "সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা" ব।

ঝিলিক (বি ; কথ্য) : "—মারে মেঘে" ক্ষ ; "বিদ্যুতেরি—ঝলে" খে।

ঝুপ (ধ্বন্যাত্মক) : "বাইরে কেবল জলের শব্দ ঝুপ ঝুপ ঝুপ" কড়ি (শি)।

ঝুপঝুপ (ধ্বন্যাত্মক ; নামধাতু) : "ঝুপ্‌ঝুপিয়ে বৃষ্টি যখন বাঁশের বনে পড়ে" শি।

ঝুপসি (=নিঝুম ; বিণ) : "পক্ষীটি সেই—হয়ে ঝিমচে রে খাঁচাতে" কড়ি (প্র-সং)।

ঝুরুঝুরু (ধ্বন্যাত্মক ; বি, ক্রিণ) : "পাতার—" কড়ি; "—কত পাতা গাহিছে বনের সঙ্গে" ঐ।

ঝোড়ো (বিণ ; কথ্য) : "—যুগের মাঝে" জন্ম।

ঝোরা (=নির্ঝর ; বি) : "রূপের—বইবে" পূ"; "গিরিশিরে যে পাগল—" জন্ম।

টগ্‌বগ (ধ্বন্যাত্মক নামধাতু) : "আমি যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ায় চড়ে টগ্‌বগিয়ে তোমার পাশে পাশে" শি ।

টর্মিনস (terminus) : "টর্মিনসে এলো রিডাকশান" পুন ।

টলমল (ধ্বন্যাত্মক) : "—করছে পুকুরের জল" পুন ।

টলমলানি (ধ্বন্যাত্মক ; বি, তদ্ধিতান্ত) : ক্ষ ।

টান (ধাতু) : "পুষ্পের শিশির টানি", "টানি দিল…জবনিকা" ক ; ইত্যাদি ।

টানাছেঁড়া (দ্বন্দ্ব ; কথ্য) : নব ।

টিকেট (ticket) : প্রহা ।

টিঁক (=টিক ধাতু ; কথ্য) : "টিঁকে না," "টিঁকতে" প্রহা ।

টিটি-পাখি (=টিট্টিভ) : শি ।

টুট (হিন্দী ধাতু) : "ডাইনে তব প্রভাত উঠে সন্ধ্যা টুটে বামে" কড়ি ; ইত্যাদি ।

টুপ (ধ্বন্যাত্মক) : "টুপ্ করিয়া ডুবে যেয়ো" ক্ষ ।

টুপ্‌টুপ (ধ্বন্যাত্মক ; নামধাতু) : "টুপ্‌টুপিয়ে পড়ে ঘাসের কোলে" শি ।

টেবিল-ল্যাম্পো (table lamp) : প্রহা ।

ঠকঠক (ধ্বন্যাত্মক নামধাতু) "কাঠঠোকরা ঠকঠকিয়ে কেবল প্রশ্ন করে" আ ।

ঠাস্-বুনোনি (বি ; কথ্য) : "ফাঁক পড়ে কথার ঠাস্-বুনোনিতে" পুন ।

ঠিক-ঠিকানা (বি) : সা ।

ঠুনঠুনি (বি ; =ঠুনঠুন শব্দ) : "চুড়িবালার ঠুনঠুনির তালে" শ্যা ।

ঠেলাঠেলি (ব্যতিহার ; বি) : "রঙের সঙ্গে রঙের—" পুন ।

ডঙ্ক (=ডঙ্কা ; মিলের জন্য) : ব ।

ডাগর (বিণ ; উপ) : "—নয়ন" মা ।

ডান (=ডাইন, ডাহিনে ; বি-বিণ ; কথ্য) : "ডান হাত ডানে[১]" কণি ; "ডান হাত হতে…বাম হাত হতে ডানে[২]" উ ।

ডানাওয়ালা (বিণ) : "—কালো সিংহের মতো" পুন ।

ডিনারটেবিল (dinner table) : "ডিনার টেবিলে" আ ।

ডেপুটিগিরি (ইংরেজী শব্দে ফারসী-বাংলা প্রত্যয় ; বি ; কথ্য) : মা ।

ডেপুটিত্ব (ইংরেজী শব্দে সংস্কৃত-বাংলা প্রত্যয় ; বি ; কথ্য) : মা ।

ডেস্‌কোখানি (desk হইতে ; বি ; কথ্য) : পুন ।

ডেক, ডেকচেয়ার (deck, deckchair) : "ডেকের ডেকচেয়ারে" আ ।

ডোবা (বিণ) : "মেঘে আকাশ—" গীতা ।

ডোর (বি) : "সন্তোষের—" নৈ ইত্যাদি ।

---

১. ডানে=ডাহিনে । মিল : "যেখানে" । ২. মিল : মানে ।

ড্রেসিং গাউন (dressing gown) : "— — পরা" আ।

ঢঙঢঙ (ধ্বন্যাত্মক নামধাতু) : "রাজার হাতি ঢঙঢঙিয়ে চলে" আ।

ঢলোঢলো (ধ্বন্যাত্মক ; বিণ) : "দুখানি আঁখি—" পরি।

ঢেউ (বি) : "হৃদয়ে আজ—দিয়েছে" গী।

ঢের (বিণ, ক্রিণ ; কথ্য) : "অনুকূল ওকে ভালোবাসে এই—" প।

তক্ত (ফারসী ; =কাগজের শীট) : "লিখ্‌তে পারি— —" কড়ি (প্র-সং)।

তক্তপোশ, তক্তপোস (ফারসী) : "তক্তাপোশে ব'সে" মা ; সেঁ।

তট (বি ; পূর্বপদ) : "তটতরু", "জীবনের তটবালুকায়" ; "সূক্ষ্মতম বিলয়ের তটে" কণি।

তন্দ্রারাশি (বি) : ক। **জীবনরাশি** দ্রষ্টব্য।

তন্দ্রালু (=তন্দ্রাচ্ছন্নবৎ তেজেহীন) : "—আলোকে" সেঁ।

তপোনাশ (বি) : "ক্ষণে ক্ষণে করে—" বী।

তপোভঙ্গ (বি) : "তপোভঙ্গ-দূত আমি মহেন্দ্রের" পূ।

তপ্ত (বিণ) : "—তৃষায়" পরি ; "—মাঠের ধারে" পুন ; ইত্যাদি।

তমস (=তমস্‌) "তমসের পর পার" জন্ম।

তমসা (< তমস্‌ ; স্ত্রী ; তমসা নদীর ধ্বনি আছে) : "তমসার মাঝে" পূ।

তমালবিপিন : "তমালবিপিনে" মা।

তমিস্রপুঞ্জ (=অন্ধকাররাশি) : ব।

তমিস্রা : প্রা।

তরঙ্গ (নামধাতু) : "তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে" গী ; "তরঙ্গিয়া চলিয়াছে" উ ; ইত্যাদি।

তরঙ্গিত (বিণ) : "—মুহূর্তের স্রোতে" পরি।

তরল (বিণ) : "—নিশি", "—হাসি-লহরী" মা ; "ঢেউ বহে নিজ মনে—রবে" শি ; "তাণ্ডবে ও—তানে" পুন।

তরুকা (< তরু+স্বার্থিক -ক ; স্ত্রী ; =ছোট লতানে গাছ) : "অরকিড তরুকার মতো" জন্ম।

তরে (অনুসর্গ, উপ) : "অর্ধপলকের—কোথাও দাঁড়াতে নাই ঠাঁই" মা ; "আকাশভরা সূর্যতারা মিথ্যা হবে তোদের—" গীতা ; "ঘোরে শুধু মূর্তি—আশ্রয়ের—" পূ ; ইত্যাদি।

তর্জনী (=নিষেধ, সতর্কতার ইঙ্গিত, শাসন-ইঙ্গিত) : "যাঁর তর্জনীর ছায়া" নৈ ; "রহে—তুলে" পরি ; "নিঃশব্দের—সংকেত" প্রা ; "তরঙ্গ—তোলা অলঙ্ঘ্য তার মানা" আ ; "তর্জনীর মানা" সা ; "তুলিছে—" রো।

তলে, তল (সপ্তমী বিভক্তিস্থানীয় উত্তরপদ) : "এই অরণ্যের তলে" মা ; "অতলের তলে" সো ; "নেমেছে ধূলার তলে" গী ; "ধরণীর তলে ফুটিয়াছে আজি এ মাধবী" ব ; "সুনিবিড় তিমিরের তলে", "এই জনমের রূপের তলে" পূ ; "নিশীথের তল হতে" ম ; "স্বপ্নের তলে তলে", ভস্মতলে, মন্ত্রসভাতলে, "শতছিদ্র ঘটতলে ভরা" প্রা ; অঞ্চলতল মা ; অরূপতলে পূ ; আসনতলের গী ; আঁধারতলে উ ; উত্তরীয়তলে পূ ; উল্লাস-কল্লোলতলে ঐ ; "অন্ধকারের ঊর্ধ্বতলে" ঐ ; কাননতলে মা ; কুঞ্জতলে পূ ; গগনতল মা ; গগনতলে গী ; চরণতলে মা, গী ; ছায়াতল উ ; ছায়াতলে ক্ষ ; জলতল পূ ; জাগরণতলে ক ; তন্দ্রাতলে ব ; তিমিরতলে গী ; তৃণতল ক্ষ ; দিগন্ততল পূ ; দুর্গমতলে জন্ম ; ধূলিতলে মা, ব ; নভতল উ ; "মহা ঐশ্বর্যের নিম্নতলে" জন্ম ; পল্লীতলে পরি ; পাষাণতলে মা ; প্রান্ততলে পূ ; বক্ষতলে পূ ; বিরহতলে পূ ; বিশ্বতলে ব ; মহানিদ্রাতলে গী ; যাত্রাপথতলে পূ ; সভাতলে মা ; স্পর্ধাতলে ক্ষ ; স্বপনতলে পূ ; ইত্যাদি। **তলায়** দ্রষ্টব্য।

তল (=তলা ; বি) : "তরণীতল" মা।

তলচর (উপপদ) : "সমুদ্রের পঙ্কলোকে অন্ধ—" নব।

তলায় : "বুকের তলায় লুকিয়ে দিল রেখে" পূ ; "কৃষ্ণপক্ষে চাঁদ ডুবেছে অমাবস্যার তলায়" পুন।

তাড়াতাড়ি (ব্যতিহার ; বি) : "তাড়াতাড়ির তালে", "রক্তরঙের ফসল ফলে তাড়াতাড়ির বীজে" পূ।

তাড়িত (< তড়িৎ ; বিণ) : উ।

তাণ্ডব (বি) : "নকল শিঙের তাণ্ডবে আজ পুলিশ বাজায় শিঙে" পূ।

তাপসিনী (=তাপসী) : "—নারী" উ।

তাপিত (=তাপযুক্ত ; বিণ) : "—দুটি কপোল হল রাঙা" বী।

তামসী (=অন্ধকার রাত্রি) : "সুগভীর তামসীর ছিদ্রপথে যেন" মা ; "—তপস্বিনীর" পুন।

তামসা, তামাশা (ফারসী) : "জুটিল পাড়ার লোক দেখিতে তামসা"[১] মা ; ইত্যাদি।

তারস্বর (বিণ) : "—আস্ফালনে" নব।

তারাজ্বালা (উপপদ ; বিণ) : "রাত্রে—অন্ধকার" বী।

তারাঝরা (ফুলগাছের নাম) : শ্যা।

তারামণি (ফুলগাছের নাম) : বী।

তারির (=তারই ; উপ) : "তারির মতো" বী।

---

১. মিল : "বচসা"

তালি (=করতালি) : "তালেই খেই তালির সাথে" শি।

তালি (=তালী, তালগাছ) : "তালিকুঞ্জ তলে" পুন।

তিমির (বি, বিণ ; পূর্বপদ) : "সন্ধ্যার তিমিরে", "প্রাচীন—নাশি", "ফেলিছে বিরহছায়া শ্রাবণ—" মা ; "নিবিড়—কেশে", তিমিররজনী মা ; তিমিরআবরণ বী ; তিমিরতটে উ ; তিমিরনিশীথে গী ; তিমিরপুঞ্জ কথা, পত্র ; তিমিরপ্রান্ত উ ; তিমিরপ্রান্তে সেঁ ; "তিমিরভেদন আলোর নাচন" পরি ; তিমিরমন্দির বী ; তিমিরযামিনী ঐ ; তিমিররাত্তি গী ; ইত্যাদি।

তিয়াষ (< তৃষ্ণা+পিপাসা) : মা।

তিয়াষা (< তৃষ্ণা+পিপাসা) : গীতা।

তিয়াষি (ঐ ; তদ্ধিতান্ত ; বিণ ; সম্বোধন) : "অসীম-নীলিমা-তিয়াষি বন্ধু মম" পূ।

তীরতরু : "—ছায়ে ছায়ে" মা।

তীব্র (ক্রিণ) : "—একা তুমি" বী।

তিল (=তিলমাত্র ; বিণ) : "সহিতে পারে না হায়—অসম্মান" কড়ি।

তুঙ্গ (বিণ) : "—তার শিখরের সীমা" জন্ম।

তুরঙ্গ : "—সম অন্ধ নিয়তি" মা।

তুল (ধাতু ; =raise) : "শঙ্খে তোমার তুলো নাম" উ।

তুর্ণ (=সত্বর ; ক্রিণ) : "রাত্রি না যেতে এসো—" ম।

তৃণজাল (বহুবচন) : "কে গাঁথিয়া দেয়—" কড়ি।

তৃণসার : **সার** দ্রষ্টব্য।

তৃষা-নিদারুণ (বিণ) : "তৃষা-নিদারুণ বালুতলে" জন্ম।

তেয়াজ (=ত্যজ ; ধাতু) : "তুখ-শয়ন তেয়াজি" গীতি।

তোমা-কাছে (=তোমার কাছে) : ব।

তোলপাড় (বি) : "উর্মিল লাল কাঁকরের নিস্তব্ধ—" পুন।

তৌল (বি) : "তৌল করা যায় না তাকে", "সূক্ষ্ম তৌলের মাপে" পুন।

ত্রাসন (বি) : "আমার কণ্ঠে সেথায় সুর কেঁপে যায় ত্রাসনে" গীতি।

ত্রিদিব (=স্বর্গ) : "ত্রিদিবে" কণি।

ত্বরিতগমন (ক্রিণ) : "নিশ্বাস ফেলি—চলি সম্মুখ পানে" বী।

থইহারা (বিণ) : "—ঐ দিঘির" প।

থতমতো (ক্রিণ) : "দাঁড়ালে—" বী।

থমথমে (বিণ ; উপ) : "—অন্ধকার" পুন।

থরথর, থরোথরো (বিণ ; ক্রিণ) : "কোথা সে মাথার পরে লতাপাতা থরথর"

কড়ি ; "থরথর লাজে" মা ; "এই যে হিয়া থরথর কাঁপে" গীতা ; "অধর কাঁপে থরো-থরো" বী ; "কাঁপছে থরোথরো" শি ; "মর্মরিয়া থরোথরো কাঁপিল আমলকী" পূ ; "ত্রাসে থরোথরো" নব ; ইত্যাদি।

থরথর (নামধাতু) : "কাঁপচে থরথর" গীতা ; "দেবতা যখন ডেকে ওঠে থরথরিয়ে কেঁপে ভয় করতে ভালোবাসি তোমার বুকে চেপে" শি ; "কাঁপি থরথরে" প ; "থরথরিয়ে কাঁপিয়ে দিল" পুন ; "কাঁপে থরথরি" নব।

থরহর (বি, বিণ) "পৃথিবীর থরহর" মা ; "আলোকের থরহর শিহরণ" প্রা।

থলিথালি (=থলিঝুলি ; বি) : "কোথায় তাদের রইল—" ব।

থাকিথাকি (আম্রেড়িত অসমাপিকা ; ক্রিণ) : "কাঁপছে—" ব।

থারি (ব্রজ ; "পিচকারী" এই মিলের জন্য) : "ফাগের থারি" কথা।

থালিকা (বাংলা থালি, সংস্কৃত স্থালিকা) : "ছিল ভরি মোর—" ম।

থোড়া (হিন্দী ; বিণ) : "তোমাতে আমাতে তাই ভেদ অতি—", "সে—প্রভেদটুকু" কণি।

দক্ষিণে, দখিনে (বিণ) : "দক্ষিণে বাতাস" কড়ি ; "দখিনে বাতাস" মা।

দড়াদড়ি : "দড়াদড়ির ফাঁস" পূ।

দবদব (ধ্বন্যাত্মক ; নামধাতু) : "দবদবিয়ে ফিরে আসে প্রাণের বেগ" শ্যা।

দয়িত, দয়িতা (=প্রিয়, প্রিয়া ; বি) : "দয়িতের গলে" বী ; "দয়িতার" পত্র।

দরদ (ফারসী) : "ঐ টুকু দরদের সরু বুননিতে যেটুকু বাঁধন পড়ে" শ্যা ; "দরদের তুলি" প্রা।

দশবিশ (=অনির্দিষ্ট অল্প সংখ্যা) : "যেমন মাতিয়া উঠে—কুকুরের ছানা" জন্ম।

দশা : "দেয় না জানা কী—পায় তাকে" পূ ; "মরণ—" শেষ।

দাওয়া (দায় ; =দাবিদাওয়া) : মা।

দাক্ষিণ্য : "স্বর্গের—হতে আসিবে" মা।

দাগ (ধাতু) : "দেয় যেন তাহে তব নাম বুকে দাগিয়া" নৈ।

দাতাকর্ণ (পৌরাণিক নাম ; বিণ) : "রাজা আজি—" চি।

দানব-পক্ষী (=এরোপ্লেন) : প্রা।

দাপ (ধাতু) : দাপিয়া বৃথা রোষে" মা।

দাবদগ্ধ (বিণ) : "—পর্বতের মতো" বী।

দারুণ (ক্রিণ) : "তারি পরে অবজ্ঞায়—নির্দয়" ম।

দায়িক (=দায়ী ; কথ্য) : শ্যা।

দাহ (নামধাতু) : "দাহিয়া (=দগ্ধ হইয়া) হইবে শান্ত" বী।

দিক্‌লক্ষ্মী (বি) : বী।

দিগঙ্গনা (বি) : পূ।

দিগঞ্চল (বি) : "তখনো দিগঞ্চলে চন্দ্র ছিল" বী।

দিগন্তর (বি) : "দিগন্তরের অরণ্যছায়ায়" পুন।

দিগ্‌বলয় (বি) : পূ।

দিগ্‌বালা : দিগ্‌বালার অঞ্চলের হাওয়া" পূ।

দিগ্বাহী (=দিকে-দিকে প্রবাহিত ; বি, বিণ) : "চৈতন্যের বিবিধ—স্রোতে" আরো।

দিনমান (বি) : "সারা—" মা ; ইত্যাদি।

দিনশ্রী (বি) : "দিনশ্রীর অরূপ সভারে" আরো।

দিনযামী (=দিনযামিনী) : পূ।

দিবসযামী (=দিবসযামিনী) : মা।

দিবাদগ্ধ : "—আয়ুশেষে" মা।

দিবানিশি (বি) : "আমার দিবানিশির মালা জড়ায় শ্রীচরণে" গীতা।

দিবারাতে (দিবারাত্রে+দিনেরাতে) : সো।

দিব্য (বি, বিণ, ক্রিণ) : "তুমি যাবে হাটে বাটে—অকাতরে" কণি।

দিশা (=সন্ধান, উদ্দেশ) : "কখন কোথা যায় না পাই—" সো ; "খুঁজে না পাই —" গীতি।

দিসি (দিবসে ; তুলনীয়) "নিসিদিসি" উ।

দীক্ষা (নামধাতু) : "দীক্ষিছে ধরণীরে" সেঁ।

দীপ (ধাতু) : "দীপিছে" চি।

দীপালোকহারা : পরি।

দীপিকা (=ছোট দীপ) : পরি।

দীপ্যমান : উ, পূ ইত্যাদি।

দুপহরে : "দিশি—" খে।

দুবলা (=দুর্বল, অথর্ব ; হিন্দী : "—ক্ষেতের" জন্ম।

দুয়োরানী : "আছিলে কাব্যের—" পূ।

দুয়োতালি (=দুয়ো দুয়ো বলিয়া হাততালি) : মা।

দুরন্ত (বিণ) : "—বাতাসে" গী ; "দুরাশার—বিদ্রোহ" বী।

দুরন্তপনা (বি ; মেয়েলি কথ্য) : "বাতাস করিছে—ঘরেতে ঢুকি" ক্ষ।

দুরুদুরু (ধ্বন্যাত্মক ; বি, বিণ) : "বনের যেন বুকের—" কড়ি (শি) ; "—বুকে" বী।

দুগ্র্হ (=দুষ্টগ্রহ) : "দুগ্র্হের শাপ" বী।

দুর্দম (উপপদ) : "নির্ঝরের দুর্দম ধারায়" বী।

দুর্দাম (বি, বিণ, ক্রিণ) : "যত দুর্দামের দল" বী ; "দুর্দাম ছুটাতে" জন্ম।

দুর্বাক্যচয়নী (উপপদ ; স্ত্রী) : প্রহা।

দুর্বিষহ : "—মাতালের প্রলাপের মতো" পুন ; "—বোঝা" নব।

দুর্ভাগিনী : "যে দুর্ভাগিনীকে" পুন।

দুর্ভাষা (=দুর্বোধ্য ভাষা, অর্থাৎ অস্পষ্টতা ; বি) : "হেমন্তের দুর্ভাষার কুজ্ঝটিকা আনে" রো।

দুর্মন্ত্রণা (=দুষ্টমন্ত্রণা) : "চক্র ক'রে বসেছে দুর্মন্ত্রণায়" শেষ।

দুর্দর্শ (=চোখের অসহ্য) : "—সূর্যালোকে" পুন।

দুর্ভিক্ষ (=অভাব) : "মর্ত্যের—ছাড়ি" পূ।

দুর্ভেদ্য : "—বাধা" কড়ি।

দুল (ধাতু) : "গান দুলিছে", "কোন্ আলো ঐ বেড়ায় দুলে" গীতি ; "দোদুল দুলিছে" ক্ষ ; ইত্যাদি।

দুলাল : "রঙীন নিমেষ ধূলার—" ম।

দুঃশাসন (বি ; শ্লেষ) : "দুঃশাসনের দৌরাত্ম্য" পুন।

দুঃসহতম : "—কাজে" ম।

দুঃস্বপন : গী।

দূর (পূর্বপদ) : "না জানি সে কবেকার দূর-বৃন্দাবনে", "দূর-আলো পানে" মা ; "দূর-বিরহের দীর্ঘশ্বাস", "দূরপ্রবাসের পথিক" উ ; ইত্যাদি।

দৃষ্টিকর্তা (সৃষ্টিকর্তার বিপরীত) : "যেথায় তুমি—নহ, সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি ক'রে রহ" ম।

দেউটি (=দীপ ; বি ; কাব্য) : "আগম—" বী।

দেখতেছে (ক্রিয়া ; উপ) : কড়ি (শি)।

দেছে (ক্রিয়া, উপ) : "একটু—কি দেখা" কড়ি।

দেদার (ক্রিণ ; হিন্দি) : "প্রাণ অকুরান ছড়িয়ে—দিবি" ব।

দেব (অনির্দিষ্ট), **দেবতা** (নির্দিষ্ট) : "দেবের করপরশ লাগি—দেবতা মোর উঠল জাগি" সো।

দেয়া (=মেঘ ; কাব্য) : "ঘন—বরিষণ" সো ; "ডেকেছে ঘন—" পরি।

দৈন্য : "শুকনো পাতার—জমে গন্ধরাজের সারে" পরি।

দৈববাণী (বি) : "যাহারা মানুষ রূপে—অনির্বচনীয়" পরি।

দৈবে (=দৈবাৎ) : "—গড়ে চোখে" মা ; "—হতেম দশমরত্ন নবরত্নের মাঝে" ক্ষ ; পুন ; ইত্যাদি।

দোদুল (বিণ) : "নারকলের—ডালে" পুন।

দোদুল্য (=যাহা দুলিতেছে ; বিণ) : "পাকা ফসলের—অঞ্চলে" সেঁ

দোল-লনা : "ভিজে হাওয়া—করে বইছে আমলকির কচি ডালে" পুন।

দোলন : "চিকণ পাতার দোলনে" পুন।

দোলাদুলি (ব্যতিহার ; বি) : "বুকের—" উ।

দোলায়মান : পুন।

দ্বিগুণ : "ছায়ায় ঢাকা—রাতে" উ।

দ্বিধা : "মধুর—" পরি।

দ্রাবক : "ব্যথার—রসে" প্রা।

ধটি : "তোমার কটিতটের—কে দিল রাঙিয়া" শি।

ধনিকা (=ধনী স্ত্রী) : "বণিক-ধনিকা" কথা।

ধানি, ধানী (=ধানের মত, ধানরঙ ; কথ্য) : "ধানী রং করা শাড়ির" সা ; ব।

ধাবমান : "—তার ধারা" আরো।

ধার-বান[১] (=ধারালো ; বিণ) : "অতিশয়—" চি।

ধারা (=বারিধারা) : "বেজে ওঠে—পতনের ভূমিকা" পুন।

ধীরি ধীরি (কাব্য ; ক্রিণ) : "— —বাতাসটি বয়" সো।

ধুম্রকেতু (=ধূমকেতু) : "ধূম্রকেতুর পুচ্ছ" চি।

ধূসর : "—জীবনের গোধূলিতে" গীতবিতান ; "পৃথিবীর এই—ছেলেমানুষীর উপরে" পুন।

ধূসরছন্দা (বহুব্রীহি) : "পাল তুলে দাও ধূসরছন্দার" সা।

ধ্বজপট : "বিজয়োদ্ধত—" উ।

ধ্বন (ধাতু) : "সাধ যায়···ধ্বনিতে পৃথিবীঘেরা সঙ্গীতের ধ্বনি" কড়ি ; "ধ্বনিছে" মা ; "ধ্বনিল রে" গীতবিতান ; ইত্যাদি।

ধ্বনিত (=ধ্বনিময় ; বিণ) : "—এই ধরার মাঝখানে শুধু এ গৃহ্ শব্দ নাহি জানে" সো।

ধোঁয়ালি (=ধূমাকুলিত, অস্পষ্ট ; বিণ) : "—চিন্তার" আ।

নক্ষত্রসংকেতবিদ্ : পুন।

নটন (বি) : "তোরে আমি রচিয়াছি রেখায় রেখায় লেখনীর নটনরেখায়" পরি।

নটিনী (=নটী) : "প্রাণনটিনীর" নব ; কথা ; ইত্যাদি।

নত (=ন্যস্ত, পতিত, অবনত) : "এবার আমার মাথার বোঝা পায়ে তোমার করি—" গীতবিতান ; "পথে দেখি ধূলায়—তোমার মহাশঙ্খ" ব ; "কর তোমার—নয়ন দান" গী ; ইত্যাদি।

১. মিল : "সারবান"।

নদীতল (=নদীর চর) : "নদীতলবর্তী গ্রাম" পুন।

নন্দ (ধাতু) : "নন্দিয়া" বী।

নন্দিত (=আনন্দিত) : "—কর" গী।

নফর (=ভৃত্য ; ফারসী) : "—বনমালী" প্রা।

নবজাতক (=নবজাত শিশু ; বি) : "নবজাতকের" পুন।

নবরৌদ্রবিভা : সো।

নবনী (=নবনীত ; কাব্য) : "নবনী-সুকুমার" মা।

নবতন (বিণ) : "—আরম্ভের মঙ্গল-বারতা" পূ।

নবতর (বিণ) : "—বিজয়যাত্রায়" প্রা।

নবদূতিকা : পরি।

নভ (=নভস্) : "নভের আড়ালে" কড়ি (প্র-সং)।

নভস্তল : "নভস্তলে খসি পড়ে তারা" চি ; সো ; ইত্যাদি।

নম (ধাতু) : "নমিল ভক্তিভরে" মা ; "নমিয়া বুদ্ধে" কথা ; ইত্যাদি।

নয়ন-ঢুলানী (উপপদ ; বিণ ; স্ত্রী) : "ঘুমের বুড়ি আসিছে উড়ি—" শি।

নয়নপল্লব : মা।

নয়নবাষ্প : মা।

নয়ক (=নয় ক ; ক্রিয়া) : "—বনে নয় বিজনে" গীতবিতান।

নর্ত্ত (ধাতু) : "নর্তিয়া" প্রা।

নর্তিনী (=নটিনী) : "হে নর্তিনী" সা।

না (নঞর্থ পূর্বপদ) : "না-দেখা কোন বিদেশবাসী বিহঙ্গমের না-শোনা সঙ্গীতে" সা।

না-হক (ফারসী ; =মিছামিছি) : "লোকের সঙ্গে—কেবল ঝগড়া করার ঝোঁকটা" কড়ি (প্র-সং)।

নাগাল (বি ; কথ্য) : "আঁখির—" পূ।

নাগো (=না গো) : "তন্দ্রা এখন—" উ।

নাচনি (বি) : শি।

নাছ-দুয়ার (বি ; কথ্য) : "বিশ্বের রূপ-আঙিনার নাছ-দুয়ারে" শ্যা।

নাট্যশালা (বি) : "পৃথ্বী-নাট্যশালে" আ।

নাড়ানাড়ি (ব্যতিহার ; বি) : পরি।

নানান (বিণ ; কথ্য) : "নানান-কিছু", "নানান-দিকে" সেঁ।

নাম (ধাতু ; < সংস্কৃত নম্) : "সেথায় নামুক তব দেখা" ম ; "নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা" ক ; ইত্যাদি।

নামগ্রাসী (উপপদ ; বিণ) : পত্র।

নাম-ভোলা (উপ ; বিণ) : "নাম-ভোলা খুশি" প্রহা।

নারায়ণ (=পূজ্য দেবতা ; বি) : "মানুষের নারায়ণে তবুও কর না নমস্কার" গী।

নারায়ণী (=লক্ষ্মী ; বি ; স্ত্রী) : "নারায়ণীর সিঁথের পরে" প।

নাশা (=নাশকারী ; উত্তরপদ ; কৃদন্ত) : "খোকার চোখে যে ঘুম আসে সকল-তাপ-নাশা" শি ; "সৌজন্যসংযমনাশা" বী।

নাস্তিত্ব (বি) : "নাস্তিত্বের মহা-অন্তরাল" পরি।

নিকট (বি) : "নিকটের তাপতপ্ত ঘূর্ণিবায়ে" পরি ; ইত্যাদি।

নিকটতম (বিণ) : "মর্মের—দ্বার" পূ।

নি-কড়িয়া (=যাহাতে অথবা যাহাকে টাকাকড়ি লাগে না ; বহুব্রীহি) : "—ছুটির" পত্র ; "—রসের রসিক" গান (ঘরে-বাইরে)।

নিক্ষেপ (নামধাতু ; কাব্য) : "নিক্ষেপিবে" ম।

নি-খরচা (=যাহাতে খরচা লাগে না ; বহুব্রীহি) : "নি-খরচার হাওয়া-বদল" পত্র।

নিখিল (বি, বিণ ; পূর্বপদ) : "নিখিলের সুখ নিখিলের দুখ—প্রাণের প্রীতি", "—মানব" মা ; "—আঁকড়ি" খে ; "তোমার নিখিলখানি আমি লিখি লব" নৈ ; "নিখিল নয়ন হতে" গী ; "নিখিলধারা সে স্রোত", "ওহে তুমি নিখিলনির্ভর", নিখিলনিলয়ে মা ; নিখিলপ্লাবী নৈ ; "নিকটের নিখিল মন্দিরে" পরি ; ইত্যাদি।

নিখুঁত (বিণ ; কথ্য) : "—শোভা" বী।

নিচল (=নিশ্চল ; কাব্য) : "—জলে নীল নিকষে সন্ধ্যাতারার পড়ল রেখা" গী।

নিঝর (=নির্ঝর ; কাব্য) : "অশ্রু-নির্ঝর-ঝরণ" উ।

নিঝুম (বিণ ; কথ্য) : "—দুইপ্রহরে" পরি, "—বস্তি" শ্যা।

নিঠুরতা (অর্ধতৎসম শব্দে তৎসমপ্রত্যয়যুক্ত) : মা।

নিতল (=অতল ; বহুব্রীহি) : "—নীল নীরব মাঝে" গী।

নিতেছি (ক্রিয়া ; উপ) : "আশ্রয়—" বী।

নিত্য (বি, বিণ ; পূর্বপদ) : "নারায়ণীর সিঁথের পরে নিত্য-সিঁদুর-সম" প ; "নিত্যকালের বিদেশিনী" পূ ; "নিত্য-ধাবিত স্রোতে" জন্ম ; "নিত্যের চিত্তের পটে" বী ; ইত্যাদি।

নিদয়, নিদয়া (=নির্দয়, নির্দয়া ; বিণ) : মা ; "—সে মনোহরা" পূ।

নিদ্রাতুর (বিণ) : "—আঁখি" মা।

নিপুণিকা (সংস্কৃত নাটকে নারীনাম) : "মরব না তাই—চতুরিকার শোকে" ক্ষ।

নিব-নিব, নিবু-নিবু, নিবে-নিবে, নেবে-নেবে (আম্রেড়িত ; বিণ, ক্রিয়া) : মা, সো ইত্যাদি।

নিবাসী (=বাসিন্দা) : "যে—থাকে" সন্ধ্যা।

নিবিড় (বিণ, ক্রিণ) : "মেঘের আলোক লভিছে বিরাম—তিমির কেশে" মা ; "—মেঘে", "—কালো জল", "নিশীথ রাতের—সুরে", "—বেদনা", "—ব্যথায়", "চলেছে—সাজে", "—বনের অন্তরালে", "একটি—নিমেষে", "—ঘন মেঘের" গী ; "আজি আমার—অন্তরে", "—শোভা" গীতা ; "—প্রেমের" নৈ ; "—শান্তি" খে ; "—ক্রন্দন", "—বর্ষণে", "—কানাকানি", "ধূলির—টান পদতলে", "—ধেয়ানে" পরি ; "—নিভৃতে" ম ; "এস গো—নীরব চরণে" উ ; "—নিগূঢ়", "তাই যা দেখিছ তারে ঘিরেছে—যাহা দেখিছ না তারি ভিড়" ব ; ইত্যাদি।

নিবিড়তর (বিণ) : "—তিমির" গী।

নিবেশ (নামধাতু) : "নিবেশিলা আঁখি" মা।

নিভৃত (বি, বিণ) : "—হৃদয়ে তাঁর জাগে পাঠসুখ", "নিভৃতসুখে" মা ; "—ঘরে" সো ; "—স্বপনে", "গভীর নিভৃতে মোর মাঝখানে" উ ; "আছে যে এক নিকুঞ্জবন নিভৃতে", "—কুঞ্জে", "—প্রাণের দেবতা" গী ; "—সন্ধ্যার উৎসব", "নিভৃতবাসীর" ম ; "—গোপনে", "নিভৃতমন্দিরে" পূ ; "—অনুমানে" বী ; ইত্যাদি।

নিভৃতনিলয় : কড়ি, মা।

নিমিখে (=নিমিষে ; ব্রজ) : ব।

নিমীলন (বি) : "গোধূলির শেষ আলোটির নিমীলনে" শেষ।

নিমীলিত (বিণ) : "—বসন্তের ক্ষান্ত গন্ধে" বী।

নিয়ড় (=নিকট ; ব্রজ) : "নিয়ড়ে নাই" গী।

নিরঞ্জন (বিণ) : "—নবীন আলোকে" বী।

নিরতিশয় (বিণ ; ক্রিণ) : "—তেজে" বী ; "মনটা—ক্ষুণ্ণ" প্রহা ; ইত্যাদি।

নিরন্ত (=অন্তহীন ; বিণ) : "—মুহূর্ত স্থির" বী ; "খ্যাতিবেড়ির—ঝংকারে" সেঁ ; "রশ্মিপ্লাবী—নির্ঝরে" নব।

নিরবগুণ্ঠিত (=অনবগুণ্ঠিত ; বিণ) : ম।

নিরবধি (ক্রিণ) : "বন্দী হয়ে র'বে—" জন্ম।

নিরলস (=অনলস ; বহু) : "—নিঃসংশয় কর হে" গী।

নিরালা (=নির্জন ; বিণ, ক্রিণ) : "আপন ভরা লাবণ্যে—" সো ; "—কোণের ব ; "আপন ঘরে ঘুমিয়েছিনু নিতান্ত—" সো ; "—নদীর পথে" ম ; ইত্যাদি।

নিরালোক (=আলোকহীনতা ; বি) : "নিরালোকে" আ।

নিরিবিলি (কথ্য ; ক্রিণ, বিণ) : "চলিতেছে—" মা ; সন্ধ্যা ; শি ; "—ঘরে সাজাতে হবে রে" খে।

নিরিবিলে (ক্রিণ) : প্রা।

নিরর্থ (=অর্থহীনতা, অর্থহীন ; বি, বিণ) : "অর্থ পেরিয়ে—এসে ফেলিছে রঙিন ছায়া" নব ; "কর্মেরে করেছে পঙ্গু—আচারে" নৈ ; "—আহ্বানঘাতে কাঁপাইছে আমার ধমনী" আ।

নিরর্থক (বিণ) : "—হরণে ভরণে" নব।

নিরর্থকতা (বি) : "মুহূর্তের নিরর্থকতায় লুপ্ত হবে নানারঙা জলবিম্ব প্রায়" নব।

নিরাশ (বিণ) : "প্রাণের—আশা" কড়ি।

নিরাশা (বি) : "আপনার সমাধি মাঝারে—নীরবে করে বাসা" কড়ি।

নিরুত্তর (=উত্তরহীনতা ; বি) : "বস্‌ল যোগী নিরুত্তরে নির্ঝরিণীর কূলে" উ ; "বিরাট নিরুত্তর" সেঁ ; "খুশি হলুম নিরুত্তরে", "একটু হেসে নিরুত্তরে গেল আপন কাজে" আ ; "নিত্য নিরুত্তরখানি" নব।

নিরুদ্দেশ (বি, বিণ) : "নিরুদ্দেশে চলি গেলা" কথা ; "কে জানে সে নিরুদ্দেশে কোথায় হ'ল হারা" উ ; "অজানা কোন নিরুদ্দেশের তরে" খে ; "বনের বাণী হাওয়ায় —" ম।

নির্ঘোষণ (বিণ) : "তাদের মাভৈঃ বাণী বাজে নীরব নির্ঘোষণে" পু।

নির্জন (বি) : "হে হিমাদ্রি, গভীর নির্জনে পাঠকের মত তুমি বসে আছ", "তোমার নির্জনে" উ।

নির্নিমিখ (ক্রিণ ; ব্রজ) : "চাহিল নির্নিমিখ" কথা ; "নির্নিমিখে" সেঁ।

নির্নিমেষ (বিণ, ক্রিণ) : "—তারা যত", "তুমি চেয়ে নির্নিমেষে" মা ; "—নক্ষত্রের" আরো ; ক্ষ ; ইত্যাদি।

নির্বল (=বলহীনতা) : "এতখানি নির্বলের ছিল আবশ্যক" আরো।

নির্বাক (বি, বিণ) : "—স্থলে জলে" বী ; "সে শুধু মুখে তুলিয়া আঁখি চাহিল —" বী।

নির্বারিত : "—স্রোতে" পরি ; ইত্যাদি।

নির্বিকল (=বৈকল্যহীন ; বিণ) : "তোমারে তেমনি দেখি—" বী।

নির্বিচার (বিণ) : "এ ধরাতলের—স্পর্শ" বী।

নির্বিশেষ (=অনির্বিচারে ; ক্রিণ) : "—ছড়িয়ে পড়ল আলো মাঠেবাটে" পত্র।

নির্ভর (=ভরসা ; বি) : "যাবি গো—" কড়ি।

নির্ভুল (বি) : "ভুলে আর নির্ভুলে" নব।

নির্মমতম (বিণ) : "—দৈব" পরি।

নির্মলতম (বিণ) : "—নীল" বী।

নির্বেদন (=নিরতিশয় বেদনা ; বি) : "শরম দিবে কি তাহারে অকথিত নির্বেদনে যা আছে আমার মনে" ম।

নির্ভেদ (=নির্দিষ্ট ভেদ ; বি) : "আমার বুদ্ধির সঙ্গে রাঙামুখো বাঁদরের—নির্ণয় কোরে" পুন।

নিলয় (বি ; উত্তরপদ) : "নিভৃতনিলয়", "রহস্যনিলয়" মা ; "পরাণনিলয়" সো।

নিলাজ (=লাজহীন ; বিণ) : "যেথায়ে দাঁড়ায়ে—দৈন্য মম", "—নীল আকাশ ঢাকি" গী ; "—মনেও রাখছে তুলে ধরে" সেঁ।

নিশীথ (বি ; অন্ত্যপদ) : "নিশীথের কণ্ঠ দিয়ে", "নিশীথের অন্ধকারে ঘিরে" মা ; "নিশীথতিমিরে দেখাইতে দিক", "নিশীথনিবিড় চুলে" মা ; ইত্যাদি।

নিশীথিনী (বি) : "—রহিল জাগিয়া" কড়ি ; "দুয়ারে মোর—রয়েছে কান পাতি" গীতবিতান।

নিশ্চল (বিণ) : "তোমার—যাত্রা নব নব পল্লব উদ্‌গমে" বী।

নিশ্চিত (ক্রিণ) : "—শুকাবে তারা" ব।

নিশ্চেতন (বি, বিণ) : "প্রভাতমহিমা ওর সম্বৃত রয়েছে নিশ্চেতনে" ম ; "—নিশীথের ভালে" ম।

নিশ্চেতনা (বিণ) : "নিশ্চেতনায়" নব।

নিশ্বাস (নামধাতু) : "নিশ্বাসে" মা ; ইত্যাদি।

নিষ্কর্ম (=কর্মহীন ; বিণ) : "—তন্দ্রার তলে" আ।

নিষ্কর্মা (কথ্য ; বি) : "নিষ্কর্মার শুধু উত্তেজনা" নব।

নিষ্কারণ (বিণ, ক্রিণ) : "—বেদনায়" শেষ ; "একা একা কোথা চলিতেছিলাম নিষ্কারণে" সা।

নিষ্ঠুরতম (বিণ) : পরি।

নিষ্প্রয়োজন (=প্রয়োজনহীনতা ; বি) : "নিত্যকালের লীলামধুর—" পুন।

নিষ্ফলা (বিণ ; কথ্য) : "নিঃস্ব মাটির—চেহারা" জন্ম।

নিষুপ্ত (বিণ) : "—প্রহরে" ম।

নিস্পন্দিত (=নিশ্চল ; বিণ) : "তব চরণপদে মম চিত—কর হে" গী।

নিঃশঙ্ক (বিণ, ক্রিণ) : "আয় না রে—" ব।

নিঃশক্তি (=শক্তিহীনতা ; বিণ) : "নিঃশক্তির প্রদোষচ্ছায়ায়" সেঁ।

নিঃশেষ (নামধাতু) : "নিঃশেষিয়া" পরি ; বী।

নিঃসংকোচ (বিণ, ক্রিণ) : "নিঃসংকোচে হাসে" পূ।

নিঃসক্ত (=নিরাসক্ত) : জন্ম।

নিঃসহ (=অসহ ; বিণ) : "—নৈরাশ্যতাপ" নৈ।

নিঃসঙ্গিনী (=একাকিনী ; বিণ ; স্ত্রী) : "সন্ধ্যা—" জন্ম।

নিঃসীম (বিণ) : "—নির্জনতায়" পত্র।

নিঃসীমতা (বি) : "চায় বুঝি মোর—" ম।

নিঃস্পন্দ (বিণ, ক্রিণ) : "ঘুমাইছে—" গী।

নিঃস্বপ্ন (=স্বপ্নহীন ; বিণ) : "—নিদ্রার" কড়ি ; "—অতলে" মা।

নিহত (বিণ ; অন্ত্যপদ) : "নিমেষনিহত" মা। **হত** দ্রষ্টব্য।

নীরন্ধ্র (বিণ) : "—অন্ধকারে" বী ; জন্ম।

নীরব (ক্রিণ) : "আমার সেই রাগিণী শুনবে—হেসে" গী।

নীল (=নীলরঙ ; বি) : "নির্মলতম—" বী ; "পাহাড়ের নীলে আর দিগন্তের নীলে" জন্ম।

নীলকান্ত (সূর্যকান্ত-চন্দ্রকান্তমণির ধ্বনিযুক্ত ; বিণ) : "—আকাশের থালা তারি 'পরে ভুবনের উচ্ছলিত সুধার পিয়ালা" পূ।

নীল-কালিমা (=ব্লুব্ল্যাক ; বি) : "নীল-কালিমার তীব্ররসে কণ্ঠ আমার ভরে" প্রহা।

নীল-সোনালী[১] (দ্বন্দ্ব ; বি) : "নীল সোনালির বাণী" পরি ; "নীল-সোনালীর সন্ধিতে" পূ।

নীলাভ (বিণ) : "—দিগন্তে" মা।

নীলাঞ্জন (বি) : "শালবনের নীলাঞ্জনে" শ্যা।

নীলিম (বিণ, বি) : "দিগন্তে—ছায়া" পরি ; "অসীমে নীলিমে লুটে"।

নীহারিকা : "নিন্দের—" পুন।

নুকিয়েছি (ক্রিয়া ; উপ) : "আজকে আমি—মা পুথিপত্তর যত" শি।

নূতন (ক্রিণ) : "—চেয়েছি আঁখি তুলি" পূ।

নৃত্য (বিশেষণস্থানীয় পূর্বপদ) "নৃত্যনূপুর ঝরঝরানি" প।

নৃত্যময় (বিণ) : "—চিত্ত হতে" পূ।

নৃত্যলোল (বিণ) : "—নূপুর নিক্বণে" ম।

নেত্রকোণা (শ্লেষগর্ভ ; বি) : "চেয়ে চেয়ে দেখে জানালার নাম রেখেছি—" শ্যা।

নেপথ্য (=সাজঘর, রঙ্গালয়ের বহির্দেশ ; বি) : "সে আলাপ আসে সর্বকালের —থেকে" পুন ; "নেপথ্যভূমে" প্রা ; "নিষ্প্রভ নেপথ্যে" সেঁ।

---

১. "সোণালী" পাঠও আছে

নেহাৎ (ক্রিণ ; কথ্য) : "সংসারে বোনটি—অতিরিক্ত" প্রহা।

নৈরাশ (=নৈরাশ্য ; কাব্য) "নৈরাশে" পূ।

নৈরাশা (নৈরাশ্য+নিরাশা ; বি) : "অফুরান নৈরাশায়" মা ; ইত্যাদি।

নৈরাশ্যক্ষালিনী (উপপদ ; স্ত্রী) : ম।

নৈব (সংস্কৃত ন+এব) : "ভগ্নী হবার দায় নৈবচ নৈব" প্রহ।

নৈষ্কর্ম্য (বি) : জন্মদিনে।

নৈঃশব্দ, নৈঃশব্দ্য (=শব্দহীনতা ; বি) : "সন্ধ্যার নৈঃশব্দ উঠে সহসা শিহরি" বী ; "নৈঃশব্দ্যের তরী" পরি।

পক্ষপুট (বি) : "পক্ষপুটে" নব।

পঙ্কপিণ্ড (বি) : পুন।

পঙ্কিল (বিণ) : "আঁধারের—বুদ্‌বুদে" বী।

পঙ্গু (বিণ) : "তবে কেন—সৃষ্টি" পরি।

পঞ্চাশজোড় (=পঞ্চাশ জোড়া) : ক।

পটল-ডাঙা (স্থাননাম, =কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ; শ্লেষগর্ভ) : "পটল-ডাঙার অগ্নিবাস্-এ চ'ড়ে" পুন।

পড়ন্তি (=পড়ন্ত ; কথ্য) : "—রোদের বেলা" সেঁ।

পড়ন (=পতন ; কথ্য) : "পড়ন্‌কে" গীতা।

পড়া-পড়া (আম্রেড়িত সমাস ; বি) : "করব শুধু—খেলা" শি।

পণ্ডতর্ক (=নিষ্ফল বাদবিবাদ ; বি) : "পাণ্ডিত্যের—" উ।

পণ্য (=বাণিজ্যিক ; বিণ) : "—ঝড়" নব।

পত্রপুট (বি) : "স্নিগ্ধ শ্যাম পত্রপুটে" কড়ি ; "শ্যামপত্রপুটে" মা ; "পত্রপুটে রয়েছে যেন ঢাকা" সো ; "হৃদয়ের অসংখ্য অদৃশ্য—" পত্র ইত্যাদি।

পত্রপুঞ্জ (বি) : নব। **পুঞ্জ** দ্রষ্টব্য।

পত্রলিখা (=নারীমুখে কুঙ্কুমচন্দনে আঁকা প্রসাধন ; বি) : "আঁকিল—" সেঁ।

পথকার (উপপদ ; বি) : "প্রলয়ের—" বী।

পথপাদপ : "পথপাদপের ছায়" মা।

পথ-বাসিনী (উপপদ ; স্ত্রী) : "ভুলো না গো পথ-বাসিনীর কথা" পূ।

পথী (=পথিক) : "আমি নিত্য পথের—" গীতা। দ্র° **পন্থী**।

পদগতি (=পদক্ষেপ ; বি) : "নারী-পদগতি" প্রহা।

পদচার (বি) : "পদচারে" পূ।

পঙ্কহীন (বিণ) : "—নৈরাশ্যের" শেষ।

পন্থা (বি) : "দুর্গম হয়—" পরি।

পন্থী (=পথিক, যাত্রী) : "দীর্ঘপথের—" পরি ; "আমরা দুজনে চলতি হাওয়ার —" ম।

পর, 'পর, 'পরে (=উপর, উপরে, পরে) : "গান শোনাবো গানের পর" গী, "ভয় শুধু তোমা 'পরে বিশ্বাসহীনতা" নৈ ; "পাঁকের পর" ; "ঝাউডাঙাটার পরে" শি ; ইত্যাদি।

পরদেশী (বিণ ; হিন্দী হইতে) : "এই—ফুলের মঞ্জরী" শ্যা।

পরবাসী (=প্রবাসে বিদেশে বাসকারী) : "—মেয়ে" পুন ; "—চলে এস ঘরে" গীতবিতান।

পরশ-বুলানী (উপপদ ; স্ত্রী) : শি।

পরশন (=স্পর্শন ; কাব্য) : "পদ-পরশন মাগি" সা ; ইত্যাদি।

পরানী (=প্রাণী ; কাব্য) : "পরানীর" মা।

পরি, 'পরি (=উপরি) : "দেহ যেন মিলায় শূন্যপরি", "তোমার সাথে যাব অকূল পরি" উ ; ইত্যাদি।

পরিকীর্ণ (বিণ) : বী, পত্র, শেষ।

পরিমাপ (বি) : "আপনার পরিমাপে" নৈ।

পরিচয়গ্রাসী (উপপদ ; বিণ) : পত্র।

পরিসীমা (বি) : "লাবণ্যের নাহি পরিসীমা" চি।

পরিস্ফুটতম (বিণ) : আ।

পরুষ (বিণ) : "পরুষকলুষ ঝঞ্ঝার" সেঁ।

পর্যাপ্ত (বিণ) : "পূর্ণপর্যাপ্ত মহিমা" আ।

পল (=মুহূর্ত ; বি) : "দিবসের শেষ পলে" কড়ি।

প'ল (পোলো), প'লেম (=পড়িল, পড়িলাম ; উপ) : "শৈবালেতে আটক প'ল তরি" খে ; "হঠাৎ মনে পোলো" প্রবা ; "ফুলের মাঝে ঘুমিয়ে প'ল আটটি ভাইবোন" কড়ি (শি) ; "ঘুমিয়ে প'লেম" খে।

পলাতক (=অনুপস্থিত) : "ইতিহাস-পলাতক বাহিনীর" আ।

পলাতকা (নাগাল-এড়ানো ; বি, বিণ) : "—ধারা" পত্র ; "—মাধুর্যের কলস্বরে" বী ; "সম্মুখের পথে—পদপতন ফেলে", "—লাবণ্য তাহার" সা ; "পলাতকার দল যত সব দখিন হাওয়ার চেলা" পূ ; "পলাতকার খেলা" ম ; "তরণীর পালখানি—বাতাসে তুলিয়া" পরি। তুলনীয় **পলাতকা** কাব্যনাম।

পলেক (=এক পল, তিলেক শব্দের সাদৃশ্যে) : "সহে না—গৌণ" সা। **পল** দ্রষ্টব্য।

পল্লিবাট (বি ; কাব্য) : "পল্লিবাটে" বী ।

পশা (ধাতু ; কাব্য) : "পশে ওরা স্বপ্নরাজ্যতলে" জন্ম ; ইত্যাদি ।

পশ্চিম (বিণ) : "—প্রাণের যমুনার স্রোত" শ্যা ।

পশ্চিমী (বিণ) : "—মজুর" চৈ ।

পস্টারিটী (ইংরেজী) : "মন চলে যায় চিহ্নবিহীন পস্টারিটীর পথে" আ ।

পাক (=বেষ্টন ; বি ; অনুসর্গ) : "পীড়নের পাকে" পূ ; "বেড়ায় কিসের পাকে" গীতি ।

পাগ (=পাগড়ি) : "ছিঁড়বে রাঙা পাগ" পূ ।

পাগল-পরানী (বহুব্রীহি ; স্ত্রী) : কথা ।

পাঙাশবরন (=পাণ্ডুবর্ণ) : "আমার—শূন্য জীবনে" শ্যা ।

পাঞ্চভৌত্য (<পঞ্চভূত ; বি, বিণ ; তদ্ধিতান্ত) : "যে নেয়নি মেলে মর্ত্যশরীরে বাঁধন পাঞ্চভৌত্যে" সা ।

পাঁচনি (<প্রাজনিক ; =রাখালের লাঠি) : শি ।

পাড়া (গ্রাম, সমূহ ; বহুত্ববাচক) : "সাঁওতাল—", "ভদ্র—", "গৃহস্থ পাড়ার ভাষা" পুন ; "কৃপণপাড়ার" নব ; "গুঞ্জনগীতে জাগে মৌমাছিপাড়া" ম ; "পাখির পাড়ায়" পরি ।

পাণ্ডু (=ফিকা, বিবর্ণ) : "—আবরণে" বী ; "—আঁধার" আ ।

পাণ্ডুকিশলয় (বহুব্রীহি) : "সিসু গাছ—" মা ।

পাণ্ডুনীল (কর্মধারয়) : "—আকাশের" আ ; "—মধ্যাহ্ন আকাশ" আরো ।

পাত (=পতন ; বি ; তৎসম) : "নিমেষের পাতে" নৈ ।

পাত (=চোখের পাতা, পত্র ; তদ্ভব) : "নিশ্বাসে মোর নিমেষের পাতে" নৈ ; "এমন কত কত না প্রাতে চাহিয়া আকাশ পাতে কত লোক ফেলেছে নিশ্বাস" কড়ি ।

পাত (ধাতু) : "বিরহ বিচিত্র খেলা সারাবেলা পাতিবে আমার বক্ষে চোখে" ; "নিশীথিনী রয়েছে কান পাতি" গীতবিতান ।

পাথর-ঠেলা (উপপদ ; বিণ) : কৃপণতার—বিষম বন্যাধারা" জন্ম ।

পাতন : "চরণপাতনে" পূ ।

পাতা (=জানালা-কপাটের পাল্লা ; শ্লেষগর্ভ) : "বাতায়নের—হতে যে ফুল দোলে সে ফুল এ নয়" গীতা ।

পাতি (< পংক্তি ; পত্র, খবর) : "কোন্ ঘাটে যে ঠেকবে এসে কে জানে তার —" ব ।

পাত্রপুট (তুলনীয় পত্রপুট, করপুট) : "কনক-মণি-পাত্রপুটে" সো ।

পাথার (=সমুদ্র, সীমাহীন জলভূমি অথবা মরুভূমি) : "সে প্রেমের—কোথা রে" কড়ি ; ইত্যাদি।

পানে (অনুসর্গ) : মা ; "উঠেছে অম্বরপানে" ব ; ইত্যাদি।

পানালয় (=পানশালা) : "তেজের ভোজের—" আ।

পারা (=মতো ; কাব্য) : "পাগলের—" সো ; "উদাস—" উ ; "তোর মন পাথরের—" পরি ; ইত্যাদি।

পারানি (=খেয়াপার, খেয়াপারকারী ; বি, বিণ ; উপ) : "শেষ পারাণির কড়ি" গীতবিতান ; "এ যুগের—নৌকোয়" শ্যা।

পারুলদিদি : কড়ি (শি), গীতি। **চাঁপাভাই** দ্রষ্টব্য।

পার্বতী (=পর্বতবাসী ; বিণ) : "—জনতা" জন্ম।

পাঁতি (=চিঠি ; < পংক্তি) : "আহ্বান—", "নিমন্ত্রণ লিখন পাঁতির" সেঁ।

পাঁতি (উত্তরপদ, বহুবচন অর্থে) : "মধুকরপাঁতি" পূ।

পালিশ (ইংরেজী) : "পালিশ-করা" জন্ম।

পাহাড়িয়া (বি) : "অপরাহ্নে এসেছিস—যত" জন্ম। **পার্বতী** দ্রষ্টব্য।

পাহারা-ওলা (=পুলিশ প্রহরী) : "বিলিতী—" শ্যা।

পিচ্ছিল (বিণ) : "—তিমিরপথে" নৈ।

পিণ্ড (=mass ; উত্তরপদ) : "জনপিণ্ডের", "পঙ্কপিণ্ড হেনেছিল দুর্জনেরা মলিন হাতে" পুন ; "দুর্বাধ্য প্রস্তরপিণ্ডে", "খোঁপাপিণ্ডটুকু" সা।

পিপাসিত (=পিপাসাযুক্ত) : "—বেগে" মা ; ইত্যাদি।

পিয়াস (=পিপাসা ; কাব্য) : "আকারের অসহ্য পিয়াসে" ব।

পিয়াসী : "সুদূরের—" উ ; ইত্যাদি।

পিপাসাকাতর (তৎপুরুষ ; বিণ ; কাব্য) : "—ভাষা" মা।

পিপাসু (বিণ) : "দীপ্ত তেজের—" বী।

পিপুল (=অশ্বত্থ ; হিন্দী পিপল) : নব।

পীড়া (নামধাতু) : "পীড়িয়া" চি ; "পীড়িয়াছি ফিরিয়া ফিরিয়া দিনে রাতে" বী।

পীড়িত (=কাতর, পীড়াযুক্ত) : "প্রেয়সীর—প্রার্থনা" পূ ; "—যৌবনে" প্রা।

পীতবসন্ত (=শেষ বসন্ত)[১] : "লাগলো যেন পীতবসন্তের হাওয়া" শ্যা।

পুছ (ধাতু ; কাব্য) : "পুছিলাম" পূ।

পুঞ্জ (বি, বিণ ; বহুত্ব অথবা ঘনত্ব বাচক ; পূর্ব ও উত্তর পদ) : "পুঞ্জ পুঞ্জ রূপে" ক ; "পুঞ্জ পুঞ্জ মিথ্যা" বৈ ; "পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুফেনা", "পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বতে" ব ; "পুঞ্জ পুঞ্জে" চি ; "পুঞ্জমেঘ" ক ; "পুঞ্জ পুঞ্জ কালিমা" পুন ; "তমিস্রপুঞ্জ" ক ; "জড়ত্বপুঞ্জ",

---

১. যখন শীত কাটিয়া যায় ও "পীত উত্তরীয়" পরিবার সময় আসে। তুলনীয় শীতবসন্ত।

"প্রসাদপুঞ্জ" নৈ ; "পল্লবপুঞ্জে" ব ; "সন্ধ্যামেঘের পুঞ্জে" পূ ; "অন্ধকারপুঞ্জে", "ময়ূরের পুচ্ছপুঞ্জ উল্লসিয়া উঠে"", "বকুলপুঞ্জ" ম ; "বিম্বপুঞ্জ" পরি ; ইত্যাদি।

পুঞ্জপুঞ্জীভূত : "এই—জড়ের জঞ্জাল" নৈ।

পুঞ্জিত (=পুঞ্জীভূত) : "—আয়োজন" উ ; "ঝড়ের—মেঘে" ব ; "ছায়াবৃত সাঁওতাল পাড়ার—সবুজ দেখা যায় অদূরে" পুন।

পুঞ্জীভূত : মা।

পুট (বি ; উত্তরপদ) : "ভরেছি জুঁই পদ্মপাতার পুটে" খে ; "পদ্মপুটে" উ ; "করতলপুটে" গী ; "পল্লবপুটে" পূ ; ইত্যাদি।

পুটপুটে (কথ্য ; বি) : "ফুটফুটে তার দাঁত দুখানি—তার ঠোঁট" কড়ি (শি)।

পুতলি, পুতুলি[১] : "পুতলির মতো বসে রবে" মা ; "রচিল যে পুতুলিরে" নব।

পুত্তল (=পুত্তলিকা) : "কাষ্ঠপুত্তলছবি" মা।

পুনরুক্তি : "দুবলা ক্ষেতের পুরানো সব—যতো" জন্ম।

পুবন, পুবেন (উপ ; হিন্দী) : "পুবন হাওয়ায়" ম ; "কোন সে পুবেন বায়ে" পরি ; "পুবেন হাওয়ায়" সা।

পুর (=স্থান ; উত্তরপদ) : "অবসাদপুর", "রহস্যপুর" চি ; "দীপহীন জীর্ণ-ভিত্তি অবসাদপুরে" নৈ ; ইত্যাদি।

পুরনিমা (=পূর্ণিমা ; কাব্য) : "—রাতি" নদী (শি)।

পূরবী (রাগিণীর নাম) : "ওরি মাঝে বাজে কোন—রাগিণী" কড়ি।

পুরানী (বিণ) : "যেন কোন্—অনুরাগে" রো।

পুরাতন (বি) : "নিত্যকালের তুই—" শি।

পুরাপৌরাণিক (=পুরাণের কালের পূর্ববর্তী ; বিণ) : "—কালের সিংহদ্বার" শ্যা।

পুলক (=প্রকাশশীল আনন্দ-আবেগ) : "অকস্মাৎ বিকশিত পুষ্পের পুলকে", "প্রাণের পুলকে" উ ; "আলোক-পুলকে করে ঢলঢল" খে ; "গায়ে আমার পুলক লাগে" গী ; ইত্যাদি।

পুলকময় (বিণ) : "—পরশে" গী।

পুলিন (=নদীর চর) : "একদিন জনহীন তোমার পুলিনে" চৈ ; "কাশফুল্ল নদীর পুলিনে" নৈ ; "অচেনা পুলিনে কবে গিয়েছিলে নেমে" বী।

পুষ (ধাতু) : "পুষিব না ভিক্ষুকের মোহ" বী।

পুষ্পচয়িনী (উপপদ ; স্ত্রী) : "—বধূ" বী।

---

১. মিল : "ধূলি"।

পুষ্পিত (বিণ) : "—ফাল্গুনের" সেঁ ; "—প্রলাপে" পূ ।

পূজাগন্ধী (বিণ) : "—বাতাসের" রো ।

পূর্বাশা (=পূর্বদিক ; বি) : "পূর্বাশার ভালে" গী ।

পৃথুল (=পৃথু+স্থূল ; বিণ) : "—কলেবরে" আ ; "—তার বিপুল পরিমাণ" সা ।

পেয়ালী (কল্পিত নারীনাম) : ম ।

পেলব (বিণ) : "করুণ—মূরতি" উ ; "—যৌবন" চৈ ; "—উল্লাসে", "—প্রাণের প্রথম পশরা নিয়ে" বী ; "—শেফালিকা" সেঁ ; "ঝরা শিশিরের—আভাস", "প্রভাতের—তারায়" সা ; "বননীলিমার—সীমানাটিতে" নব ; "—ললাটে" জন্ম ; ইত্যাদি ।

পৈশাচী (=পৈশাচিক ; বিণ) : "—রঙ্গ" নব ।

পৈঁঠা (< প্রতিষ্ঠা ; =সিঁড়িগুলি ; কথ্য) : "ঘাটের পৈঁঠাতে" পুন ।

পোড়া (নারীর কথ্য ; বিণ, অব্যয়) : "কিছু নেই—ধরণী মাঝারে" মা ।

প্রকাণ্ড (বিণ, ক্রিণ) : "সর্ব দুঃখ সর্ব সুখ মেলে সেথা—মিলনে" বী ; "হাসিয়া—" চি ; "প্রভাতের—প্রলাপ" জন্ম ।

প্রগল্‌ভ (বিণ) : "দাড়িম্ববন প্রচুর পরাগে হোক প্রগল্‌ভ রক্তিম রাগে" ম ; "দিবসের—প্রকাশে" পত্র ; "প্রেমের—প্রহসন" ; "কর্দমপ্রগল্‌ভ বনপথ" নব ।

প্রচণ্ড (বি) : "অগ্নিবর্ষী প্রচণ্ডের হুংকার" প্রা ।

প্রচ্ছায় (=প্রকৃষ্ট ছায়াযুক্ত ; বিণ) : "—তমসাতীরে" মা ; "চক্ষু পল্লবপ্রচ্ছায়" সো ।

প্রতাপরায় (কল্পিত ব্যক্তিনাম) : সো ।

প্রতি (=প্রত্যেক ; বিণ, পূর্বপদ) : "হৃদয়ের প্রতি শিরা" সন্ধ্যা ; "জীবনের প্রতি সুখে প্রতি দুখে···প্রতি কাজে" সো ; "প্রতি কথা মোরে টানিছে" উ ; "প্রতি যুগ" পূ ; "প্রতি পুলকের নানা দেনাপাওনায়" বী ; "কাড়াকাড়ি করি তার লবে প্রতি কথা" চৈ ; "আকাশের প্রতি তারা" ব ; "প্রতি দিবসের সংসার মাঝে" বী ; ইত্যাদি ।

প্রতিদিন (বি) : "জীবনের—" সো ; "প্রতিদিনের আড়াল ভেঙে" গী ; ইত্যাদি ।

প্রতিরাত্রি (বি) : "জীবনের—" সো ।

প্রতিরাত্রে (=প্রত্যেক রাত্রিতে ; ক্রিণ) : "—তারকা ফুটিবে সারি সারি" কড়ি ।

প্রতিবচন (=জবাব) : "প্রতিবাদের—" ক্ষ ।

প্রতিমুহূর্ত (বি) : "প্রতিমুহূর্তের সংগ্রাম" পত্র ।

প্রতিসন্ধ্যা (=প্রত্যেক সন্ধ্যায় ; ক্রিণ) : "—শ্রান্ত দেহে ফিরিয়া আসিবে গেহে" কড়ি।

প্রতিহত (বিণ) : "প্রত্যাখ্যাত জীবনের—আশা" সেঁ।

প্রতীক্ষিত (বিণ) : সা।

প্রত্যক্ষ (বি) : "প্রত্যক্ষের বাহিরেতে বাসা" চি।

প্রত্যহ (বি) : "প্রত্যহের জানাশোনা" বী (এখানে ষষ্ঠীবিভক্তি বিশেষণের অর্থ প্রকাশ করিতেছে)।

প্রথম (বিণ) : "দিবসের—ক্ষুধায় অস্থির গরুড়ের মতো" শ্যা।

প্রথমতম (বিণ) : "প্রাণের—স্পন্দন" বী।

প্রবাহ (নামধাতু) : "প্রবাহিয়া" মা ; ইত্যাদি।

প্রবেশ (নামধাতু) : "প্রবেশিনু ঘরে" জন্ম ; ইত্যাদি।

প্রভাতকিরণপায়ী (উপপদ ; বিণ) : পরি।

প্রভাতবিলাসী (উপপদ ; বিণ) : ম।

প্রমত্ত (বিণ) : "বাজায়েছি বাঁশি—পঞ্চম স্বরে" নৈ।

প্রমিতা (কল্পিত নারীনাম) : "প্রমিতারে" বী।

প্রমুক্ত (=সম্পূর্ণমুক্ত ; বি) : "আয়—, আয়রে আমার কাঁচা" ব।

প্রলুব্ধ (বিণ) : "—প্রভাত" মা।

প্রশস্তিবাদী (উপপদ ; বি, বিণ) : "প্রশস্তিবাদীরা" প্রহা।

প্রসুপ্ত (বিণ) : "—প্রহর" বী।

প্রাকৃত (শ্লিষ্ট ; বি-বিণ) : "পিঠে মের গেল কিল অত্যন্ত—রীতিতে" শ্যা।

প্রাচী (=পূর্বদিগন্ত) : নৈ।

প্রাণপণ (বিণ) : "—বাসনা", "—দীপ্ত ভাষা জ্বলিয়া ফুটিতে চায়" মা।

প্রাণযাত্রা-কল্লোলিত (তৎপুরুষ ; বিণ) : "—প্রাতে" জন্ম।

প্রাতরাশ (=সকালের খাওয়া ; বি) : "ব্যস্ত পায়ে বেড়ায় প্রাতরাশে", "প্রাতরাশের জন্য" আ।

প্রাত্মিক (< প্রত্ন ; তদ্ধিতান্ত বিণ) : "—তত্ত্বের (=প্রত্নতত্ত্বের) গবেষণা চেষ্টাতে" প্রহা।

প্রাত্যহিক (বিণ) "—ভাষা" আ।

প্রান্ত-রেখা : "সমুদ্রের—" কড়ি।

প্রান্তশায়ী (উপপদ ; বিণ) : "অজয় নদের—" শ্যা।

প্রাপণা[১] (=প্রাপ্তি) : "জাগ্রত সে প্রাপণার" নব।

১. মিল : "আপনা"।

প্রায় (উত্তরপদ ; উপমাবাচক) : "বিশ্বপ্রায়" নব ; ইত্যাদি ।

প্রোজ্জ্বল (বিণ) : "কিরণছটায়—অতি" মা ; "—প্রভাতে" পূ ।

প্রোৎফুল্ল (বিণ) : পত্র ।

প্রোল্লাস (বি) : "প্রাণের—" পরি ।

প্লাটফরম্ (ইংরেজী) : "প্লাটফর্‌মটার এক প্রান্ত" শ্যা ।

ফল (ধাতু) : "কাজ ফলে না অবকাশের মাঠে" পূ ।

ফলহীন (=নিরর্থক ; বিণ) : "আপনার—রহস্যে তুমি অবগুণ্ঠিত" শেষ ।

ফল্‌সাবরন (বহুব্রীহি ; বিণ) : "—শাড়িটি" বী ।

ফাগুন, ফাল্গুন (=প্রথম বসন্ত, যৌবন আবেগ) : "তোমার—" পূ ; "ফাল্গুনের সুরাপাত্র ভরি" ব ; ইত্যাদি ।

ফানুস (ফারসী) : "হৃদয়তাপের তাপে ভরা—" পলা ।

ফাল্গুনী (=যৌবনের নেশা) : "বেঁধে দিয়ো নিজ হাতে সেই নিত্য সুরের—আমার বীণায়" পূ ; "ঐ যেন দক্ষিণবায়ু দূরে ফেলি মদির—দিগন্তে আসিল পূর্বদ্বারে" ম ।

ফিলজফি, ফিলজাফি (ইংরেজী) : কড়ি, মা, ইত্যাদি ।

ফুকর, ফুকার (ধাতু ; হিন্দী) : "শূন্যে শূন্যে হতাশ বাতাস ফুকারে নৈব নৈব" পরি ; "ফুকরে ওঠে ভয়ে" পূ ।

ফুটফুটে (=ফোটাফোটা-ভাবযুক্ত, ঈষদুন্মুক্ত ; কথ্য, বিণ) : **পুটপুটে** দ্রষ্টব্য ।

ফুটন্ত (বিণ) : "—অধরপ্রান্তে" মা ।

ফুঁস (ধাতু) : "বিষনিশ্বাসে ফুঁসিছে অগ্নিকণা" নব ।

ফেরিওলা, ফেরিওয়ালা (হিন্দী) : "ফেরিওয়ালার" পরি ; ইত্যাদি ।

ফেলা (ধাতু ; উপ) : "যেদিন দূরে ফেলাও টানি" ব ; "ফেলায়ে দেবে" বী ইত্যাদি ।

ফেনিল (বিণ) : "—উন্মত্ততা" ক ।

ফেশান (ইংরেজী) : "বেণী জড়িয়েছে হাল ফেশানের খোঁপায়" শ্যা ।

ফ্রেস্কো (fresco) : "কালিপড়া—" আ ।

বই (=বাদে ; উপ) : "তুমি তো চলিয়া যাবে আজ—কাল", "যাইব নিমেষ—" মা ।

বকুনি (বিণ ; উপ) : "তালগাছগুলোর মাথায় বিস্তর—" (=তর্জনগর্জনের মত শব্দ) পুন ; "কালবৈশাখীর ঘূর্ণি-মার-খাওয়া অরণ্যের—" শ্যা ।

বক্তিমে (<বক্তা+ইমা ; মেয়েলি কথ্য, বি ; নিন্দাব্যঞ্জক) : কড়ি ।

বক্‌বকম (ধ্বন্যাত্মক বি) : "করচি কেবল—" কড়ি (প্র-সং) ।

বক্রতা : "কৃত্রিম—" জন্ম।

বঙ্গ (স্থাননাম) : "—সাগরতীরে" কড়ি ; ইত্যাদি।

বঙ্গজ (=অকুলীন ; বিণ) : পুন।

বজ্র-ঝঞ্ঝনিত (=বজ্রের মত শব্দকারী ; বিণ) : শেষ।

বঞ্চ (ধাতু ; কাব্য) : "মোরে বঞ্চিয়া" বী ; "বঞ্চিতে" সা।

বঞ্চিত (বিণ) : "—মুহূর্তগুলি" পূ।

বন্‌টক[1] (=বণ্টন ; উপ) : "ডালকুত্তাদের মাঝে করহ—" সো।

বদল (ফারসী ; নামধাতু) : "বদলিয়ে" আ।

বধু (=প্রিয়া) : "বধূরে আমার হারাই বুঝি", "বধূরে আমার পেয়েছি আবার" সো ('ঝুলন')।

বনপ্রকৃতি : "বাংলা দেশের বনপ্রকৃতির মন" শ্যা।

বনবাণী (বি) : "—হল শান্ত" পরি। তুলনীয় **বনবাণী** কাব্যনাম।

বন-বীথিকা : উ।

বনময় (ক্রিণ) : "ছড়ায়—" ব ; ইত্যাদি।

বনানী (=বন) : "কোন্ পদ্ম-বনানীর কোমলতা ল'য়ে" উ।

বন্দন (=বন্দনা) : "গাহিয়ো—" নৈ ; ইত্যাদি।

বন্দনা : "গন্ধভরা বন্দনাতে দিয়েছি ধূপ জ্বালি" ম।

বন্দ (ধাতু ; কাব্য) : "ভাগ্যেরে বন্দিবে" প্রহা।

বন্দিশাল (=কারাগার ; কাব্য) : "বন্দিশালে" কথা।

বরজলাল (কল্পিত ব্যক্তিনাম ; হিন্দী) : সো।

বরফী (=বরফ দেওয়া, বরফের মত ঠাণ্ডা ; বিণ) : "—সর্বং" আ।

বরষ, বর্ষ (নামধাতু ; কাব্য) : "বরষিয়া" ইত্যাদি, মা ইত্যাদি।

বরাভয় (দ্বন্দ্ব) : "বরাভয়-কর" উ।

বর্ণ (নামধাতু ; কাব্য) : "বর্ণিতেছে আখ্যায়িকা" বী ; ইত্যাদি।

বর্বর (বিণ) : "অতি—কালো" নব।

বর্ষণ (বি) : "হঠাৎ বর্ষণে" পুন।

বলদটানা (তৎপুরুষ ; বিণ) : "—রথে" সেঁ।

বলাকা (=বকপংক্তি, আকাশে সুদূরগামী পাখী) : "আকাশে—বাঁধি" চি ; "আমার চিত্ত-আকাশ জুড়ে বলাকাদল যাচ্ছে উড়ে" উ ; ইত্যাদি।

বলি (=ইতি ; অসমাপিকা) : "জানি তাহা সকলের—" পরি।

বলিত (বিণ) : "—বল্কলে তব গাঁথা সে ভীষণ যুগের আভাস" বী।

---

১. মিল : "কণ্টক"।

বসন্তী, বাসন্তী (বিণ) : "বসন্তী রং" বী ; "বাসন্তী রঙ বসনখানি নেশার মত চক্ষে ধরে" ক্ষ ; "দেয়াল বাসন্তী রঙের" পুন।

বস্তুময় (বিণ) : "—কারা" পূ।

বহ (ধাতু ; কাব্য) : "নির্ঝরিণী বহিছে কোন্ পিপাসা" ক ; "নদী সাথে কুটীরের বহে কুটুম্বিতা" ব।

বহুতর[১] (=বহুরকম) : "—ডাক" জন্ম।

বহুমান (=সম্মান, সমাদর) : "—যাহাদের নিয়েছিনু বরি" ব।

বহুমান (নামধাতু) : "এই বহুমানি (=যথেষ্ট মনে করি)" গীতবিতান।

বঁধু (=প্রিয়) : সো ইত্যাদি।

বাইক (=bike, বাইসাইক্‌ল্) : "পথে দেখা দেয় খবরওয়ালা—রথের 'পরে" শ্যা।

বাকলওয়ালা (=বল্কলযুক্ত, এবড়োখেবড়ো ছালযুক্ত) : "বলি-পড়া—বৈদেশী গাছে" প্রহা।

বাগে (=দিকে, প্রতি ; অনুসর্গ ; উপ) : "সাতটি তারা চেয়ে আছে সাতটি চাঁপার—" কড়ি (শি) ; "পড়ুক টান ভিতর—" পূ ; "যখন সেথা চায় আমার—" ম ; "দেখেনা ভিতর—" পুন।

বাগা (নামধাতু ; <বল্‌গা) : "নিয়ম থাকে বাগিয়ে" ; "বাগিয়ে লয়ে রশারশি" শি।

বাজারে (=যাহা বাজারে মিলে, সাধারণ পণ্যদ্রব্য ; বিণ) : "—জিনিষ" কড়ি (প্র-সং)।

বাজ (=লাগা, ধ্বনিত হওয়া ; ধাতু, উপ) : "আজি শৃঙ্খল বাজে অতি সুকঠোর" উ ; "নূতনের জয় বেজেছিল শূন্যময়" পরি ; "বাজিল দুপুর" কণি ; "প্রহর বাজে রাত হয়েছে" কড়ি (শি) ; ইত্যাদি।

বাঞ্ছনা (<বাঞ্ছা+বাসনা) : "ধরা দিয়ে পলাইল সকল—" সো।

বাট (=উদ্দেশ-পথ ; ব্রজ) : "একলা আমি গোয়ালপাড়ার বাটে" পূ ; "রূপকথার বাটে" পরি।

বাড়া (=অতিরিক্ত ; বিণ) : "বালক ছিলাম, কিছু নহে তার—" পূ ; "পুচ্ছ তারে—" কণি।

বাড়াবাড়ি (বি) : "বাড়াবাড়ির চালে" পূ।

বাড়াবাড়িত্ব : (তদ্ভব শব্দে তৎসম প্রত্যয় ; বি) "আপনি আশ্চর্য আপন ফুলের বাড়াবাড়িত্বে" আ।

---

১. এখানে "তর" ফারসী শব্দ (মানে, রকম), সংস্কৃত তরপ্-প্রত্যয় নয়।

বাণী (=দামি কথা, মর্মকথা) : "সে সব কথা মূল্যবান্ জানি, তবু সে নহে—" বী।

বাতাস-বওয়া (বি) : "—বন্ধ হ'ল" কড়ি (শি)।

বাদল (পূর্বপদ) : "দিগন্তে—বায়ুবেগে" পরি।

বাদলভরা (তৎপুরুষ ; বিণ) : "—আলস ভরে" গী।

বাধো-বাধো (আম্রেড়িত ; বিণ) : "—সোহাগের বাণী" মা।

বাঁধ (ধাতু) : "তারাগুলি বাঁধি অঞ্জলি" ক ; "আমার লাগে নাই সে সুর, আমার বাঁধে নাই সে কথা" গী।

বার (=সময় অথবা বাহার ; বি) : "ফুলের—নাইক যার, ফসল যাহার ফলল না" খে।

বাল্যপনা (তৎসম শব্দে তদ্ভব প্রত্যয়) : নব।

বাসুকি-ভগিনী (=নাগিনী ; বি) : কড়ি।

বাস্তব (বি) : "—যত শিকল গড়িছে", "শৌখিন—" নব।

বাষ্পনীলিমা : "বাষ্পনীলিমায়" পরি।

বাষ্পলিপি (বি) : "নানারঙের—ভরি" বী।

বাষ্পশ্বাসী (উপপদ ; বিণ) : "—সমুদ্র-খেয়ার ডিঙা" আ।

বালি, বালু (কথ্য ; উপ) : "মরুবালি ধূ ধূ করে" সো ; "গিরিনদী বালির মধ্যে যাচ্চে বেঁকে বেঁকে" ; "নিশ্বসিয়া উঠ্‌ল হুহু ধূধূ বালুর ডাঙা" ; "বালুমরুর তীরে" ক্ষ ; ইত্যাদি।

বাস (=গন্ধ) : "নব নীপের বাসে" শি।

বাসর (=দিন) : "জন্মবাসরের" জন্ম।

বাহ (ধাতু) : "অজানা জীবন বাহিনু" ম।

বাহির (বি) : "বাহিরকে আজ নেব রে লুঠ করে" গীতি।

বাহির, বাহিরা (নামধাতু) : "বাহিরাই", "বাহিরায়" গী ; "বাহিরিতেছিল", "বাহিরিয়া" মা ; "বাহিরে" কথা ; "বাহিরিবে", "বাহিরিয়া" পূ ; ইত্যাদি।

বিকচ (বিণ) : "—ফুলে", "—সৌন্দর্য তব" মা ; "—কেতকী তটভূমি পরে" ক্ষ।

বিকাশ (নামধাতু) : "বিকাশে" গীতা ; ইত্যাদি।

বিকীর্ণ : "সমাপ্তির রেখাদুর্গ—" পরি ; ইত্যাদি।

বিচরণ : "করিছে চরণ-বিচরণ" ক্ষ।

বিচল (নামধাতু) : "বাতাসে বিচলিয়া" পরি।

বিচিত্রিত (বিণ) : "—যবনিকা" মা। তুলনীয় কাব্যনাম **বিচিত্রিতা**।

বিজন (বিণ) : "আপনাতে আপনি—", "—সাধনা" মা ; "বিজন—", "—ভবনে" চি ; "—নিশ্বাসে", "—নিস্তব্ধ উদ্যোগে" ; ক ইত্যাদি।

বিজন (বি) : "হেথায় বিজনে রয়েছি মগন" মা ; ইত্যাদি।

বিজয়ডঙ্ক (=বিজয়ডঙ্কা) : ব।

বিজয়া (বিণ ; স্ত্রী) : "প্রভু-আজ্ঞা হইবে—" কথা।

বিজুলি (কাব্য) : মা ইত্যাদি।

বিতর (নামধাতু ; কাব্য) : "বিতরে নাই" গীতি।

বিতান (=চাঁদোয়া ; উত্তরপদ) : "কুঞ্জ-বিতানে" কথা ; "নিকুঞ্জ-বিতানে" উ ; ইত্যাদি।

বিথার (নামধাতু < বিস্তার ; কাব্য) : "বাহুগুলি বিথারিয়া" কড়ি।

বিথান (< বি+স্থান ; =স্থানচ্যুত, বিপর্যস্ত ; বিণ) : "বিথানে মাথা রাখি —বেশ" সো।

বিদেশিনী (বি) : "নিত্যকালের—" পূ।

বিদীর্ণ (বিণ) : "—রেখায়" চৈ।

বিদ্যুৎ-উৎসব : মা।

বিদ্যুৎ-বাহিনী (বিণ ; স্ত্রী) : "সুতীব্র চাহনি—" সো।

বিধর্ম (=বিরুদ্ধধর্ম ; বি) : "—বলি মারে পরধর্মেরে" পরি।

বিধান (বি) : "এস হে বিচিত্র বিধানে" গী।

বিধুর (বিণ) : "আমের মুকুল গন্ধে আমায়—করে তোলে" খে।

বিনা (পূর্বপদ) : "বিনা-আদেশের পূজা" নৈ।

বিনোদিনী (বি) : "আমার কালের—" ক্ষ।

বিপরীত (বিণ, ক্রিণ ; কথ্য) : "—দাপাদাপি করে সে গোহালে" কণি।

বিপাক (বি) : "যে জন উপরে আছে তারি ত—" কণি।

বিপিন (বি) : "বিজন বিপিনে" মা ; ইত্যাদি।

বিপুল, বিপুলা : "শ্যামল—কোলে আকাশ-অঞ্চলে", "—প্রাণে", "জেগে রবে—সাগর" কড়ি ; "—বিশ্বভূমি" মা ; "—বিরতি" চি ; "—প্রাসাদে", "—পথের" ক্ষ ; "—সত্যপথে", "বিপুলবর্ষণ" নৈ ; "—আয়োজনে" খে ; "—বক্ষপটে", "—পাষাণে", "—ভুবন-তরণী", "—কিরণে" উ ; "—বাণী", "জাগিছে জননী—নীড়ে", "—ভবিষ্যতে", "—বল", "—মাঠের পরে", "—রূপের ধন", "—প্রাণে", "—নীরবতায়", "—গভীর আশা" গী ; "—প্লাবনে", "বিশ্বে—বস্তুরাশি" ব ; "—কলরব", "—ব্যাকুলতায়" পূ ; "—বিশ্বাস" ম ; "আপন—পরিচয়" পরি ; "—ভাঙাগড়া" পুন ; "—নাচ" নব ; "বিপুলা এ পৃথিবীর" নৈ ; ইত্যাদি।

বিপুলতর (বিণ) : "—হয় সে বাধা" মা।

বিবর (নামধাতু) : "বিবরিয়া" কথা।

বিবশ (বিণ) : "—প্রহর" ক ; "—দিন, বিরস কাজ" ম।

বিবসন, বিবসনা (বহুব্রীহি ; বিণ) : "মূর্তি বিবসন" মা ; "বিবসনে" (সম্বোধন) চি।

বিবসন (তৎপুরুষ ; =বস্ত্রহীনতা) : "লাজহীনা পবিত্রতা শুদ্ধ বিবসনে" কড়ি।

বিবাগি, বিবাগী, বিবাগিনী (কথ্য ; বিণ) : "বাহির পথে বিবাগি হিয়া কিসের তরে গেলি" ম ;" বিবাগী মোর নেয়ে" ব ; "বিবাগী মনের", "হয়ে বিবাগিনী" পূ ; "বিবাগী মেঘের পর্দায়" পত্র।

বিবিধ (বি) : "বিবিধের বহু হস্তক্ষেপে" প্রা।

বিভোর (কাব্য ; বিণ) : "পুষ্পবিভোর ফাগুন মাসে" ম।

বিভোল (বিণ) : "গন্ধে—দক্ষিণবায়" প।

বিভাবরী : মা ইত্যাদি।

বিভাস (রাগিণীর নাম) : "বিভাসের গান হল সমাধান বিধুর পূরবী তানে" পরি।

বিভ্রম (বি) : "অর্ধস্ফুট অস্পষ্টের রচিল—" প্রা।

বিমলিনা (বিণ ; স্ত্রী) : চি।

বিরহ (পূর্বপদ) : "বিরহবিধুর নয়নসলিলে", "বিরহশয়ানে" মা ; ইত্যাদি।

বিলা (ধাতু) : "বিলায়ে" শি।

বিলোল : "—নয়ন বুলালে" উ।

বিশুদ্ধ (ক্রিণ) : "কেবল—ভালবাসি" আ।

বিশ্রামশিয়রে : মা।

বিশ্বকবি (=বিশ্বই কবি) : "তোর তরে গান গায় বিশ্বকবি গান গায় চন্দ্র তারা রবি" ব।

বিশ্বকবি (=বিশ্বের কবি, শেক্‌সপিয়র) : ব ; "বিশ্বকবির" পরি ; নব।

বিশ্বমহাকবি : "বিশ্বমহাকবি-কাছে প্রকাশিত" বী।

বিশ্ব (বি ; পূর্বপদ) : "বিশ্বে শুধু নড়িবেক তার লেজটুকু" কণি ; "তোমার বিশ্বআকাশ মাঝে" প ; "বিশ্ব-আমির" শ্যা ; "বিশ্বখাতায়" ক্ষ ; "বিশ্বকমল", "বিশ্ব-গানের ধারা বেয়ে" গী ; "বিশ্বগুরু-মশায়" শি ; "বিশ্বগ্রাসী" চৈ ; "বিশ্বচরাচর" মা, সো ; "বিশ্বজনের", "বিশ্বছবি" গী ; "বিশ্বজগৎখানি" প ; "বিশ্ব-আলয়ে", "বিশ্বজোড়া", "বিশ্বদিগ্‌বিজয়ে" নৈ ; "বিশ্বজোড়া সে লাঞ্ছনা" প ; "বিশ্বতট", "বিশ্বনির্ঝর", "বিশ্বতন্ত্রী বীণা" সো ; "বিশ্বতানের মাঝে" গী ; "বিশ্বধরণী", "বিশ্বধারা" বী ;

"বিশ্বনৃত্য", "বিশ্বপরিবার" চি ; "বিশ্বপথে" চৈ ; "বিশ্বপথের" শ্যা ; "বিশ্ব-পাঁচালির ছড়া" আ ; "বিশ্ববসুন্ধরা", "বিশ্ববাজনা" সো ; "বিশ্ববাসনার অরবিন্দ" চি ; "বিশ্ববাঁশির ধ্বনির মাঝে" ক্ষ ; "বিশ্ববিলোপ", "বিশ্ববিহীন বিজনে" মা ; "বিশ্ববীণা" চি ; "বিশ্ববৈচিত্র্যের" প্রা ; "বিশ্বব্যাপারে", "বিশ্বব্যাপী" মা ; "বিশ্বভুবন" উ ; "বিশ্বভুবনময়" গী ; "বিশ্বভূপ" চৈ ; "বিশ্বভূমি" মা; "বিশ্বভোলা মহা অভিসার" বী ; "বিশ্বমহাতরী" সো ; "বিশ্ব-মহীতলে" নৈ ; "আমার প্রেয়সী, আমার দেবতা, আমার বিশ্বরূপী" চি ; "বিশ্ব-লিপিকারের" পত্র ; "বিশ্বলোকে" পরি ; "বিশ্বশালার ভাঙাগড়ায়" গী ; "বিশ্বশিল্প" শ্যা, বী ; "বিশ্বসভা" জন্ম ; "বিশ্বসাগর" গী ; "বিশ্বভুবনহীন", "হে বিশ্বমোহন নাথ" নৈ ; ইত্যাদি।

বিশ্বময় (ক্রিণ) : "—দিয়েছ তারে ছড়ায়ে" ক।

বিষ (নামধাতু) : "যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু" পরি।

বিষণ্ণ (বিণ) : "—বিস্ময় লাগে" জন্ম।

বিষাণ (=শৃঙ্গধ্বনি) : "পৃথিবী জুড়িয়া বেজেছে—" কড়ি।

বিষাদিনী (বিণ, স্ত্রী) : "—নারী" উ।

বিসর্প (নামধাতু) : "বিসর্পিয়া" প্রা।

বিস্ময়ব্যাকুল (তৎপুরুষ) : "—স্বর" মা।

বিস্মর (নামধাতু) : "বিস্মরিল" ম।

বিস্মিত (বিণ) : "—প্রণাম" জন্ম।

বিহনে (অনুসর্গ ; কাব্য) : "ভরা গৃহে শূন্য আমি তোমা—" গী।

বিহান (=প্রভাত ; ব্রজ) : "—হ'ল" ক ; "—বেলা" শি।

বিহ্বলতা-বিলাসী (উপপদ ; বিণ) : "—মাতাল" নব।

বিংশতিকা (=বিশ বছরের মেয়ে) : "বললে শুনে—" প্রহা।

বিংশশতকিয়া (=যে নারীর জন্ম বিংশ শতাব্দীতে, অর্থাৎ আধুনিকা) : "সেই মেয়ে নহে—" সা

বিআড়া (=বেয়াড়া ; বিণ, কথ্য) : "দেখিতে—" কণি।

বীথিকা (=গাছের সারি, গাছের সারি দেওয়া পথ, নগর পথ ; বি ; পূর্বপদ) : পূ ; "বনবীথিকা" ক্ষ ; ইত্যাদি।

বীণ (=বীণা ; হিন্দী) : পূ ইত্যাদি।

বীভৎস (বি) : "বীভৎসের কোলাহল" (বীথিকা)।

বীভৎসা (বি) : প্রা।

বীর্যজ্যোতিষ্মান্ : নৈ।

বুজ (ধাতু, কথ্য) : "তাহারে কে পায় ওরে নয়ন বুজে" গী।

বুড়োমি (কথ্য) : "বুড়োমিকে" নব । তুলনীয় **খোকামি** ।

বুদ্‌বুদ্‌ (বি) : "গাঁথিব কি বুদ্‌বুদের হার" ম।

বুদ্‌বুদ (নামধাতু) : তুষ্ট ফেন উঠে বুদ্‌বুদিয়া" ম ।

বুদবুদফেনিল (=বুদ্‌বুদের ফেনা-যুক্ত) : "—গর্গরধ্বনি" পত্র ।

বুনা (ধাতু) : "গৃহকোণে আনতনয়ন বুনিছে শয়ন" ম ।

বৃহৎ (বিণ) : "বিশ্বের—বাণী" বী ।

বেঠিক (বিণ ; কথ্য) : "—পথের" পূ ।

বে-ঠিকানা (বহুব্রীহি) : "—আলাপ শব্দভেদী" প্রহা। তুলনীয় **গর্‌-ঠিকানা** ।

বেতস (=বাঁশ) : "একটু বেতসের বাঁশিতে" ক্ষ ।

বেতার (বিণ ; ফারসী ; শ্লেষগর্ভ) : "সেই—বার্তায় কান খোলেনি তখনো" শ্যা ।

বেদন (=বেদনা) ; "তাদের বেদনে কাঁদিয়া" মা ; "গানের—বইতে নারে" গী ; ইত্যাদি ।

বে-দরদী (=সহানুভূতিহীন ; ফারসী) : "—শাসনকর্তা" আ ।

বেয়ে (=ব'য়ে) : "লড়বি কে আয় ধ্বজা—" ব ।

বেসাতি (=ব্যবসা ; কথ্য) : "নামের—" সেঁ ।

বেষ্ট (ধাতু) : "বেষ্টিয়া" জন্ম ; ইত্যাদি ।

বৈ (=ব্যতীত) : "এই—নয়" সো । দ্রষ্টব্য **বই** ।

বৈকালী (=বিকালে দেবপূজার নৈবেদ্য ; কথ্য) : "সে দুর্যোগে এনেছিনু তোমার—কদম্বের ডালি" মা ।

বৈকালী (=বিকালবেলাকার ; বিণ) : "—ছায়ার নাচ" আ ।

বৈকালিকী (=বিকালের প্রসাধন ; বিণ, স্ত্রী) : "তোমার—সাজের ধারা" ক্ষ ।

বৈতরণী (=যমযাত্রার নদী) : "বৈতরণীতে যবে যাব খেয়া চাপিয়া" প্রহা ।

বৈতালিক (=রাজার প্রশস্তিগায়ক) : "বৈতালিকদল" কথা ।

বৈদ্যুত (=ইলেক্‌ট্রিসিটি) : উ ।

বৈরাগিনী (=বৈরাগ্যযুক্তা) : "ওগো বৈরাগিনী" ; "বৈরাগিনী ধূসর সন্ধ্যা" পরি ।

বৈশাখী (=কালবৈশাখী, দুর্যোগ) : "হানিয়াছে দারুণ—" পরি ।

ব্যঞ্জনা (=ইঙ্গিত) : "লুপ্ত লজ্জাভয়ের—" বী ।

ব্যথা (নামধাতু) : "ব্যথিয়ে উঠে নীপের বন পুলকভরা ফুলে" গী ; "ঝরা বকুলের কান্না ব্যথিবে আকাশ" ম ।

ব্যথা (বি ; পূর্বপদ) : "ব্যথা-ধূপের পাত্রখানি" পুন ।

ব্যবহারিক (বিণ) : "সংসারের—আচ্ছাদনটা" পত্র।

ব্যস্ত : "—পায়ে বেড়ায় প্রাতরাশে" আ।

ব্যাকুল (নামধাতু) : "উঠিছে ব্যাকুলিয়া" মা ; "ব্যাকুলিয়াছে" সো।

ব্যাকুলিত (বিণ) : "—ধরণীতে" নব।

ব্যাগপাইপ (=bagpipe) : পূ।

ব্যাঘ্রিণী (=বাঘিনী) : "ব্যাঘ্রিণীর মতো" চৈ।

ব্যাপ (নামধাতু) : "ব্যাপিয়াছে" বী ; ইত্যাদি।

ব্যাপারখানা (=ইংরেজী affair) : "মুখধোবার ঐ—দাঁড়িয়ে আছে সোজা" পূ।

ব্যাপারখানা : "আতি পাঁতি খুঁজে শেষে বুঝি—" পূ।

ব্রিজ (ইংরেজী ; বি) : "তাকিয়ে রইলুম ব্রিজটার দিকে" শ্যা।

ভগ্ন (=অ-পূর্ণ) : "স্বপ্ন লাগে—চাঁদে" গী।

ভঙ্গ (=ভঙ্গি) : "ঋতুরঙ্গ গতির ভঙ্গে" বী।

ভণ (ধাতু ; কাব্য) : "আপন মনে মাধুরী ভণে" পূ।

ভনভনানি (ধ্বন্যাত্মক ; বি) : "ভনভনানির বাজারে" কড়ি (প্র-সং)।

ভনয় (=ভনে ; ক্রিয়া ; ব্রজ)। "হাসিয়া হাসিয়া গৃহিণী ভনয়" সো।

ভব (বি) : "ভব-উৎসব-ঘরে" মা।

ভব-ভবানী : "ভব-ভবানীর প্রেমগাথা" উ। **শিব-শিবানী** দ্রষ্টব্য।

ভবিষ্য (বি ; =ভবিষ্যৎ) : "ভবিষ্যের পানে" পূ ; "ভবিষ্যের দিকে" প্রা।

ভরা (বিণ, উত্তরপদ) : "আপন—লাবণ্যে নিরালা" সো ; "—পালে চলে যায়" ঐ ; "পুলক-ভরা ফুলে" গী ; ইত্যাদি।

ভরে (=ভরিয়া) : চিরজনম—" উ ; "দেখেছি চোখ—", "পাইনি জীবন—" গীতি।

ভরে (তির্যককারকের অর্থে উত্তরপদ অথবা স্বতন্ত্র) : "মিশে ভালোবাসাভরে" মা ; "তরল আনন্দভরে", "উচ্ছ্বাসভরে", "বিষাদভরে", "কাঁদিব সঙ্গীতভরে", "ভাবের বিকাশভরে", "পরিপূর্ণবাণীভরে নিশ্চল নীরব", "রেখেছিনু তারে যতনভরে" সো ; "হরষভরে" শি ; "দ্বিধার ভরে", "ভয়-ভরে", "পিপাসাভরে", "ক্ষোভভরে" উ ; "শুয়েছিলেম আলসভরে", "অচেতন ঘুমভরে" খে ; "বায়ুভরে", "ক্লান্তিভরে", "যত্নভরে", "আলস্যের ভরে" ব ; "সঙ্কোচভরে" পূ ; ইত্যাদি।

ভর্ৎস্ (ধাতু) : "ভর্ত্তা না ভর্ৎসে" প্রহা।

ভাগ (ধাতু ; হিন্দী) : "যাবে ভাগি" সেঁ ; "ভেগেছে", "কোথা যায় ভাগি" কড়ি।

ভাঙ-চুর (ক্রিয়া ; কথ্য) : "তবু যে যতই ভাঙেচোরে" ম।

ভাঙাচোরা (বি, বিণ) : গী।

ভাটিয়ারি (=ভাটির ব্যাপার, গতযৌবনের স্মৃতি ; বি) : "দক্ষিণ হাওয়ায় নব-যৌবনের—" শ্যা।

ভান (বি) : "চাঁপার ডালে চাঁপা ফোটে এমনি ভানে যেন তারা সাত ভায়েরে কেউ না জানে" শিশু।

ভার (=কঠিন ; বিণ ; কথ্য) : "নিয়ে যাব মনে করি, ভারে চলা—" কড়ি।

ভালবাসাবাসি : উ।

ভাষ (ধাতু) : "আঁখিতে আঁখিতে যে কথা ভাষিতে" মা।

ভাষাভোলা (বিণ, ক্রিণ) : "ছলোছলো দুনয়নে চেয়েছিলে—" বী।

ভাসমান (বিণ ; =হালকা) : "—ঘটনার" রো।

ভাসান (=প্রতিমাবিসর্জন, পূজাদ্রব্য ভাসাইয়া দেওয়া, জীবন-অবসান ; বি ; কথ্য) : "এই বিশ্বের সুদূর ভাসানে অনায়াসে ভেসে যাবে" সেঁ ; "ছায়া-ভাসানের খেলা", "ভাসান খেলা", "ভাসান-খেলার তরীখানি" সা ; "ভাসান-খেলা" জন্ম।

ভাঁটি (=নিম্নগমনের দিক) : "ভাঁটির ট্রেনে"[1] নব।

ভিক্ষু (=ভিক্ষুক) : "আমার হৃদয়ভিক্ষুরে দ্বারে তোমার নিত্য প্রসাদ পাওয়াও না" গী।

ভিতে (উত্তরপদ) : "চারিভিতে" কড়ি ; মা ; ইত্যাদি।

ভিন্নদেশী (বিণ) : "ভিন্নদেশী কবির" উ।

ভিন্নিত[2] (=পৃথক্-কৃত ; বিণ) : আ।

ভীর্মি (< ভূমি ; কথ্য) : "—লাগে" পুন।

ভুঁইফোড়া (=উদ্ভট, আজগুবি) : "—তত্ত্ব" সো।

ভুখ (=বুভুক্ষা) : "এই জীবনের তৃষার পরে ভুখের পরে" গী।

ভুখারী[3] (বিণ) : "চির-উপবাস-ভুখারী" উ।

ভুঞ্জন : "শুধু নীরবে—এই সন্ধ্যা-কিরণের সুবর্ণ মদিরা" সো।

ভুতুড়ে (বিণ ; কথ্য) : "—চেয়ার" আ।

ভুবনভুলানী (উপপদ ; স্ত্রী) : শি।

ভুরুকুটি (=ভ্রূকুটি ; কথ্য) : "কেহ করে—" কথা।

ভুগোল-ছাড়া (তৎপুরুষ ; বিণ) : "সকল—অপরূপ অসম্ভব দেশে" শি।

ভুমা (=বৃহত্ত্ব) : "ভূমারে" পরি।

ভুমিসাৎ : সেঁ।

ভুরি (=প্রচুর, বহুপরিমাণ ; বিণ) : "—অজানায়" আ।

---

১. ইংরেজী down traiu-এর বাংলা। ২. মিল : "চিহ্নিত"। ৩. "ভুখা+ভিখারী" হইতে।

ভুরিপায়ী (উপপদ) : "—মূল তার" বী।

ভুরিভোজী (উপপদ) : "ভূরিভোজীদের" নব ; "—বিলাসীর" জন্ম।

ভৃতি (=বেতন, ভরণ) : "—তব সেবার শ্রমের" প্রা।

ভেট (ধাতু ; হিন্দী) : "অকস্মাৎ পথমাঝে কে তারে ভেটিল একদিন" বী।

ভৈরবী (রাগিণীর নাম ; বি, শ্লেষগর্ভ) : "শুনেছিলে ভৈরবের ধ্যানমাঝে উমার—" ম।

ভৈরবীচক্র (গোপন তান্ত্রিক অনুষ্ঠান, গোপন পৈশাচিক চক্রান্ত): "বিশ্বের ভৈরবীচক্র" রো।

ভোর (=প্রত্যুষ) : "রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে" ব।

ভোর (=বিভোর ; কথ্য) : "সবুজ নেশায়—করেছিস ধরা" ব।

ভ্রূ-কুঞ্চ (নামধাতু) : "ভ্রূকুঞ্চিয়া কহে রাজা" উ।

ভ্রূকুঞ্চন (বি): "রুষ্টরুদ্রের প্রলয়-ভ্রূকুঞ্চনের মতো" পুন।

ভ্রূকুটিকুটিল (তৎপুরুষ ; বিণ) : "তোমাদের মুখ—" মা।

ভ্রূকুটি (=ভ্রূকুটিযুক্ত ; বিণ) : "সেদিন মর্ত্যের মুখ—অবজ্ঞার ভরে" ম ; "—(ভ্রূ কুটিল) কোরে মহিষী বল্‌লে" পুন।

মউ-চাক (=মধু-চক্র) : "এ যে ক্ষুদ্র—" কড়ি।

মজতুরি (=মজুরি ; ফারসী) : "শৌখিন—" জন্ম।

মজবুত (বিণ ; ফারসী) : "ভাষা—" প্রহা।

মজ্জ (=মগ্ন হওয়া ; কাব্য) : "অশ্রুধারায় ম'জে" ম।

মঞ্জরিণী (কল্পিত নারীনাম) : ক্ষ।

মঞ্জুলিকা (কল্পিত নারীনাম) : ক্ষ, প।

মঞ্জিরা (=মন্দিরা ; কথ্য) : পূ।

মঞ্জুল (বিণ): "—রাগিণী" চি।

মঞ্জুভাষিণী (উপপদ ; বিণ, স্ত্রী) : চি।

মণিকা (=ছোট অথবা প্রিয় মণি ; বি) : "মাথার—" কথা ; "প্রথম তুলায়ে দিল রূপের—", "চঞ্চলের মালার—" পূ।

মত, মতো (সাদৃশ্যবাচক প্রত্যয়) : "স্বপ্নমত", "ভদ্রমত" ক্ষ ; "পথিক-মতো" ব ; "অতি সাধুমত আকার প্রকার" চি ; ইত্যাদি।

মতন (বিণ ; কথ্য) : "গিরির—" মা ; ইত্যাদি।

মদির (বিণ) : "মদিরা উছলে নাক—আঁখিতে", "—প্রাণের ব্যাকুলতা" কড়ি ; "—মায়া" পত্র ; "—আকাশ" বী ; "—তন্দ্রার" সা ; ইত্যাদি।

মদিরতা (বি) : "যৌবনমদিরতা" শ্যা।

মধুচ্ছন্দ, মধুচ্ছন্দা: "উৎসবের মধুচ্ছন্দে বিস্তারিছে বাঁশি" সা; "মধুচ্ছন্দা রজনীগন্ধা" শ্যা।

মধ্য (পূর্বপদ): মধ্যদিনে বী; মধ্যদিবসের ম; "জানা না জানার মধ্যসেতু" বী; ইত্যাদি।

মন, মনো (পূর্বপদ): মনসাধে কড়ি; মনো-আশা, মনো-ব্যাকুলতা, মনোচোর মা; মনোভুলে, মনোমত, মনসুখে সো; মনোহরণ গী; ইত্যাদি।

মনোরথ (=উধাও বাসনা; বি): "জগৎ ছাড়ায়ে অসীমের আশে উড়াতেন—" কড়ি।

মন্থ (ধাতু): "মন্থে" কথা; ম, বী ইত্যাদি।

মন্থর (বিণ): "—দিন পাথেয়বিহীন" পরি; "—কোন্ ক্লান্ত বায়ে" ব।

মন্ত্রোচ্চার (বি): পরি।

মন্দগমন (বি; বিণ, ক্রিণ): "—ছন্দে লুটায় মন্থর কোন্ ক্লান্ত বায়ে" ব; "নিশ্বাস ফেলি—ফিরে চলে যাও ঘরে" বী।

মন্দাকিনী (বি): বী।

মন্দাক্রান্ত[১] (বি; বিণ): "মন্দাক্রান্তে তারি রচে টিকা" সা।

মন্দালিকা (কল্পিত নারীনাম): ক্ষ।

মন্দ্র (বি, বিণ; পূর্বপদ): "মহামন্দ্রে বাজে", "মধুর মন্দ্রে কে বাজাবে সেই বাজনা" সো; "শ্রাবণের ঝিল্লি-মন্দ্র-সঘন সন্ধ্যায়" পূ; "কর্মের ঘর্ঘরমন্দ্রি" চৈ; "মন্দ্রস্বন" নব; ইত্যাদি।

মন্দ্র (=স্নিগ্ধ গম্ভীর শব্দ করা, নামধাতু): "সে বাণী মন্দ্রিল" কথা; "সে হাস্যে মন্দ্রিল বাঁশি সুন্দরের জয়ধ্বনিগানে" পূ; "মন্দ্রিবে সে রথচক্রনির্ঘোষ গম্ভীর" ম; ইত্যাদি।

মন্দ্রিত: "গভীর—হাঁক হেঁকে" আ।

মরণীয় ("স্মরণীয়" শব্দের শ্লেষ ও অনুপ্রাসধ্বনিযুক্ত; বিণ): "যাহা—যাক্ মরে" ম।

মরীচি (=মরীচিকা): "মরুভূমির—মতো" কথা।

মরুমাটি (=অনুর্বর ভূমি): প্রহা।

মরমর, মর্মর (ধ্বন্যাত্মক বি): "কোথায় সে গুন্‌গুন্ ঝর্‌ঝর্ মর্‌মর্", "কাননের নীরব মর্মরে" কড়ি; "পল্লবের মরমর", "অবিশ্রাম মর্মরের মত" মা; ইত্যাদি।

মর্মর (নামধাতু): "মর্মরিয়া কাঁপে পাতা" খে; ইত্যাদি।

---

১. তুলনা করুন সংস্কৃত ছন্দের নাম, "মন্দাক্রান্তা"।

মর্মরঝরা (তৎপুরুষ ; বিণ) : "বাঁশবনের—তানে" পত্র।

মর্মরিত (বিণ) : "—পল্লব বীজনে" ব ; "—চাঞ্চল্যের স্রোতে" বী।

মর্ম (পূর্বপদ) : "মর্মকুসুম", "মর্মতন্তু", "মর্মদায়িনী" মা ; "মর্মভেদিনী" নব ; "মর্মভেদী খেলা" কড়ি।

* **মলিন** (বিণ) : "মুক্ত আমি অনাদৃত মলিনের দলে" বী।

মসৃণ (বিণ) : "সন্ধ্যাবেলায়—অন্ধকারে" প্রহা।

মস্করা (=ঠাট্টা ; উপ) : রো।

মহল (=মহল) : "জীবনের সৌধ-মাঝে কত কক্ষ, কত-না—" পূ ; "নানা খেলার প্রাণের মহলে" শ্যা।

মহা (বিণ, পূর্বপদ) : "মহা ভবিষ্যৎ", "মহা রাজপথে" সো ; "মহাতানে" গী ; "মহা আকস্মিক" ম ; "মহা মৃত্যুঞ্জয়" পুন ; "অকস্মাৎ মহা একা ডাক দিল একাকীরে" প্রা ; "মহা ঐশ্বর্যের", "হয় মহা দায়", "ধরিত্রীর মহা একতান", মহাজনশূন্যতায় জন্ম ; মহা-অতীতের, মহা-অভিসার, মহাক্ষণ, মহাদূর, মহাবাণীময়, মহা-আকস্মিক মা ; "পড়িব মহা গোলে", মহাবরষায় উ ; মহাচ্ছায়া, মহাদিনের, মহাবিশ্ব চৈ ; মহাসঙ্গীতের কথা ; মহানেপথ্যে শ্যামলী ; মহাদূরত্ব জন্ম ; ইত্যাদি।

মহাশয় (=মহৎহৃদয় ; বিণ) : "ওগো—পক্ষী" কণি।

মহাশ্বেতা[২] (বিণ, শ্লিষ্ট) : "কুড়চি শাখা ফুলের তপস্যায়—" শ্যা।

মহান্ (বিণ, পূর্বপদ) : "—কোন রহস্য নেই" ক্ষ ; "—বিস্ময়ে" উ ; "তোমার —মুক্তি" নৈ ; "মহান্-দরিদ্র" উ ; "কে তুমি মহান্‌প্রাণ" নৈ।

মহিম (মধ্যপদ) : "স্বমহিমচ্ছায়া" মা।

মহিষি (<মহিষ ; বিণ) : "একেবারে ছাড়িয়াছি—চলন" কণি।

মহেন্দজারো (=মোহেন্‌জোদারো) : শেষ, আ।

মহেন্দ্ররায় (কল্পিত ব্যক্তিনাম) : সো।

মাইল-মাপা (তৎপুরুষ ; বিণ) : "—বিশ্ব" প।

মাঙ্গলিক (বিণ) : "—গান" কথা।

মাজনা (বি) : "নয়ন-মাজনা" শি।

মাতন (বি) : "তাণ্ডবমাতনে" পূ

মাতাল : "বসন্তের এই—সমীরণে" গী ; "—বাতাস" ব ; ইত্যাদি।

মাতৃ (বিশেষণস্থানীয় পূর্বপদ) : "মাতৃধৈর্যে" মা ; "সে যে মাতৃপাণি" সো।

মাতোয়ারা : উ ইত্যাদি।

---

১. তিনমহলা বাড়ি,—এই রকম ব্যবহার হইতে নিষ্কাশিত।

২. বাণভট্টের কাদম্বরী কাব্যের এক নায়িকার নাম।

মাথাকোটাকুটি : কণি।

মাধবিকা (=মাধবী ফুল) : "—হোক সুরভি-সোহাগে মধুপের মনোহরা" ম ; "ওটা ভোলায় মাধবিকার চেয়ে" প্রহা।

মান (=মনে করা, ধাতু) : "বিরাম নাহি মানে", "শান্তি নাহি মানি", "মানিছ বিস্ময়" মা ; "সন্দেহ মানে", "রচিয়াছিনু দেউল একখানি, অনেক দিনে অনেক দুখ মানি" সো ; "করুণা মানি", "বিস্ময় মানি" চি ; "ধৈর্য নাহি মানে", "ভাষা পরাস্ত মানি" নৈ ; "মানে পরমাদ" উ ; "মানবনা আর লাজ", "বহু যতন মানি", "শান্তি যদি না মানে তব প্রাণ" খে ; "অন্ধকারে রইনু পড়ে স্বপন মানি", "বিরাম নাহি মানে" গী ; ইত্যাদি।

মানব (=humanity) : "পৃথ্বীব্যাপী—বিভীষিকা জ্বালায় মানব-লোকালয়ে প্রলয় বহ্নিশিখা" পরি।

মানস (=মানসসরোবর, মন) : "মানসের জলে" নৈ ; "হংস যেমন মানসযাত্রী" গী ; ইত্যাদি।

মানসিক (বিণ) : "সঙ্গী জোটায়—মধুরতা" বী।

মানসী[১] (বি ; বিণ) : "—প্রতিমা" মা ; "তোমার—তনু" ম ; "—আকৃতি" বী ; "তোমার মানসীকে" সা ; ইত্যাদি।

মানা (=নিষেধ ; বি ; কথ্য) : "চতুর্দিকে কঠোর—" ম ; "অলঙ্ঘ্য তার—", "কালোবরণের—" আ ; "কালো দানবের মানা-দেওয়া দ্বার" ম ; ইত্যাদি।

মানান-সই (বিণ ; কথ্য) : "কাব্যে সে কথা হবে না—" বী।

মানে (বি ; কথ্য) : "গোপন—" পূ।

মাপ (=মাফ ; ফারসী) : "—করিতেই হবে" ক্ষ।

মাপ (বি) : "লীলাকাননের মাপে—তোমারে করেছি খর্ব" বী।

মার (ধাতু, যুক্তক্রিয়ায় ব্যবহৃত) : "মারিছে উঁকি" ক্ষ ; "উঁকি মারি চাও" উ ; "ঝিলিক মারে মেঘে" ক্ষ ; ইত্যাদি।

মায়া (পূর্বপদ) : "বসন্তবায়ু মায়ানিশ্বাসে", "ছায়াপথ মায়াপথ" মা ; "লেখা আছে সে মায়া-অক্ষরে", "মায়াবাষ্পে" বী ; ইত্যাদি।

মায়াবী (বি, বিণ) : "নিত্যকালের—আসিছে" ম ; "—অঙ্গুলি" ম।

মালবিকা[২] (কল্পিত নারীনাম) : ক্ষ, উ ; "তোমরা আধুনিক—" পুন ; ইত্যাদি।

মালিকা (=ছোট মালা) : কথা।

মালেক (=অধিকারী, মালিক ; ফারসী) : পুন।

মাশুল (ফারসী ; বি) : "তারা তোমার নামে বাটের মাঝে—লয় যে হরি" গী।

১. কাব্য ও কবিতা নামেও আছে। ২. সংস্কৃত নাটকে আছে। অর্থ, মালবদেশের মেয়ে।

মিইয়ে-পড়া (বিণ ; কথ্য) : "কৃষ্ণসপ্তমীর—জ্যোৎস্নার সঙ্গে" শ্যা।

মিছিমিছি : কড়ি।

মিট্‌মিট (ধ্বন্যাত্মক নামধাতু) : "গ্যাসের আলো মিট্‌মিটিয়ে জ্বলে" শি।

মিটিমিটি (বিণ, ক্রিণ) : "—তারকায় জ্বলে তার অন্ধকার ফণা", "অন্ধকারে —তারাদীপ জ্বলে" কড়ি।

মিড়, মীড় (=স্বরের ক্ষীয়মাণ টান ; বি) : "শিরায় শিরায় মিড় দিত তীব্র টানে" পত্র ; "চোখের জলের মীড়" পুন।

মিতালি (বি ; কথ্য) : পুন।

মির্মির (ধ্বন্যাত্মক বি) : "যে কথাটি নিশীথতিমিরে তারায় তারায় কাঁপে অধীর মির্মিরে" ম।

মিলা (ধাতু) : "দৃষ্টি মিলিয়েছি", "যারা মন মিলিয়েছিল" পুন ; ইত্যাদি।

মিলা[1] (=মেলা, মিলন ; বি) : "যেদিন তোমার সঙ্গে গীতরঙ্গে তালে তালে —" পূ।

মিশা (বিণ) : "গহন বন অন্ধকারে—", "আলোকে হইল—" খে।

মিশোল (বিণ ; কথ্য) : "—রঙের বাছুর" পুন।

মুকুলিকা (=ছোট মুকুল, নিতান্ত কিশোরী ; বিণ) : "—বালিকাবয়সী" চি।

মুখর (ধাতু) : "মুখরিল" পূ ; "কলহাস্যে মুখরিয়া" বী ; ইত্যাদি।

মুখে (=মধ্যে ; কথ্য) : "খেলার—বিনামূল্যে নিলে আমায় কিনে" গীতি।

মুখোমুখি (ক্রিণ, বি) : "পড়ে আছি—" কড়ি ; "এই সব— এই সব দেখাশোনা" সো।

মুদ (=বন্ধ হওয়া ; ধাতু) : "দিবস ক্রমে মুদিয়া আসে" মা ; ইত্যাদি।

মুদিত (=আনন্দিত ; বিণ) : "মিলনমুদিত বুকে" মা ; "এস মুগ্ধ—দুনয়নে" গী ইত্যাদি।

মুমূর্ষু : "ক্ষীণকায় মুমূর্ষুর অতৃপ্ত বাসনা" কড়ি।

মূর্ছনা[2] (বি) : "ঝাপ্‌সা আলোর—" পত্র।

মূল (বিশ্লিষ্ট ; উত্তরপদ, সপ্তমীর অর্থে অথবা অন্ত প্রান্তে মধ্য বুঝাইতে) : "বৃহৎ যেন হইতে পারি নিজের প্রাণমূলে", "গগনমূলে", "পূর্ব গগনের মূলে" মা ; "গ্রীবামূলে", "আছ হৃদয়মূলে" উ ; "আঁধারমূলে", "সূর্য তখন পূর্ব গগনমূলে" খে ; "চরণমূলে", "পদমূলে" গী ; "বিদ্ধ হবে আকাশের মর্মমূলে" ব ; ইত্যাদি।

মূলতান (=রাগিণীর নাম) : "দূরে বাজে মূলতানে গান" কড়ি ; "ম্লান মূলতানে" বিচিত্রিতা।

---

১. মিল : "খেলা"। ২. মূর্ছিত হওয়া ব্যঞ্জনা আছে।

মৃত : "—আবর্জনা" নৈ।

মৃদঙ (=মৃদঙ্গ) : "বাজ্‌রে—বাজ" খে।

মৃদুল (বিণ) : "—সুরে ডাকে" বী ; "মন্দ—তানে" পূ।

মেঘমন্দ্র (বিণ) : "—শ্লোক" মা।

মেঘাবনত (বিণ) : "—পশ্চিম গগনে" মা।

মেঘে-ওড়া (উপপদ ; বিণ) : "—পক্ষিরাজের বাচ্ছা" শি।

মেছুনি-সংহিতা : "মেছুনি-সংহিতায়" কড়ি (প্র-সং)।

মেজাজ[1] (=মনের প্রকৃতি ; ফারসী) : "এই একলা-মেজাজের তালগাছ" পুন।

মেদুর (=মাটিলেপার মত, ম্লান) : "—অম্বর" মা।

মেমোরিয়াল (memorial) : "মেমোরিয়ালের" প্রহা।

মেয়াদ (=আয়ুর পরিমিতি ; ফারসী) : "পেরিয়ে—বাঁচে" আ।

মেয়েগাড়ি (=ladies' compartment) : "নির্বোধের মত এলেম উঁকি মেরে মেয়ে গাড়িগুলোতে" শ্যা।

মেল (=বিস্তার করা ; ধাতু ; কাব্য) : "মেলি গ্রাস", "মেলে গ্রাস" মা ; "মেলিয়া আঁখি", "নয়ন মেলি", "মেলিতে পদ" সো ; "মেলিতে তুণ্ড" চি ; "মেলি অঙ্গুলি" ক ; "আঙিনাতে আসনখানি মেল", "তৃণে আসন মেলি" খে ; "নিবিড় শোভা মেলেছে গো", "আমার প্রদীপ দেবে পথে কিরণ মেলে" গীতা ; "সারাদিন আঁখি মেলে দুয়ারে র'ব একা" গীতি ; "তুমিই বুঝি এলে গন্ধরাজের গন্ধে তোমার গোপন গন্ধ মেলে" পূ ; "মেলিয়াছে অম্লান শুভ্রতা" ম ; "সুখসংবাদ মেলিবে হৃদয় মাঝে" বী ; ইত্যাদি।

মেলা (=বিস্তর ; উপ) : "তাহে টাকা হল—" কড়ি ; "সকাল থেকে পড়েছি যে—" শি ; মা, সো ; ইত্যাদি।

মৈতালি[2] (=মৈত্রী+মিতালি ; বি) : "মধুর মৈতালিতে" সেঁ।

মৌসুমি (বিণ ; ফারসী) : "—ফুলে" শ্যা।

ম্যাগ্‌নোলিয়া (magnolia) : "বুলায় বুকে—কৌতূহলী মুঠি" ম ; "ম্যাগ্‌নোলিয়ার শিথিল পাপড়ি" শ্যা।

ম্লানতা (=মলিনতা) : "সেই—ক্ষমা করো" গীতা। তুলনীয় **ম্লানিহীন**।

ম্লান-হেন (বিণ) : "—মুখানি" মা।

ম্লানিহীন (বিণ) : "—গন্ধরাজের" শেষ।

ম্লায়মান (ম্লৈ ধাতু শানচ্ প্রত্যয়, বিণ) : "—আলোর পথ" শেষ।

---

১. ইংরেজী temperament। ২. মিল : বৈতালি।

যথাসত্য (বিণ, ক্রিণ) : "আমি নিত্য কহিতেছি—বাণী" কণি।

যৎপরোনাস্তি (সংস্কৃত বাক্য একপদে পরিণত ; বি, ক্রিণ) : "—পেয়েছি পুরস্কার" প্রহা।

যথা (প্রতিমানসূচক অব্যয়) : মা, ম ইত্যাদি।

যথাযথ্য (=যথাযথতা) : আ ('সভা')।

যদৃচ্ছ (বি) : "যদৃচ্ছের পথে চলি" রো।

যন্ত্র-গরুড় (=এরোপ্লেন) : সেঁ।

যন্ত্র-জাঁতা (একই শব্দজাত তৎসম ও তদ্ভব পদের সমাস) : "যন্ত্র-জাঁতায় পরাণ কাঁদায়" পূ।

যন্ত্র-পক্ষ (=এরোপ্লেনের প্রপেলার ; বি) : "—বিস্তারিয়া" প্রা।

যবনি (=যবনিকা, জবনিকা) : পরি।

যমদৌতিক (=যমদূত সম্বন্ধীয় ; বি) : "গলায় যমদৌতিকের দড়ি" প্রহা।

যাতন (=যাতনা, পীড়া) : "দুঃখ লজ্জা ভয় ব্যাপিয়া চলেছে উগ্র—মানব-বিশ্বময়" বী।

যাত্রীশালা (=রেলওয়ে ওয়েটিঙ রুম) : "যাত্রীশালায়" প।

যাপ (ধাতু) : "একসাথে দিন যাপে" বী।

যাপিত (বিণ) : "অনিদ্রায় রজনী—" ম।

যুগবিজয়া (=যুগের বিদায়) : "যুগবিজয়ার দিনে" প।

যুগযুগান্তর : "—ধরি" কড়ি ; ইত্যাদি।

যুধ্যমান (যুধ্ ধাতু শানচ্ প্রত্যয়, বিণ) : "—দেবলোকের" পত্র।

যূথীবনবিহারিণী (উপপদ ; বিণ, স্ত্রী) : মা।

যোগিয়া (রাগিণীর নাম) : "—রাগিণী গায় কে রে" কড়ি।

যৌবনময় (বিণ) : "—প্রাণে" মা।

রক্তিম (বিণ) : "—মুখ" কথা ; "—দুকূলে" কড়ি ; "সর্বশেষ রশ্মিটির—জবায়" পূ।

রক্তিমা (বি) : "বুকফাটা ধরণীর—" পূন।

রক্তদীপন (উপপদ : বিণ) : "—প্রাণের আভায় রঙিন-করা" ম।

রক্তিমে ("রক্তিমা"র কথ্য রূপ) : কড়ি (প্র-সং)।

রঙন (=রঙ, রঞ্জন ; বি) : "কোন্ রঙনে রঙিন তোমার পাখা" ম।

রঙ্গভূমি : "রঙের—" পরি।

রঙ্গশাল (=রঙ্গশালা) : "মহারঙ্গশালে" পরি।

রঙ্গশালা : সা, আরো। দ্রঃ **রঙ্গশাল**।

রঙ্গিমা (বি ; ব্রজ) : "নানা রঙ্গিমায়" আ।

রং-চড়ানো (বহুব্রীহি ; বি) : "অনেক রকম—স্তবে" প্রহা।

রচ (ধাতু) : "মনে মনে রচি বসে কত সুখ কত ব্যথা", "প্রাণের সকল আশ পার তুমি গেঁথে গেঁথে রচিতে মধুর গীতে", "রচিয়ো বসি বিবিধ বুলি", "মরীচিকা রচি", "রচিতে সুদূর ভবিষ্যৎ", "রচি শুধু অসীমের সীমা" মা ; "রচিয়াছে আকাশের মালা" নৈ ; "মা রচেছেন খোকার খেল্নাঘরের চাতাল" "খোকার তরে গল্প রচে" শি ; "রচ্‌লে দেহ পূজার থালি" গী ; "তার তরে কোথা রচে ঠাঁই" ব ; "রচে বেণী" পূ ; "আবার রচিলে নব কুহকের পালা" বী ; "রচেছিল" জন্ম ; ইত্যাদি।

রচন (=রচনা) : "আপনাকে আজ নতুন—ক'রে" ম ; "চারু বচনের মিষ্টি—" প্রহা।

রচয়িতা (বি) : "রচয়িতার হাতে" জন্ম।

রচনাশালা (বি) : "আমার—" বী।

রঞ্জনা (কল্পিত নারীনাম) : ক্ষ।

রট (=প্রচারিত হওয়া ; ধাতু) : "লোকে লোকান্তরে রটে", "আনন্দগান রটে" গীতা ; "রটি গেল" কথা ; "মধুচ্ছন্দা রজনীগন্ধা, সুগন্ধ তার রটে" শ্যা ; ইত্যাদি।

রণরণ (ধ্বন্যাত্মক) : "রণরণি" সা।

রণদুর্মদ (তৎপুরুষ ; বিণ) : পত্র।

রণশৃঙ্গ (=যুদ্ধের শিঙা) : "রণশৃঙ্গে করিছে আহ্বান" ব।

রনরনি (ধ্বন্যাত্মক ; বি) : "মৃদু রনরনি" আ।

রল (পূর্ব ও মধ্য পদ) : "কলরলরোলে" পরি ; "রলরোলে" পুন।

রশারশি (=দড়িদড়া ; উপ) : "নিয়ম থাকে বাগিয়ে লয়ে—" শি।

রশি, রসি (=দড়া, দড়ি) : নৈ ; ইত্যাদি।

রশ্মিপ্লাবী (উপপদ ; বি) : "—নিরন্ত নির্ঝরে" নব।

রসা (নামধাতু, কথ্য হইতে) : "রসনায় রসিয়াছে" আ।

রহস্য (পূর্বপদ) : "প্রাণের গোপন রহস্যতল" প ; "অপার রহস্যতীরে" মা ; "রহস্যনিলয়" সো ; ইত্যাদি।

রহ:সখী (=নির্জনসঙ্গিনী ; তৎপুরুষ) : সা।

রংরেজি (ফারসী ; =কাপড় ইত্যাদিতে রঙ করা যাহার কাজ) : "রংরেজির ঘরে" পুন।

রংরেজিনী (ফারসী ; স্ত্রী ; কবিতানাম) পুন।

রাগরক্ত (তৎপুরুষ ; বিণ) : "—ছবি" পরি।

রাঙা (ধাতু) : "ওড়না রাঙে (=রাঙায়) ধূপছায়াতে" নব ; "তোমার কটিতটের ধটি কে দিল রাঙিয়া (=রাঙাইয়া)" শি।

রাঙিমা (বি ; ব্রজ) : "পলাশের রাঙিমারে" সা।

রাজন্ (সংস্কৃত সম্বোধন) : গী ইত্যাদি।

রাজকীয় (বিণ) : "—স্বাক্ষরের" বী।

রাজি (উত্তরপদ, বহুত্ববাচক) : "প্রদীপরাজি" গীতি ; "পত্ররাজি" পূ ; "শব্দরাজি" জন্ম ; ইত্যাদি।

রাধাশ্যাম (বি) : "রূপহারানো রাধাশ্যামের" পরি।

রাবিশ (rubbish) : "দৈনিক—দিয়ে" পুন।

রাশি (পরপদ, বহুত্ববাচক) : "দরশ-পরশ-রাশি" ; "হৃদয়রাশি" মা ; "মদিরা-রাশি", "শান্তিরাশি" চৈ ; "লজ্জারাশি" ব ; ইত্যাদি।

রাশি রাশি : "রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসে", "আনন্দ-হিল্লোল রাশি রাশি" ব ; ইত্যাদি।

রাশে (=রাশিতে) : "রূপের—" মা।

রাষ্ট্র (=রটনা ; কথ্য ; বি) : "—করি দেয়" কণি।

রাষ্ট্রপতি (বি) : "যত আছে" প্রা।

রাঁধুনে (রাঁধুনী হইতে সৃষ্ট পুংলিঙ্গ) : "—ব্রাহ্মণের" প ; "রাঁধুনেরা" আ।

রিনিক্‌ঝিনি (অনুকার শব্দ, বি) : ক্ষ।

রিনিঝিন, রিনিঝিনি (অনুকার শব্দ, বি) : "ভাবের—" পয়ি ; "মোর ছন্দে দাও টেনে তারি" পূ।

রিমঝিমিনি (অনুকার শব্দ, বি-বিণ) : "—স্বরে" আ।

রিমিঝিমি (অনুকার শব্দ, ক্রিণ) : "—বারি বর্ষে" সা।

রুটি-তোস্ (কথ্য, বি ; তোস্=toast) : প্রহা।

রুদ্র (পূর্বপদ) : "রুদ্রতীর্থযাত্রীর" বী।

রুদ্রাণী : "রুদ্রাণীর তৃতীয় নেত্র" পত্র ; "রুদ্রাণীর" পরি।

রূপকথা : "রূপকথার গাঁয়ে" শি ; ইত্যাদি।

রূপকার : পুন, নব, জন্ম।

রূপ-হার : "—উপহার" মা ; "হায় গো—" বী।

রূপহারা (বহুব্রীহি ; বিণ) : "—গতিবেগ" নব।

রেণুলিপি (বি) : "—বহি বায়ু প্রশ্ন করে মুকুলে মুকুলে" ম।

রেলের গাড়ি : আ।

রেষারেষি (ব্যতিহার, বি) : "হল—" কণি।

রোচনা[১] (=রুচিকর ; বিণ) : প্রহা।

---

১. মিল : "সমালোচনা"।

রোদ্দের (বিশেষণস্থানীয় সম্বন্ধপদ) : "তখন—বেলা" শি।

রোধ (নামধাতু) : "রোধিয়া পথ" বী ; ইত্যাদি।

রোমন্থ (=রোমন্থন) : "রোমন্থ-রত ধেনু" প্রা।

রৌদ্রী (=উগ্র, প্রচণ্ড ; বিণ, স্ত্রী) : "—রাগিণী" নব।

লক্ষ্মণের ফল : "বিফলে শুকায় যেন লক্ষ্মণের ফল" কড়ি।

লক্ষ্য (নামধাতু) : "কটাক্ষে লক্ষিয়া কবি পানে" পূ।

লজ্জাবস্ত্র (শ্লিষ্ট, বি) : মা।

লতা (নামধাতু) : "লতাগুলি লতাইয়া"।

লম্ফিত (=লম্ফযুক্ত, জরুরি ; ক্রিণ) : "কবিতাতে লিখতে চিঠি হুকুম এল—" পূ।

ললাটনেত্র (=তৃতীয় নয়ন) : "—আগুনবরণ" গীতবিতান ; "প্রচ্ছন্ন—সন্ধ্যার সঙ্গিনীহীন তারা" বী।

ললাটিকা (=ললাট হইতে উদ্ভূত ; বিণ) : "কন্যা—" নৈ ; "বুদ্ধি তার—" ম।

ললিত (রাগিণীর নাম) : "বাজাইল—রাগিণী" কড়ি।

ললিত (বিণ) : "—লতার বাঁধন" মা ; "ভাবের—ক্রোড়ে না রাখি নিলীন" নৈ ; ইত্যাদি।

লহরিকা (=ক্ষুদ্রলহরী ; বি) : "বেণী—কুঞ্চিত লহরিকার শ্রেণী" আ।

লহরী (বি) : "মদির—" সো ; চি।

লাথি (নামধাতু ; উপ) : "লাথিয়ে তুলি" মা।

লাবণ্য (বি) : "আপনার লাবণ্যে ভরা" পূ ; ইত্যাদি।

লিখা (=লেখা ; বি, বিণ) : উ ইত্যাদি।

লিপিকা (=ক্ষুদ্রলিপি ; বি) : পরি, বী। তুলনীয় **লিপিকা** গ্রন্থনাম।

লিপ্তি (=লেপন) : "তব আলিম্পনলিপ্তি" পরি ; "রজনীর মসীলিপ্তি" সেঁ।

লুকাচুরি (=গোপনে চুরি ; তুলনীয় মধ্য বাংলা "ডাকাচুরি" অর্থাৎ ডাক দিয়া প্রকাশ্যে চুরি) : "মৃত্যু করে—সমস্ত পৃথিবী জুড়ি" ব ; পূ, শ্যা।

লুকোচুরি (=খেলা বিশেষ) : পূ ইত্যাদি।

লুটোপুটি (ধ্বন্যাত্মক, বি) : "ঢেউয়ের—" ম।

লুঠেল (< লুঠ+লেঠেল ; বিণ) : নব।

লুণ্ঠ্যমান (ভাববাচ্যে শানচ্‌ প্রত্যয় ; বিণ) : "হয়ে—ধূলিতলে" নৈ।

লেখা-লেখা (আম্রেড়িত সমাস ; বি) : "করেন সারা বেলা লেখা-লেখা খেলা" শি।

লেহ (নামধাতু) : "লেহিয়া লইল" কথা।

লেলিহ, লেলিহান, লেলিহা (=লেহন করিতে ইচ্ছুক ; বিণ, স্ত্রী): "লেলিহ লোল জিহ্বা" পুন ; "লেলিহা রসনা" ; "লেলিহান শিখা" পরি।

লোকপাল (বি, বিণ): নৈ।

লোকযাত্রা (=জগৎ ও জীবন যাত্রা ; বি): "নয়নসম্মুখে স্বপ্নসম—" কথা ; "যেইখানে—চলে" পরি ('যাত্রী')।

লোক (উত্তরপদ): "অবুদ্ধিলোকে" জন্ম ; "কুজ্ঝটিকা লোক" বী ; "দেবলোক" জন্ম ; "নেপথ্যলোকে" প্রা ; "সমুদ্রের পঙ্কলোকে" নব ; "পশুলোক", "যমলোক" জন্ম ; "প্রাণীলোক" আ ; "অসীম শ্রীলোকে" পত্র ; ইত্যাদি।

লোচনদিঘি (কল্পিত গ্রামের ও পুকুরের নাম): শ্যা।

লোভন (=লোভনীয় ; বিণ): "শোভন—জানি" গীতি।

লোভা (নামধাতু): "আকাশ তারে···লোভায় রঙিন ধনু হাতে" শি।

লোলজিহ্বা (বহুব্রীহি ; বিণ): "—সেই কুকুরের দল" জন্ম।

লোলুপ (বিণ): "যখন নবনী দিই—করে" শি।

শঙ্কিত (=ক্ষীণ, নিবুনিবু ; বিণ): "এই যে—আলো" মা।

শঙ্কিল[১] (=শঙ্কাজনক ; ব্রজ): "অলস মনের আপনারি ছায়া—কায়া ধরে" পরি।

শত (=বহু, অজস্র ; বিণ): "—গান উঠিতেছে তারি আবেদনে", "—গান ঝরে গিয়ে", "—বসন্তের স্মৃতি" কড়ি।

শতদীর্ণ (=বহু স্থানে ক্ষতবিক্ষত ; বিণ): "—ধরা" মা।

শতধা (ক্রিণ, বিণ): "তোমারে—করি" নৈ।

শব্দভেদী (উপপদ : বিণ): "—রথ" সা।

শব্দরেখা: "দূর বনান্তে বেগ্‌নি—" পুন।

শব্দহীন (বিণ): "সর্বদেহ মাতিয়াছে—গানে" চি।

শম (=সুরের সমাপ্তি ; সঙ্গীতের পারিভাষিক শব্দ): "শমে এসে" পরি।

শয়ন (=শয্যা): "শয়নশিয়রে" ব ; ইত্যাদি।

শরম, সরম (ফারসী ; বি): "রক্তিম মুখ শরমে" কথা ; ইত্যাদি।

শরিক (=অংশভোগী ; ফারসী): জন্ম।

শষ্পিত (=শষ্পযুক্ত ; বিণ): "সঘন—তট" ম।

শস্যশীর্ষ (=ধানের বা অন্য ফসলের শীষ ; বি): "শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে ধরার অঞ্চল" চি ; "পরিণত শস্যশীর্ষে" পুন।

শাখায়িত (=শাখারূপে বিস্তৃত ; বিণ): "উদ্‌ঘাটিল আপনার নিগূঢ় পরিচয়

১. তুলনা করুন "চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট" (গোবিন্দদাস কবিরাজ)।

—রূপে রূপান্তরে", "চারিদিকে—সুনিবিড় প্রয়োজন যত তারি মাঝে এ বালক অরকিড্ তরুকার মতো" জন্ম।

শাখী (=পাখী[১]) : "কতই—তোমার শাখে বসে যে চলে গেলে" কড়ি।

শারদলক্ষ্মী (=শরৎশ্রী) : গী।

শাল (উত্তরপদ) : "কর্মশালে" রো ; "চিত্রশালে", "সৃষ্টিশালে" ; নব "মন্ত্রশালে" রো ; "রঙ্গশাল" পরি ; ইত্যাদি।

শালা (উত্তরপদ) : "কারুশালা" নব ; "বন্দীশালা" সা।

শাশ্বত (=চিরকালীন ; বিণ) : "শাশ্বতের যেন সে লিখন" বী।

শিকি (=চতুর্থাংশ ; বিণ) : "—চাঁদিনীর আলো" আ।

শিখরগুহা (বি) : "শিখরগুহায় আর ফিরে যায় নদীর প্রবল বারি" মা।

শিথান (=শয়নে মাথার দিক ; কাব্য) : সো ইত্যাদি।

শিথিলিত (=শিথিলকৃত ; বিণ) : "—নিদ্রাতে" সা ; ইত্যাদি।

শিরশিরানী : "আলোছায়া—" ম।

শিরশির (ধ্বন্যাত্মক, নামধাতু) : "শিরশিরিয়ে" প ; "হাওয়া উঠছে শিশিরে শিরশিরিয়ে" পুন।

শিলবৃষ্টি (=শিলাবৃষ্টি, কথ্য) : "শিলাবৃষ্টির ঘটা" আ।

শিল্পকার (বি) : "শিল্পকারে তুলির পিছনে" জন্ম।

শিশু (বিণ) : "—পুষ্প" কণি ; "—শশীর কিরণ" শি ; "শিশুরুদ্র" পূ।

শিহর (=শিহরণ) : "হেমন্তের আতপ্ত নিঃশ্বাস—লাগাল" পত্র।

শিহরণি (বি) : "অতি মৃদু—" ম।

শিহরিত (বিণ) : প্রা।

শীকরবাষ্প (=ধোঁয়ার মত জলকণা) : "উৎক্ষিপ্ত শীকরবাষ্পে বাঁকা ইন্দ্রধনু" বী।

শীকরবিন্দু : পুন।

শীত-বসন্ত[২] : "হাওয়ায় লাগে শীত-বসন্তের ছোঁওয়া" শেষ।

শীতল : "বনচ্ছায়ার—শান্তিখানি" পরি।

শুনা (=শোনা ; বিণ) : "সেদিন আমার রক্তে—যাবে দিবসরাত্রির নৃত্যের নূপুর" পূ।

শুনতেছে (ক্রিয়া, উপ) : "—ভাইবোন" কড়ি (শি)।

---

১. সংস্কৃতে এই অর্থ নাই। শাখা বলিতে পাখা ধরিলে এই অর্থ পাওয়া যায়।

২. এখানে একটু শ্লেষ আছে। (১) শীতবসন্ত মানে প্রথম বসন্ত, যখন শীতের কিছু স্পর্শ থাকে। (২) বাংলা রূপকথার নায়ক দুই ভাই।

শুভ্র (বি ; উত্তরপদ) : "কাশের মঞ্জরীশুভ্র দিশা, নিস্তব্ধ মালতীশুভ্র নিশা" বী।

শুষ্কপত্র-পকিরীর্ণ (বি) : বী, সা।

শূন্য (=শূন্যতা ; বি) : "জীবনের সব শূন্য আমি যাহা ভরিয়াছি" মা।

শূন্যময় (বিণ) : "তুমি যদি হতে—" কণি ; "অগাধ সমুদ্রমাঝে স্ফীত ফেন যথা—" উ।

শৃঙ্খলছেঁড়া (তৎপুরুষ) : মা।

শেঠ (=ধনী ব্যবসায়ী, হিন্দী) : কথা।

শোনা-মণি[১] (=শান্ত হইয়া শুনে যে বালিকা, কল্পিত বালিকা-নাম) : সা।

শোভমান (শুভ্‌ধাতুতে শানচ্‌-প্রত্যয়, বিণ) : "তথন দেখি তোমারি কোল নবীন—" বী।

শৌখিন (ফারসী ; বিণ) : "—সমারোহ" শ্যা ; "—বাস্তব" নব ; "—মজতুরি" জন্ম।

শ্যাম (পূর্বপদ ; বিণ) : "শ্যাম-সমারোহে" ক্ষ ; ইত্যাদি।

শ্যামলেখা (বি) : "সরযূর কূলে কূলে দুলে তৃণসার প্রফুল্ল—" চি।

শ্যামল (বি, বিণ, উত্তরপদ) : "নববারি বর্ষণের—সংবাদ" সো ; "—ধরা", "—স্নেহে" গী ; "—সুখের ধরা" গীতা ; "রেষারেষি নেই তরলে শ্যামলে" পুন ; "মেঘশ্যামলের সঞ্চরণ থেকে বঞ্চিত" শেষ।

শ্যামলা (=শ্যামবর্ণ নারী, কথ্য "শাম্‌লা") : "হে—" বী।

শ্যামলিম (বিণ, উত্তরপদ) : "সুধাশ্যামলিম পারে" বী।

শ্রাবণ (=বর্ষা) : "যেদিন—নামে দুর্নিবার মেঘে" ব।

শ্রী (পূর্ব ও উত্তর পদ) : "শ্রীচরণ" খে, গী, গীতা ; "শ্রীপদ" পুন ; "শ্রীহস্ত" নৈ ; "মধুশ্রী" (কল্পিত নারীনাম) পুন।

শ্রেয়তম : "তুমি মম জীবনে—" গী।

শ্রেয়সী (স্ত্রী ; বি) : "হে শ্রেয়সী" চৈ।

সই (ফারসী প্রত্যয় ; ক্রিণ) "আমি যাহা দেখিয়াছি আমি যাহা পাইয়াছি এ জনম-সই" মা ; "কাব্যে সে কথা হবে না মানান-সই" বী।

সকরুণ (বিণ) : "—কর" মা ; "—করে" গী ; "—ছায়াটিতে" গীতি ; ইত্যাদি।

সকল-তাতে (=সব বিষয়ে ; কথ্য) : "আমি দেখি—এদের অসন্তোষ" শি।

সকাতর, সকাতরে (বিণ, ক্রিণ) : মা, সো ইত্যাদি।

সকৌতুকে (ক্রিণ) : পূ ইত্যাদি।

সঘন, সঘনে (বিণ, ক্রিণ) : "সঘন সঙ্গীত মাঝে" মা, "দাদুরী ডাকিছে সঘনে"

১. "সোনামণি"র সাদৃশ্যে কল্পিত।

ক ; "শুধাই সঘনে", "জাগাইছে চিতে বিরহবেদনা সঘনে" উ ; "হামাগুড়ি দিয়ে ফিরে সঘনে" শি।

সঙিন-মূর্তি (=সঙ্গীন-ধরা রূপ) : "রঙিন কুর্তি—রইবে না কিছুই" পূ।

সঙ্গোপন, সঙ্গোপনে (বিণ, ক্রিণ) : সো, খে, গী ইত্যাদি।

সচক (<সচকিত ; নামধাতু) : "মোর চিত সচকিবে আলোকে আলোকে" পূ।

সচকিত, সচকিতে (বিণ, ক্রিণ) : "—দ্রুত পায়" ক ; "আলো নেচে ওঠে—" ম ; কড়ি, চি ইত্যাদি।

সচল (বিণ) : "সবব্যাপী সামান্যের—স্পর্শের লাগি" নব।

সজন (বি, বিণ) : "আমার হৃদয়ে দেহে, সজনে নির্জনে" নৈ ; ইত্যাদি।

সজনে (=গাছ ও ফুল বিশেষ ; কথ্য) : "সজনেগুচ্ছ সারে" প্রহা।

সঞ্চয় (নামধাতু) : "রাখি তারে সঞ্চিয়া", "রাখিব সঞ্চিয়া" বী ; "রেখেছ কাহার তরে যতনে সঞ্চিয়া" কড়ি।

সঞ্চলমান (=সম্যক্ চলমান) : "—ইচ্ছার বেগে" পুন। **চলমান** দ্রষ্টব্য।

সত্যতর (=বেশি সত্য, বিণ) : "বস্তু হতে সেই মায়া তো—" ম।

সত্রাসে (ক্রিণ) : চি।

সদাব্রত (=দক্ষিণ ; বি) : "লভিল মৃত্যুর—" ম।

সদ্য (বিণ, পূর্বপদ) : "—চঞ্চলতা" আ ; "সদ্য-জাগা চক্ষে জাগে" বী ; "সদ্য-বর্তমানের প্রকার ডিঙিয়ে", "সদ্যমুহূর্তের গান" শেষ।

সদ্যঃপাতী[১] : সা।

সনে (সহার্থ অনুসর্গ) : "গাছের ছায়া—" খে ; ইত্যাদি।

সন্ধ্যারঙিন (তৎপুরুষ ; বিণ) : "—মেঘখানি" মা।

সপ্তদশী (=সতেরো বছরের মেয়ে ; বি) : "অয়ি—" পূ।

সপ্তরথিনী (<সপ্তরথী, স্ত্রী) : "সপ্তরথিনীর মার" পুন।

সফেন (বিণ) : "চঞ্চল—মৃত্যু" উ ; "—নাচন" পরি।

সবিনয়ে (ক্রিণ) : "—স্বীকার করিয়া" উ।

সবুজ (ফারসী ; বি) : "সবুজে ফেলে ছেয়ে" মা ; "এতটু সবুজের ফেনা" সো ; "ছায়াবৃত সাঁওতালপাড়ার পুঞ্জিত—" পুন ; ইত্যাদি।

সবুর (ফারসী ; বি) : "—করতে পারে", "ফুলের—সবে", "সয় না—" পূ।

সভাপণ্ডিত (বি) : "যেন বোবা ইতিহাসের—" শ্যা।

সভ্যনামিক (=সভ্যনামধারী, বিণ) : "—পাতালে" নব।

১. তুলনীয় "সদ্যঃপাতপ্রণয়ী" (কালিদাস), "অম্বুমুখে সদ্যঃপাতী" (মাইকেল)

সম (উত্তরপদ, প্রত্যয়ের অর্থে) : "উতলাসম" চি ; "অবোধসম", "পরিচিতসম" উ ; "আকাশ কাঁদে হতাশ সম" গী ; ইত্যাদি।

সমজদার (ফারসী) : পুন।

সমরযাত্রী (=যুদ্ধযাত্রাকারী) : "সমরযাত্রীর পদপাতকম্পনে" পত্র।

সমাদরণীয় (বিণ) : প্রহা।

সমাধা (বিণ) : "তাহাই যেন—করি" মা।

সমারোহ : "তার সমারোহভার কিছু নেই" উ ; "শ্যাম সমারোহে" ক্ষ ; "শীর্ণ সমারোহের পাণ্ডুরতা" পুন।

সমীর (বি) : "আতপ্ত সমীরে" ; ইত্যাদি।

সমীরিত (বিণ) : "—আকাশে আকাশে" প্রা।

সংবেগ (বি) : "কুমোরের ঘুর-খাওয়া চাকার সংবেগে" আ।

সমুচ্চ (=সম্যক্ উচ্চ ; বিণ) : "—তুচ্ছতা" নব ; "—শান্তির আসনে" জন্ম।

সম্বর (নামধাতু) : "সম্বরিয়া" নৈ।

সযতনে (ক্রিণ) : সো।

সযত্ন (বিণ) : "—চরণে" গীতা।

সরণ (=সরণি ; তু° কথ্য সরান) : "সরণে" মা।

সর্বগৃধ্নু (বিণ) : "—চেতনার" পত্র।

সর্বত্রগামী (উপপদ ; বিণ) : জন্ম।

সর্বনাশিয়া (=সর্বনেশে ; বি, বিণ ; কথ্য হইতে সৃষ্ট সাধু) : চি।

সরস (<সরঃ, সরসী) : "চেতনা আমার কল্যাণ-রস-সরসে শতদল সম ফুটিল পরম হরষে" গী ; "ডুবালে সুধা সরসে" গীতি ; "মানসসরসে" পূ।

সরসী (=পুকুর, হ্রদ) : মা, চি ইত্যাদি।

সর্বভোলা (উপপদ ; বিণ) : "চঞ্চলের সর্বভোলা দানে" পরি।

সস্তা (বিণ) : "—লেখক" কড়ি।

সহযাত্রিণী : পুন।

সহস্রেক (=এক সহস্র) : "—ফণা মেলি" মা।

সত্রাস (=ত্রাসযুক্ত ; বিণ) : "—আঁখি" খে।

সংকোচন (বি) : "সে দিন ঢেকেছে তারে কী এক ছায়ার সংকোচনে" পূ।

সংগ্রাম-সহকারিতা : "সংগ্রাম-সহকারিতায়" পত্র।

সংগোপন (বি) : "সংগোপনে" পূ ; ইত্যাদি।

সংবর (নামধাতু) : "অঞ্চল সংবরি" সা।

সংবাহিত (=নিয়মিত ও উত্তম রূপে আনিয়া দেওয়া ; বিণ) : "পত্রদূতগুলির—দিনরাত্রির" পত্র।

সংবেদন (বি) : "রসলোলুপ পাতাগুলির সংবেদনে" পত্র।

সংশয়িত (=সংশয়যুক্ত ; বিণ) : "—তাহার বেদনা" পরি।

সসংকোচ (বি) : "—লাজে" মা ; ইত্যাদি।

সংসার (উত্তরপদ, বহুত্ববাচক) "জীবন দেয় সবার তরে ম্লেচ্ছসংসার" মা।

সাকী (সুরাপাত্র পরিবেশনকারিণী নারী ; ফারসী) : "চিত্ত ভরেছিলে নেশায় হে আমার—" পত্র ; পূ।

সাজনা (=সাজন, বি) : নৈ, শি।

সাড়াশব্দহীন (তদ্ভব-তৎসম তৎপুরুষ ; বিণ) : মা ('নিষ্ফল উপহার', পাঠান্তর)।

সাথে (অনুসর্গ) : "বৃহৎ পৃথ্বীর—" মা : ইত্যাদি।

সাধে (ক্রিণ ; কাব্য, উপ) : "যায় না সে কি—" শি।

সাফ (বিণ ; ফারসী) : "মা তারে তো পরায় না—জামা" শি।

সাবিত্রী (=সবিতৃ-পরায়ণা ; বিণ) : "সাবিত্রী এই" জন্ম।

সামাল (ধাতু) : "সামালিতে" মা।

সামীপ্য (বি) : "তোমার—নেই" বী।

সার (=সারি ; কথ্য ; বি) : "সরযূর কূলে কূলে তৃণসার" চি।

সারসী : "সারসীরে" ক্ষ।

সারা (=সমস্ত, সমাপ্ত ; কথ্য) : "—দিনমান", "—দেহময়", "—দিবসের", "সারাক্ষণ" মা ; "করেন—বেলা লেখা-লেখা খেলা" শি ; "তোমার হল—" গী ; "ধূলায় লুটায়ে—", "বিস্ময়ে —" মা ; ইত্যাদি।

সারি-গান : "তার সারি-গান" পূ।

সায়াহ্নলেখা (=সূর্যাস্তরাগ, বি) : মা।

সার্সি (=কাচের জানালা ; কথ্য, বি): "রুধিয়া জানালা—" মা ; "ঘরের—" আ।

সাহস : "সুরের সাহসে আপনি চকিত বীণার তার" ম।

সাহসিক (বি, বিণ) : "একজন—উঠে" পুন।

সাঁকো (=পুল ; কথ্য, বি,) : "আদিম—" প্রা।

সাঁঝতারা (তৎপুরুষ ; বি) : "ফাল্গুনের সাঁঝতারায় কাহিনী যার লেখা" বী।

সাঁৎরে (ক্রিয়া, ;কথ্য) : "গোরু মহিষ—নিয়ে যায় রাখালের ছেলে" শি।

সিনান (=স্নান ; কাব্য, উপ) : "সাগর জলে—করি" ম।

সিরসির (ধ্বন্যাত্মক নামধাতু) : "সিরসিরিয়ে" শেষ।

সিঁচ (ধাতু) : সিঁচে" পরি।

সিঁধকাঠি : "পয়সার দিয়ে—" বী।

সীমারেখা : "—মম" মা।

সীরিয়াস (serious) : "—কথা" প্রহা।

সুকঠোর (বিণ, ক্রিণ) : "আজি শৃঙখল বাজে অতি—" উ ; ইত্যাদি।

সুমঙ্গল (বিণ) : "বরষার—ধারা" কণি।

সুখযৌবন : মা।

সুখসন্ধ্যা : "ভরিবে না—" বী।

সুগভীর (বিণ, ক্রিণ) : মা ইত্যাদি।

সুগম্ভীর (বিণ, ক্রিণ) : সো ইত্যাদি।

সুদূর (বি, বিণ) : "এমনি—বাঁশি শ্রবণে গশিত আসি" মা ; "এলোচুলের —ঘ্রাণ" ক্ষ ; "—গন্ধ" গীতা ; "দূর সুদূরের পানে" গী ; "সুদূরের পিয়াসী", "ওগো—, বিপুল—" উ ; "দুই চোখে তার নীল আকাশের—ছুটি" বী ; ইত্যাদি।

সুধা, শুধা (ধাতু, উপ) : "সুধায়েছিলে" সেঁ ; ইত্যাদি।

সুদ্ধ (উত্তরপদ, অব্যয়স্থানীয়) : "রাজ্যসুদ্ধ বালবৃদ্ধ", "টিকিসুদ্ধ মাথা", "সভাবসুদ্ধ বলি উঠে" সো ; ইত্যাদি।

সুধীর (বিণ, ক্রিণ) : "এই শান্ত—তন্দ্রানিবিড় বাতাসে" গী ; "অশ্রুবিন্দু সুধীরে শুধায়" সন্ধ্যা ; প্রভাত, ছবি ; ইত্যাদি।

সুনিবিড় (বিণ) : "এই—ছায়াকে" গী ; "—তিমিরের" পূ ; ইত্যাদি।

সুনীল (বি, বিণ) ; "সুনীলে সে এমন মায়া কেমন গাঁথিলে" গী ; ইত্যাদি।

সুন্দরা[১] (বিণ, স্ত্রী) : "—বসুন্ধরা" ম।

সুবিজন (বিণ) : "জনপূর্ণ সুবিজনে" কড়ি ; মা ; ইত্যাদি।

সুমধুরতর (বিণ) : মা।

সুমন্দ (বিণ, ক্রিণ) : "বাতাস বহে—" গী ; নৈ ; ইত্যাদি।

সুমহান্ (বিণ) : "শান্তি—" গী।

সুর-শৃঙ্গার (বাদ্যযন্ত্র বিশেষ ; শ্লিষ্ট[২]) : "সুরে—বাজে" সা।

সুরতি (= সুদৃশ্যা রতি ; বি, বিণ) : "অমৃত-মাটিতে-মেশা এ কোন্—নাম কি মুরতি" ম।

সুর-বেসুর (দ্বন্দ্ব) : "সুর-বেসুরের দাঁড়ের ঝাপটে" জন্ম।

১. "সুন্দরী" শব্দের মানে বাংলায় "সুদর্শন নারী" হইয়াছে বলিয়া রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছা করিয়াই এই নূতন স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণ পদটি সৃষ্টি করিয়াছেন। ২. "শিঙা"র ধ্বনি আছে।

সুরধনী (=সুরনদী ; গঙ্গা, সুরের নদী[1]) : "বহিয়া যায় সুরের—" গী।

সুরেন্দ্র (শ্লেষগর্ভ) : "সুরেন্দ্রের প্রমোদপ্রাঙ্গণে" ম।

সুষুপ্ত (বিণ) : "—নিশ্বাস" মা।

সূক্ষ্মরেখিনী (=সূক্ষ্মরেখাযুক্ত ; বিণ, স্ত্রী) : "—ছবির মতো" সা।

সৃষ্টিছাড়া (বিণ, বি) : "—এ ব্যথা" মা।

সেন্টিমেন্টালিটি (ইংরেজী) : প্রহা।

সেন্স[2] (sense) : "বস্তু অবস্তুর—" প্রহা।

সেলুন (saloon) : "—ঘরে" আ।

সেঁউতি (=ফুল ; বি) : "—শিথিলবৃন্ত" কড়ি ; পরি ; ইত্যাদি।

সোনা (পূর্বপদ ; বিণ) : "সোনা-ফুল" মা ; "সোনার জন্ম" ক্ষ ; "সোনার ছন্দে পাতিয়াছি ফাঁদ" উ ; "শস্যক্ষেতের সোনার গানে", "প্রেমের ব্যথা সোনার তানে" গী ; "সোনার হাসি হেসে" গীতবিতান ; "সোনার খেলা" পূ ; ইত্যাদি।

সোনা-আঁকা (তৎপুরুষ ; বিণ) : "শেষ রবি-রেখা রবে—স্মরণে" প্রহা।

সোনাঝুরি (কল্পিত পুষ্প ও বৃক্ষ নাম) : শেষ, আ।

সোনামতী (কল্পিত নদীনাম) : শি।

সোনালি (=সোনা রঙ ; বি, বিণ) : "বনেরে করায় স্নান শরতের রৌদ্রের—" জন্ম। **নীল-সোনালী** দ্রষ্টব্য।

সোহাগ (=আদর ; বি) : শি।

সোঁতা (=পুরাতন স্রোতঃপথ ; বি ; উপ) : "মরা নদীর—" শি।

সৌর বিদূষক (=ধূমকেতু ; বি) : "—পায় ছুটি" প্রহা।

সৌরভসদন (বি) : "সৌরভসদনে" মা।

স্কন্দকাটা (=কবন্ধ ; বি, বিণ) : "ঝাঁপিয়ে পড়েছে—দুঃস্বপ্ন" শ্যা।

স্টুয়ার্ড (ইংরেজী) : আ।

স্তন্যক্ষীররস : নৈ।

স্তিমিত (=অচঞ্চল, শান্ত, মৃদু ; বিণ) : "তীরে কুটীরের তলে—প্রদীপ জলে" মা ; "নিদ্রাহীন যামিনীতে—আলোকে" সো ; "—নক্ষত্রতারা" উ ; "—দীপখানি" পূ ; "মৃদুস্রোতে নদীখানি ক্ষীণ কলকলে—বাতাসে যেন চলে" ম ; "তোমার জ্যোতির —কেন্দ্রে" পত্র ; ইত্যাদি।

স্তবকিত (বিণ) : "—ওড়ার মধ্যে" শেষ।

স্নিগ্ধ (পূর্ব ও উত্তর পদ ; বিণ) : "স্নিগ্ধ-হসিত বদন-ইন্দু" উ ; "ঘনস্নিগ্ধ", "হিমস্নিগ্ধ" মা ; ইত্যাদি।

---

১. শিবের গানে বিষ্ণু গলিয়া গিয়া গঙ্গাধারায় পরিণত হন। ২. মিল : "ডিফারেন্স"।

স্পন্দ (ধাতু): "স্পন্দিয়া" বী।

স্পর্শ (ধাতু): "স্পর্শিল" কথা ; "স্পর্শিছে" প্রা ; ইত্যাদি।

স্পর্শন (=স্পর্শ): "শ্যামল স্পর্শনে আত্মহারা" ম ; প্রা ; ইত্যাদি।

স্লিপার (ইংরেজী): "স্লিপার" প্রহা।

স্পর্শমায়া (=স্পর্শে প্রস্ফুটিত মায়াময় সৌন্দর্য): "পলাশের—আকাশেরে দেয় বুলাইয়া" বী।

স্বচ্ছ (বিণ): "—সকালে" পুন।

স্বভাষী (=নিজের কথা যে বলে ; বি, বিণ ; উপপদ): উ।

স্বপ্ন (পূর্বপদ): "স্বপ্নপুরে", "স্বপ্নাতুর দুইটি আঁখি" মা ; "স্বপ্নজনতার বিশ্বে" জন্ম ; ইত্যাদি।

স্বরচিত (তৎপুরুষ ; বিণ): "পিপাসার—মোহ" বী।

স্বাক্ষর (=দাবি ; বি): "গেঁথে গেঁথে চলে গেল না রাখি—" ম ; "বল্কলে—আছে বহু শতাব্দীর—" পরি ; "চক্রচিহ্নস্বাক্ষর যায় রেখে" শেষ ; ইত্যাদি।

স্বাক্ষরিত (=স্বাক্ষরযুক্ত ; বিণ): "তোমাদের—" নব।

স্বাধীন-গগনচারী (উপপদ ; বিণ): মা।

হচ্ছি (ক্রিয়া, কথ্য): "আমি—জলচরের জাত" কড়ি।

হট্টগোল (বি): "হট্টগোলটা" কড়ি (প্র-সং) ; "হট্টগোলের মাঝারে" কড়ি ; "হট্টগোলের কাঁধে"।

হঠাৎ (অব্যয়, বিণ, পূর্বপদ): "অপমৃত্যুর—সংকেত" জন্ম ; "হঠাৎ-আলোর ঝলকানি" ম ; "হঠাৎ-মেলা ঘাটে" জন্ম ; ইত্যাদি।

হত (=প্রতিহত, বিফল ; বিণ, উত্তরপদ): "জীবনের—আশা যত" মা ; "মূর্ছাহত", "নিমেষহত" মা, সো ; "বাক্যহত" মা ; "লজ্জাহত" সো ; "সেই চাওয়াটি নিমেষহত প্রিয়ার ব্যাকুল চাওয়ার মত" লিপিকা (গান) ; ইত্যাদি।

হতে, হ'তে (অসমাপিকা, অনুসর্গ): "নির্মম হতে কুণ্ঠিত হও মনে" বী ; "পথের ভিখারী হতে আরো দীনহীন", "কোথা হতে পেলে" মা ; সো ; "আজকে হতে", "আজ—হ'তে" খে ; ইত্যাদি।

হলুদবর্ণ (তদ্ভব-তৎসম বহুব্রীহি): "—চাঁদ" ক্ষ।

হলদে (=হলুদরঙের ; বিণ, কথ্য): "—ফুলের গুচ্ছে" জন্ম।

হাউই-ফাটা (তৎপুরুষ ; বিণ): "—আগুনঝুরি" জন্ম।

হান (ধাতু, সকর্মক ও অকর্মক): "হানিতেছে লাজ", "দেশের কাজে হস্ত হানে", "হানিতে লাগিল শত আলোকের ছুরি" মা ; "প্রবল পিপাসা হানি গেছে মধ্যদিন", "হানি দীর্ঘধারা", "ফুৎকার হানি দাও" ক ; "হানি যুগল ভুরু" ক্ষ ;

"হান্‌তেছিল চমক", "দৃষ্টি হানি", "কর হানিছে", "তড়িৎ হানে ক্ষণে ক্ষণে" উ; "বিজুলি শুধু ক্ষণিক আভা হানে", "ঠেল্‌তে গেছি তোমায় যত আমায় তত হেনেছি" গী; "জাগাও তারে ঐ নয়নের আলোক হানি" গীতি; "এ যে নীরব বজ্রবাণী—আগুন বুকে দিচ্ছে হানি", "বেদন হানি" গীতা; "আঘাত হানিব"; "হানে ফণা যুগান্তের মেঘে", "গান হানি", "খড়্গ হানি", "হানিছে শূন্যতল", "চমক হেনে গেছে", "ললাটে কর হানি", "বিরহ হানি তোমারি বাণী মিলিছে মোর গানে" ম; "হানিব বিদ্রোহ", "অকিঞ্চন অদৃষ্টেরে" বী; "হেনেছে তারে বজ্রানল শিখা", "হানিয়াছে দারুণ বৈশাখী", "গোপন হিংসা কপট রাত্রিছায়ে হেনেছে নিঃসহায়ে" পরি; "ব্যথাহানি" আ; ইত্যাদি।

হানা (অন্ত্যপদ; উপ; বিণ): "কে বাঁচাবে আপন-হানা অন্ধ মানুষেরে" পরি।

হামেসা (=সর্বদা; ক্রিণ; ফারসী): "অকারণে মুচকে হাসি—" খে।

হায় হায়[১] (=বিলাপধ্বনি): "সমুদ্র বায়ুর ওই চির—" কড়ি।

হারা (=বিনষ্ট; বিণ; উত্তরপদ): "আমার জীবন হয়—" মা; "তোমার জটায় হারা গঙ্গা" পূ; "আলোকহারা" মা ইত্যাদি।

হারিকেন লণ্ঠন (ইংরেজী): "ধোঁয়ায় কালি-পড়া— —" শ্যা।

হাল ফ্যাশান (ফারসী ও ইংরেজী): "হাল ফ্যাশানের" প্রহা।

হাসিকান্না (দ্বন্দ্ব): "হাসিকান্নার ধন" গী; "হাসিকান্নার ছন্দ" পরি; ইত্যাদি। **কান্নাহাসি** দ্রষ্টব্য।

হাস্যবক্ত্র (বহুব্রীহি; বিণ): "—যত নির্দয়তা" পুন।

হাহাকাররেখা: "হতাশ পাথার—আঁকি" ম।

হাঁসবলাকা (তদ্‌ভব-তৎসম দ্বন্দ্ব): "হাঁসবলাকার পাখার ঘায়ে" সেঁ।

হিরণ (<হিরণ্য; বি, বিণ): "পূরব রবির—কিরণ" কড়ি; ইত্যাদি।

হিস্‌টিরিয়া (hysteria): "হিস্‌টিরিয়ায়" প্রহা।

হুতাশ (=হতাশা-আক্ষেপ; কথ্য): "লয়ে' গেছে হৃদয়-হুতাশ" কড়ি।

হেলাদোলা (বি; কথ্য): "লতায় পাতায়—" কড়ি (শি); ইত্যাদি।

হিমঝুরি (কল্পিত বৃক্ষ ও পুষ্পনাম): বী।

হিমাদ্রিরাজ: "হিমাদ্রিরাজের সমগ্রতা" নব।

হুতাশ (বি): "জ্বলে উঠুক সকল—" গীতা।

হিরণ্ময় (বিণ): "—লিপি" আ।

হুংকারিয়া" কথা; "হুহুংকার" সা; ইত্যাদি।

---

১. আম্রেড়িত অব্যয়পদ বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

হুংকৃত (বিণ) : "—যুদ্ধের বাদ্য" নব।

হৃৎ (হৃদ্) (পূর্বপদ) : "হৃদ্‌গগনে", "হৃদ্‌বিদারী" গীতা; "হৃদ্‌বিদারণ" খে; "হৃৎশতদলে তুমি বীণাপাণি" পরি।

হেন (উত্তরপদ; উপমাদ্যোতক) : "ম্লান-হেন", "বিজুলি-হেন ঝিকিমিকে" মা; "খদ্যোৎহেন" সো; "আমার হৃদয় পাগলহেন" গীতি; "মাতার স্তন্য সুধা হেন" গীতা; "ভাঙা ভাণ্ড হেন" নব; ইত্যাদি।

হেঁট (পূর্বপদ) : "হেঁট-আননে" কথা।

হোক (ক্রিয়া; বিকল্প বাচক অব্যয়ের অর্থে) : "হোক ফুল, হোক না গলার হার,······হোক ফুল, হোক তাহা গান" ব।

হোমিয়োপ্যাথি (homeopathy) : "—বিমুখ হবে" প্রহা।

হোঁস্ (=হুঁশ; ফারসী; বি) : প্রহা।

সপ্তম অধ্যায়

কবিতা ও কাব্য নাম বিশ্লেষণ

রবীন্দ্রনাথের কবিতার ও কাব্যের নামকরণে বৈশিষ্ট্য আছে। নামগুলির শব্দচয়নে অথবা শব্দনির্মাণে যে রীতি দেখা যায় তাহার খানিকটা তাঁহার কাব্যভাষার অনুসারী কিন্তু সবটা নয়। গদ্যের রীতিরও ছাপ আছে। কাব্যভাষার আলোচনায় কবিতা-নাম ও কাব্য-নাম ধরা হয় নাই। এই অধ্যায়ে তাহা পৃথক্‌ভাবে আলোচনা করা হইতেছে এবং কবিতা ও কাব্য নামের একটি যথাসম্ভব সম্পূর্ণ তালিকাও দেওয়া যাইতেছে।

কবিতার ও কাব্যের নামে সংযোজক অব্যয় ("ও") দিয়া দুইটি নামপদের ব্যবহার বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের আগে খুব চলিত ছিল না। তবে এই ধরণের নাম রবীন্দ্রনাথ বেশি ব্যবহার করেন নাই, এবং যাহা কিছু করিয়াছেন ১৯০০ সালের আগে। অধিকাংশ উদাহরণ কণিকায় আছে। কণিকার কবিতাগুলি নিতান্ত ছোট, কিন্তু নামগুলি ছোট নয়। সেগুলি গুরুগম্ভীর ও গদ্যঘেঁষা। যেমন,

কবিতা নামঃ 'বিষ ও সুধা',[১] 'রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে',[২] 'তোমরা ও আমরা',[৩] শীতে ও বসন্তে',[৩] 'রাত্রে ও প্রভাতে',[৩] 'বনে ও রাজ্যে',[৪] 'তত্ত্ব ও সৌন্দর্য',[৪] 'ভিক্ষা ও উপার্জন',[৫] 'প্রবীণ ও নবীন',[৫] 'গদ্য ও পদ্য',[৫] 'নিজের ও সাধারণের',[৫] 'নূতন ও সনাতন',[৫] 'গ্রহণে ও দানে',[৫] 'ফুল ও ফল',[৫] 'অস্ফুট ও পরিস্ফুট',[৫] 'পর ও আত্মীয়',[৫] 'অনুরাগ ও বৈরাগ্য',[৫] 'আরম্ভ ও শেষ',[৫] 'ভিতরে ও বাহিরে',[৬] 'নীড় ও আকাশ',[৭] 'রাজা ও রাণী'[৮]।

কাব্যনামঃ ছবি ও গান (১৮৮৪), কড়ি ও কোমল (১৮৮৬)।

---

১. বাল্যকালের রচনা, প্রথম সংস্করণ সন্ধ্যাসঙ্গীতে (১৮৮২) সঙ্কলিত, পরে বর্জিত।

২. রচনাকাল ১৮৯২ (সোনার তরী)। ৩. ঐ ১৮৯৫ (চিত্রা)। ৪. ঐ ১৮৯৬ (চৈতালী)। ৫. কণিকা (১৮৯৯)। ৬. শিশু (১৯০৩)। ৭. রচনাকাল ১৯০৬ (খেয়া)। ৮. শিশু ভোলানাথ।

কাব্যের নাম সাধারণতঃ একটি পদে অথবা দুইটি শব্দের সমাস-পদে কিংবা দুইটি পদে। দুইয়ের বেশি পদযুক্ত কোন কাব্যনাম নাই। যেমন,

একপদে (কর্তা) ঃ মানসী, চিত্রা, চৈতালী, কল্পনা, ক্ষণিকা, গীতালি, বলাকা, পূরবী, মহুয়া, বীথিকা, পুনশ্চ, প্রবাহিণী, আরোগ্য ইত্যাদি।

দুই শব্দের সমাস-পদে (কর্তা ও সপ্তমী) ঃ সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রভাতসঙ্গীত, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, শেষসপ্তক, আকাশপ্রদীপ, রোগশয্যায়, জন্মদিনে ইত্যাদি।

দুইপদে ঃ সোনার তরী, ছড়ার ছবি।

অধিকাংশ কবিতা-নামই এই রকম—একপদে, দুই শব্দের সমাস-পদে কিংবা দুইপদে। তিন ও বেশি পদযুক্ত নামগুলি সবই কবিতার ছত্র বা ছত্রাংশের উদ্ধৃতি।[১] যেমন, 'ভালো করে বলে যাও',[২] 'যেতে নাহি দিব'[৩] ইত্যাদি।

তিনপদের কয়েকটি নাম উদ্ধৃতি নয়, বাক্যাংশ। যেমন,

দ্বন্দ্ব সমাসের মত ঃ 'সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়',[৪] 'হিং টিং ছট্'[২]।

বাক্যাংশ ঃ 'নিন্দুকের প্রতি নিবেদন',[২] 'কবির প্রতি নিবেদন',[২] 'স্বর্গ হইতে বিদায়',[৫] 'নদীর প্রতি খাল',[৬] 'বলের অপেক্ষা বলী'[৬]।

সমাসযুক্ত দুই পদ ঃ 'শূন্যহৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা',[২] 'নববঙ্গদম্পতীর প্রেমালাপ,'[২] 'পর-বিচারে গৃহভেদ'[৬]।

কণিকার পরে এমন দীর্ঘ নাম রবীন্দ্রনাথ আর কোন কবিতায় দেন নাই।

সমাস বাদ দিলে দুইটি পদের কাব্যনাম তিনটি মাত্র। যেমন, 'সোনার তরী', 'শিশু ভোলানাথ', ও 'ছড়ার ছবি'। সমাস ধরিলে কতকগুলি পাই।

১. কণিকার কয়েকটি কবিতার শিরোনামা সংস্কৃত শ্লোকের (এক অথবা একাধিক পদের) খণ্ডিতাংশ। যেমন, 'উদারচরিতানাম্', 'কাকঃ কাকঃ পিকঃ পিকঃ', 'ধ্রুবাণি তস্য নশ্যন্তি', 'তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে'। কল্পনায় একটি আছে—'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ'। ক্ষণিকায়ও একটি আছে—'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ'। পরে পাই—'তে হি নো দিবসাঃ' (পরিশেষ)। মেয়েলি ছড়ার অংশ পাই আকাশ-প্রদীপে—'ঢাকিরা ঢাক বাজায়'।

২. মানসী। ৩. সোনার তরী। ৪. প্রভাতসঙ্গীত। ৫. চিত্রা। ৬. কণিকা।

যেমন, সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রভাতসঙ্গীত, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, শেষসপ্তক, আকাশপ্রদীপ, নবজাতক, জন্মদিনে ইত্যাদি।

একটি পদের কাব্যনামগুলি গুছাইয়া দেখিলে এই কয়টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ

(১) আ-কারান্ত ও ই-কারান্ত, সাধারণতঃ স্ত্রীলিঙ্গঃ কথা, কণিকা, কল্পনা, খেয়া,[১] চিত্রা, পলাতকা, বলাকা, মহুয়া, ক্ষণিকা, চৈতালী, পূরবী, প্রবাহিণী, প্রহাসিনী, মানসী, গীতালি, সেঁজুতি ইত্যাদি।

(২) অ-কারান্ত, ই-কারান্ত ও উ-কারান্তঃ আরোগ্য, উৎসর্গ, নৈবেদ্য, প্রান্তিক, পুনশ্চ,[২] সানাই, শিশু।

(৩) এ-কারান্ত (সপ্তমী)ঃ রোগশয্যায়, জন্মদিনে (১৯৪১)।

একপদের কয়েকটি নাম রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট অথবা সৃষ্টির মতই নিজস্ব-রূপে কল্পিত। যেমন, মানসী, চিত্রা,[৩] চৈতালী,[৪] ক্ষণিকা, কণিকা, গীতালি[৫], পলাতকা, পূরবী[৬]।

কবিতানামের আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই লক্ষ্য করা যায় যে স্থানের অথবা ব্যক্তির নামে কবিতানাম খুব কম আছে। যাহা আছে তাহা বিদেশী ও দেশী। ব্যক্তিনাম দিয়া কবিতা রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশোত্তর বয়সেই লেখা হইয়াছিল। (জীবিত ব্যক্তিদের নামে কয়েকটি উৎসর্গ কবিতা আছে।) যেমন,

বিদেশী স্থান-নামঃ ইটালিয়া (পূ), শ্রীবিজয়লক্ষ্মী (পরি), বোরোবুদুর (পরি), সিয়াম (পরি)।

দেশী স্থান (নদী) নামঃ পদ্মা (চৈ), ইছামতী নদী (চৈ)। বঙ্গভূমির প্রতি (কড়ি), অজয় নদী (ছড়ার), ভাগীরথী (সেঁ), হিন্দুস্থান (নব), রাজপুতানা (নব)।

বিদেশী ব্যক্তি-নামঃ উইলি পিয়র্সন (ব), শেকসপিয়ার (ঐ)।

১. তদ্ভব স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ নহে। ২. একপদের নাম নহে, তবে বাংলায় একপদেরই মত। ৩. সংস্কৃতে নক্ষত্রনাম। ৪. উপভাষায় চৈত্রমাসের পরব বা ফসল। ৫. < গীত+বৈতালিক? ৬. সুরের নাম। সঙ্গীতের শব্দ লইয়া অপর কাব্যনাম শৈশবসঙ্গীত, সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রভাতসঙ্গীত, ছবি ও গান, কড়ি ও কোমল, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, সানাই, শেষসপ্তক।

দেশী ব্যক্তি-নাম ঃ কালিদাসের প্রতি (চৈ), গুরু গোবিন্দ (কথা), সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (পূ), শা-জাহান (ব),[১] জগদীশচন্দ্র বসু (ক), জগদীশচন্দ্র (বন), অতুলপ্রসাদ সেন (পরি, সংযোজন), মৌলানা জিয়াউদ্দীন (নব), গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সেঁ) ইত্যাদি।

কবিতা-নামের সবচেয়ে বড় শ্রেণী—বিশেষ্য-অর্থে বিশেষণ। দুই-লিঙ্গই আছে। কোন কোন কাব্যগ্রন্থে ঐ ধরণের নাম একটিও নাই। কোন কোন গ্রন্থে একটি করিয়া আছে। যেমন চিত্রায় ও চৈতালীতে। আবার কোন কোন গ্রন্থে খুব বেশি করিয়া আছে। যেমন কল্পনায়, ক্ষণিকায়, পূরবীতে, পরিশেষে ও সানাইয়ে। যথাসম্ভব সম্পূর্ণ তালিকা দিতেছি।

সাধারণ ঃ অগোচর (পরি), অচেনা (ক্ষ, সেঁ), অদেখা (পূ), অনাদৃত (সো), অনাবশ্যক (খে), অনাহত (খে), অন্তরতম (ক্ষ), অপটু (ক), অপূর্ণ (পরি), অবর্জিত (নব), অবাধ (পরি), অবারিত (খে), অমর্ত (সেঁ), অশেষ (ক), অসাবধান (ক্ষ), আগন্তুক (মা, পরি), আচ্ছন্ন (ছবি), আধোজাগা (সা), আনমনা (পূ), আমি-হারা (সন্ধ্যা), আসল (প), উচ্ছৃঙ্খল (মা), উৎসৃষ্ট (ক), উদাসীন (ক্ষ), উদ্‌বৃত্ত (সা), একটিমাত্র (ক্ষ), কৃতজ্ঞ (পূ), কৃতার্থ (ক্ষ), কৃপণ (খে), ক্ষণিক (সা), খাপছাড়া (প্রহা) খেলা-ভোলা (শিশু), গীতহীন (চৈ), ঘরছাড়া (সেঁ), ঘুমচোরা (শি), চিরন্তন (পরি), ছবি-আঁকিয়ে (ছড়ার), ছোটবড় (শি), জানা-অজানা (আ), দুর্বোধ (সো), দুষ্টু (শিশু), দুঃখহারী (শি), দেশান্তরী (ছড়ার), দোসর (পূ), ধাবমান (পরি), না-পাওয়া (পূ), নিরাবৃত (পরি), নিরুদ্যম (খে), নির্লিপ্ত (শি), নির্বাক (পরি), নিঃশেষ (সেঁ), নূতন (কড়ি), পথহারা (শিশু), পরিত্যক্ত (সন্ধ্যা, মা), পাগল (ছবি), পিয়াসী (ক), পুরাতন (কড়ি), পূর্ণকাম (ক), প্রচ্ছন্ন (খে), প্রবীণ (নব), প্রবাসী (নব,

---

১. বলাকার কবিতানামগুলি পরে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

ছড়ার), প্রৌঢ় (চি), বঞ্চিত (আ), বাকি (কড়ি), বাণীহারা (সা), বিজয়া (পূ), বিজ্ঞ (শি), বিলম্বিত (ক্ষ), বীণাহারা (পূ), বৈজ্ঞানিক (শি), ব্যাকুল (শি), ভিখারি (ক), ভীরু (পরি, বিচি), মরীয়া (সা), মাতাল (ছবি, ক্ষ), মাতৃবৎসল (শি), মানী (পরি), মুর্খ (শিশু), মেঘমুক্ত (ক্ষ), যুগল (ক্ষ, বিচি), সময়হারা (শিশু, আ), সমালোচক (শি), সম্পূর্ণ (সা), সংশয়ী (শিশু), স্কুল-পালানে (আ), স্থায়ী-অস্থায়ী (ক্ষ), স্পাই (শেষ), স্বপ্নরুদ্ধ (কড়ি), স্বল্পশেষ (ক্ষ)।

স্ত্রীলিঙ্গ ঃ অক্ষমা (সো), অধরা (সা), অধীরা (সা), অন্তর্হিতা (পূ, পরি), অনাগতা (ছড়ার), অপরিচিতা (পূ), অভি-মানিনী (ছবি), আদরিণী (ছবি, বিচি), আধুনিকা (প্রহা), আশীর্বাদী (পরি), একাকিনী (ছবি), কল্যাণী (ক্ষ), কাঙালিনী (কড়ি), কৃপণা (সা), ক্ষণিকা (পরি), গর-ঠিকানী (প্রহা), গোয়ালিনী (বিচি), চিরায়মানা (ক্ষ), ছায়াসঙ্গিনী (বিচি), তীর্থযাত্রিণী (সেঁ), তৃতীয়া (পূ), দরিদ্রা (সো), দীপিকা (পরি), দূরবর্তিনী (সা), নিদ্রিতা (সো), নীহারিকা (ছড়ার), পঞ্চমী (আ), পলাতকা (প, প্রহা), পলায়নী (সেঁ), পসারিণী (ক, বিচি), পুষ্পচয়িনী (বিচি), পূর্ণা (সা), প্রকাশিতা (বিচি), প্রবাহিণী (পূ), প্রিয়া (চৈ), প্রেয়সী (চৈ), বিচিত্রা (পরি), বিবসনা (কড়ি), বিরহিণী (পূ), ব্যথিতা (সা), ভ্রমণী (ছড়ার), মানসী (চৈ), লজ্জিতা (ক), লীলাসঙ্গিনী (পরি), শ্যামলা (বিচি), শ্যামা (আ), সকরুণা (ক), সুপ্তোত্থিতা (সো), স্নেহময়ী (কড়ি)।

অনেকগুলি কবিতানাম স্থান কাল ও অবস্থা বাচক। এই নামগুলিতে প্রথমা অথবা সপ্তমী বিভক্তি পাই। যথাক্রমে উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

স্থান ঃ অনন্তপথে (চৈ), অস্তাচলের পরপারে (কড়ি), ইষ্টনাম (নব), একগাঁয়ে (ক্ষ), কুয়ায় (বিচি), কুয়ার ধারে

(খ), কূলে (ক্ষ), গ্রামে (ছবি), ঘাটে (খে), ঘাটের পথ (খে), জানালায় (সা), দিঘি (খে), দুই তীরে (ক্ষ), দুয়ার (পরি), দ্বারে (বিচি), দূর (শিশু), নদীপথে (সো), পথে (ক্ষ), পথের শেষ (খে), প্রথম পাতায় (পরি, সংযোজন), বনে ও রাজ্যে (চৈ), বাপী (ম), বিজনে (কড়ি), ভিতরে ও বাহিরে (শি), মথুরায় (কড়ি), মংপু পাহাড়ে (নব), মুক্ত পথে (সা), মোহানা (পরি), যথাস্থান (ক্ষ), শূন্যগৃহে (মা), শূন্যঘর (পরি), সব-পেয়েছির দেশ (খে), সমুদ্র (পূ), সমুদ্রে (খে), সাত সমুদ্র পারে (শিশু), সিন্ধুতীরে (কড়ি), সিন্ধুপারে (চি) ইত্যাদি।

কাল : অকালে (ক্ষ), অতীত কাল (পূ), অসময় (চৈ, ক, সা), আরেকদিন (পরি), আশ্বিনে (বী), আষাঢ় (ক্ষ), উৎসবের দিন (পূ), একাল ও সেকাল (মা), গোধূলি (মা), গোধূলিলগ্ন (খে), চিরদিন (কড়ি), চৈত্ররজনী (ক), ছুটির দিনে (ক্ষ), জন্মদিন (ম, নব, সেঁ[১]), জীবন মধ্যাহ্ন (মা), জ্যোৎস্নারাত্রে (চি), ঝড়ের দিনে (ক), দিনশেষ (খে), দিনশেষে (চি), দিনান্তে (ম), দিনাবসান (পরি), দুর্দিন (ক্ষ), দুর্দিনে (পরি), দুঃসময় (ক), নতুন কাল (সেঁ), নববর্ষা (ক্ষ), নববর্ষে (চি), পঁচিশে বৈশাখ (পূ), পূর্ণিমা (চি), পূর্ণিমায় (সন্ধ্যা), পূর্বকালে (মা), প্রভাত (চৈ, পূ), প্রভাতে (খে), বর্ষাপ্রভাত (খে), বর্ষাসন্ধ্যা (খে), বর্ষশেষ (চৈ, ক, পরি), বর্ষার-দিনে (মা), বসন্ত (পূ, ম), বৈশাখ (ক), বৈশাখে (খে), ভরা বাদরে (সো), ভাবী কাল (পূ), মধ্যাহ্নে (ছবি), যথাসময় (ক্ষ), রাত্রি (কড়ি, ক, নব), রাখিপূর্ণিমা (ম), রাত্রে ও প্রভাতে (চি), শরৎ (ক), শীত (শি, পূ), শীতে ও বসন্তে (চি), শুভক্ষণ (খে), শেষবেলা (নব), শৈশবসন্ধ্যা (সো), সন্ধ্যা (চি, সেঁ, নব),

---

১. এই নামে দুইটি কবিতা সেঁজুতিতে আছে।

সন্ধ্যায় (মা), সাড়ে ন'টা (নব), সারাবেলা (কড়ি), সুসময় (পরি, সংযোজন), সেকাল (ক্ষ), ১৪০০ সাল (চি) ইত্যাদি।

অবস্থা : অনবসর (ক্ষ), অবশেষে (সা), গ্রহণে ও দানে (কণি), মদনভস্মের পরে (ক), মদনভস্মের পূর্বে (ক), মৃত্যুর পরে (চি), যাবার আগে (সা) ইত্যাদি।

প্রশ্ন ও সংশয়বাচক অধ্যয় (সর্বনাম) পদ দুই চারিটি কবিতার নাম রূপে পাওয়া যায়। যেমন, কে ? (ছবি), কোথায় (কড়ি), কেন (কড়ি, নব), তবু (মা), তথাপি (ক্ষ)।

উত্তম ও মধ্যম পুরুষ সর্বনাম পদ কয়েকটি কবিতার নামে পাওয়া যায়। যেমন, আমি (পরি), আমি-হারা (সন্ধ্যা), ক্ষুদ্র আমি (কড়ি), অনবচ্ছিন্ন আমি (ক), দুই আমি (শিশু), তুমি (কড়ি, পরি)।

ক্রিয়াপদ কবিতা নামরূপে শুধু একবার পাওয়া যাইতেছে : আছি (পরি)।

দুই তিনটি কবিতানামের দ্বিতীয় পদ "-ওয়া-" অন্তক ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য-বিশেষণ। যেমন, হারিয়ে-যাওয়া (প), না-পাওয়া (পূ), দেওয়া নেওয়া (সা)।

কতকগুলি নামে "প্রতি" (=ইংরেজী to) আছে। যেমন, অহল্যার প্রতি (মা), কবির প্রতি নিবেদন (মা), কালিদাসের প্রতি (চৈ), নদীর প্রতি খাল (কণি), নিন্দুকের প্রতি নিবেদন (মা), প্রকৃতির প্রতি (মা), বক্সাদুর্গস্থ রাজবন্দীদের প্রতি (পরি), বঙ্গবাসীর প্রতি (কড়ি), বঙ্গভূমির প্রতি (কড়ি), বুদ্ধদেবের প্রতি (পরি), ভক্তের প্রতি (চৈ), সভ্যতার প্রতি (চৈ), সমুদ্রের প্রতি (সো)।

"শেষ" শব্দটি একেলা অথবা পূর্ব কিংবা পর পদ রূপে অনেকগুলি কবিতানামে (এবং দুইটি কাব্যনামে[1]) পাওয়া যায়। যেমন,

একেলা : শেষ (ক্ষ, পূ)। তু° অশেষ।

---

১. পরিশেষ, শেষসপ্তক।

পূর্বপদঃ শেষ অর্ঘ্য (পূ), শেষ উপহার (মা, চি), শেষ কথা (কড়ি, চৈ, নব), শেষ খেয়া (খে), শেষ গান (প), শেষ চুম্বন (চৈ), শেষ প্রতিষ্ঠা (প), শেষ প্রহরে (শ্যা), শেষ বেলা (নব), শেষ মধু (ম), শেষ শিক্ষা (কথা), শেষ হিসাব (ক্ষ) ইত্যাদি।

উত্তরপদঃ অবশেষ (ম), আরম্ভ ও শেষ (কণি), দিনশেষ (খে), দিনশেষে (চি), বর্ষশেষ (চৈ, ক, পরি), স্বল্পশেষ (ক্ষ), ইত্যাদি।

এইভাবে শেষের সমার্থক শব্দেরও ব্যবহার আছে। যেমন, অবসান (পূ, সা), দিনাবসান (পরি), সমাপন (প্রভাত), সমাপ্তি (চৈ) ইত্যাদি।

তিনটি কবিতানামে অব্যয় "যথা" পাওয়া যায়ঃ যথাকর্তব্য (কণি), যথাসময় (ক্ষ), যথাস্থান (ক্ষ)।

নঞর্থ "অ-, অন-" যুক্ত কোনও কাব্যনাম রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেন নাই। অথচ কবিতানামে এমন শব্দের প্রচুর ব্যবহার আছে। "অনন্ত" প্রভৃতি যে সব শব্দ নঞ্-যুক্ত হইলেও বাংলায় ঠিক নঞর্থে চলে না তেমন শব্দ বাদ দিয়া উল্লেখযোগ্য নঞ্-যুক্ত কবিতানামের তালিকা দেওয়া যাইতেছে।

অকাল ঘুম (শ্যা), অকর্মার বিভ্রাট (কণি), অক্ষমা[১] (সো), অক্ষমতা (কড়ি), অচল[২] স্মৃতি (সো), অচেনা (ক্ষ, ম), অচেতন মাহাত্ম্য (কণি), অদেখা (পূ), অনবসর (ক্ষ), অনাবশ্যক (খে), অনাবশ্যকের আবশ্যকতা (কণি), অনাদৃত (সো), অনাহত (খে), অপটু (ক্ষে), অপরিবর্তনীয় (কণি), অপরিহরণীয় (কণি), অপ্রকাশ (বী), অযোগ্যের উপহার (কণি), অবাধ (পরি), অবারিত (খে), অবিনয় (ক্ষ), অবুঝ মন (পরি), অশেষ

১. এখানে সামান্য শ্লেষ আছে। ক্ষমা শব্দের এক মানে পৃথিবী, অপর মানে ধৈর্যশীলা।

২. মানে অবিচল।

(ক), অসম্পূর্ণ সংবাদ (কণি), অসময় (চৈ, ক, সা), অসম্ভব ভালো (কণি), অসহ্য ভালবাসা (সন্ধ্যা), অসাবধান (ক্ষ), অস্ফুট ও পরিস্ফুট (কণি) ইত্যাদি।

"আত্ম" শব্দ পূর্বপদরূপে পাওয়া যায় কয়েকটি নামে। যেমন, আত্ম-অপমান (কড়ি), আত্মছলনা (সা), সজ্ঞান আত্মবিসর্জন (কণি), আত্মশত্রুতা (কণি), আত্মসমর্পণ (মা, সো), আত্মাভিমান (কড়ি)। তু° 'গরজের আত্মীয়তা' (কণি)।

বাংলায় ই-কারান্ত তদ্ধিত অথবা স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণ শব্দ বিশেষ অর্থে বিশেষ্যে পরিণত হয়। যেমন, আগমনী (=দুর্গার আগমনী গান), বিজয়া (= দুর্গার বিজয় অর্থাৎ গমন উৎসব)। এইভাবে রবীন্দ্রনাথও কবিতার নাম দিয়াছেন। যেমন, আশীর্বাদী (পরি)।

অনেকগুলি কাব্যনামে (ও কয়েকটি কবিতানামে) "গান, গীত, গীতি, সঙ্গীত" আছে।[১] যেমন, গানভঙ্গ (সো), গানশোনা (খে), গানের সাজি (পূ), গানের স্মৃতি (সা), দূরের গান (সা), গানের খেয়া (সা), গানের জাল (সা), গানের মন্ত্র (সা), গীতচ্ছবি (বী), শান্তিগীত (সন্ধ্যা), হৃদয়ের গীতধ্বনি (সন্ধ্যা), গীতোচ্ছ্বাস (কড়ি), পরাজয়-সঙ্গীত (সন্ধ্যা), সংগ্রাম-সঙ্গীত (সন্ধ্যা), নগর-সঙ্গীত (চি) ইত্যাদি।

দুর্ (দুস্)- উপসর্গযুক্ত এই কবিতা-নামগুলি পাওয়া যায়ঃ
দুরাকাঙ্ক্ষা (চি), দুর্দিনে (পরি), দুর্ভাগিনী (বী), দুঃসময় (ক) ইত্যাদি।

নির্ (নিস্-)- উপসর্গ পাওয়া যায় এই কবিতা-নামগুলিতেঃ
নিরাবৃত (পরি), নিরুদ্দেশ যাত্রা (সো), নিরুদ্যম (খে), নির্বাক্ (পরি), নির্ভয় (ম), নির্লিপ্ত (শি), নিঃশেষ (সেঁ)।

পূর্বপদ অথবা বিশেষণ রূপে "হৃদয়" প্রথম বয়সে লেখা এই কবিতা নামগুলিতে আছে ঃ

১. যেমন, শৈশবসঙ্গীত, সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রভাতসঙ্গীত, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি, ছবি ও গান।

হৃদয়-আকাশ (ছবি), হৃদয়-আসন (কড়ি), হৃদয়ের ধন (মা), হৃদয়ের ভাষা (কড়ি), হৃদয়-যমুনা (সো)।

কতকগুলি কবিতা নারী-নামে চিহ্নিত। এই সব নামের বেশির ভাগ রবীন্দ্রনাথের কল্পিত ও সৃষ্ট। তালিকায় কল্পিত ও সৃষ্ট নামগুলির আগে তারকাচিহ্ন দেওয়া গেল।

উষসী (ম), কণি (শ্যা), *করুণী (ম), *কাকলী (ম), *কাজলী (ম), *খেয়ালী (ম), চিত্রা (চি), *জয়তী (ম), *ঝামরী (ম), *দিয়ালী (ম), নন্দিনী (ম), নাগরী (ম), নুটু (বী), পিয়ালী (ম), বিম্ববতী (সো) ভাবিনী (ম), *মহুয়া (ম), মালিনী (ম), *মুরতি (ম), শ্যামলী (ম), শ্যামলা (বিচি), *সাগরী (ম), *সুধিয়া (ছড়ার), হেঁয়ালী ইত্যাদি।

কবিতার নামরূপে অথবা নামের মধ্যে ব্যবহৃত অপর কয়েকটি বিশিষ্ট শব্দের উদাহরণ দিতেছি।

অগ্রদূত (পরি), অতিবাদ[১] (ক্ষ), অতিভক্তি ('ভক্তি ও—' কণি), অস্তমান ('—রবি' কড়ি), আকন্দ (পূ), আকাশপ্রদীপ (আ, ছড়ার), আদিতম (বী), আবছায়া (ছবি), আর্তস্বর (ছবি), উদ্‌ঘাত (ম), উপকথা (কড়ি), কণ্টিকারি (পরি), কর্ণধার (সো), কাঠবিড়ালি (বী), কুরচি (বন), কৈশোরিকা (বী), ক্যাণ্ডীয়[২] নাচ (নব), ক্ষণিক ('—মিলন' কণি, মা), *গরবিনী (বী), চলতি ('—ছবি' সেঁ), চামেলি-বিতান (বন), ছায়াছবি (সো), ছায়ালোক (ম), ঝাঁকড়াচুল (বিচি), ঠাকুরদাদা ('দাদার ছুটি' প), তেঁতুল ('তেঁতুলের ফুল' শ্যা), দায়মোচন্ (ম), দীপিকা (পরি), দীপ-শিল্পী (পরি), দুয়োরাণী (শিশু),

---

১. রবীন্দ্রনাথ "চাটুবাক্য" অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন।

২. সিংহলের ক্যাণ্ডি অঞ্চলে প্রচলিত।

তুরন্ত ('—আশা' মা), দেবদারু (বন, বী), নকলগড়[১] (কথা), নাম্নী (ম), নারিকেল (বন), নীলমণিলতা[২] (বন), পোড়ো ('—বাড়ি' ছবি, বী), প্রাণগঙ্গা (পূ), বকুলবন ('বকুল বনের পাখি' পূ), বাঁশিওয়ালা (শ্যা), বাসাবদল (সা), বিপাশা (পূ), বেঠিক ('—পথের পথিক' প), ভাগ্যরাজ্য (নব), মধুমঞ্জরী[২] (বন), রূপকার (বী), স্যাকরা (বিচি) ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ একনামে একাধিক কবিতা লিখিয়াছেন। তাহা উপরের আলোচনায় পাওয়া যাইবে। কবিতানামে তিনি শব্দের বাছবিচার করেন নাই, তৎসম অর্ধতৎসম তদ্ভব দেশী ও বিদেশী শব্দ ইচ্ছামত গ্রহণ করিয়াছেন। তৎসম, অর্ধতৎসম, তদ্ভব ও দেশী শব্দের কবিতানাম রূপে ব্যবহার আগের আলোচনায় যথেষ্ট পাওয়া যাইবে। এখন বিদেশী শব্দের কবিতানাম রূপে ব্যবহারের উদাহরণ দিতেছি।

ফারসী: গর্-ঠিকানী (প্রহা), জবাবদিহি (নব), বাকি (কড়ি)।

ইংরেজী: অটোগ্রাফ (autograph, প্রহা), ইটালিয়া (Italia, পূ), ইস্টেশন (নব), স্পাই (spy, পরি), রোম্যান্টিক (নব)।

১. কল্পিত স্থাননাম

২. ফুলের নাম।

সংকেতনির্দেশ

‘আ(কাশ প্রদীপ)’
‘আরো(গ্য)’
‘উ(ৎসর্গ)’
উপ(ভাষা)
‘ক(ল্পনা)’
‘কড়ি (ও কোমল)’
‘কণি(কা)’
‘কথা (ও কাহিনী)’
কথ্য (ভাষা)
কাব্য (ভাষা)
ক্রি(য়াবিশেষ)ণ
‘ক্ষ(ণিকা)’
‘খে(য়া)’
‘গী(তাঞ্জলি)’
‘গীতা(লি)’
‘গীতি(মাল্য)’
‘চি(ত্রা)’
‘চৈ(তালী)’
‘ছড়ার (ছবি)’
‘ছবি (ও গান)’
‘জন্ম(দিনে)’
দ্বি(তীয়) স(ংস্করণ)
‘নব (জাতক)’
‘নৈ(বেদ্য)’
‘প(লাতকা)’
‘পত্র(পুট)’
‘পরি(শেষ)’
‘পুন(শ্চ)’
‘পূ(রবী)’
প্র(থম) সং(স্করণ)
‘প্রভাত (সঙ্গীত)’
‘প্রহা(সিনী)’
‘প্রা(ন্তিক)’
‘ব(লাকা)’
‘বন(বাণী)’
‘বা(ঙ্গালা) সা(হিত্যের) ই(তিহাস)
বি(শেষ্য)
বি(শেষ)ণ
‘বিচি(ত্রিতা)’
‘বী(থিকা)’
ব্রজ(বুলি)
‘ম(হুয়া)’
‘মা(নসী)’
‘রো(গশয্যায়)’
‘শেষ(সপ্তক)’
‘শ্যা(মলী)’
‘সন্ধ্যা(সঙ্গীত)’
‘সা(নাই)’
‘সেঁ(জুতি)’
‘সো(নার তরী)’

নির্ঘণ্ট

(প্রথম পাঁচ পরিচ্ছেদ)